পরশমণি

এ. বি. এম. এ. খালেক মজুমদার

www.amarboi.org

পরশমণি

উপন্যাসের আমেজে বিশ্বনবীর জীবন চরিত
একটি পূর্ণাঙ্গ ও নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ

এ. বি. এম. এ. খালেক মজুমদার

আধুনিক প্রকাশনী
ঢাকা

www.amarboi.org

www.amarboi.org

প্রকাশনায়
আধুনিক প্রকাশনী
২৫, শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১১ ৫১ ৯১

আঃ প্রঃ ২৭৩

প্রথম প্রকাশ

রজব	১৪২১
আশ্বিন	১৪০৭
অক্টোবর	২০০০

বিনিময় ঃ ১৪০.০০ টাকা

মুদ্রণে
আধুনিক প্রেস
২৫, শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

POROSHMONI by A. B. M. A. Khalaq Majumdar. Published by Adhunik Prokashani, 25 Shirishdas Lane , Banglabazar, Dhaka-1100.

Sponsored by Bangladesh Islamic Institute.
25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Price : Taka 140.00 Only.

www.amarboi.org

www.amarboi.org

কিছু কথা

'পরশমণি মূলত ভারতের সুখ্যাত ব্যক্তিত্ব, উপন্যাসিক, উর্দু সাহিত্যের উন্মেষ যুগের সাহিত্যিক মাওলানা সাদেক আহমাদ সারধনবী মরহুমের মূল রচনা "আফতাবে আলম"-এর ভাবানুবাদ। উপন্যাসের অংশ কল্পিত। হুজুরের জীবনী বাস্তবভিত্তিক।

গ্রন্থটি শেষ নবী, প্রিয় রাসূল, আশরাফুল আম্বিয়া সবচেয়ে সফল নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর রচিত যথোপযুক্ত নির্ভরযোগ্য একটি জীবনীগ্রন্থ্। সীরাতের এ গ্রন্থটিতে যৎসামান্য উপন্যাসের ছোয়া আছে।

সীরাত গ্রন্থের উপর উপন্যাসের রঙ্গের ছটায় আর কোনো গ্রন্থ্ বাংলা ভাষায় রচিত হয়েছে বলে আমি জানি না।

গ্রন্থটিতে আইয়ামে জাহেলিয়াতের সবচেয়ে জঘন্য, ঘৃণ্য বর্বরোচিত, নির্মম ও নিষ্ঠুর যে জিহালাত—'কন্যা সন্তান জীবন্ত কবর' দেবার প্রচলিত রীতির একটি কাল্পনিক ঘটনাকে উপন্যাসের ছটায় রাসূলের জীবনের সাথে মিলিয়ে লেখা হয়েছে। আসলে কন্যা সন্তান জীবিত কবর দেয়া, মূর্তিপূজা করা, শির্কের বিরুদ্ধে এই বইটি একটি জীবন্ত প্রতিবাদ ও জিহাদ। পক্ষান্তরে আল্লাহর একত্ববাদ ও দীন প্রতিষ্ঠার একটি আন্দোলন।

উপন্যাসের ছটা লাগাবার জন্য ঐ কাল্পনিক চরিত্র বিধৃত করলেও মূলত এটি একটি সীরাত গ্রন্থ্। রাসূলের জন্ম পূর্বাবস্থায় আরবে এ রকম অসংখ্য কুসংস্কার, শির্ক, বিদায়াত ও মূর্তিপূজার প্রচলন ছিলো। শেষ রাসূলের আগমন যে এসব অমানবিক, নিষ্ঠুর আচরণ, কুসংস্কার, শির্ক, বিদয়াত ও মূর্তিপূজার অবসান ঘটাবে তার জন্মের আগ থেকেই এর বহু আলামত দেখা দিয়েছিলো। একথাগুলোও এ গ্রন্থে তৎকালীন মুশরিক নেতা, ভবিষ্যত বক্তা, যাদুকর, মুনি-ঋষিদের মুখে ব্যক্ত করা হয়েছে।

উপন্যাসের এ যৎসামান্য একটি ঘটনা, যা আরবে অহরহই ঘটতো। এছাড়া আর সবই রাসূলের জন্মপূর্ব অবস্থা হতে মক্কা বিজয় পর্যন্ত ঘটনা। এর বাইরে আর কিছু এতে নেই। উপন্যাসের ঘটনাটি হুবহু এক রেখে সীরাতের অংশে 'ইবনে হিশাম' 'সীরাতে সরওয়ারে আলম', 'আর রাহীকুল মাখতুম', 'রাসূল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম' সহ অন্যান্য সীরাত গ্রন্থে বর্ণিত রাসূলের জীবনে সংঘটিত সকল ঘটনার সাথেই এর মিল রয়েছে।

বইটি প্রকাশের ব্যাপারে যিনি সবচেয়ে বেশী উৎসাহ, সাহায্য-সহযোগিতা যুগিয়েছেন, তিনি হলেন শ্রদ্ধেয় বড় ভাই, ইসলামী চিন্তাবিদ বহু গ্রন্থ্ প্রণেতা ও

www.amarboi.org

শিশু সাহিত্য গবেষক জনাব বদরে আলম। তার চাপ ও বার বার তাকিদ না থাকলে এ কাজ আমাকে দিয়ে হতো কিনা সন্দেহ। আল্লাহ তাঁকে উত্তম বিনিময় দান করুন।

বাংলা ভাষায় অনুদিত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর রচিত সীরাত গ্রন্থ আজ আর কম নেই। সব গ্রন্থেরই মূল কথা এক ও অভিন্ন। শুধু আকার প্রকার রস ও মধুর আমেজ হয়তো ভিন্ন ভিন্ন।

বিংশ শতাব্দির শেষ লগ্নে আমরা বসে। এক বিংশ শতাব্দি শুরু। আগামী শতাব্দি ইনশাআল্লাহ ইসলাম প্রতিষ্ঠার শতাব্দি। গোটা বিশ্বে এর একটা ক্ষেত্র তৈরি হয়েছে—হচ্ছে ও হবে। বাংলাদেশ সহ সকল মুসলিম অমুসলিম দেশের আজ আর এঁচিয়ে পেঁচিয়ে ছাড়া সরাসরি ইসলামের বিরুদ্ধে কথা বলার সাহস নেই।

ইসলাম প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের পতাকাবাহীরা নবী জীবন থেকে বাস্তবে যে উদ্দীপনা পাবেন তা আর অন্য কোনো গ্রন্থ থেকে পাওয়া সম্ভব নয়। কুরআনের জ্ঞানের সাথে সাথে রাসূল জীবন বেশী বেশী চর্চা হবার মধ্যে মুসলিম উম্মাহর কল্যাণ নিহিত। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত রাসূলের কর্মজীবন গোটাটাই উসওয়ায়ে হাসানা। কাজেই ইসলামকে পূর্ণাঙ্গভাবে জানতে হলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পূর্ণাঙ্গভাবে জানতে হবে। তাহলেই ইসলাম কায়েম করার চেষ্টা সংগ্রাম, আন্দোলন সফল হবে। আর এ কাজটা করা বড় ফরয—একথা বুঝা সহজ হবে। আল্লাহর রাসূলের আজন্ম সাধনায় আল্লাহর মনোনীত দ্বীন তিনি দুনিয়ায় পূর্ণাঙ্গভাবে প্রতিষ্ঠা করেছেন। দ্বীন কায়েমে তার ত্যাগ, জিহাদ ও সংগ্রামের ইতিহাস দুনিয়ায় আর নেই। সেই দ্বীন এখন প্রতিষ্ঠা নেই। এ কারণেই গোটা বিশ্বের মুসলমানরা আজ নির্যাতিত নিপীড়িত। দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে রাসূলের পদ্ধতিতেই আত্মনিয়োগই হলো রাসূলের প্রতি ইশক, প্রেম ভালোবাসা ও শ্রদ্ধার সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন। এরাই হবে শ্রেষ্ঠ আশেকে রাসূল। রাসূলের ইশক বা ভালোবাসা মুখের দাবী অথবা তার নামে শুধু দু' চারটা কাসিদা পড়ার নাম নয়। আল্লাহ দুনিয়ার মানুষকে বিশেষ করে মুসলমানদেরকে দীন বুঝার তাওফীক দান করুন।

এ. বি. এম. এ. খালেক মজুমদার

www.amarboi.org

১

রাত অতিক্রান্ত হয়েছে। মিশে যেতে শুরু করেছে আকাশের তারা। বাড়ছে দিনের উজ্জ্বল আলো। ভোরের ঠাণ্ডা ঝিরঝির বাতাসে প্রকৃতির সবকিছু সজীব সতেজ হয়ে উঠছে। মরুভূমির সাদা সাদা বালুর উপর ভোরের শিশিরগুলো কি সুন্দর দেখাচ্ছে। গোটা হিযাজ ও গোটা আবরভূমি বালুতে বালুময়। মনে হচ্ছে বালুর সমুদ্রে ঢেউয়ের পর ঢেউ বয়ে যাচ্ছে। এ কারণেই আরবের আবহাওয়া শুষ্ক। আর এ কারণেই গরমও পড়ছে বেশী।

মরুর লুহাওয়া আরব দেশেই বয়ে যায়। গরমের এ আবহাওয়া মানুষকে অতীষ্ঠ করে তুলছে। গোটা দেশে বালুর পাহাড়। কোথাও সজীবতা ও সবুজ শ্যামলের নামগন্ধও পাওয়া যায় না। নদীনালা কিছু নেই। বালুর ঢিপি আগুন্তুক মুসাফিরদেরকে ঢেকে ফেলে। এরপর এদের কোনো খোঁজ পাওয়া যায় না। যদি পাওয়াও যায় তবে পাওয়া যায় তাদের হাড়গোর। এ কারণেই বাইরের জগতের কোনো ভ্রমণকারীর পক্ষে আরবে প্রবেশ করা দুঃসাধ্য এক কাজ। কিন্তু জাহান্নামের নমুনা এ মরুভূমি রাতে ভালো হতে শুরু করে ও ভোরে ভোরে মনোহারী পরিবেশের সৃষ্টি করে।

আরব মরু প্রান্তর। এখানকার প্রতিটি মানুষ মূর্তি পূজায় অভ্যস্ত। আরবের প্রতিটি গোত্র, প্রতিটি গোত্রের প্রত্যেকটি মানুষ মূর্তিও তারা পূজা করতো। কিন্তু বিস্ময় হলো, এরপরও তারা হাশর-নশর ও ও পরকালে করতো বিশ্বাস। মৃতদেরকে দাফন করতো। কবরের উপর উট যবেহ করা ছিলো তাদের আকীদা। তারা বিশ্বাস করতো, হাশরের দিন তারা এ উটে চড়ে চলবে। তারা তাওহীদে বিশ্বাসী ছিলো। বিশ্বের সৃষ্টিকর্তাকে মানতো। মূর্তিরা তাদের জন্য আল্লাহর কাছে শাফায়াত করবে এ বিশ্বাসেই মূর্তির পূজা করতো তারা।

ভোর হয়ে গেছে। বয়ে চলছে ভোরের বাতাস। আকাশ মুচকি হেসে হেসে আলোর ঝিলিক ছড়িয়ে চলছে। এমনি সময় মক্কার এক কোণ হতে বাজনার একটি ক্ষীণ সুরালা শব্দ ধীরে ধীরে বাড়তে লাগলো। মক্কার সকল অলিগলি হতেই এ শব্দ শুনা যেতে শুরু করলো।

আজ আরবদের ঈদের দিন। সাত সকালে ঘুম থেকে জেগে উঠেছে তারা। শব্দ শুনে কিশোর যুবক বুড়ো সকলেই দৌড়াচ্ছে বায়তুল হারামের দিকে। শহরে শুরু হয়েছে শোরগোল। লোকেরা দৌড়িয়ে ওদিকে যাচ্ছে। সেই করুণ মিহিসূর শুনা যাচ্ছে ওখানেও। খুবই মনকাড়া সূর। সকলে সুন্দর সুন্দর মনোরম আরবী পোশাকে সুসজ্জিত।

বায়তুল হারাম তথা খানায়ে কা'বা শহরের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত। এ সেই কা'বা শরীফ যার ভিত্তিস্থাপন করেছিলেন হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম।

www.amarboi.org

অনেক দিন থেকে তা তাওহীদবাদীদের ইবাদাতের কেন্দ্র ছিলো। এখন তা দখল করে নিয়েছে মূর্তি পূজারীরা।

আরবরা বেশ জোরেশোরে দৌড়ে দৌড়ে এসে খানায়ে কা'বার চারদিকে জমা হচ্ছে। খানায়ে কা'বা ছিলো বড় বড় পাথর দিয়ে তৈরি খুব মযবুত ঘর। চারদিকেই ছিলো আলীশান দরযা। খানায়ে কা'বার নীচেই ছিলো একটি কূপ। কূপটির মুখ ছিলো ছোট। এ কূপটি গোটা বিশ্বে 'যমযম' নামে খ্যাত। কূপটির কাছে এদিকে ওদিকে ছিলো বড় বড় মূর্তি। সুন্দরী নারীর অবয়ব খচিত ছিলো এর একটি। মনে হচ্ছে যেনো কোনো পরী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসছে। এটির নাম ছিলো 'নায়েলা'। আর একটি মূর্তি ছিলো সুঠামদেহী পুরুষের। মনে হচ্ছে কোনো বাহাদুর তার শত্রুকে পরাভূত করে আত্মতৃপ্ত হয়ে অহংকারে দাঁড়িয়ে। এর নাম ছিলো 'আসাফ'। গোটা আরব বিশ্ব এ দু'টি মূর্তিকে সম্মান করতো। যারাই এখানে আসতো, এদেরকে সেজদা করতো।

এখনো সুরালা শব্দের বাজনা চলছে। মনে হচ্ছে এই বাজনা বাজছে হারাম শরীফের মধ্যে। এখনো কা'বা শরীফের সব দরযা বন্ধ। কারণ, তাদের সকলের বরণীয় নেতা আবু তালিব তখনো এসে পৌছেনি। তিনি না এলে দরযা কেউ পারবে না খুলতে। কেউ পারবে না প্রবেশ করতে হারামে।

আরব গোত্রের সকলে পৌছার পর আবু তালিব এলো। সাথে ছিলো তার ভাই আবু লাহাব, হামযা, আব্বাস। এসেই দরযা খুলে দিলো। নিজে ঢুকলো খানায়ে কা'বায়। তারপর ঢুকলো তার ভাইয়েরা। তাদের পর কা'বায় ঢুকলো আরবের বিভিন্ন গোত্রের লোকেরা। এবার আবু তালিব নির্দেশ দিলো—কা'বার সব দরযা খুলে দাও। তাই করা হলো। দলে দলে লোক প্রবেশ করলো কা'বায়।

বায়তুল হারামের ঠিক মধ্যভাগে অবস্থিত বায়তুল্লাহ। চারিদিকে কালো পর্দা ঝুলানো। বায়তুল্লাহর ছাদেই ছিলো একটি বড় আকৃতির মূর্তি। দেখলে ভয় হতো মনে। কালো পাথর দিয়ে ছিলো তৈরি এটা। মক্কার বাইরে বহুদূর থেকে দেখা যেতো। এটিকেই বলা হতো 'হোবল'। এ হোবলের পূজা করা ছিলো প্রত্যেকের জন্য বাধ্যতামূলক।

বায়তুল হারামে নেমেছিলো মানুষের ঢল। তিল ধারণের জন্যও বাকী ছিলো না একবিন্দু জায়গা। এক এক গোত্র এক এক মূর্তির প্রতি তাদের পূজা-অর্চনা জানাতে লাগলো। মূর্তির অভাব ছিলো না সেখানে। তাদের সংখ্যা ছিলো কমপক্ষে তিনশত ষাট। এক একটা মূর্তির আকৃতি ছিলো এক এক রকম। এক এক মূর্তি ছিলো এক এক জায়গায় স্থাপিত। একটি মূর্তি ছিলো সাদা পাথর দিয়ে তৈরি অনুপম সুন্দরী নারীর। মাথার চুল ছিলো মিষকালো। ঘাড় বেয়ে নিচের দিকে নিতম্ব পর্যন্ত ছড়ানো। মনে হচ্ছিলো যেনো কোনো পরী এই মাত্র গোসল করে কাঁধ উপর দিয়ে পিঠের দিকে ছড়িয়ে দিয়ে শুকাচ্ছে

www.amarboi.org

চুল। এ মূর্তির নাম ছিলো 'সূরা'। হোজাই গোত্র পূজা করতো এ মূর্তির। এর সামনে এলেই লুটিয়ে পড়তো সেজদায় তারা।

আর একটি মূর্তি নাম তার 'ইয়াগুছ'। কালো পাথরের তৈরি। বাঘের চেহারা। একটু উঁচু প্রশস্ত জায়গায় দাঁড়িয়ে। মনে হচ্ছে কোনো শিকার ধরার জন্য উদগ্রীব। ইয়েমেনের সকল গোত্রই এটার পূজা করে। এছাড়া ইয়ায়ুফ, নূসর, লাত, মানাত, উজ্জা সহ শত শত মূর্তি আজিব ধরনের রূপে বিভিন্ন স্থানে ছিলো সংস্থাপিত।

বাজনা এখনো বেজেই চলছে। বাজনা বিভিন্ন বাদ্যের। প্রতিটি মূর্তিই পাথরের চাটানে স্থাপিত। তাদের প্রত্যেকটির সামনে পূজারীরা বসা। কেউ মাথানত করে পড়ে আছে সেজদায়। আবু তালিব, হামযা, আব্বাস, খানায়ে কা'বার ছাদে উঠে হোবলের সামনে মাথানত করে আছে পড়ে। জোরে বইছে বাতাস। বাতাসের তোড় পাথর ও বালুকণা উড়িয়ে নিয়ে আসছে।

সূর্য উঠে বেশ উপরে এসে পৌছেছে। রোদ ছড়িয়ে পড়েছে চারিদিকে। কিন্তু অন্যদিনের মতো আজ যেনো রোদের চমক নেই। নেই তেমন তেজ ও দাহ। বরং অন্যদিনের উল্টো রোদ আজ তাপহীন লালছে। লোকেরা সেজদা হতে বিনয়ের সাথে মাথা উঠিয়ে হাত বেঁধে চোখ নীচু করে চুপচাপ আছে দাঁড়িয়ে। এভাবেই তারা মূর্তিকে সম্মান দেখায়। তাদেরকে ভয় করে। চোখ উঠিয়ে তাদের প্রতি তাকায় না। কোনো মূর্তি অসন্তুষ্ট হয়ে পড়ে এ ভয়ে।

ভীতবিহ্বল দৃষ্টিতে আকাশের দিকে তাকাতে লাগলো লোকেরা। দেখতে দেখতে আকাশ লাল রং কেটে কালো হয়ে উঠলো। আগুনের পর ধূয়ার কুণ্ডলী যেমন আকাশ ছেয়ে ফেলে। এ দৃশ্য দেখে আরবদের অবস্থা সঙ্গীন হয়ে উঠলো। তারা আবার তাদের মাবুদের সামনে লুটে পড়লো। নেতারা চীৎকার দিয়ে বলতে লাগলো, "মূর্তি পূজারীরা ! তোমরা তোমাদের মাবুদের পদতলে লুটিয়ে পড়ো। রোনাজারী করো। এ বালা হতে উদ্ধার পাবার জন্য দোয়া করো।" এতে লোকেরা আরো জোরে চীৎকার দিয়ে কাঁদতে লাগলো। ঝড়ের বেগ আরো বাড়তে লাগলো। মানুষ থাকতে পারছিলো না দাঁড়িয়ে। অন্ধকারে দিন রাত হয়ে গেলো। যাচ্ছিলো না কোনো কিছু দেখা। আবু তালিব ও তার ভাইয়েরা ছিলো খানায়ে কা'বার ছাদে। ছিটকে নীচে পড়ে গেলো তারা। কে কোন্ দিকে গেলো ঠিক ঠিকানা ছিলো না। মক্কার উপর আল্লাহর কহর নাযিল হচ্ছিলো। ফেরেশতারা আল্লাহর নির্দেশে বাতাস বইবার সকল দরযা খুলে দিয়েছে। বুড়া বাচ্চা সকলেই চীৎকার দিয়ে দিয়ে কেঁদে কেটে তাদের দেবদেবীর মূর্তির কাছে আহাজারী করছে। কিন্তু পাথরের দেবদেবী পাথর মূর্তি তাদের কান্নাকাটির কি বুঝবে। কিয়ামাতের প্রলয়কাণ্ড বুঝি আজই ঘটে যাবে।

www.amarboi.org

আকাশ ভেঙ্গে আজই বুঝি তাদের উপর ছুটে পড়বে। তাদের হৃদয় প্রকম্পিত হয়ে উঠলো।

এদের আহাজারীতে আল্লাহ রহমত করলেন। ঝড়ো বাতাসের গতি কিছু কমে আসলো। অন্ধকার কেটে আলো দেখা যেতে লাগলো। বাতাস থেমে গেলো। চমকে উঠলো সূর্য। আরববাসীদের জীবন এলো ফিরে। উঠে দাঁড়ালো তারা। কিন্তু এরি মধ্যে পশ্চিম দিকে এক বিস্ময়কর জ্যোতির চমক দেখলো তারা। এ ধরনের আলো দেখে সাধারণ লোকদের মধ্যে হয়রানী ছেয়ে গেলো। এমন ধরনের আলো এরা আর কোনোদিন দেখেনি।

বিস্ময় বিস্ফারিত অবস্থায় এখনো তারা। এক বৃদ্ধ উঁচু স্বরে ডেকে বললো, হে আরববাসী ! তোমরা এ আলো ও চমক দেখলে ? তোমরা আসো। আমি তোমাদেরকে বলে দেই এর রহস্য কি ? সকলে এলো তার দিকে দৌড়ে। বৃদ্ধ একটি উঁচু স্থানে উঠে বলতে লাগলো। নীরব হও তোমরা। আমার সবচেয়ে ক্ষীণ শব্দটিও যেনো শুনতে পাও। সকলে নীরব দাঁড়িয়ে বৃদ্ধকে দেখতে লাগলো। এ সময়ে আবু তালিব ও তার সব ভাইয়েরা বৃদ্ধের কাছে এসে দাঁড়ালো। বায়তুল হারামে বিরাজ করছিলো নীরবতা। আবু লাহাব পায়ে ব্যথা পেয়েছিলো। সেও খোড়াতে খোড়াতে এসে দাঁড়ালা এখানে। বৃদ্ধের প্রতি মনোনিবেশ দিয়ে তার কথা শুনতে লাগলো সকলে।

২

বৃদ্ধটি ছিলো কিম্ভুৎ কিমাকার চেহারার। বনবাসী মানুষের মতো দেখতে। লম্বা জুব্বা পরা। তার বাম হাতে মানুষের মাথার খুলি। ডান হাতে মানুষের হাতের হাড়। গলায় হাড়ের মালা। পরণের পোশাকও অদ্ভুত ধরনের। এ বৃদ্ধের নাম 'আবারশন'।

আবারশন গণকও ছিলো। অতীতের সকল কথা বলতে পারতো সে। আবার 'সে আরাফ'ও। ভবিষ্যতে কি ঘটবে তা পারতো বলে দিতে। আরবে সে ছিলো বেশ খ্যাত। আরববাসীরা তাকে অস্বাভাবিক মানুষ বলে জানতো। তার কথা না শুনা বা বিশ্বাস না করা কোনো আরবের পক্ষে সম্ভব ছিলো না। বিস্ফারিত চোখে সে চারিদিকে তাকালো। চারিদিকে মানুষের ঢল। সকলে তার দিকে তাকিয়ে।

আবারশন বললো ঃ "হে লাত ও হোবলের পূজারীরা ! তোমাদের মনে থাকতে পারে এখন থেকে চল্লিশ বছর আগে একবার এ ধরনের জ্যোতি চমকে উঠেছিলো। তোমারা দেখেছো যেভাবে আজ আমরা সকলে ভীতবিহ্বল হয়ে পড়েছি। ঠিক একইভাবে ঐদিনও আমরা ভীতবিহ্বল হয়ে পড়েছিলাম। আমাকে ঐদিন জিজ্ঞেস করা হয়েছিলো এ জ্যোতির ছটার রহস্য ও এটা

www.amarboi.org

কিসের আলামত। ঐদিন আমি চুপ ছিলাম। ঐদিন আমি যা বুঝেছিলাম তা আমি বলতে চাইনি। আর আজ আমি জিজ্ঞেস করা ছাড়াই বলছি।"

লোকেরা তার দিকে তাকিয়ে মনোনিবেশ সহকারে তার কথা শুনছে। আবারশন বলে চললো—

"দেখো আমার হাতে এ মানুষের মাথার খুলি। আর এ হলো হাতের হাড়। এগুলো আমি এ ময়দানে পেয়েছি। যেখানে বনু বকর ও বনু সায়ালাবের শক্তিশালী গোষ্ঠীর মধ্যে চল্লিশ বছর ধরে যুদ্ধ চলেছিলো। সম্ভবত গোটা বিশ্ব এ যুদ্ধকে বর্বরতার যুদ্ধ হিসাবে অভিহিত করেছে। কিন্তু আরবরা জানে এ যুদ্ধ বর্বরতার যুদ্ধ ছিলো না। বরং নিজের জাতিসত্ত্বা ও নিজের গৌরব গাঁথা ও মানসম্মান সংরক্ষণের জন্য সংঘটিত হয়েছিলো এ যুদ্ধ। এমন কোনো আরব আছে ? যারা নিজের সম্ভ্রমহানি সহ্য করতে পারে ? আমি তো মনে করি যার মধ্যে নিজ জাতিসত্ত্বার অস্তিত্বের বোধ নেই, সে মানুষ নয়।"

এভাবে আবারশন আরব জাতির শত শত বছরের ইতিহাস ঐতিহ্য জাতিতে জাতিতে বছরের পর বছর ধারাবাহিক যুদ্ধ বিগ্রহের কারণ আরবী ভাষার উৎকর্ষ সাধন, আরবী কবিতার চর্চার বিবরণ বলে চললো। বলে গেলো বেদুইন জীবনযাপনের কারণ ও ফলাফল। মেহমানদারীর আরবীয় ঐতিহ্য। কথার ধারাবাহিকতা রক্ষা করে আরো বলে চললো আবারশন—

"হে গৌরবের অধিকারী আরব বংশধরেরা ! এ মাথার খুলির দিকে তাকাও। এ খুলি আমাকে ভবিষ্যতের ঘটনাবলী বলে দিয়েছে। দুনিয়ার পালা বদল হয়েছে। বিশ্বে একটা বড় পরিবর্তন সংঘটিত হতে যাচ্ছে।

গর্বিত আরববাসী ! তোমরা কি তোমাদের দেবদেবীদের অপমান ও লাঞ্ছনা সহ্য করবে ? চারিদিকে থেকে সমস্বরে ধ্বনী উঠলো—কখনো নয়। কখনো নয়। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্তও নয়। আবু লাহাব আগ থেকেই পায়ে আঘাত পেয়ে আহত ছিলো। হামযার কাঁধে ভর দিয়ে দাঁড়িয়েছিলো সে, চীৎকার দিয়ে বলে উঠলো—"আমাদের দেবদেবীর অসম্মানকারীর মাথা গুড়িয়ে দিবো আমরা। মৃত্যুবরণ করবো, আমাদের মূর্তি, দেবদেবীর অপমান অসম্মান বরদাশত করবো না আমরা।

আবারশন বলে চললো—তাই হওয়া চাই, তা-ই হতে হবে। যে দেবদেবী ও মূর্তিকে আমরা পূজা করি, আমাদের সামনে তারা লাঞ্ছিত হবে তা সহ্য করবো না। কমবখত ! সহ্য করবো না আমরা। লাত, উজ্জার শপথ, কখনো আমরা তা পারবো না সহ্য করতে।

প্রকৃত মাবুদের খাঁটি পূজারীরা ! তোমরা শুনো ! আজ থেকে চল্লিশ বছর আগে রাতের বেলা এ ধরনের একটি জ্যোতির ঝলক দেখা গিয়েছিলো। যে আলোর ঝলকানী আজ তোমরা দেখেছো। এ রাতটি ছিলো খুবই ভয়াবহ। ঐ

www.amarboi.org

রাত আমাদের বড় মূর্তি হোবল মুখের উপর তিনবার উপুড় হয়ে পড়ে গিয়েছিলো। [এ দিনই বিশ্বনবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুনিয়াতে আগমন করেছিলেন। ঐ রাতেই শিহাব ও ছাকিব নক্ষত্র আকাশে উদিত হয়েছিলো। এ নক্ষত্র হতে বিস্ময়কর এক জ্যোতি (নূর) হয়েছিলো প্রজ্জ্বলিত।–অনুবাদক]। যতবার আমরা এটাকে দাঁড় করিয়ে দিয়েছি ততবারই তা উপুড় হয়ে পড়ে গেছে। এ ঘটনা তোমাদের সকলেরই মনে থাকার কথা।"

আবু লাহাব বলে উঠলো—বিলক্ষণ মনে আছে।

আবার বলতে লাগলো আবারশন—গোটা হিযায ও আরবে এদিনও একটা ভয়-ভীতি ছড়িয়ে পড়েছে। এ রাতে আকাশে অস্বাভাবিকভাবে অনেক তারা কক্ষচ্যুত হতে দেখা গেছে। আকাশেও আজীব ধরনের বিদ্যুত জ্যোতি দেখা গেছে চমকাতে। এ রাতেও খুব ভোরে আমাদের সবচেয়ে বড় মূর্তি আমাদের মাবুদ উপুড় হয়ে পড়ে গেছে। যতবার উঠানো হয়েছে ততবারই এ অবস্থা হয়েছে। আমার উদ্দেশ্য হলো তোমাদেরকে এ ঘটনা মনে করিয়ে দেয়া। তোমরা শুনো ! ঐ রাতেই অতি প্রত্যুষে ঐ ব্যক্তি এ দুনিয়ায় এসে গেছে। যে আমাদের পূজনীয় মূর্তিদের অপমান ও লাঞ্ছিত করার পতাকা বহন করবে। ঐদিন বিশ্বের সেরা মানুষ, অত্যন্ত ব্যক্তিত্বশীল ধীরস্থির মানুষটি জন্মগ্রহণ করেছে। আজ তার বয়স চল্লিশ বছর পূর্ণ হলো। এ খুলি আমাকে বলে দিচ্ছে—এতদিন এ ব্যক্তি ছিলো অজানা অচেনা। এখন সকলে তাকে চিনবে। আমাদের দেবতা ও মূর্তির বিরুদ্ধে কথা বলবে। তাদের পূজা-অর্চনা করতে বারণ করবে। এক আল্লাহর বন্দেগী করতে মানুষকে করবেন উদ্বুদ্ধ। এসো প্রাণ উজাড় করে কাঁদো। আমাদের উপাস্য এসব মাবুদরাও আমাদের উপর হয়ে উঠবেন ক্ষিপ্ত ও রুষ্ট। গোটা দুনিয়া না দেখা খোদার সামনে ঝুঁকে পড়বে। গোটা আরব এই আহ্বানে প্রভাবিত হবে। কি সংকীর্ণ সময় হবে সেটা আমাদের জন্য।"

আবরাশের চোখ পানিতে ভিজে গেলো। সমাবেশের অধিকাংশ লোকই শুরু করলো কাঁদতে। আবু জেহেল বলে উঠলো—পবিত্র হোবলের শপথ, যে ঐ অদেখা খোদার বন্দেগী করবে তাকে আমি হত্যা করে ফেলবো।

আবারশন বলে উঠলো—হায় ! তুমি যদি তা করতে পারতে। কিন্তু এই খুলি বলছে তুমি তা পারবে না করতে। নিজেদের পূজনীয় মূর্তিদের লাঞ্ছনা ও দুর্গতি নিজ চোখে দেখবে।

হামযা জিজ্ঞেস করলো—এ বিপদ থেকে বাঁচার কি নেই কোনো উপায়।

উত্তরে আবারশন বললো—প্রথমত তোমরা নিজেরা নিজেদের অন্তকোন্দল ভুলে যাও। সকল গোত্র হয়ে যাও এক ! তোমাদের মধ্যে গড়ে তোল মধুর সম্পর্ক। শপথ করো এক আল্লাহর ইবাদাতকারীদের বিরুদ্ধে সকলে মিলে কাজ করবে। সে যে কেউ হোক। হোক না কেন নিজ গোত্রের, তাকে কঠোর শাস্তি দিতে হবে। এমন কি হত্যা করতেও করবে না দ্বিধা। আরবে এ সময়

www.amarboi.org

এমন কিছু গোত্র ছিলো যারা ছিলো সবচেয়ে সম্মানিত। যেমন, আইয়ায রবিয়া, মুদির—মুদির কুরাইশও বলা হয়। আবার কুরাইশদের কয়েকটি ভাগ আছে। এদের মধ্যে সুহম মাখযাম জোহ্‌রা, আদি, হাশিম গোত্র বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আরবে এদের ছিলো বড় প্রভাব। বিশেষ করে হাশিম গোত্রকে মনে করা হতো খুবই সম্মানিত।

আবারশন ভাবলো, তাদের মাবুদের অবমাননাকারী যদি বনি হাশিম গোত্রের হয়, তাহলে তাদের প্রভাব প্রতিপত্তির কারণে এর বিরুদ্ধে কেউ কথা বলতে সাহস নাও পেতে পারে। তাই আগ থেকেই সে এই কূটকৌশল দিয়ে সকলের কাছ থেকে খানায়েকা'বার শপথ নিতে চাইলো। কারণ, আরবরা যখন কোনো অঙ্গীকার করে বসতো, কোনো ক্ষতিই এর থেকে তাদেরকে ফিরিয়ে রাখতে পারতো না। সকলেই নিজেদের উপাস্যের নাম নিয়ে এ অঙ্গীকার করলো। আবু লাহাব বলে উঠলো, ঐ ব্যক্তি যদি হাশিম গোত্রের লোক হয়, তাহলে তার মাথার উপর আমার তরবারির আঘাতই পড়বে প্রথম। আপনি বোধহয় এ ইঙ্গিতই করছেন। আবরাশ বললো ইঙ্গিত নয় এ খুলি একথাই বলছে। আমাদের মাবুদদের বিরুদ্ধাচরণকারী বনি হাশিম গোত্রের লোকই। তার নাম মুহাম্মাদ। একথাও এ খুলির গায়ে স্পষ্টাক্ষরে লেখা আছে। সকলেই তা দেখে নিলো।

আবু তালিব বলে উঠলো—"আবারশন ! তুমি কি আমার প্রিয় ভাতিজা মুহাম্মাদের উপর এ অভিযোগ এনে সমাজে কোনো বিপত্তি সৃষ্টি করতে চাচ্ছো।

আবারশন বললো—"আমার নেতা ! হোবলের কসম খেয়ে বলছি, এ আমার কথা নয়। এ খুলি আমাকে যা বলে দিচ্ছে তা-ই আমি বলছি।

আবেগে আবু তালিব বলে ফেললো—তুমি মিথ্যা বলছো। আমাদের খান্দানের সাথে তোমার কোনো পূর্ব শত্রুতা আছে। ভবিষ্যদ্বাণীর আড়ালে তাই তুমি এর প্রতিশোধ নিতে চাও।

আবারশন বললো—মিথ্যা বলার এমন সাহস নেই আমার। আপনি ধৈর্য ধরুন এবং শুনুন, খুলি কি বলছে।

আবু তালিব খামুশ হয়ে গেলো। আবরাশ খুলিটাকে খুব জোরে ঘুরাতে লাগলো। আস্তে আস্তে খুলির মধ্যে বৃত্তাকারে দেখা দিলো মূর্তিদের অবমাননাকারীর নাম মুহাম্মাদ। সকলে দেখে হয়ে গেলো বিস্মিত। আবু তালিবের পক্ষে আর কিছু বলা সম্ভব হলো না।

আবারশন বললো—তোমরা তো এবার দেখে নিলে। এখন কাজের কথা শুনো। যদি তোমরা তোমাদের মাবুদদেরকে খুশী করে নাও তাহলে যে হিংস্র ঝগড়া-ফাসাদ হবার, তা দমে যাবে।

"মাবুদদেরকে খুশী করার উপায় কি ?" জিজ্ঞেস করলো আবু লাহাব। "ঐ খুলিই এর জবাব দেবে—বললো আবারশন।"

www.amarboi.org

আবার মাথার খুলি ঘুরাতে লাগলো আবরাশ। পূর্বের মতো খুলীতে প্রকাশ পেলো একটি শব্দ, "কুরবানী।"

আবারশন বললো—কুরবানী করে নিজেদের মাবুদদেরকে রাজী খুশী করে নাও। ওমর আবারশনের সামনে দাঁড়ানো ছিলো। সে বলে উঠলো—"কিসের কুরবানী দেবো আবারশন ?"

"একথার জবাবও দেবে ঐ খুলী"—বললো আবারশন।

লোকেরা আবার খুলীর প্রতি তাকাতে থাকলো। খুলী ঘুরতে শুরু করলো আবার। ক্ষণিক পর খুলীতে ভেসে উঠলো—দশ বছরের একটি সুন্দরী কন্যা।

আবারশন বললো—"ঐ ব্যক্তিই এ কুরবানী করতে পারবে যে এর আগে তার নয়টি কন্যা জীবিত কবর দিয়েছে।"

শিশু কন্যা জীবন্ত কবর দেয়া আরবের প্রাচীন প্রথা। কোনো কোনো সময় কন্যা বড় হয়ে গেলে মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে আদর সোহাগ দেখিয়ে হৃদয়হীন নিষ্ঠুর পিতা সাজগোজ করে আগ থেকেই করে রাখা গর্তে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিতো কন্যাকে। কন্যার আহাজারী চিৎকার ধ্বনী পিতার কানে পৌছতো না। ঢিল ছুড়ে মাটি দিয়ে এভাবে আদরের সন্তানকে মাটিতে পুঁতে ফেলতো তারা। আরবের নির্মম নিষ্ঠুর মানুষরা এ নিয়ে গৌরব করতো।

আবারশনের কথা শুনে একজন প্রৌঢ় বয়সের লোক বলে উঠলো, "আমি গৌরবের সাথে বলছি, আমি আমার নয়টি কন্যা সন্তানকে জীবন্ত কবর দিয়েছি। আমার সৌভাগ্য, এখনো আমার দশম মেয়েটি বিদ্যমান। আগামী পরশু তার বয়স হবে পূর্ণ দশ বছর। মান্নত করে রেখেছিলাম এ মেয়েটির বয়স পূর্ণ দশ বছর হলে আমি তাকে জীবন্ত দাফন করবো।

এ মেয়েটিই কুরবানীর জন্য হবে সঠিক।

"তুমি বড় ভাগ্যবান কয়েস ! তুমি বড় ভাগ্যবান ! দশ বছরের কন্যা সন্তান কুরবানী দেবার ভাগ্য কম লোকেরই হয়।"

বনী হাশেম বংশের লোক কয়েস আগামী পরশু তার কন্যা কুরবানী দেবার ঘোষণা করলো।

৩

তখন আরবের সর্বত্র মূর্তিপূজা চলছে। ঠিকানা বিহীন মানুষ অথবা বনে-জঙ্গলে বসবাসকারী সকলেই যেখানেই যেতো তাদের প্রয়োজনীয় আসবাব-পত্রের সাথে মূর্তিগুলোও নিয়ে যেতো। সকল স্থানে ছিলো মূর্তিপূজায় জাক-জমকপূর্ণ মণ্ডপ। বনে-জঙ্গলে বসবাসকারীরা পূজার মণ্ডপ বানিয়ে উটের চামড়ায় করে সাথে নিয়ে যেতো। তাদের বন্দেগী করতে যেনো কোনো অসুবিধা না হয়। আরবে কুরবানী করার রীতি ছিলো। উট, ভেড়া, অন্যান্য

www.amarboi.org

জন্তুর সাথে সাথে মানুষকেও কুরবানী করতো। কুরবানীর গোশত খেয়ে নিতো তারা। আর এর খুন ছিটিয়ে দিতো মূর্তিদের উপর।

এমন কোনো ঘৃণ্য ও খারাপ কাজ ছিলো না যা সে সময় আরবে হতো না। মদ, জুয়া, ব্যভিচার, চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিলো সেখানে। কন্যা সন্তানকে জ্যান্ত মেরে ফেলা ছিলো গৌরব ও মর্যাদার কাজ। মোটকথা দুনিয়ার সব খারাপ ও দোষণীয় কাজের মধ্যে ডুবে ছিলো আরব। অত্যন্ত লাঞ্ছিত ও নিম্নমানের জীবনযাপন করতো তারা। আরবের অবস্থা ছিলো যখন এমন খারাপ তখন বিশ্বের অন্যান্য দেশের অবস্থাও ভালো ছিলো না তেমন।

রোম ও ইউনানে প্রচলিত ছিলো খৃষ্ট ধর্ম। তাদের গির্জায় হযরত ঈসা ও বিবি মরিয়মের ছবি টাঙ্গানো ছিলো। এসব ছবিগুলোর পূজা করা হতো মাথানত করে। মদপান চলতো মহা ধুমধামে। ভ্রান্ত ও দুর্বল আক্বীদার প্রচলনও ছিলো বেশ জোরেশোরে। খানাকাসমূহে পীর পুরোহিত থাকতো। এসব জায়গায় নির্লজ্জ বেহায়াপনা কাজও হতো অনেক। এসব কাজকে তারা ধর্মহীন কাজ মনে করতো না। মিসরে ঈসায়ী ধর্ম প্রচলিত থাকলেও বেশীর ভাগ লোক করতো মূর্তিপূজা। জেনা-ব্যভিচারও ছিলো প্রচুর। ভারতে বৌদ্ধ ধর্ম শেষ হয়ে গেছে। ব্রাহ্মণ্যবাদী ধর্ম উন্নতির দিকে ধাবমান। মূর্তিপূজার বেজায় ধুম। পাহাড়, নদ-নদী, গাছ-পাতা, পশু, সাপ, পাথর এমন কি তারা লজ্জা-স্থানেরও পূজা করতো। এমনকি তারা আপন বোনকে বিয়ে করতেও দ্বিধা করতো না। সিন্ধুর রাজা দাহির নিজের বোনকে বিয়ে করেছিলো। চীনের অবস্থাও বলার যোগ্য নয়।

মোটকথা, দুনিয়ার কোনো অংশ মূর্তিপূজা হতে মুক্ত ছিলো না। সৃষ্টিজগত স্রষ্টাকে ছেড়ে মূর্তিপূজায় ডুবে ছিলো। নানা জাতির অত্যাচারে জর্জরিত ছিলো তারা।

নিষ্ঠুর পিতা কয়েস আনন্দে বিহ্বল। বায়তুল হারামের এ বিরাট সমাবেশে নয়টি কন্যা সন্তান জিন্দা কবর দেবার মতো লোক আর দ্বিতীয় কাউকে পাওয়া যায়নি। সকল গোত্রের মধ্যে সেই সবচেয়ে গৌরবের। তাকে সম্মানের চোখে সকলেই দেখতে বাধ্য। বেড়ে গেছে এ দরবারে তার ইজ্জত সম্মান। বিহ্বল মাতোয়ারা পিতা কয়েস গৌরবের সাথে বীরদর্পে মঞ্চের উপরে উঠে এলো। সাথে সাথেই পিতাকে দেখে মঞ্চে উঠে এলো দশ বছরের সুন্দরী সোহাগিনী কন্যা জামিলা। হাত বাড়িয়ে পিতাকে বললো, "তুমি এসে গেছো আব্বু! আমি অনেকক্ষণ ধরে তোমার অপেক্ষায়।

পিতা কয়েস সন্তানের প্রতি স্বাভাবিক আদর স্নেহের কারণে তাকে কোলে উঠিয়ে নিলো। বুকের সাথে মিলিয়ে নিলো। কপালে খেলো চুমু। মেয়েটিও

www.amarboi.org

সোহাগ ভরে বাবার শরীরের সাথে গেলো মিশে। অপরূপা সুন্দরী মেয়ে। পিতার স্বাভাবিক মায়ায় মেয়ের প্রতি দুর্বল হতে চলছে বুঝে পিতা সম্বিত ফিরে পেলো। তাড়াতাড়ি মেয়েটিকে কোলে থেকে নিক্ষেপ করলো দূরে। কিছু বুঝতে পারেনি মেয়েটি। সোহাগের দৃষ্টিতে উঠতে উঠতে বললো এমন করলে কেনো তুমি আব্বু ! তুমি আর আম্মু ছাড়া আর কে আছে আমার।"

নির্মমতা ও নিষ্ঠুরতার প্রতিমূর্তি কয়েস সামনে দাঁড়িয়ে বলে উঠলো—মন ভুলানো কথা বলে তুমি আমাকে নরম করতে চাচ্ছো। না, তা হবে না। তুমি চলে যাও আমার কাছ থেকে দূরে। মেয়েটি কিছু বুঝতে না পেরে অভিমানে ঝাপটে ধরলো বাপকে। কান্নায় ভেঙ্গে পড়লো সে। পিতা হাত ধরে ঝটকা দিয়ে দূরে সরিয়ে দিলো তাকে। ভয় পেয়ে গেলো জামিলা। দাঁড়িয়ে থাকলো ওখানেই। পিতা কয়েস জোরে হেটে বারান্দায় এলো। এখানেই ছিলো তার স্ত্রী সালমা। স্বামীর নিষ্ঠুর মূর্তি দেখে সে বলে উঠলো, কি হয়েছে তোমার ? এমন করছো কেনো আজ। দেখছোনা কেমন করে ঝাপটে ধরছে—বলে উঠলো কয়েস।

ঃ তুমি বেশীর ভাগ সময় থাকো ঘরের বাইরে। তোমাকে দেখে তাই আদরে ঝাপটে ধরেছে। এতে দোষের কি ?—উত্তর দিলো সালমা।

ঃ সে ভুলিয়ে ভালিয়ে আমাকে মায়ার বাধনে বেঁধে ফেলতে চায় এটা কি ঠিক ?

ঃ তুমি জামিলার পিতা। তোমাকে ছাড়া আর কাকে ভালোবাসবে সে ?

ঃ এ ভালোবাসায় লাভ কি ?"

ঃ ছোট মেয়ে লাভ ক্ষতির বুঝে কি ?

ঃ আজ যে ঝড় এলো, ঝড়ের পর যে বিদ্যুতের জ্যোতি চমকালো তা-কি তুমি দেখেছো ?

ঃ হ্যাঁ দেখেছি। ভীষণ ঝড়। আমি তো ভেবেছিলাম ঘরবাড়ী সব উড়িয়ে নিয়ে যাবে। কিন্তু আমাদের মাবুদদের দয়া। তাদের কৃপায় সব দূর হয়ে গেছে। কিন্তু এমন চমক আমি কখনো দেখিনি।

ঃ তুমি কি জানো ! আমাদের উপর কি মহাবিপদ আসছে ?

ঃ না, তাতো জানি না। পৃথিবীতে কি কোনো বিপ্লব ঘটতে যাচ্ছে ?

ঃ ঠিক বুঝেছো গিন্নি—ঠিক বুঝেছো !

ঃ সালমা ! কোনো ব্যক্তি আমাদের মাবুদদের বিরুদ্ধে ----

ঃ তার কি আবার অন্য কোনো মাবুদ আছে ?

ঃ নিশ্চয়ই আছে। নতুবা সে এমন করবে কেনো।

ঃ আশ্চর্য।

www.amarboi.org

ঃ আবারশন একজন গণক। সে ভবিষ্যদ্বাণীও করে। সে বললো—মুহাম্মদ নামের এক ব্যক্তি আমাদের মাবুদদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করবে।।

ঃ মুহাম্মাদকে তো আমিও চিনি। আমি কেনো ? সকলেই তাঁকে জানে চিনে। সে তো মক্কার নেতার ভাতিজা। খুবই ভালো মানুষ। হৃদয়বান ব্যক্তি। খুবই জনদরদী। উত্তম চরিত্রের অধিকারী ! মক্কার সকলেই তাঁকে জানে। সে তো এমন কাজ করতে পারে না। তার পিতৃ পুরুষরাও তো আমাদের এসব মাবুদদের পূজা-অর্চনা করতো।

ঃ সব সত্য। কিন্তু আজ পর্যন্ত কেউ তাকে আমাদের দেবদেবীর পূজা করতে দেখেনি।

ঃ একথাও ঠিক। ছোট বয়স থেকে তিনি কখনো এসব দেবদেবীর সামনে মাথানত করেনি। কিন্তু তোমরা কিভাবে বুঝলে তিনি আমাদের দেবদেবীর বিরুদ্ধে আন্দোলন করবে ?

ঃ আবারশন তাই বললো, সে কখনো মিথ্যা বলে না।

ঃ সে তো লোকালয়ে থাকে না। শুনছি হেরার গুহায় একা একা ধ্যানে থাকে।

ঃ হা তা-ই। চার-পাঁচদিন একাধারে তাকে দেখা যায় না। ঐ গুহায় পড়ে থাকে। সে বড় ভয়ের কারণ। সালমা ! আজ আমার বড় সৌভাগ্য। বায়তুল হারামে হাজারো মানুষের সমাগমে আমার মাথা ছিলো সকলের উপরে।

ঃ কি ব্যাপার ? কি কারণে এত সৌভাগ্য তোমার প্রাণপ্রিয় স্বামী।

ঃ আগত এ মহাবিপদ থেকে বাঁচার জন্য আবারশন একটি সমাধান দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, "যে ব্যক্তি তার নয়টি কন্যা সন্তানকে এর আগে জিন্দা দাফন করেছে এবং দশম কন্যাকেও এভাবে জিন্দা দাফন করে দেবে। তার এ ত্যাগের কারণে জাতি আজও মহাবিপদ থেকে মুক্তি পেয়ে যাবে।"

সালমা ! এ মহা সমাগমে আমি ছাড়া নয়টি মেয়ে দাফন করার ভাগ্যবান ব্যক্তি আর কাউকে পাওয়া যায়নি। সকলেই মাথা নত করে লজ্জিত হয়ে থাকলো। আমিই বললাম—আমি একজন আছি।' সকলে বিস্ময়ে আমার দিকে মর্যাদার সম্মোহনী দৃষ্টিতে ফিরে তাকিয়ে থাকলো। দেখেছো কি গৌরবের কথা !

এবার ফ্যাকাসে হয়ে গেলো সালমার চেহারা। সে বুঝে গেলো সব ঘটনা। জামিলা তার অতি আদরের সন্তান। অতিকষ্ট করে যত্ন সহকারে তাকে লালন করেছিলো সে। এখন সময় এসে গেছে তার কুরবানীর। মার অবোধ মন আর বুঝ মানতে চায় না। কান্নায় ফেটে গেলো বুক। কয়েসের ভয়ে পারলো না কিছু বলতে।

কয়েস আরো বললো, "বলো সালমা। এটা কি আমাদের বংশের জন্য গৌরবের ব্যাপার নয় ?"

www.amarboi.org

গৌরবের তো বটে কিন্তু ----- ধরা গলায় বললো সালমা।

আহত সাপের মতো ফুসে উঠলো কয়েস। রাগত স্বরে বললো—এটা কি, কথা! জামিলার স্নেহ ভালোবাসা তোমাকে কি এতো প্রভাবিত করে ফেললো। বড়ই লজ্জার কথা।

কয়েসের রাগত চেহারা দেখে সালমা চুপসে গেলো। দুঃখ ভারাক্রান্ত দৃষ্টিতে কয়েসের দিকে তাকালো।

রুষ্টচিত্তে সে বললো—"সালমা! বুদ্ধিসুদ্ধি করে কথা বলো। তোমার দুঃখ ভরা চেহারা অশ্রুসিক্ত চোখ আমার অসহ্য। জাতির এই দুর্যোগের সময় তোমার মনে যদি জামিলার স্নেহ মমতা জেগে উঠে থাকে তাহলে তা হবে তোমার ভুল। তুমি তার স্নেহ-মমতা মন থেকে দূর করে দাও।"

সালমার ধৈর্যের বাঁধ টুটে গেলো। সে স্বামীর প্রতি বিনম্র দৃষ্টিতে আবেদন জানালো—আমার ধৈর্যের পরীক্ষা তুমি আর নিও না। আমি জামিলাকে ভুলতে পারবো না। আমি ছেড়ে দিতে পারবো না জামিলাকে। আমার জীবন রক্ষার জন্য তাঁকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে।

ঃ আমি লাত ও ওজ্জার শপথ করে বলছি, জামিলাকে জীবিত রেখে কোনো ছেলেকে আমার জামাই বানাতে পারবো না। আমি এখনো এ লাঞ্ছনা হতে মুক্ত আছি।—অগ্নিশর্মা হয়ে বললো কয়েস।

ঃ জামিলাকে বিয়ে দেবো না।

ঃ সেটাও হবে আমার জন্য আর এক ঠাট্টা বিদ্রূপের ব্যাপার। তা হতে পারে না।

চোখের পানিতে বুক ভাসিয়ে সালমা জামিলার প্রাণ ভিক্ষা চেয়ে দেবতাদের কাছে মিনতি জানাতে লাগলো।

তেড়ে উঠে বললো কয়েস—তা হতে পারে না। অবশ্যই না। আহাজারী ছেড়ে দাও। দেখো এখানে জামিলা দাঁড়িয়ে সব দেখছে। পরশু তাকে জীবন্ত দাফন করা হবে। এখন থেকে শুরু করো তাকে তৈরি করতে।

সালমার জন্য এ কাজ কি করে সম্ভব! নয়টি কন্যা সন্তান এভাবে সে হারিয়েছে। নয়টিকেই নিষ্ঠুর পিতা কবর দিয়েছে জীবন্ত। এ দশম কন্যা সন্তান। তার শেষ সম্বল। তাকে কি করে জামিলা হারাতে দিতে পারে।

বাবা কয়েস চলে যাবার পর মা'র কাছে এলো জামিলা। বললো—"আম্মিজান তুমি বাবার সামনে হাত জোড় করে করে এসব কি করলে? বাবার কি হয়েছে? জামিলাকে বুকের সাথে জড়িয়ে মা কাঁদতে থাকলো। জামিলার চোখে মুখে আদর করে চুমু খেতে লাগলো।

এভাবে ছটফট করতে করতে সালমার দু'টি দিন কেটে গেলো। তৃতীয় দিন দুপুরে জামিলাকে গোসল করিয়ে সুন্দর করে সাজানো গোছানো হলো।

www.amarboi.org

জামিলাও আনন্দে আত্মহারা। হতভাগিনী জানতো না তার পরিণতির কথা। শত শত নর-নারীর সমাগম। ভালো কাজ মনে করে সকলেই সাজাচ্ছে জামিলাকে। শুধু আর্তনাদ করছে হতভাগিনী মা সালমা।

সূর্য পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়ার পর কয়েস বাড়ীতে এলো। শত শত লোক তার পেছনে। আবু লাহাব, ওলিদ বিন মুগিরা, ওতবা, শাইবা, আবু জেহেল, আবু সুফিয়ান সহ সকল নেতারা তার সাথে। এদের সাথে ছিলো আবারশনও।

আবারশনই নাটের গুরু। জামিলার কাছে গেলো সে। জামিলাকে ঘিরে চারদিকে নারী-পুরুষ। ফুলের কলির মতো দেখাচ্ছিলো নিষ্পাপ জামিলাকে। আবারশন উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলো। এক নজরে সে জামিলার দিকে তাকিয়ে থাকলো। বললো—"কয়েস ! এ ধরনের অনুপম সুন্দরী মেয়েরই কুরবানী দেবার প্রয়োজন ছিলো। তুমি বড় ভাগ্যবান। 'হোবল' তোমার উপর বেজায় খুশী। তোমার উপর অনেক রহমত বরকত বর্ষিত হবে।"

জামিলাকে নিয়ে চললো কয়েস। সাথে শত শত নর-নারী। শুধু নেই হতভাগিনী মা সালমা। ঘরের মধ্যেই পড়ে রইলো সে অজ্ঞান অচেতন হয়ে।

৪

কয়েসের বাড়ীর সামনে হাজার হাজার লোকের ভীড়। অনেক নারী-পুরুষ বাদ্য বাজনা হাতে দাঁড়িয়ে। সাজিয়ে গুছিয়ে আনার পর জামিলাকে দেখে সকলে 'হোবল' আর 'লাতের' নামে দিতে লাগলো জয়ধ্বনী। বাদ্য বাজিয়ে নারী-পুরুষ সকলে গান গাইছে, আর বন্দনা করছে—হোবল, লাত, মানাত ও ওজ্জার। জামিলাকে নিয়ে শুরু হয়েছে মিছিল। মিছিল চলছে সম্মুখের দিকে। আবারশনের হাতে মাথার খুলী গলায় হাড়ের মালা। কাঁধের উপর চুল ছড়িয়ে দিয়ে সকলের সামনে মিছিলের নেতৃত্ব দিয়ে চলছে সে। তার পেছনে পেছনে অন্যান্য গণকের দল। তাদের হাতেও রয়েছে মানুষের বিভিন্ন অংশের হাড়। পূজারীরাও চলছে তালে তালে। হাততালি দিয়ে দিয়ে।

যুবতী মেয়েদের কুণ্ডলী বাদ্য বাজিয়ে গান গাইছে। এদের মাঝেই ছিলো দশ বছরের নিষ্পাপ সুন্দরী জামিলা। অবুঝ জামিলাও আজ সকলের সাথে আনন্দে আত্মহারা। মিছিলে মিছিলে চলছে সকলে সামনের দিকে। নারীদের পেছনে রয়েছে আরবের সম্মানীত নেতৃবৃন্দ। তাদেরই মধ্যে রয়েছে জামিলার নিষ্ঠুর পিতা কয়েস। এদের পেছনে মিছিলের অগণিত মানুষ। কতক্ষণ পর পরই মূর্তিদের নামে জয়ধ্বনী দিচ্ছে। এভাবেই তারা যমযম কূপের কাছে গিয়ে পৌঁছলো।

www.amarboi.org

যমযমের দু'দিকে ছিলো 'নায়েলা' ও 'আসাফ' মূর্তি দু'টি। গোটা মিছিল মূর্তি দু'টির সামনে উপুড় হয়ে পড়লো। মিছিল আরো বেড়ে গেলো। মক্কার বাইরে এসে প্রকাণ্ড মিছিল একটি বালুময় ময়দানে এসে থামলো। সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়েছে গরম কমেনি এখনো। সূর্যের কিরণ তীর্যকভাবে এসে শরীরে বিধছে। উত্তপ্ত, ভীষণ গরম।

মিছিল মক্কা হতে বেরিয়ে কিছুদূর এগুবার পর বিপরীত দিক থেকে চল্লিশ বছর বয়সের এক আরব সুপুরুষকে আসতে দেখা গেলো। চেহারায় জ্যোতির ছটা। তাকানো যাচ্ছে না তার দিকে। শরীর দিয়ে ঘাম বেয়ে পড়ছে। মিছিলের কাছে এলে আবারশন তাঁকে দেখলো। কিন্তু তার দিকে তাকিয়ে থাকতে পারলোনা চেহারার জ্যোতি ছটায়। মাথা নীচু করে ফেললো আবারশন। সুদর্শন আরব চলছে এগিয়ে। আবু তালিবের কাছে পৌঁছলে স্নেহসিক্ত নয়নে তিনি জিজ্ঞেস করলেন—কোথা হতে এলে। এ রৌদ্রতাপ দিয়ে আমার নয়ন মনি।"

ঃ 'হেরা গুহা' হতে আসছি চাচাজান।"—জবাব দিলো সুদর্শন আরব।

ঃ তুমি জীবন বাজি রেখে এতো কষ্ট করছো কেনো বেটা। শরীরের প্রতিও লক্ষ্য রাখছো না। কোনো ছায়াঘেরা জায়গায় গিয়ে একটু আরাম করো।

ইনিই হলেন (বিশ্বনবী) মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)। আবু তালিবকে সালাম দিয়ে মিছিলের দিকে একবার তাকিয়ে সামনের দিকে চলে গেলো। এ মিছিল কেনো ও কোথায় যাচ্ছে ? কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করলো না। মুহাম্মদ বেশ দূরে চলে যাবার পর আবারশন বলে উঠলো—কি জ্যোতির্ময় চেহারা। কি সুন্দর ! কি শরীফ মর্যাদাবান মানুষ। হোবলের কসম এমন মানুষ এর আগে আর কোনোদিন কেউ দেখিনি। মানুষটির পক্ষ হতেই আমাদের উপাস্য দেবতাদের লাঞ্ছিত হবার আশংকা রয়েছে।

আবারশনের পেছনেই ছিলো আরবের বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তি ওরাকা বিন নাওফেল। আরবী ভাষার পারদর্শী। বলে উঠলো—"আমাদের চিন্তার কি আছে? তাওরাত, যাবুর ও ইঞ্জিল কিতাবের বাহকরাই একে শায়েস্তা করবে।" আবারশন বললো—তুমি ঠিকই বলেছো ওরাকা। তবু আমার মনে আশংকা জাগছে তাকে শায়েস্তা কেউ করতে পারবে না বলে।

ওরাকা বলে উঠলো—একথা ঠিক নয়। যারা আমাদের খোদার অবিশ্বাসী তারা সাজা পাবে অবশ্যি।

মিছিল এখনো এগিয়ে চলছে। সূর্যের তাপদাহ কিছুটা এসেছে কমে। কিছুক্ষণ পর বিরাট এক বালুর টিপির কাছে গিয়ে থামলো মিছিল। পূজারীরা কাছে এসে শংখ বাজাতে শুরু করেছে।

www.amarboi.org

একটু পরেই এক ব্যক্তি এদিকে এসে ঘোষণা করলো, হে গর্বিত আরববাসী ! আমি আমার বংশীয় গৌরব অক্ষুণ্ন রাখার জন্য আমার এ তিন বছরের কন্যাকে জীবন্ত দাফন করছি। তার কোলে ছিলো নির্দোষ নিষ্পাপ মেয়েটি। এক হাতে বালু সরিয়ে অন্য হাতে শক্ত করে ধরে মেয়েটিকে বালুর মধ্যে পুঁতে ফেললো সে। মেয়ের প্রাণ ফাটা চীৎকারের প্রতি নিষ্ঠুর পিতা কর্ণপাত করলো না একবিন্দুও।

এভাবে একের পর এক নির্মম পাথর মূর্তিসম কয়েকজন পিতা সাথে করে আনা নিজ নিজ নিষ্পাপ মাসুম শিশু কন্যাগুলোকে বালুর গর্তের মধ্যে জীবন্ত দাফন করে ফেললো। তাদের প্রাণ ফাটা গগনবিদারী কান্না কারো মনে কোনো মায়ার আচড় কাটলো না। আরবের বর্বরতার হৃদয়বিদারক দৃশ্য দেখিয়ে তারা পিতৃ পুরুষের গৌরব ও ঐতিহ্যের বাহবা দেখাতে লাগলো এভাবে।

এখন খোড়া হচ্ছে একটি বড় গর্ত। নিষ্ঠুর পিতা কয়েস জামিলাকে সাথে নিয়ে এ গর্তের পাশে এসে দাঁড়লো। আগেই সে অন্যান্য শিশু মেয়েদের জীবন্ত দাফনের করুণ দৃশ্য স্বচোক্ষে দেখছিলো। তার পরিণতিও সে এখন বুঝে গেছে। দুঃখ ভারাক্রান্ত দৃষ্টিতে সে পিতার দিকে তাকালো। বলে উঠলো—প্রিয় পিতা ! তুমি আমাকে এ গর্তে এখন জীবন্ত কবর দেবে ?

ঃ হা জামিলা ! তুমি ঠিক বুঝেছো। আরবে কন্যা সন্তানের জীবিত থাকার অধিকার নেই। নেই ঐতিহ্যও। এটা আরবের সভ্যতা ও কৃষ্টি বিরোধী।

ঃ কি আমার অপরাধ—বাবা ?

ঃ আমাদের পারিবারিক মানসম্মান ও ঐহিত্য এতেই নিহিত।

ঃ তুমি যদি আমার ভরণ-পোষণ দিতে না পারো, দিও না। আমি নাঙ্গা ভুখা থাকবো। তবু আমাকে মেরে ফেলো না। তোমার উপর আমি বোঝা হবো না। বলেই জামিলা বাপকে জড়িয়ে ধরলো। দু' চোখ বেয়ে পড়ছে অশ্রুধারা।

ঃ আমাদের খান্দানে কোনো কন্যা সন্তানকে বাঁচিয়ে রাখা হয় না। আমিও রাখবো না। নিষ্ঠুর পিতা জামিলাকে পাজাকোলা করে গর্তে নিক্ষেপ করলো. জামিলা উপুড় হয়ে গর্তে পড়লো। কয়েস তাড়াতাড়ি বালু দিয়ে গর্ত ভরে দিলো। বাঁচার জন্য জামিলা তার পিতার কাছে অনেক করুণ আকুতি জানালো। নিষ্ঠুর পিতার মন কোনো মিনতিতেই গললো না। গণ-মিছিলের একটি মানুষের মনেও জামিলার বুক ফাটা কান্না কোনো মায়া জাগাতে পারলো না। ধীরে ধীরে জামিলার কান্নার স্বর নিস্তব্ধ হয়ে গেলো।

বাদ্য-বাজনা আর শংখ বাজতে লাগলো জোরেশোরে। একটা কল্যাণকর কাজের তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলে নির্মম কয়েস অবসর হলো। সকলে মিলে মিছিল নিয়ে গভীর রাতে মক্কায় ফিরলো।

www.amarboi.org

৫

মিছিলে আবু তালিব হতে বিদায় নিয়ে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কায় ফিরে এলেন। তার মুখমণ্ডল থেকে আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছিলো। শরীর ঘামে ভিজা। ঘরে পৌঁছার পর খাদিজা রাদিয়াল্লাহ আনহা এগিয়ে এসে তাঁকে স্বাগত জানালেন। তাঁর চেহারা আলোর রশ্মিতে ঝলমল দেখে যারপর নেই তিনি বিস্মিত। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিছুই বললেন না। সোজা নিজ কামরায় চলে গেলেন। পিছে পিছে গেলেন খাদিজাও। জিজ্ঞেস করলেন, কি হয়েছে ? আপনাকে এতো ক্লান্ত শ্রান্ত দেখাচ্ছে কেনো ? মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খেজুরের চাটাইতে শুয়ে পড়লেন। বললেন আমার গায়ে কম্বল জড়িয়ে দাও। সাথে সাথে খাদিজা তাঁর গায়ে কম্বল জড়িয়ে দিলেন। পাশে বসে তিনি ডুবে গেলেন চিন্তায়। কি হলো ?

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে খাদিজা জীবন দিয়ে ভালো বাসতেন। তার এ অবস্থা দেখে খাদিজার চিন্তার অবধি ছিলো না। ব্যাপার কি জানার জন্য তিনি উদগ্রীব। একটু পরে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কম্বল সরিয়ে উঠে বসলেন।

ঃ আপনার শরীর এখন কেমন ?- -জিজ্ঞেস করলেন খাদিজা।

ঃ ভালো।—উত্তরে বললেন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

এখনো তাঁর চেহারা লাল। খাদিজা তাই জিজ্ঞেস করলেন—আপনার হয়েছে কি ?

খাদিজা ঘটেছে এক আশ্চর্য ঘটনা। বলে চললেন তিনি—আমি হেরার গুহায় বসা। একজন সুসজ্জিত সুপুরুষ আগন্তুক এলেন। তাকে দেখে আমি দাঁড়িয়ে গেলাম। তিনি বললেন আমাকে—পড়ো। পড়তে জানি না, উত্তর দিলাম আমি। তিনি আমাকে বুকে চেপে ধরে ছেড়ে দিলেন এবং বললেন—পড়ো। আমি ঐ কথাই বললাম—আমি পড়তে জানি না। তিনি আবার আমাকে বুকের সাথে জোরে চেপে ধরলেন এবং ছেড়ে দিয়ে বললেন—এবার পড়ো-"ইকরা বিসমি রাব্বিকাল্লাযী খালাকা। খালাকাল ইনসানা মিন আলাক।---"—"পড়ো রবের নামে। যিনি পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন মানুষকে গোশতের পিণ্ড থেকে। পড়ো তোমার রব খুবই সম্মানিত। যিনি কলম দ্বারা মানুষকে জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছেন। শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে সব অজানা কথা।" আমি পড়লাম তাঁর সাথে সাথে।

ভীত হয়ে পড়লাম আমি। আগন্তুক চলে গেলেন। খাদিজা ! ব্যাপারটি কি আশ্চর্যজনক নয় ?

www.amarboi.org

ঃ নিশ্চয়ই আশ্চর্যজনক। কিন্তু এতে আপনার এত ভয় পাবার কি আছে ?—বললেন খাদিজা।

ঃ লাকাদ খাশিতু আলা নাফসি—আমার জীবন বিপন্ন ভেবে আমি শংকিত।

ঃ আল্লাহ আপনাকে কখনো বিপন্ন করবেন না। কেনো করবেন ? আপনি আত্মীয়ের খোঁজ খবর নেন। সদা সত্য কথা বলেন। অসহায়ের সহায় হন। অজানা লোকের মেহমানদারী করেন। ন্যায় ও সত্যের পক্ষে থাকেন। বিপদে সাহায্য করেন।"

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চুপ হয়ে গেলেন। মাথা নীচু করে চিন্তা করছেন তিনি।

আপনি আমার সাথে ওরাকার কাছে যেতে পারবেন ?—প্রশ্ন করলেন খাদিজা।

ঃ কেনো ?—জিজ্ঞেস করলেন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

ঃ আপনি নিশ্চয়ই জানেন। ওরাকা আসমানী কিতাবের জ্ঞান রাখেন। পণ্ডিত আরবী ভাষারও। মানুষও বেশ বয়স্ক। জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান। বলেও দিতে পারেন তিনি আপনার সাথে ঘটিত ব্যাপারটির রহস্য। এতে আপনার কোনো বিপদ রয়েছে কিনা ?

ঃ এখনি যেতে চাও?—বললেন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

ঃ আপনার শংকা দূর করার জন্য তাড়াতাড়ি করাই তো ভালো। ঠিক আছে চলো।" উভয়েই চললেন ওরাকার বাড়ীর দিকে।

বাড়ীতে নেই ওরাকা। কন্যা সন্তান জীবন্ত দাফনের মহা উৎসবের মিছিলে মক্কার বাইরে চলে গেছেন তিনি।

তারা অপেক্ষা করছেন ওরাকার জন্য। ওরাকা খাদিজার চাচাতো ভাই। বাড়ীতে একজন অচল বৃদ্ধ ছাড়া ছিলো না আর কেউ। ওরাকাকে দূর হতে আসতে দেখে এগিয়ে গেলেন খাদিজা।

ঃ আমরা তোমার অপেক্ষায়।—বললেন খাদিজা।

ঃ গলার স্বরেই ওরাকা চিনে ফেলেন খাদিজাকে। বললেন—

ঃ কি ব্যাপার ? কোনো নতুন ঘটনা ঘটেছে নাকি ?

ঃ তা না হলে কি আর এলাম।

একটু আরাম করার পর ওরাকা বললো—শুনাও কি ঘটনা।

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আর খাদিজা উভয়েই ওরাকার সামনে গিয়ে বসলেন।

ঃ ইনি কে ?—মুহাম্মাদকে দেখে জিজ্ঞেস করলেন ওরাকা।

www.amarboi.org

"হ্যাঁ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। মারহাবা হে মুহাম্মদ !" —খাদিজার আগেই বলে উঠলো ওরাকা।

খাদিজা হেরার সব ঘটনা শুনালেন ওরাকাকে। ওরাকা মন দিয়ে শুনলেন সব। তাকালেন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দিকে। বললেন—শুভাগমন হে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ! আমি বুঝে ফেলেছি সব। এ হলো অহী—যা আল্লাহর মনোনীত বান্দার উপর আসমান থেকে তিনি নাযিল করেন। বলে চললেন ওরাকা। এভাবেই আল্লাহ মূসা সহ আগের সকল নবী-রাসূলদের উপর নাযিল করেছেন অহী। আপনাকে আল্লাহ রাসূল হিসাবে নির্বাচন করেছেন। আপনার আগমনের সংবাদ আগের আসমানী কিতাব তাওরাত ইঞ্জিলেও আছে। মূসা ও ঈসা আলাইহিস সালাম আপনার আগমনের আগাম বাণী দিয়েছেন। যে সুপুরুষ আপনাকে পড়িয়েছেন ও চেপে ধরেছেন তিনি অহীবাহক ফেরেশতা জিবরাঈল। সারা বিশ্বে আপনার উম্মত ছড়িয়ে পড়বে। দেশ থেকে বের করে দেয়া হবে আপনাকে। বাধা আসবে। আসবে নির্মম নির্যাতন কিন্তু কেউ রুখতে পারবে না। হায় ! আমি যদি সে সময় জীবিত থাকতাম। আমি আপনাকে সাহায্য করতাম। নির্ভেজাল তাওহীদের পতাকাবাহীদের উপর এমন আচরণই হয়।

৬

কন্যা হারা মা সালমা অজ্ঞান অচেতন। জীবন্ত আছে কিনা সন্দেহ। জামিলাকে সে অতি যত্ন করে লালন পালন করে আসছে। আর কোনো সন্তান তার নেই। জামিলার প্রতি তাই অন্ত ছিলো না তার মমতার। আজ তার সবশেষ। শেষ তার সব আনন্দ। কন্যার বিচ্ছেদ ব্যথা তাই তার অসহ্য। সে অজ্ঞান পড়েই আছে। ঘরে কেউ নেই তাকে দেখবে। দিন এভাবে শেষ হয়ে গেলো। গরমের তাপ মাত্রা কিছুটা ঠাণ্ডা হয়েছে। আকাশে তারা উঠে আলো বেড়েছে। এ সময়ে সালমা ফিরে পেলেন জ্ঞান। চোখ খুলে তাকাচ্ছে এদিকে ওদিকে। ঘর নীরব। সে উঠে দাঁড়ালো। ভাবতে লাগলো কোথায় আছে।

ধীরে ধীরে তার সবকথা মনে পড়তে লাগলো। জামিলাকে সাজিয়ে গুছিয়ে জীবন্ত কবর দেবার জন্য তার বাপ তাকে নিয়ে গেছে। তার হৃদয় কেঁপে উঠলো। অস্থির চঞ্চল হয়ে উঠলো। আবার সালমা চেপে ধরলো বুক। দু' চোখ বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে অশ্রু। জামিলার ছবি মনের পর্দায় ভেসে উঠতে লাগলো তার। সে ভাবছে, হয়ত তার পিতা তাকে ছেড়ে দিয়েছে। সে দৌড়ে আসছে মা'র দিকে। হাত বাড়িয়ে সে কোলে তুলে নিচ্ছে জামিলাকে। কিন্তু সে তো শুধু কল্পনা। চোখের কোণ বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে অশ্রু। হায় নিষ্ঠুর স্বামী ! জামিলাকে জীবন্ত কবর দিয়ে ফেললে তুমি। কাকে আর কন্যা বলে ডাকবো আমি।

www.amarboi.org

সালমা কেঁদেই চলছে। গভীর নিঃশ্বাস ফেলে সে বলছে আবার। হে মরু আরবের নারীকুল ! কত হতভাগ্য তোমরা। তোমরা কত অসহায়, এ জগতে। তোমাদের নেই কোনো শক্তি। তোমাদের নেই কামনা-বাসনার কোনো মূল্য। কিছুই নেই তোমাদের করার। নিষ্পাপ শিশু সন্তান তোমাদের কোল থেকে ছিনিয়ে নিয়ে দেয়া হচ্ছে জীবন্ত কবর। হে নরপশুরা তোমারা কত হীন, নিষ্ঠুর, বর্বর ও যালিম। সন্তানকে নিজ হাতে মাটির নীচে পুঁতে ফেলছো তোমরা। তোমরা বুঝছো না তোমাদের এ নিষ্ঠুর বর্বর আচরণে নারীদের মন কিভাবে হচ্ছে ক্ষত বিক্ষত।

থেমে গেলো সালমা। কেঁদে কেঁদে তার মন হয়েছে খানিক হালকা। হয়ে উঠেছে কিছুটা স্থির। কখনো দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে। তার মধ্যে পরিবর্তন আসতে লাগলো। দেয়াল ছেড়ে দিলো। বলতে লাগলো, অভিশাপ পড়ুক এ বাড়ীর উপর। এ বাড়ীতে থাকার উপর। এক মুহূর্তের জন্য আর এখানে নয়। ওখানেই যাবো আমি। যেখানে আছে আমার জামিলা।

আমাকে যেতে হবে জামিলার কাছে। মাটি ঝেড়ে ঝেড়ে আমি শুকবো নাকে তার গন্ধ। তাকে কোথায় পোঁতা হয়েছে ? যাবো আমি সেখানে। জামিলা ছাড়া আমার জীবন নিরর্থক। আমার জীবনে নেই কোনো সাধ। ঘর থেকে বের হয়ে গেলো সালমা। অন্ধকার রাত। এ অন্ধকার দিয়ে চলছে সালমা। মক্কার অলিগলি উঁচু নীচু। ঝাড় জঙ্গল পথ ঘাট। হোঁচট খেয়ে খেয়ে চলছে সে পথ বেয়ে। অনেক পর সে এসে পৌঁছলো রায়তুল হারামের কাছে। যমযমের কাছে দেখলো আসাফ ও নায়েলা মূর্তিকে। অবচেতনভাবে তাদের সামনে মাথানত করে পড়ে গেলো। কেঁদে কেঁদে মূর্তিদের কাছে জামিলার প্রাণ ভিক্ষা চাইলো সালমা। জামিলাকে তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে। নালিশ জানালো মাবুদদের কাছে। সালমা অঝোরে কাঁদতে লাগলো আবার সেজদায় পড়ে।

কিছুক্ষণ পর সেজদা হতে উঠে আঁচলে মুখ মুছলো সালমা। সামনে ঠুকর খেয়ে খেয়ে হাটা শুরু করলো। উঠতে উঠতে পড়তে পড়তে মক্কা ছেড়ে বেরিয়ে পড়লো। এ সময় কন্যা সন্তানদেরকে জীবন্ত কবর দিয়ে মক্কায় ফিরে আসছে তারা। বাদ্য-বাজনা শংখ বাজছে অবিরাম। মক্কার দেয়ালে আঘাত খেয়ে গুঞ্জরিয়ে উঠছে। এসব শব্দ। দেয়ালের আড়ালে চুপ করে দাঁড়িয়ে সালমা। ফেরার পথের পথিকরা সকলে প্রবেশ করেছে শহরে।

বেরিয়ে আসলো সালমা। মিনার পথ ধরে চলছে সামনে। খোলা ময়দান। বালুময় পথ। সাদা বালু চিক চিক করে উঠছে। মক্কার পথের মতো এখানে তেমন অন্ধকার ছিলো না। হেটে হেটে সালমা জাবালে নূরের পাশে গিয়ে পৌঁছলো। এখানেই জীবন্ত কবর দিয়েছিলো কন্যা সন্তানদেরকে তাদের পাষাণ

www.amarboi.org

পিতারা। উচ্চস্বরে ডাকতে লাগলো জামিলা জামিলা বলে। তার মায়াবী ডাক জাবালে নূরে ধাক্কা খেয়ে মরু প্রান্তরে প্রতিধ্বনীত হতে লাগলো।

ভয়ে ভয়ে এগুলো সালমা সামনের দিকে। বলতে লাগলো সে। আমি ছাড়া আর কোনো হতভাগীনী কি তার জামিলাকে এখানে খুঁজছে। সামনে এগুতে থাকলো। কিছুদূর যাবার পর শুনলো, কেউ হাকিয়ে বলছে, সাবধান কে আসছো এদিকে ?

জামিলার বিরহ ব্যথা দূর করে দিয়েছিলো সালমার মন থেকে সব ভয়-ভীতি। সে ভয় পেলো না মোটেই। সামনেই চলছে। একটু এগুবার পর দেখলো একজন বেদুঈন বসে বসে মাটি খুড়ছে। মাথায় তার লম্বা লম্বা চুল। কাধ বেয়ে কোমরের দিকে ঝুলে পড়েছে এলোমেলো হয়ে। ভীতিপ্রদ চেহারা। বলে উঠলো কে ?

শংকাহীনভাবে জবাব দিলো সালমা—একজন শোকাহত মা।

বেদুঈন তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালো—তুমি নারী। এত রাতে এখানে ? ভয়াবহ এ বিপদের জায়গায় তোমার আসার কারণ ?

ঃ একজন দুঃখী অসহায় মাকে হতভাগ্য কন্যার মমতা টেনে নিয়ে এসেছে এখানে। কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে বললো সালমা।

ঃ কে তুমি এ অসহায় নারী ?

ঃ নিষ্পাপ জামিলার মা আমি।

বেদুঈন ভালো করে দেখলো সালমাকে। বললো—"হায় মনে হচ্ছে রক্তশূন্য হয়ে পড়েছো তুমি।"

ঃ যার দশ বছরের সন্তানকে জীবন্ত কবর দেয়া হয় তার শরীরে তুমি রক্ত খুঁজছো ? বেঁচে থাকাই তার বেশী। "হায় জামিলা আমার জামিলা ?"

সালমার মমতা ভরা জামিলা শব্দে আরব বেদুঈন কেঁপে উঠলো। সে বললো—"তোমার এ হৃদয় বিদারক শব্দ আকাশকে টুকরো টুকরো করে দেবে। মাটিকে করে দেবে বিদীর্ণ। তোমার আহাজারী আমার মনকে কাঁপিয়ে দিয়েছে। আসো আমি তোমাকে নিয়ে যাবো জামিলার কাছে।"

বেদুঈনের উপর ঝুঁকে পড়লো সালমা। ভারসাম্য হারিয়ে বলে উঠলো—"আমার উপর দয়া করো। হে দয়াবান। কে তুমি !

সালমার অবস্থা দেখে বদ্দুর মনে ভাবান্তর ঘটলো। সে বললো—"আমি একজন নিষ্ঠুর নির্দয় মানুষ। আমার মন দয়া মায়াহীন। হিংস্র জন্তুর মতো আমি। জীবন্ত কন্যাদেরকে দাফন করে চলে যাবার পর রাতের অন্ধকারে আমি ওখানে আসি। কবর থেকে মেয়েদের লাশ উঠিয়ে আনি। তাদের গায়ের সব অলংকার খুলে নেই। যারা জীবিত থাকে তাদেরকে গলা টিপে মেরে ফেলি।

www.amarboi.org

আমাকে ভৎর্সনা করো না। তোমার অবস্থা দেখে, তোমার আহাজারী শুনে আমার হৃদয় কেঁপে উঠেছে। আমি কি পিশাচের কাজ করছি। যারা নিষ্পাপ সন্তানদেরকে জীবিত কবর দিয়ে গেছে তাদের চেয়েও আমি অধম। সালমা ! আমার মন আমাকে ভৎর্সনা করছে। তুমি আমাকে ভৎর্সনা করছো ! আমি এখন মানুষ হয়ে যাবো। যে মায়েদের বুক খালি করে কন্যাদেরকে ছিনিয়ে আনা হয়। শোক তাপে দুঃখে কষ্টে তাদের কি করুণ অবস্থা হয়, তোমাকে দেখেই আমি তা উপলব্ধি করছি।"

"বদ্দু বলেই চলছে, তুমি বড় ভাগ্যবতী। তোমার কন্যা জামিলা জীবিত আছে। লোকেরা চলে গেলে সকলের আগে আমি তার উপর থেকে মাটি সরিয়ে তাকে বের করে নিয়ে আসি। তার নিঃশ্বাস তখনো চলছিলো। তাকে মেরে ফেলার আমার ইচ্ছা হলো। সাথে সাথে মত পাল্টিয়ে ইচ্ছা হলো অন্যান্য মেয়েদেরকে বের করে এনে অলংকারাদি খুলে রাখার পর জামিলার অলংকার খুলে তাকে বধ করবো। তাই সে বেঁচে গেলো। মাবুদদের দয়ায় তার বেঁচে যাওয়া।"

সালমা ত্বরিত জিজ্ঞেস করলো—সে কোথায় ? বদ্দু সালমার হাত ধরে একটু দূরে একটি গর্তের পাড়ে গিয়ে দাঁড়ালো। সে বললো—"এই তোমার কন্যা জামিলা।"

সালমা মনোযোগ দিয়ে দেখলো। একটি ছোট আধমরা লাশ গর্তের পাড়ে পড়ে আছে। অবচেতনভাবে সালমা তার উপর ঝুঁকে পড়লো। কোলে উঠিয়ে নিয়ে ডাকলো—জামিলা। আমার জামিলা !

৭

ওরাকার ঘর থেকে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খাদিজা সহ ফিরে এলেন। সকালে ঘুম থেকে উঠে কিছু ছাতু, খুরমা ও একটি পাত্রে কিছু পানি নিয়ে তিনি বেরিয়ে পড়লেন। আবারশন বলে দিয়েছে তাদের পিতৃ পুরুষের ধর্ম ও খোদাদের বিরুদ্ধে মুহাম্মাদ প্রচার প্রপাগাণ্ডা করবে। তাই আরবের সকলের মনে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে বিভিষিকা সৃষ্টি হলো।

হিংসা বিদ্বেষ করতে থাকলো তার সাথে সকলে। তিনি নম্র অবনত দৃষ্টিতে চলতেন পথ। চোখ উঠিয়ে কারো প্রতি তাকাতেন না। কারো ভ্রুকুটি ও রাগত নজরকেও আবার পরওয়া করতেন কমই। আজ যখন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বেরিয়ে যাচ্ছিলেন, তাঁর ডান কাঁধের এক পাশে ঝুলানো ছিলো ছাতুর থলে, অন্য পাশে ছিলো খেজুর। বাম কাঁধে ছিলো

www.amarboi.org

মামুলী ধরনের কালো একটি কম্বল। হাতে ছিলো ছোট্ট পানির মোশক। মনে হচ্ছিলো তিনি কোথাও সফরে যাচ্ছেন। স্বভাবজাত ভঙ্গিতে মাথানত করে হাঁটছেন তিনি। হারাম শরীফে গিয়ে তাওয়াফ করলেন। এরপর মক্কা হতে বেরিয়ে জাবালে নূরের দিকে হাঁটতে লাগলেন। সামনেই পাহাড়। মক্কা হতে তিন মাইল দূরে। গাছ-পালাহীন মরুভূমির পাথর রোদের তাপে চিক চিক করে উঠছে। পাহাড়ের কোথাও সবুজ সজীব কিছু দেখা যাচ্ছিলো না।

পাহাড়ে চড়ে তিনি একটি গর্তে নামলেন। তেমন প্রশস্ত ছিলো না গর্তটি। গর্তের উপর দিয়ে উঁচু টিলার অগ্রভাগ ছাউনির মতো এগিয়ে ছিলো সামনের দিকে। এ কারণে সূর্যের তাপ ও মরু হাওয়ার গরম ঢুকতে পারতো না ঐ গর্তে। এরই নাম 'হেরার গুহা'। এখানেই তিনি থাকতেন ঘন্টার পর ঘন্টা—দিনের পর দিন। এখন ওখানেই অবস্থান গ্রহণ করলেন তিনি।

লোকালয়ের পরিবেশ তাকে বিক্ষুব্ধ করে তুলেছিলো। তাই তিনি সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একা একা বসে বসে সমাজ সংস্কারে উপায় উদ্ভাবনের চিন্তা করতেন। কয়েকদিন এভাবে থাকতেন এ গুহায়। খাবার দাবার শেষ হয়ে গেলে বাড়ী গিয়ে আবার খাবার নিয়ে এখানে এসে ধ্যানে মগ্ন থাকতেন। একদিন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাড়ীর দিকে ফিরে যাচ্ছেন। পথে সাফা-মারওয়ার নিকট পৌঁছলে সাদা পোশাকে সজ্জিত এক জ্যোতির সাথে দেখা। তাঁর পথ আগলে দাঁড়ালেন তিনি।

"আপনি কে ?"—জিজ্ঞেস করলেন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

"হে মুহাম্মাদ ! আমি জিবরাঈল। আর আপনি আল্লাহর রাসূল।"—বললেন লোকটি।

কথা শেষ হতে না হতেই জিবরাঈল অদৃশ্য হয়ে গেলেন। এই ছিলো! এই নেই! হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভয় পেয়ে গেলেন। তাড়াতাড়ি চলে গেলেন বাড়ীতে। খাদিজা রাদিয়াল্লাহ আনহা তাঁর চেহারার প্রতি তাকিয়েই বুঝতে পারলেন আজ আবার ঘটেছে কিছু। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শুয়ে পড়লেন। খাদিজাকে বললেন, আমাকে কম্বল দিয়ে ঢেকে দাও। তাড়াতাড়ি তাই করলেন খাদিজা। শুয়ে পড়ার একটু পরেই তার কানে ভেসে আসলো একটি স্বস্তির আওয়াজ। ইয়া আইউহাল মুদ্দাচ্ছির, কুম ফাআনজির ওয়া রাব্বাকা ফাকাব্বির ওয়া সিয়াবাকা ফাতাহ্হির, ওয়ার রুয্যা ফাহ্যুর।"—হে চাদর মুড়ি দিয়ে শয়নকারী। উঠো, মানুষকে আল্লাহর (আযাবের) ভয় দেখাও। নিজের রবের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করো। পবিত্রতা অবলম্বন করো। শিরক ও গোনাহর অপবিত্রতা হতে বেঁচে থাকো।

www.amarboi.org

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘাবড়িয়ে গেলেন। দেখলেন জিবরাঈল আলাহিস সালাম সামনে দাঁড়িয়ে। কিন্তু আবারও দেখতে দেখতে জিবরাঈল আলাইহিস সালাম অদৃশ্য হয়ে গেলেন। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খাদিজার দিকে তাকালেন। খাদিজা রাদিয়াল্লাহ আনহা চিন্তিত হয়ে পড়লেন। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ঘেমে গেছেন। লাল হয়ে উঠেছে চেহারা। খাদিজা রাদিয়াল্লাহ আনহা তা দেখে হয়ে উঠলেন আতংকিত। হুজুরের মুখে জিবরাঈলের সাথে এর আগে সাফা ও মারওয়ায় আর একবার সাক্ষাত হয়েছে শুনে খাদিজা বললেন, ওরাকা সত্যই বলেছে। আপনার উপর আল্লাহর পয়গাম নাযিল হবে। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আমার আশংকা, "আমার জাতি আমাকে অস্বীকার করবে।"

শত শত বছর থেকে চলে আসা মূর্তি পূজার বিরুদ্ধে কথা বললে তাঁর উপর নেমে আসবে বিপদের পাহাড়। দুষ্কর হয়ে পড়বে তার ঘর থেকে বের হওয়া। এসব বিষয় খাদিজাকে চিন্তিত করে তুললো। বেশ কিছুক্ষণ মাথা ঝুঁকে তিনি চিন্তা করতে থাকলেন। এরপর চাদর গায়ে দিয়ে ঘর থেকে বের হলেন। সামনের গলি ধরে চলতে চলতে চৌরাস্তার মাথায় গেলেন। ডান দিকে মোড় দিয়ে কিছু পথ যাওয়ার পর একটি পাথরের বাড়ীর সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। ঘরের ভিতরে ঢুকার অনুমতি চেয়ে ভিতরে ঢুকলেন তিনি।

একটি ছোট কামরায় গিয়ে পৌছলেন বিবি খাদিজা। একজন একদম কনকনে বুড়ো বসা আছেন। পায়ের পাতা পর্যন্ত লম্বা জামা। সাদা সাদা লম্বা দাড়ি। এই ব্যক্তি হলেন একজন ঈসায়ী পাদ্রী। নাম আদাস বেশীর ভাগ সময় ইঞ্জিল অধ্যয়ন ও ইবাদাতেই মশগুল থাকতেন তিনি। খাদিজাকে আগ থেকেই জানতেন। তাকে দেখে দাঁড়িয়ে গেলেন।

বেশ বেশ খাদিজা বেশ। এসো এসো। বসো। খাদিজা বসে পড়লেন তার সামনে।

ঃ এতো তীব্র গরমে কষ্ট করে এলে কোত্থেকে ?—জিজ্ঞেস করলো আদাস।

ঃ আপনার কাছে কিছু কথা জিজ্ঞেস করতে এসেছি আমি।

ঃ বলো।

ঃ বলুন তো জিবরাঈল কে ?

জিবরাঈল নাম শুনেই আদাস শ্রদ্ধাবোধে মাথা নোয়ালো।

ঃ জিবরাঈলের নাম তুমি কোথায়, কার কাছে শুনলে ? তুমি তো এমন বংশের কন্যা যারা মূর্তি পূজার নিশায় মগ্ন। যারা না জিবরাঈলকে চিনে। আর না আল্লাহকে বুঝে।

www.amarboi.org

ঃ আমি সবই বলবো আপনাকে। আগে আমার প্রশ্নের জবাব দিন।

ঃ জিবরাঈল হলো আল্লাহর সম্মানিত পবিত্র ফেরেশতা। আল্লাহর বাণী নিয়ে আল্লাহর রাসূলদের কাছে আগমন করেন।

ঃ তিনি কি মঙ্গল ও বরকতের জন্য আগমন করেন ?

ঃ যে মহল্লায় তিনি আগমন করেন, মঙ্গল ও কল্যাণে সেই মহল্লা ভরে যায়।

ঃ আপনার কাছে আমি একটি কথা বলবো, গোপন ও আমানাত রাখবেন।

ঃ নিশ্চয়ই।"

হযরত খাদিজা একটু নড়েচড়ে সতর্ক হয়ে বসে বলেন—আমার স্বামী মুহাম্মাদকে আপনি চিনেন।

ঃ চিনি।

ঃ তার ব্যাপারে আপনার কি ধারণা ?

ঃ বনি হাশেম বংশ আরবের সকল গোত্রের মধ্যে বেশী মর্যাদাশীল ও সত্যবাদী। এ বংশের সবচেয়ে সত্যবাদী, আমানতদার, সৎ ও চরিত্রবান হলেন মুহাম্মাদ।

ঃ মুহাম্মাদ বলছেন—তার কাছে জিবরাঈল আসে !

ছোট ছোট চোখ বড় বড় করে এক নজরে দেখতে লাগলো আদাস খাদিজার দিকে। অনেকক্ষণ স্তম্ভিত থেকে বললেন—"আমার কাছে তা খুবই আশ্চার্যজনক ও রহস্যময় মনে হচ্ছে ব্যাপারটা। এটা জিনের আছরও হতে পারে। যদিও একথা সত্য, একজন নবী আসবেন। সে নবী তো মুহাম্মাদ হতে পারে না।"

ঃ তিনি তো আজ পর্যন্ত কোনো মিথ্যা বলেননি।

ঃ তাহলে জ্বিনের আছরই হবে। চিন্তা করো না। এ ইঞ্জিল কিতাব খানা নিয়ে যাও। যদি জ্বিনের আছর হয়, তাহলে এ কিতাব দেখে সে চমকিয়ে উঠবে। আর যদি সত্য সত্যিই তার কাছে জিবরাঈল আসা-শুরু হয়, তাহলে সে স্বাভাবিক থাকবে। তার উপর এর কোনো প্রভাব পড়বে না। তিনি সত্যি সত্যিই নবী।

হযরত খাদিজা তাই করলেন। ইঞ্জিল কিতাবখানা সাথে নিয়ে বাড়ী চলে গেলেন। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘরে ছিলেন চুপচাপ বসে। খাদিজা ইঞ্জিল খানা বের করে হুজুরের সামনে রাখলেন। তিনি মাথা উঠিয়ে ইঞ্জিলের প্রতি তাকালেন। কোনো ভাবান্তর ঘটলো না ইঞ্জিল দেখে তার উপর। চেহারায় উজ্জ্বলতা চমকিয়ে আছে।

ঃ এটা কি কিতাব ?—জিজ্ঞেস করলেন মুহাম্মাদ।

ঃ আসমানী কিতাব। "ইঞ্জিল শরীফ।"—বললেন খাদিজা।

www.amarboi.org

এরপর আদাসের সাথে সবিস্তারিত আলাপচারিতা খাদিজা রাসূলকে বলে শুনালেন।

৮

শোকে বিহ্বল মা সালমা কন্যা জামিলাকে কোলে তুলে বুকের সাথে জড়িয়ে ধরলো। সে খেয়ালও করেনি জামিলার সারা গায়ে বালুতে ভরা। নিঃশ্বাস প্রশ্বাস তার চলছে কিনা। তাকে শুধু সোহাগ করে চলছেই সে। তার আলু থালু চুল হতে সে গন্ধ শুকছে। বদ্দু অবশ্য তার গা হতে ঝেড়ে ঝেড়ে বালু সরাচ্ছে। মাথা ও চেহারা হতে বালু সরিয়ে তার গায়ে জামার নীচের অংশ দিয়ে বাতাস দিচ্ছে। অনেকক্ষণ সোহাগ করে জামিলাকে ডাকলো—সালমা। চোখ খোলো মা আমার। দেখো তোমার দুঃখিনী মা তোমার কাছে এসেছে। তোমাকে জড়িয়ে আছে বুকের সাথে মিশিয়ে।

জামিলা অজ্ঞান অচেতন, মায়ের কোলে। সালমাকে বলে উঠলো বদ্দু—"এখনো তো সে বেহুঁশ। অজ্ঞান হয়ে আছে। আগে তার জ্ঞান ফিরাবার চেষ্টা করো।"

এবার ওড়নার আঁচল দিয়ে বাতাস দিতে শুরু করলো সালমা। জামিলার জ্ঞান ফিরে আসছে না এখনো। জ্ঞান ফিরে আসার জন্য খোদাদের কাছে দোয়া করার জন্য সালামাকে উপদেশ দিলো বদ্দু। নিরাশ হয়ে পড়লো সালমা। বদ্দু আরবীয়কে জানতো না সে। সে ছিলো একজন অপরিচিত ব্যক্তি। কিন্তু সে সালমার প্রতি খুবই সহানুভূতি দেখালো। তাকে নিজের ভাইয়ের মতো আপন জেনে বললো—আমার জামিলাকে বাঁচাও। তাকে ছাড়া আমার বেঁচে থাকা সম্ভব নয়।

ঃ অনেক সময় জামিলা মাটি চাপা পড়েছিলো। তবে মনে হচ্ছে তার উপর যে মাটি চাপা পড়েছিলো তাতে তার নিঃশ্বাস প্রশ্বাস পুরোপুরী বন্ধ হয়নি। তাহলে তো সাথে সাথেই মরে যেতো। সে এখন বিপদমুক্ত। কোথাও পানি পাওয়া গেলে ওর চেহারায় ছিটে দিলে তাড়াতাড়ি হুঁশ ফিরে আসতো।—বললো আরবীয় বেদুইন।

ঃ মক্কা ছাড়া পানি আর কোথায় পাওয়া যাবে।—বললো সালমা।

ঃ মক্কায় তো আমি যেতে পারি না। সেখানে আমার সবই শত্রু। দেখলেই আমাকে মেরে ফেলবে।

ঃ তুমি এখানে থাকো। মক্কা গিয়ে আমিই পানি নিয়ে আসি।

ঃ তোমার পক্ষে কি সম্ভব ? তুমি তো বেশ দুর্বল। মক্কা অনেক দূরে। অন্ধকার রাত। কোথায় গিয়ে আবার আটকিয়ে পড়ো। আমাকে সারারাত আবার তোমার অপেক্ষায় থাকতে হবে।

www.amarboi.org

ঃ তুমি মত দিলে আমি জামিলাকে কাঁধে উঠিয়ে নিয়ে মক্কার বাইরে তোমাকে সহ কোথাও রেখে আসি। ওখান থেকে তুমি বাড়ী চলে যাবে।

ঃ অসম্ভব। তার হৃদয়হীন পিতা কি তাকে ঘরে ঢুকতে দেবে ?

ঃ তাহলে কি হবে ?

ঃ তুমি আমাকে ও জামিলাকে এখানেই রেখে চলে যাও। এই বালুময় মরুভূমিতেই আমি আমার মেয়েকে নিয়ে বাকী জীবন কাটিয়ে দেবো।

ঃ এ মরুভূমিতে তোমাদের বসবাস অসম্ভব।

ঃ না হলে এখানেই উত্তপ্ত মরুভূমিতে জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যাওয়া ছাড়া আর উপায় কি ? যে পিতা নিজ সন্তানকে জীবন্ত পুঁতে গেছে তাকে জীবন্ত ফেরত গেছে দেখলে কি আর জীবন্ত রাখবে।

ঃ তাহলে জামিলাকে নিয়ে আমার সাথেই চলো।

ঃ আপনার এ ঋণ আমি শোধ করবো কি দিয়ে ?

ঃ আমি নিষ্ঠুরতার প্রতিমূর্তি। শত শত মাসুম বাচ্চাকে আমি গলা টিপে মেরেছি। তোমার কাছেই আজ আমি 'দয়া' শিখলাম। আমি ছিলাম নির্দয়। আমি তোমাকে আমার বোন, জামিলাকে ভাগ্নি বানিয়ে নিলাম। তোমরা আমার কাছেই থাকবে। তোমাদের দেখাশুনা লালন পালন আমিই করবো।

ঃ তুমি কে ? কি করো ? কোথায় থাকো ? কি তোমার পরিচয় তা তো কিছু জানি না।

ঃ "আমার নাম হারিস। ডাকনাম আসাদ।" তায়েফের পথে নাখলার পাশে একটি সজীব সতেজ খেজুর বাগানে আমাদের গোত্রের বসবাস। এখান থেকে আট দশ মাইল দূর। জামিলাকে কাঁধে উঠিয়ে নিয়ে যাবো। কত আর ভারী সে। আরো বলে চললো বেদুইন—"আমার গোত্রে আমার চেয়ে বড় বাহাদুর কেউ নেই। একবার এক শত্রুপক্ষ আমাদের উপর হামলা করলে আমি একা প্রতিপক্ষের বিশ ব্যক্তিকে হত্যা করে ফেলি। তখন থেকে আমার নাম আসাদ অর্থাৎ সিংহ। আমরা এক জায়গায় বসবাস করতে পারি না। জায়গায় জায়গায় ঘুরে ফিরে বসবাস করাই আমাদের সখ। এ জীবন পসন্দ করলে আমার সাথে চলো।"

ঃ আমরা যাবো তোমার সাথে।

জামিলাকে কাঁধে উঠিয়ে হারিস তায়েফের দিকে রওনা হলো। জামিলা তখনো অচেতন। সালমা পিছে পিছে। ঘোর অন্ধকার রাত। নির্মল আকাশ। তারার আলো বালুময় প্রান্তরকে উজ্জ্বল করে রেখেছে। তাতে হয়েছে পথ চলা সহজ। সারা দিনে রোদে পোড়া তপ্ত বালু এ সময় ঠাণ্ডা হয়ে পড়েছে। পথ চলতে লাগছে আরাম। হাঁটতে হাঁটতে চার-পাঁচ মাইল চলার পর দূর থেকে

www.amarboi.org

বাহ্ বাহ্ ধ্বনী শুনা যেতে লাগলো। "কোনো কাফেলা আসছে বোধহয়।"—বললো হারিস।

ঃ পথ চলার শব্দ। কোনো কাফেলা মক্কার দিকে যাচ্ছে মনে হয়।—বললো সালমা।

ঃ তাই মনে হচ্ছে। সম্ভবত শাম থেকে কোনো ব্যবসায়ী কাফেলা ফিরে আসছে।

ঃ আপনি ঠিকই ধরেছেন। ঐ কাফেলার আগমন সংবাদ কয়েকদিন থেকে মক্কায় শুনা যাচ্ছিলো। এটা কুরাইশদেরই কাফেলা।

ঃ এসো আমরা রাস্তার এক পাশে চলে যাই। কাফেলা আমাদেরকে দেখে ফেললে জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারে।

ঃ শুধু জিজ্ঞাসাবাদই নয়, বরং মক্কাতে ফেরত নিয়ে যেতে পারে।

ঃ চলো আমরা সামনের ঐ উঁচু টিলার আড়ালে চলে যাই। কাফেলা চলে যাবার পর পথ চলতে শুরু করবো।

তা-ই করলো তারা। জামিলাকে বালুর উপর শুইয়ে দিলো হারিস। এখনো সে অজ্ঞান।

কিছুক্ষণের মধ্যেই উষ্ট্রারোহী দল আসতে শুরু করলো। লম্বা সারিতে একের পর এক উট নিয়ে নিজস্ব ভঙ্গীতে জাবর কাটতে কাটতে চলছে সামনে। উট চালকগণ যাচ্ছে পায়ে হেটে। কেউ কেউ আবার উটের পিঠে। কেউ আবার ঘোড়ায় চড়ে। কাফেলা ছিলো বেশ লম্বা। শেষ উটটি পর্যন্ত পার হতে বেশ সময় লেগে গেলো।

কাফেলা চলে যাবার পর হারিস জামিলাকে উঠালো। চললো পথ চলা। সালমাও চলছে সাথে সাথে। গোটা রাত চলে ভোরে গিয়ে পৌঁছলো নাখলেস্তানের সামনে। এ নাখলেস্তান ছিলো বেশ লম্বা চওড়া। অনেক দূর পর্যন্ত খেজুর গাছ সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে। ভোরের বাতাসে খেজুর ডাল দোলে—যেনো হাসছে। নাখলেস্তানে অনেক তাঁবু। তাঁবুর সামনে কম্বল বিছিয়ে লোকজন ছিলো শুয়ে।

তারা দু'জন ধীরে ধীরে একটি তাঁবুতে গিয়ে পৌঁছলো। জামিলাকে ঘাঁসের উপর শুইয়ে রেখে তাঁবুতে ঢুকলো হারিস। একটি কম্বল এনে বিছিয়ে দিলো। তার উপর শোয়ালো জামিলাকে। কাঠের বাটিতে পানি এনে ছিটাতে লাগলো জামিলার চোখে মুখে। একটু পরেই চোখ খুললো জামিলা। বলে উঠলো, মৃদু শ্বাস ফেলে, হায় ! আমার পিতা ------।

ঃ বাপের নাম মুখে নিও না।—জামিলার মুখের উপর ঝুঁকে পড়ে বললো সালমা।

www.amarboi.org

তার জ্ঞান ফিরেছে। সে তাকাচ্ছে চোখ বড় বড় করে মা'র দিকে। তার কচি হাত উঠিয়ে সে মাকে ঝাপটে ধরলো।

৯

বেশ দীর্ঘ দিন পর্যন্ত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একাকী থাকলেন। হেরা গুহায় বেশীর ভাগ সময় কাটাতেন। সপ্তাহের পর সপ্তাহ থাকতেন পাহাড়ের গুহায় একা একা। মনে হচ্ছিলো দুনিয়ার প্রতি তার বড্ড ঘৃণা। দুনিয়াদারী হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে ইতেকাফে বসে গেছেন। বাল্যকালে তিনি চাচা আবু তালিবের সাথে শামে ব্যবসায় কাজে যেতেন। যৌবনকালে যেতেন খাদিজার ব্যবসায় পণ্য নিয়ে। তিনি ছিলেন সত্যবাদী। ভালো আচার-আচরণের অধিকারী। ব্যবসায়ী লেনদেন হিসাব পত্র থাকতো আয়নার মতো ঝকঝকে। এছাড়াও ইয়েমেন. বসরা সহ বিভিন্ন জায়গায় যেখানেই তিনি যেতেন, সকলেই তাঁর ব্যবহারে মুগ্ধ হতেন। প্রশংসা করতেন সকলে তাঁর।

তার অতুলনীয় চরিত্র গুণে তিনি খুবই খ্যাত হয়ে উঠলেন। লোকেরা তাকে মক্কার আমানতদার, বিশ্বস্ত ব্যবসায়ী হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন। একবার আবদুল্লাহ বিন আবুল হামস নামে এক ব্যক্তি রাসূলের সাথে একটি ব্যবসায়ী কারবার করলেন। কারবার এখনো শেষ হয়নি তাকে ক্ষণিক সময়ের জন্য দাঁড় করিয়ে কোনো কাজে গেলো। ভুলে গিয়েছিলো আবদুল্লাহ মুহাম্মাদকে দাঁড় করিয়ে রেখে আসার কথা। তিন দিন চলে যাবার পর তার মনে হলে সে ফিরে এসে দেখে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এখনো দাঁড়িয়ে। আবদুল্লাহ বিস্মিত ও লজ্জিত হলো। বর্বর জাহেলিয়াতের যুগে মূর্তি পূজারীর দলও তার কাছে আমানত রাখতেন সবচেয়ে মূল্যবান জিনিসপত্র।

খাদিজা এসব গুণের কথা শুনে তাঁকে তার ব্যবসায় লাগালেন। অনেক পরীক্ষা করলেন। মুগ্ধ হলেন তার পূত-পবিত্র চরিত্রে। পরে নাফিয়া নামক এক মহিলার মাধ্যমে খাদিজা মুহাম্মাদের কাছে বিয়ের প্রস্তাব পাঠালেন। খাদিজাও ছিলেন অনেক গুণের অধিকারিণী। তার বংশীয় ধারাও রাসূলের বংশের সাথে মিলে যায়। তিনি ছিলেন বিধবা। পূত-পবিত্র চরিত্রের কারণে লোকেরা তাকে 'তাহেরা' ডাকতো।

বিবি খাদিজা খুব সম্পদশালী ছিলেন। মক্কার বিভিন্ন গোত্রের কাফেলা একত্রে ব্যবসায়ের জন্য রওনা হলে, তার ব্যবসায়ী পণ্য সকলের ব্যবসায়ী পণ্যের চেয়ে বেশী হতো। তার চেয়ে বড় ব্যবসায়ী সে সময় আরবে আর কেউ ছিলো না। বিয়ের প্রস্তাব পেলে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চাচা আবু তালিবের সাথে পরামর্শ করে তা গ্রহণ করেন। বিয়ে হয়ে গেলো। মোহরানা ধার্য হলো পাঁচ শত তাল্লাই দিরহাম (সিরাতুন্নবী শিবলী নোমানী)।

www.amarboi.org

তাকে বিয়ে করার জন্য অসংখ্য প্রস্তাব এলেও বিবি খাদিজা সব প্রত্যাখ্যান করেন। বরং নিজে প্রস্তাব পাঠিয়ে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালামকে বিয়ে করেন। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বয়স ছিলো তখন পঁচিশ আর খাদিজার ছিলো চল্লিশ বছর। রাসূলের দুই পুত্র কাসেম ও তাহের এবং চার কন্যা ফাতেমা, যয়নব, রোকেয়া ও উম্মে কুলসুম জন্মগ্রহণ করেন খাদিজার গর্ভে। ছেলে দু'জনেরই শিশুকালে মৃত্যু ঘটে। যয়নবের বিয়ে হয়েছিলো আবুল আসের সাথে। ওসমানের সাথে প্রথম বিয়ে হয়েছিলো উম্মে কুলসুমের ও পরে রোকাইয়ার। এ কারণেই ওসমানকে জুননূরাইন বলা হতো। ফাতেমা ছিলো সকলের ছোট। তাকে বিয়ে করলেন হযরত আলী। হাকিম ইবনে খুররাম ছিলো খাদিজার এক ভাতিজা। সম্পদশালী ব্যক্তি। তিনি ঈসায়ী গোলাম যায়েদ বিন হারিসকে খরিদ করে এনেছিলেন। খাদিজাকে দান করলেন তিনি এ গোলাম। খাদিজা দান করলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে। যায়েদকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের কাছে রেখে আদর যত্ন করতেন। যায়েদের খবর পেয়ে পিতা হারিস ও চাচা কায়াব তাকে ফেরত নেবার জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আসলেন।

"যায়েদ যেতে রাজী হলে আপনি তাকে নিয়ে যেতে পারেন।"—বললেন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

যায়েদকে ডেকে আনা হলো। প্রস্তাব শুনে সে পিতা ও চাচার সাথে যেতে রাজী হলো না। তারা বিস্মিত হয়ে পড়লো।

"রাসূলের সাহচর্য ছেড়ে চলে যাওয়া সম্ভব নয়।"—বললো যায়েদ। পিতা হারিস চাচা কায়াব অনেক বুঝালো। কিছুতেই কিছু হলো না। তারা চুপ হয়ে গেলো। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বসা থেকে উঠলেন। যায়েদের পিতা ও চাচাকে সাথে নিয়ে খানায়ে কাবায় গেলেন। ঘোষণা করলেন, "হে লোকেরা ! তোমরা সাক্ষী থাকো, আমি যায়েদকে আজ মুক্ত করে দিলাম। সে স্বাধীন।" একথা বলে যায়েদকে তাদের হাতে ছেড়ে দিলেন। কিন্তু যায়েদ গেলো না।

হেরার গুহায় ধ্যানে বসার আগ পর্যন্ত জাতির সকল শ্রেণীর লোকের সাথে তার সম্পর্ক ছিলো মধুর। সকলেই তাকে ইজ্জত করতো। পরস্পর ঝগড়া হলে তাকে বানাতো সালিস। তার ফায়সালা মানতেন সকলে। হেরার গুহায় বসার পর থেকে লোকজনের সাথে তিনি মেলামেশা বন্ধ করে দেন। অহী নাযিল হবার পর চুপচাপ থাকতে শুরু করলেন তিনি। তাঁর চুপচাপ অবস্থা দেখে খাদিজাও চিন্তিত হয়ে পড়লেন। মন লাগাতে পারছিলেন না কোনো কাজে।

www.amarboi.org

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চুপ হয়ে বসে আছেন, আস আসলেন। ছোটকাল থেকেই তিনি তার সাথে থাকতেন। তারপরও এ অবস্থায় হুজুরের সাথে কথা বলার সাহস পেলেন না। সন্ধ্যা পর্যন্ত হুজুর বসে রইলেন। রাতের খাবার খেয়ে আরাম করলেন। এরপর বরাবর অহী নাযিল হতে লাগলো।

একদিন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বসে আছেন। হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালাম এলেন। তিনি অজু করলেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সালামও অজু করলেন তাঁর মতো। এরপর হযরত জিবরাইল নামায পড়ালেন। এদিন থেকে হুজুর নামায পড়া শুরু করলেন। তিনি একা নামায পড়তেন। তখনো কেউ মুসলমান হননি। নামাযও কেউ পড়তেন না। তিনি প্রথম প্রথম পাহাড়েই নামায পড়তেন। পরে বাড়ীতেও পড়তে লাগলেন। যায়েদ ও আলী রাদিয়াল্লাহ আনহু তাকে নামায পড়তে দেখে বিস্মিত হতেন। এ সময় বরাবরই অহী নাযিল হতে থাকে। এরপর একদিন "ফাসদা বিমা তু'মারু" আয়াত নাযিল হলো—তোমাকে যা নির্দেশ দেয়া হচ্ছে, প্রকাশ্যে তার দাওয়াত দাও।

আল্লাহর এ হুকুমে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সন্দিগ্ধ হয়ে পড়লেন। এ সময়ে আরবের লোকেরা পথভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত ছিলো। মূর্তিপূজা ও শিরকে ছিলো ডুবে। আল্লাহকে জানতো না, চিনতো না। মূর্তি ও দেবদেবীর বিরুদ্ধে কোনো কথা শুনতে রাজী ছিলো না। তাই হুজুর ভাবতে লাগলেন, 'দীনের' আহবান কিভাবে ও কার থেকে শুরু করা যায়। আল্লাহ নির্দেশ পাঠালেন—"ওয়া আনযির আশীরাতাকাল আকরাবীন।" অর্থাৎ নিজেদের নিটকাত্মীয়দের থেকে আল্লাহকে ভয় করার আহ্বান জানাতে শুরু করো।

দাওয়াত ও তাবলীগ শুরু করার পথ পেয়ে গেলেন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। তিনি খাদিজা রাদিয়াল্লাহ আনহাকে দাওয়াত দিলেন। তিনি ঈমান গ্রহণ করলেন। একদিন রাসূল ও খাদিজাকে নামায পড়তে দেখলেন বালক আলী। নামায শেষ করার পর তিনি হুজুরকে জিজ্ঞেস করলেন —"আপনারা কি কাজ করছিলেন?"

ঃ নামায পড়ছিলাম—বললেন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

ঃ কই আপনাদের সামনে তো কোনো মূর্তি ছিলো না?

ঃ আমরা মূর্তির পূজা করি না।—রাসূল বললেন। তিনি আরো বললেন, "আমরা তাঁর ইবাদাত করি যিনি এক আল্লাহ। তাঁর নেই কোনো শরীক। সারা জাহানের সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা তিনি। তুমি ঈমান আনো।"

হযরত আলী এসব কথা শুনে প্রভাবিত হয়ে পড়লো। ঈমান গ্রহণ করে ফেললেন তিনিও। গোপনে গোপনে কিছু লোককে ঈমানদার বানিয়ে তারপর

www.amarboi.org

প্রকাশ্য দাওয়াত দেয়ার পরিকল্পনা ছিলো রাসূলের। এটাই ছিলো আল্লাহরও নির্দেশ।

একদিন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বসেছিলেন। এ সময়ে আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু এখানে এলেন। হুজুরের সামনে বসার পর তিনি বললেন, হে আবু বকর আমাকে তুমি কেমন লোক মনে করো ?

ঃ আমি আপনাকে অত্যন্ত চমৎকার, ভালো, চরিত্রবান লোক মনে করি। সত্যবাদীও বটে। আমি আপনাকে কখনো কোনো মিথ্যা কথা বলতে শুনিনি।

ঃ আমি যদি বলি, আমি আল্লাহর রাসূল, আমার উপর অহী নাযিল হয় তুমি কি বিশ্বাস করবে ?

ঃ অবশ্যই বিশ্বাস করবো।—প্রত্যয়ের সাথে জবাব দিলেন আবু বকর।

ঃ তবে শুনো, আমার উপর অহী নাযিল হয়। আমি আল্লাহর রাসূল। আল্লাহ ছাড়া আর কারো ইবাদাত করা যায় না। গায়রুল্লাহর ইবাদাত ছেড়ে দাও। তারই ইবাদাত করো যিনি সকলের সৃষ্টিকর্তা। যিনি বাঁচিয়ে রাখেন ও যিনি মৃত্যু দেন।

"আমানতু বিল্লাহ" ঃ আমি আল্লাহর উপর ঈমান আনলাম।—বললেন আবু বকর।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আনন্দিত হলেন। বুকের সাথে চেপে ধরলেন তাঁকে। ইসলামের বুনিয়াদী বিষয়ে শিক্ষা দিলেন। আবু বকর দীন প্রচারের কাজে রাসূলের সহযোগিতা করার শপথ নিলেন। কিছুদিনের মধ্যে যায়েদও হুজুরের আহ্বানে ইসলাম কবুল করলেন। চারজনের এ ছোট দলটি আরবে গোপনে গোপনে ইসলামের আহ্বান জানাতে লাগলেন। মক্কার কাফেররা সব খবর জেনে গেলো। বিরোধিতা শুরু করলো। এভাবে ইসলামের কথা ঘরে ঘরে পৌঁছে গেলো।

১০

জামিলা এখন পূর্ণ সুস্থ্য। মাকে জড়িয়ে ধরে সে কতক্ষণ ধরে কাঁদছে। মার তো নেই কাঁদার শেষ। তার সুখের সংসার কি নির্মমভাবে লণ্ডভণ্ড করে দেয়া হলো। তার স্বপ্নের চাঁদ ঢাকা পড়ে গেলো আকাশের ঘন ঘোর কালো মেঘে। তাঁর চোখের আলো জামিলাকে জীবন্ত পুঁতে ফেলেছিলো তারই জন্মদাতা।

চোখ উল্টিয়ে জামিলা মার দিকে তাকালো। বললো—তুমি কাঁদছো মা।

ঃ এছাড়া আর কি সম্বল আছে জামিলা। তুমি বেঁচে উঠছো। আমি কাঁদবো না আর—বলে আঁচল দিয়ে মুখ মুছলো সালমা। মাথা সহ সারা দেহ বালুতে ভরা ছিলো জামিলার। মা জামিলার গায়ের বালু ঝাড়তে ঝাড়তে কথাবার্তা বলছিলো।

www.amarboi.org

ঃ বাবা কোথায় মা ? কেনো তিনি আমাকে ধাক্কা দিয়ে গর্তে ফেলে দিলেন?— মার দিকে আড়দৃষ্টি দিয়ে বললো জামিলা।

আরব দেশে তা-ই হয়। খুব কম মেয়েই এ বর্বরতার হাত থেকে পারে বাঁচতে। এ কন্যা হত্যার নিষ্ঠুর নির্মম প্রথার শেষ কবে হবে তা কে জানে।

প্রকৃতিগতভাবেই কন্যা সন্তানরা বাপকে বেশী ভালোবাসে। নিজের আরাম আয়েশের চেয়ে বেশী বাপের আরাম আয়েশের প্রতি লক্ষ্য রাখে। বাপের কথা মেনে চলে বেশী কন্যারা। জামিলাও মাকে বাবা সম্পর্কে খুটিয়ে খুটিয়ে জিজ্ঞেস করছে তাই।

ঃ এখনো বাপকে ভুলতে পারছো না জামিলা।—রাগত স্বরে বললো সালমা।

ঃ চলো, আব্বুর কাছে চলো। আমাকে দেখলে আব্বু খুশী হয়ে যাবে।

ঃ খুশী হবে ? না আমাদের দু'জনকেই করে ফেলবে দু' টুকরো।

জামিলাকে বুঝানো যাবে না ভেবে সালমা সান্ত্বনা দিয়ে বললো—ঠিক আছে যাবো, পরে যাবো।

ঃ কবে যাবে ?

ঃ তোমার আব্বু যখন আমাদেরকে নিতে আসবে।

ঃ আমরা এখন কোথায় মা ? এটা তো আমাদের বাড়ী নয়। কোনো বাগান মনে হচ্ছে।

ঃ হ্যাঁ এটা বাগান।

ঃ তোমার বাবা তোমাকে গর্তে ধাক্কা দিয়ে ফেলে বালু চাপা দিয়ে আসার পর আমি পাগলিনীর বেশে তোমার কবরের পাড়ে যাই। এক ভদ্রলোক তোমাকে কবর থেকে বের করে এনে আমাকে সহ নিয়ে আসেন এখানে। আমরা তার মেহমান এখন।

ঃ কোথায় তিনি ?

সালমা কিছু বলার আগেই হারিস এখানে এসে হাজির।

ঃ ইনিই সেই ভদ্রলোক—বললো সালমা।

হারিস উভয়ের কাছে এসে বসলো। জামিলার দিকে তাকিয়ে বললো সে —আমি ভদ্রলোক ছিলাম না মা। আমি ছিলাম বর্বর জানোয়ারের মতো একজন মানুষ। নিজের স্বার্থ ছাড়া আর কিছুই বুঝতাম না আমি। আমি ছিলাম নির্দয় ডাকু। তোমার মার সন্তানহারা বেদনার হৃদয় ফাটা আহাজারী ক্ষণিকের মধ্যে আমাকে শরীফ মানুষে পরিণত করে। আমার অতীত এত কদর্য, আমাদের মাবুদ হযরত হোবল ও লাত এর তরফ থেকে আমার কঠিন শাস্তি দেয়া উচিত। এমন লোককে ভদ্রলোক বলা যায় না। কত নিষ্পাপ মেয়েকে গলা টিপে মেরেছি। এমন জল্লাদ ধরনের মানুষকে কি করে ভদ্রলোক বলা যায়।

www.amarboi.org

ঃ সালমা এখন উঠো। জামিলার কাপড় বদলিয়ে তাকে গোসল করাও। আজ থেকে ও আমার কন্যা। তার জন্য আমি সবকিছু করবো। সব ত্যাগ করবো স্বীকার।—আবার বললো হারিস।

সালমার চোখে কৃতজ্ঞতার অশ্রু। হারিস পানি সংগ্রহ করে আনার পর সালমা জামিলাকে গোসল দিয়ে নতুন কাপড় চোপড় পরিয়ে দিলো। এখানে একই গোত্রের লোক বাস করতো। আরবের অধিকাংশ গোত্রের জীবন ধারণের ধরনই ছিলো এমন। কেউই এক জায়গায় বেশীদিন থাকতো না। যতক্ষণ মন চাইতো থাকতো। আবার মন উঠে গেলেই চলে যেতো অন্য কোথাও।

পুরুষেরা দিনে কাজে চলে গেলে মেয়েরাই থাকতো তাবুতে। নিশ্চিন্তভাবে ময়দানে চলাফেরা করতো তারা। কারো মনে থাকতো না কোনো ভয়ভীতি। তাবুর ভিতরে এক জায়গায় ছিলো একটি মূর্তি। সকলে এ মূর্তির পূজা করে ফিরে আসতো।

এরা সকলে একজন বৃদ্ধ ব্যক্তিকে খুবই সম্মান প্রদর্শন করতো। বৃদ্ধের দাঁড়ি আর মাথার চুল একদম বরফ সাদা হয়ে গিয়ে থাকলেও দেখতে শুনতে শরীরিক দিক দিয়ে সে ছিলো খুবই শক্তিশালী। এ বৃদ্ধের নাম ছিলো আদী। ঐ গোত্রের সে ছিলো সরদার। তার কাছে গিয়ে হারিস সালমা ও জামিলার সব ঘটনা সবিস্তারে বলে শুনালো। আদীর সাথের সকল সঙ্গী-সাথীরাও সব ঘটনা শুনলো। সব শুনে আদী বললো—তুমি কাজটি ভালো করোনি হারিস। মক্কাবাসীরা এ খবর জানলে আমাদের উপর করবে আক্রমণ। আমরা তাদের মুকাবিলা করতে পারবো না।

আমি তাদেরকে আশ্রয় ও নিরাপত্তা দিয়ে দিয়েছি।—বললো হারিস।

ঃ তা-ই। ---------- আচ্ছা ঠিক আছে। যখন তুমি তাদেরকে তোমার নিরাপত্তার আশ্রয় দিয়েই ফেলছো তখন এদের রক্ষা করা আমাদের গোত্রের সকলের দায়িত্ব। পরিণতি যা-ই হোক আমরা তাদের হিফাজত করবো।

আদী এবার সকলকে উদ্দেশ করে বললো—

ঃ আমার গোত্রের সকল বালক, যুবক ও বৃদ্ধ ভাইয়েরা ! এখন তোমরা বলো, তোমরা কি করবে। তোমরা সকলে কি সালমা ও তার মেয়ে জামিলাকে রক্ষা করতে তৈরি।

ঃ আমরা তৈরি। আমাদের এক ভাই যখন তাদের নিরাপত্তা দিয়েছে, আমরা সকলে তার কথা রক্ষা করবো। তাদের নিরাপত্তা দিবো, আমাদের সকলের জীবন দিয়ে হলেও।—সকলে একত্রে জবাব দিলো—

ঃ ঠিক আছে। যাও হারিস সালমাকে দিয়ে আসো এ সংবাদ। আর শুনো, তাদের সকল ব্যয় বহন করবো আমি।—বললো আদী।

www.amarboi.org

ঃ নেতার মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য রেখে আমিও এতে রাজী।—বললো হারিস।

সালমা সব খবর শুনলো। তার খুশীর সীমা রইলো না। এটাই আরববাসীদের বৈশিষ্ট্য। কাউকে একবার নিরাপত্তা দিলে সকলে মিলে তা জীবন দিয়ে হলেও রক্ষা করবে। সালমা ও জামিলা হারিসের ঘরে থাকতে লাগলো। তার স্ত্রীও এতে আনন্দিত। হারিস ছিলো পশম ব্যবসায়ী। ছাগল-ভেড়া পালতো। তার স্ত্রীই চরাতো এগুলো। আবার পশমও ভাঁজ করে দিতো। মেহমানের মতো এভাবে বসে থাকতে সালমার ভালো লাগলো না। অথচ চোখের সামনে হারিসের স্ত্রী আদী এত কাজ করছে। সেও পরের দিন থেকে পশম ভাঁজ করে দিতে শুরু করলো। এভাবে সালমা জামিলাকে আদীর সাথে ছাগল-ভেড়া চরাতে পাঠাতে লাগলো। কাজ রপ্ত হয়ে গেলে জামিলা একাই চরাতে যেতে লাগলো। আদী করতে লাগলো খাবার দাবার পাকাবার কাজ। ইতিমধ্যে জামিলা হারিসের কাছে অস্ত্র পরিচালনা প্রশিক্ষণ নিয়েও বেশ পারদর্শী হয়ে উঠেছিলো। অস্ত্র পরিচালনার কাজ ঐ গোত্রের মহিলাদের অনন্য বৈশিষ্ট্য।

হাতে তীর নিয়ে ভোরে জামিলা ভেড়া-ছাগল হাকিয়ে নিয়ে যেতো। সারাদিন বালুকাময় স্থানে এদেরকে নিয়ে ফিরতো। চারিদিকে বালুর পাহাড়। ঘাস গাছপালা কোথাও ছিলো না। বালুতে চরতে চরতে ওরা পাথর কণা খেতো। পানি খেতো সন্ধ্যায় ফিরে এসে নাখলেস্থানে। প্রখর রোদের হাত থেকে বাঁচার জন্য জামিলা পাহাড়ের ঢালে নিজেও বসে থাকতো। ভেড়া ছাগলও বসিয়ে রাখতো।

হারিসেরই শুধু ভেড়া বকরীর পাল ছিলো না। গোত্রের সকলেরই ছিলো তা। সকলের চেয়ে বেশী ভেড়া ছাগলের মালিক ছিলো আদী। আদীর মেয়ে রোকাইয়াও ভেড়া বকরী চরাতে আসতো। সকলেই সকালে পৃথক পৃথক যেতো ও সন্ধ্যায় ফিরে আসতো। জামিলা ও রোকাইয়া সমবয়সের মেয়ে। তাদের মধ্যে ভাব হয়ে গেলো। তারা এখন ভেড়া চরাতে এক সাথে যেতো আসতো।

এভাবে দেখতে না দেখতে শেষ হয়ে গেলো তিনটি বছর। একদিন তাবুগুলোতে মহিলা ছাড়া কোনো পুরুষ ছিলো না। পুরুষরা ভোরে কাজে চলে গিয়েছিলো দূরে। ছোট মেয়েরা গেছে পাল চরাতে। রোকাইয়া ও জামিলাও অন্যদিনের মতো পূর্বদিকে তাবু হতে বেশ কিছু দূরে বালুর পাহাড়ে চলে গেছে। বালুর পাহাড়ে উঠা তাদের জন্য কঠিন ছিলো না। বেশ অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। তারা যে দিকে যেতো পালও যেতো সে দিকে।

সূর্য এখনো বেশী দূর গড়ায়নি। বালুর স্তুপের উপর রোদ ছড়িয়ে পড়ছে মাত্র। গরম এখানো তপ্ত হয়ে উঠেনি। বাতাস বইছে। কিন্তু এখানো গরম

www.amarboi.org

হয়ে উঠেনি। তারা উভয়ে কম্বল বিছিয়ে বসে গেছে। নেজা রেখে দিয়েছে পাশে। জামিলা এখন ছোট মেয়ে নয়। যৌবনের ছাপ ভেসে উঠেছে শরীরে। রোকাইয়াও সুন্দরী বেশ। উভয়ে বসে বসে চারদিকে তাকাচ্ছে। সামনে ছিলো ছোট ছোট অনেক টিলা। টিলার ওপাশে ছিলো একটি মাঠ। রোদে টিলা আর ময়দানের বালুগুলো চিকচিক করছিলো।

সূর্য কিরণ যখন একবারে মাথার উপরে পড়তে লাগলো এবং রোদেরও বেশ প্রখরতা বেড়ে গেলো, উভয়ে উঠে এদিক ওদিক তাকাতে লাগলো।

হঠাৎ পশ্চিম দিকে ধূলাবালু উড়ে আসতে দেখা গেলো। উভয়ে ওদিকে দেখছে। আরো জোরে উড়ে আসতে শুরু করলো ধূলাবালি। রোকাইয়া বললো—

ঃ চলো তাড়াতাড়ি চলো। মনে হচ্ছে কোনো গোত্র আমাদের গোত্রের উপর হামলা ও লুটতরাজ করতে দ্রুত আসছে।

জামিলা বললো

ঃ থামো রোকাইয়া এতো উদ্বিগ্ন হয়ো না। সম্ভবত এরা কোনো কাফেলা।—জামিলা বললো।

ঃ হতে পারে না। কাফেলা এতো দ্রুত আসে না। দেখোনা কি জোরে ধূলাবালি উড়ছে।

ঃ আসলেও তাই। বেশ জোরে ধূলাবালু উড়ে আসছে। প্রথম তো দূরে মনে হয়েছে। বেশ কাছে চলে এসেছে এখন।

ঃ তুমি ঠিকই বলেছো। চলো তাড়াতাড়ি চলে যাই। আমাদের গোত্রকে সংবাদ পৌঁছাই।

উভয়ে টিলা হতে নেমে এলো বেশ তাড়াহুড়া করে। কিছুদূর আসার পরই ধূলাবালি চিরে কিছু আরব অশ্বারোহীকে নাখলেস্তানের দিকে দ্রুত আসতে দেখলো।

দ্রুত চলো জামিলা। দ্রুত চলো। বলেই রোকাইয়া তাড়াতাড়ি শুরু করলো নামতে। এতো দ্রুত নামতে নিষেধ করলো জামিলা। কিন্তু সে শুনলো না। কয়েক পা চলার পরই পা পিছলে গেলো তার। জামিলা ধরতে চাইলো তাকে। কিন্তু পারলো না। রোকাইয়া পড়ে গেলো। টিলা যেহেতু ছিলো খাড়া। তাই সে দ্রুত গড়াতে লাগলো। জামিলাও হাহুতাশ করতে করতে নামতে লাগলো নীচের দিকে।

১১

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গোপনে গোপনে দীনের দাওয়াত দিতে শুরু করে দিয়েছেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর কাছে

www.amarboi.org

আগত প্রত্যেকের কাছেই আল্লাহর হুকুমের কথা বলতেন। আল্লাহকে পৃথিবীর একমাত্র সৃষ্টিকর্তা হিসাবে মানতে বলতেন। মানুষেরা এসব কথা শুনতো। কোনো জবাব দিতে সাহস করতো না। অবশ্য নিজেদের ঘরে ও পরিমণ্ডলে গিয়ে এ ধর্ম সম্বন্ধে কথাবার্তা বলতো। ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতো। এভাবেই ইসলাম ও মুসলমানদের কথা ঘরে ঘরে পৌঁছে গেলো।

ইসলামের চর্চা শুনে লোকেরা আশ্চার্যও হতো। আবার রাগ হয়ে দাঁতে দাঁত পিষতো। কেউ জানতো না কে কে মুসলমান হয়ে গেছে। এখনো হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রকাশ্যে দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ শুরু করেননি। তাই কেউ তার উপর কোনো কঠোরতা আরোপ করতে সাহস পেতো না।

আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু ছিলেন প্রভাবশালী লোক। তিনি মুসলমান হবার পর দীনের তাবলীগ ছাড়া অন্যান্য সকল কাজ ছেড়ে দিয়েছিলেন। যে ব্যক্তিই তাঁর কাছে আসতো অথবা যার কাছেই তিনি যেতেন সকলের কাছেই ইসলামের মহিমা, আল্লাহর প্রশংসা, আসল মাবুদের প্রশংসা করতেন। লোকেরা তার কথা শুনতো। ইসলামের প্রতি ঝুঁকতো। কেউ কেউ মুসলমানও হয়ে যেতো। তাঁর প্রচেষ্টায়ই হযরত ওসমান, তালহা, সায়াদ, আবদুর রহমান, জোবায়ের ঈমান গ্রহণ করেছেন। এদের মধ্যে শুধু হযরত ওসমানই ছিলেন ধনী। তাই তাঁকে গনী বলা হতো। আর সকলেই ছিলেন সাধারণ শ্রেণীর লোক। কিন্তু সকলেই ছিলেন তুলনাবিহীন সাহসী ও বাহাদুর। এরা সকলেই তাবলীগের কাজ শুরু করলেন। মক্কাবাসীদের তরফ থেকে আশংকা ছিলো। তাই এখনো কাজ চলতো গোপনে। এদের সকলের ও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অক্লান্ত পরিশ্রমে ইসলাম ধীরে ধীরে ছড়াতে শুরু করলো।

যদিও এ সময়ে আবু ওবায়দা, আবু সালমা, আবদুল্লাহিল আসাদ, ওসমান বিন মাজলুম, কুদামা সাইদ ওমর (ওমরের বোনের স্বামী), ফাতেমা (ওমরের বোন), ওমর বিন খাত্তাব, সাঈদ বিন যায়েদের স্ত্রী মুসলমান হয়েছিলো। এভাবে ধীরে ধীরে বাড়তে লাগলো মুসলমানদের সংখ্যা। কিন্তু এখনো এরা মক্কার কাফিরদের ভয় করতো। গোটা মক্কাবাসীর মুকাবিলা করতে প্রস্তুত ছিলো না। তাই ইসলাম গ্রহণের কথা গোপন রাখতো তারা। নামাযও পড়তো গোপনে গোপনে। সকলেই তাদের ইসলাম গ্রহণের কথা গোপন রাখার কারণে মুসলমানরাও জানতো না কারা কারা মুসলমান। ও কতজন মুসলমান হয়েছে।

কিছুদিনের মধ্যে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু, সায়াদ বিন আবি ওয়াক্কাসের ভাই সায়াদ বিন আবদুল্লাহ, হযরত আম্মার প্রমুখ মুসলমান হয়ে গেলেন। এরা সমাজের মর্যাদাবান লোক হলেও সম্পদশালী ছিলেন না।

www.amarboi.org

ইসলামের উপর অটল থেকে ইসলাম গ্রহণের কথা প্রকাশ করতে মক্কাবাসীর মুকাবিলায় হিম্মত করতো না। এমন কি উহ! শব্দও মুখ থেকে বের করতে পারতো না। জামায়াতে নামায পড়া তখনও শুরু হয়নি। যে যেভাবে পারতেন নামায পড়ে নিতেন।

একবার আলীকে সাথে নিয়ে এক জায়গায় হুজুর নামায পড়ছিলেন। ঘটনাক্রমে সেখান দিয়ে আবু তালিব যাচ্ছিলেন। তার সাথে ছিলো তারই ছেলে জাফর। তারা দাঁড়িয়ে তাদের নামায পড়া দেখছিলেন। আবু তালিব জাফরকে বললো—হোবলের কসম ! তারা বড় আকষর্ণীয়ভাবে ইবাদাত করছে। জাফর তুমিও তোমার চাচাতো ভাই মুহাম্মাদের সাথে দাঁড়িয়ে যাও। জাফর তা-ই করলো। নামায শেষে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন—জাফর তুমি মুসলমান হয়ে যাও। টু শব্দ না করে জাফর মুসলমান হয়ে গেলেন। এতে হুজুরের খুশীর সীমা রইলো না। আবু তালিব জিজ্ঞেস করলো, ভাতিজা—

ঃ আমার কলিজার টুকরা, তুমি এ কি করছিলে ?

ঃ নামায পড়ছিলাম।

ঃ তাহলে তোমার সামনে কোনো মূর্তি যে নেই ?

ঃ মূর্তি সামনে রেখে আমি কোনো নামায পড়ি না।

ঃ তাহলে নামায পড়ছো কার ?

যিনি এজগতের প্রতিটি ক্ষুদ্র বড় জিনিসের সৃষ্টিকর্তা। যার দৃষ্টির সামনে রয়েছে দুনিয়ার সব। যার কাছ থেকে থাকে না মানুষের কোনো কাজ গোপন। যার তুলনায় দুনিয়ার কোনো শক্তিশালী রাজা-বাদশাহ-ই কিছু না।

ঃ কার কাছ থেকে তুমি শিখলে এ নামায।

ঃ জিবরাঈল ফেরেশতা থেকে। আমার বার বছর বয়সে আপনার সাথে শাম দেশে যাবার পথে বসরা শহরে একজন ঈসায়ী পাদ্রী বহিরার সাক্ষাতের কথা আপনার মনে আছে চাচা ! আমার ব্যাপারে তার ভবিষ্যদ্বাণীগুলো আপনার মনে আছে ?

ঃ হাঁ মনে আছে।

ঃ সেই ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী আমার উপর আসমান থেকে জিবরাঈল আমীনের মাধ্যমে অহী নাযিল হওয়া শুরু হয়েছে। আমি আল্লাহর রাসূল—

একথা বলে তিনি তাকে কুরআনের একটি অনুপম আয়াত পড়ে শুনালেন। মন্ত্র মুগ্ধের মতো আবু তালিব কুরআন তিলাওয়াত শুনে চললো। তার শরীর কাঁপতে লাগলো। হৃদয় হতে লাগলো আলোড়িত।

ঃ এ কোন্ ধর্ম ! তিলাওয়াত শেষে জিজ্ঞেস করলো আবু তালিব।

ঃ মিল্লাতে ইবরাহীমের ধর্ম।

www.amarboi.org

ঃ আমার প্রিয় ভাতিজা ! এতো সুন্দর ধর্ম ! ইবাদাতের পদ্ধতি তো বেশ সুন্দর। আমার খান্দানে নবী হচ্ছে। কত গৌরবের কথা আমার। তোমার দাদা আবদুল মুত্তালিবের ভবিষ্যদ্বাণী ফলে গেলো। তুমি কি জানো তা কি ?

ঃ না, তাতো আমি জানি না।

ঃ তোমার জন্মের পর তোমার দাদা মুত্তালিব তোমার নাম রেখেছিলেন মুহাম্মাদ। এ নাম রাখা হলে লোকেরা আপত্তি জানালেন। কেননা এমন নাম তো সচরাচর শুনা যায় না। তিনি বললেন, আমার এ নাতি বিরল মানুষ হবে। হবে গোটা বিশ্বের সূর্যকিরণ। কিরণ ছড়াবে তার সারা পৃথিবীতে। তাই এ নাম। তোমার উপর অহী নাযিল শুরু হয়েছে। আল্লাহ তোমাকে রাসূল বানিয়েছেন। নিশ্চয়ই তুমি আফতাবে আলাম–বিশ্বের সূর্য। চারিদিকে কিরণ ছড়াবে। পরশে যার সোনা হবে অন্ধকারে নিমগ্ন বিশ্ববাসী।

রাসূলের স্বস্তি এলো, আবু তালিবের কথা শুনে। এ দীনের দাওয়াত দেবার ব্যাপারে তিনি আশ্বস্ত হলেন।

ঃ আপনি মুসলমান হয়ে যান, হে আমার প্রিয় চাচা !

ঃ পিতৃ পুরুষের ধর্ম ছেড়ে দিতে লজ্জা করছে। নতুবা তোমার এ দীন আমি গ্রহণ করে ফেলতাম। তবে আমি তোমার সহযোগিতা করে যাবো সবসময়। আমার সামনে তোমার বিরুদ্ধে কেউ টু শব্দটি করতে পারবে না। আমার ছেলে আলী ও জাফরকে এ দীন কবুল করার জন্য আমি অনুমতি দিয়েদিলাম।

আলী ও জাফরকে নিয়ে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাড়ী ফিরে এলেন। আবু তালিব চলে গেলেন তার বাড়ীতে।

আজকের আগে বিপদে আপদে রাসূলের কোনো সাহায্যকারী সহযোগী ছিলো না। আবু তালিবের এ ঘোষণায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খুবই খুশী হলেন। হিম্মত পেলেন।

কয়েকদিন পরই মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাফা পাহাড়ের উপর উঠলেন। উচ্চস্বরে তিনি এক একটি গোত্রের নাম ধরে ডাকতে শুরু করলেন। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ডাক শুনে সকল গোত্রের নেতা, ধনী, আমীর, গরীব সকলে দৌড়ে আসলো। আবু লাহাব, আবু জেহেল, ওলিদ, আব্বাস, হামযা সহ সকলেই এলো। এটা ছিলো আরবের প্রচলিত প্রথা। কোনো লোক নতুন ও গুরুত্বপূর্ণ কিছু শোনাতে হলে পাহাড়ের চূড়ায় উঠে মানুষদেরকে ডাকতেন।

রাসূল সকলকে উদ্দেশ করে বললেন—লোক সকল ! তোমরা আমাকে কেমন জানো ?

www.amarboi.org

ঃ আমীন, আল আমীন।—সমোস্বরে শব্দ হলো চারিদিক থেকে। কখনো খিয়ানত করেননি। মিথ্যাও বলেননি কখনো। সদা সত্যবাদী তুমি।

ঃ আমি যদি বলি, হে কুরাইশবাসী ! সকালে কি সন্ধ্যায় তোমাদের উপর শত্রু বাহিনী আক্রমণ করবে, তাহলে তোমরা আমার কথা কি বিশ্বাস করবে ?

ঃ বিশ্বাস করবো—সকলেই বলে উঠলো উচ্চস্বরে।

ঃ তাহলে এখন আমার কথা শুনো। আল্লাহর আযাব খুবই কাছাকাছি। তোমরা আল্লাহর উপর ঈমান আনো। ছেড়ে দাও মূর্তি পূজা।

একথা শুনে তাদের চেহারা বিমলিন হয়ে গেলো। সরদার ও নেতারা সহ সকলে বলে উঠলো, এজন্য ডেকেছো আমাদেরকে ? তুমি ধ্বংস হও। মুহাম্মাদের উপর আক্রমণ করারও উপক্রম হলো। কিন্তু সাহস পেলো না।—তিনি হাশেম বংশের লোক। তারপরও অনেক ভর্ৎসনা করা হলো তাকে। আবু লাহাব ডেকে বললো—লোক সকল ! তোমরা কিছু মনে করো না। আমার ভাতিজা মুহাম্মাদটা পাগল হয়ে গেছে। পাগলের কাজ করলো একটা। একথা শুনে সকলে ছত্রভঙ্গ হয়ে গেলো। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাফার পাহাড় থেকে নেমে নিজের বাড়ীতে চলে গেলেন। পথেই নাযিল হলো তাঁর উপর অহী।

১২

রোকাইয়া উঁচু টিলা হতে পা পিছলে পড়ে গিয়েছিলো। সে নিজেকে সামলাবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়েও সফল হলো না। বালুর টিলা। উঠার চেষ্টা করলেই নীচের বালু সরে যায়। তাই সে উঠতে পারছে না। সে নীচের দিকেই পড়ে যাচ্ছে গড়িয়ে।

জামিলা তাকিয়ে আছে তার দিকে। আর ধীরে ধীরে নামছে নীচের দিকে তাকে ধরতে। তাদের পেছনে পেছনে উভয়ের ভেড়া-ছাগলের পাল নেমে আসছে। রোকাইয়ার পালগুলো তাকে নীচে পড়ে যেতে দেখেছে। তার পালের কয়েকটি বকরী মনে হচ্ছিলো তাকে পড়ে যেতে দেখে অস্থির হয়ে গিয়েছিলো। তাকে ঠেকাবার জন্য লাফিয়ে পড়ছে।

একটি তরুতাজা বকরী রোকাইয়ার কাছে গিয়ে পৌঁছলো। রোকাইয়া ঝাঁপিয়ে পড়ে বকরীটির একটি কান ধরে ফেললো। অমনি বকরীটি বালুর মধ্যে পা গেড়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে গেলো। ঘটনাক্রমে এ জায়গায় বালুর তা টিলা হতে বিঘতখানেক পরিমাণ বড়ো ছিলো। রোকাইয়ার পা ঐ টিলার তা-তে আটকে গেলো। এদিকে বকরীর লেজ ধরার সুযোগে সে থেমে গিয়ে দাঁড়িয়ে গেলো।

www.amarboi.org

রোকাইয়ার গোটা শরীর বালুতে ভরে গিয়েছিলো। তাকে বেশ সুন্দর দেখাচ্ছিলো তখন। তাকে খাড়া হতে দেখে বকরীটি ভেঁ ভেঁ শব্দ করে প্রকাশ করলো বেশ আনন্দ। মুখ উঠিয়ে সে রোকাইয়ার প্রতি দরদ ভরা দৃষ্টিতে তাকালো। জামিলা ধীরে ধীরে নেমে রোকাইয়ার কাছে গিয়ে পৌঁছলো। তার নরম নিটোল ঠোঁটে হাসির মন মাতানো লহরী ফুটে উঠেছে। সে তার দিকে তাকিয়ে বলে উঠলো—তাড়াহুড়া করার ফল দেখতে পেলে রোকাইয়া।

রোকাইয়াও মুচকি হাসলো। বললো—ভালো ভালো বেঁচে গেলাম। আমার বকরিটি রক্ষা করেছে আমাকে।

ঃ বকরীটি মালিকের প্রতি তার বিশ্বস্ততা রক্ষা করেছে।

ঃ আমি বড্ড ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম জামিলা। দেখো কত উঁচু বালুর পাহাড়। আমাদের মাবুদরা কত মঙ্গল করেছেন আমাদের। নিশ্চয়ই হোবল দেবতা মেহেরবানী করেছেন।

ঃ আচ্ছা রোকাইয়া বালুতে সারা দেহ ভরে যাবার পরও তোমাকে কেমন সুন্দর দেখাচ্ছে। রোকাইয়ার প্রতি তাকিয়ে থেকে বলে উঠলো জামিলা।

ঃ আচ্ছা জামিলা তুমি আমাকে ফুলাচ্ছো না।

ঃ ফুলাবার কি আছে রোকাইয়া। পবিত্র খোদাগুলো তোমাকে বানিয়েছেই সুন্দরী করে। আমি বেশী বলছি না। এখনো কোনো কবির দৃষ্টিতে যে তুমি পড়ছো না এটাই ভাগ্য।—হেসে হেসে বলেই চললো জামিলা।

ঃ উল্টো বলছো জামিলা। না আমি খুব সুন্দরী। আর না কোনো কবি আমার প্রশংসা করেছে। তুমি তোমার সৌন্দর্যের বর্ণনাটিই আমার উপর রং ছড়িয়ে বলছো। প্রকৃত সুন্দরী তুমিই। তুমি তো তোমার সৌন্দর্য দেখছো না। আমার মনে হচ্ছে কি জানো? আমার মনে হচ্ছে আরব উপদ্বীপের চাঁদ উদয় হচ্ছে তোমার রূপ-সৌন্দর্য দেখতে।

জামিলা রোকাইয়ার দিকে এগিয়ে গেলো। তার কাপড় চোপড় হতে বালু ঝাড়তে ঝাড়তে বললো—রোকাইয়া আমরা কথার ফুলঝুড়িতে আসল ব্যাপারটি ভুলে গেছি। ভুলে গেছি ঐ লোকদেরকে যারা আমাদের তাবুর দিকে এগিয়ে আসছিলো। কাপড় চোপড় ঠিক করে নাও। আমরা ওদিকে চলি।

এ সময়েই রোকাইয়ার দৃষ্টি পড়লো সামনের দিকে। আরব অশ্বারোহীরা বেশ কাছে এসে পড়েছে। তাদের হাতের ঢাল তলোওয়ার চমকাচ্ছিলো। তাদের হাতে ছিলো নেজাও। নেজার অগ্রভাগও চমকাচ্ছে। আরবদের লম্বা লম্বা দাঁড়ি বাতাসে উড়ছে। ঘোড়াগুলো ক্ষীপ্র গতিতে আসছে। ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দে ভীতির সঞ্চার হচ্ছে মনে।

তাদেরকে দেখেই রোকাইয়া বললো—এসো জামিলা। তাড়াতাড়ি যাই। দেখো ঐ লুটেরার দল নাখলেস্তানের খুব কাছাকাছি এসে পড়েছে।

www.amarboi.org

অবস্থা দেখে জামিলাও ভয় পেয়ে গেলো। সে বলে উঠলো—হায় হায় এখন কি হবে। পুরুষদের কেউ তো তাবুতে নেই।

রোকাইয়া বললো—তাতে কি হয়েছে ? আমরা কি মানুষ নই। আমাদেরকে কি তারা গুড়িয়ে দেবে।

জামিলা নিজের নরম হাতের দিকে তাকিয়ে বললো---- না, না, না। আমাদের নেজা -----

রোকাইয়া এ সময় বলে উঠলো—হায় আমার নেজা তো টিলায় ফেলে এসেছি।

ঃ থামো আমি তোমার নেজা নিয়ে আসছি।—বললো জামিলা।

রোকাইয়া আপত্তি করে উভয়েই উপরে গেলো। নেজা নিয়ে নীচে নেমে এসে দেখলো লুটেরার দল নাখলেস্তানের গেট দিয়ে ঢুকছে। ভেড়া ছাগলের পাল অনেক দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে আছে। ওরাও তাদের পেছনে পেছনে টিলা হতে নেমে এলো।

অর্ধেক পথ আসার পর তারা দেখলো লুটেরার দল নাখলেস্তানে ঢুকে পড়েছে। তরবারি চমকিয়ে উঠছে।

ঃ হায় ! লুটেরার দল তরবারি চালানো শুরু করেছে। আফসোস করতে করতে বলতে লাগলো জামিলা। লুটতরাজ শুরু করেছে তারা।

আমাদের পুরুষগণ আজ এখানে থাকলে তো এতো তছনছ করতে সাহস পেতো না ওরা।—বললো রোকাইয়া।

উভয়েই তাদের হাতে নেজা নিয়ে নাখলেস্তানের দিকে দৌড়াতে লাগলো। নাখলেস্তানের কাছে এসে পৌছলে তাবুতে বাচ্চাদের কান্নাকাটির আওয়াজ শুনতে পেল তারা। নাখলেস্তানে ঢুকে দেখলো যুদ্ধ শেষ। কিছু নারী লড়াই করে মারা গেছে। কিছু পড়ে আছে আহত হয়ে। কাউকে রেখেছে হাত পা বেঁধে। শিশুরা কাঁদছে। কিছু কিছু শিশু মৃত মাকে আছে জড়িয়ে। কেউ কেউ দাঁড়িয়ে। চোখের পানি ফেলছে। নিষ্ঠুর লুটেরার দল খুঁজে খুঁজে অবুঝ শিশুদেরকে গ্রেফতার করছে।

এ করুণ নির্মম দৃশ্য দেখে জামিলা ও রোকাইয়া আবেগে বেশামাল হয়ে পড়লো। ভুলেই গেলো তারা যে চাঁদতুল্য চেহারার কম বয়সী মেয়ে। তারা দু'জন মেয়ে এতো লুটেরার সাথে মুকাবিলা করতে পারবে না। একথা তারা ভাবলে হয়তো কোনো টিলার পেছনে লুকিয়ে প্রাণ বাঁচাতে চেষ্টা করতো।

তারা তা করলো না। আবেগাপ্লুত হয়ে বেপরোয়া ভাবে লুটেরাদের সামনে এসে দাঁড়ালো তারা।

www.amarboi.org

দু'টি মেয়ের সুন্দর চেহারা হতেই নিষ্পাপ নির্দোষ জ্যোতি প্রকাশ পাচ্ছে। লুটেরার উপর পড়েছে তাদের প্রভাব। লুটেরার দল অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে ওদের দিকে।

নেজা টান দিয়ে বের করে নিলো তারা। আসমানী দৈত্যের মতো দাঁড়িয়ে থেকে মুহিনী চোখ দিয়ে বিজলী ঝরাচ্ছিলো। সুরের তানে জামিলা বলে উঠলো —অসভ্য লুটেরার দল—এ নিষ্পাপ শিশু ও নারীদের এখনি ছেড়ে দাও।"

গ্রেফতার হওয়া মেয়েদের মধ্যে ছিলো জামিলার মা সালমাও। জামিলাকে দেখলো সে। বলে উঠলো—হায় জামিলা ! তুমি যদি এ সময় ফিরে না আসতে।

জামিলার ধাপটা কিছু সময়ের জন্য আরবীয় লুটেরাদেরকে হতবাক করে দিলো। তাদের মধ্যে সবচেয়ে বৃদ্ধ লোকটি বললো—মেয়েরা তোমরা হাতের নেজা ফেলে দাও। আমরা তোমাদের সম্মান করি।

গর্জে উঠলো রোকাইয়া—সম্মান ----- নিষ্ঠুর অসভ্য লুটেরার দল ! কাকে সম্মান করো তোমরা। ছেড়ে দাও তোমরা ঐ নিষ্কলুষ শিশু আর নির্দোষ মেয়েদেরকে। তা না হলে তোমাদেরকে পস্তাতে হবে।

বনি বকরের সুন্দরী মেয়েরা। তোমরা কাহতান গোত্রের পুরুষদেরকে ভয় দেখাচ্ছো। তোমাদের ভয়ে তারা ভীত হয়ে যাবে ? ওজ্জার কসম করে বলছি। অবশ্যই আমরা ভয় করবো না। ভুল করো না তোমরা। নেজা ফেলে দাও। সম্মানের সাথে আমরা তোমাদেরকে গ্রেফতার করে নেবো।একজন আরবীয় লোক বললো—

ঃ কাহতান গোত্রের ভেড়ার দল ! মুখ শামলিয়ে কথা বলো। আমাদেরকে কি ভীরু কাপুরুষ মনে করছো। বনি বকরের মেয়েরা তোমাদের ভয়ে হাত থেকে নেজা ফেলে দেবে ? হোবলের কসম। এটা অসম্ভব।—অগ্নিশর্মা হয়ে বললো জামিলা।

এখানে এসব বাকবিতণ্ডার মধ্যেই জামিলা আর রোকাইয়া আরবীয় লুটেরাদের উপর হামলা করে বসলো। নেজার আঘাতে কয়েকজনকে আহত করে ফেললো। তারাও প্রতিঘাত করলো। পরিশেষে সকলে মিলে ওদেরকে ঘেরাও করে আক্রমণ করলো। জামিলা রোকাইয়া বেশীক্ষণ টিকে থাকতে পারলো না। গ্রেফতার হলো তাদের হাতে। গ্রেফতার কৃত মহিলা নারী-পুরুষ ও মালামাল নাখলেস্তানে পাওয়া উটের উপর উঠিয়ে যেদিক থেকে এসেছিলো সেদিকে দ্রুত চলে গেলো তারা।

www.amarboi.org

১৩

সাফা পাহাড়ের উপর আরোহণ করে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কার সকল গোত্রকে ডেকে আল্লাহর বাণী পৌঁছিয়ে দিলেন। তিনি স্পষ্ট করে ঘোষণা দিয়ে বলে দিলেন আল্লাহর আযাব নিকটবর্তী। আল্লাহর উপর ঈমান আনো। এ আল্লাহই সমগ্র দুনিয়ার সৃষ্টিকর্তা। যিনি পাথরের মধ্যে লুকিয়ে থাকা পোকা-মাকড়কেও রিযিকদান করেন। ইবাদাত পাবার যোগ্য তিনিই, যিনি সবকিছু বানিয়েছেন। সব জিনিসের মালিক তিনি। মূর্তি পূজা ছেড়ে দাও। না জেনে না বুঝে আমাদের বাপ-দাদারা এসব মূর্তির পূজা করেছে। মূর্তিরা খোদা নয়। খোদার দরবারেও তারা পৌঁছতে পারবে না। এসব মূর্তিদেরকে তো তোমরা তোমাদের হাতে তৈরি করেছো। তোমরা তোমাদের নিজ হাতে বানিয়েছো যাদেরকে তারা সৃষ্টিকর্তা হয় কিভাবে ?

একথা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখন বললেন, কোথায় বললেন ? ঐ সময় ও ঐ জায়গায় তিনি এ ঘোষণা দিলেন, যখন গোটা মক্কা, সারা আরব এবং আরবের আনাচে কানাচে মূর্তিপূজার অভিশাপে ডুবে ছিলো সকল মানুষ। শত শত বছর ধরে তারা মূর্তিপূজা করে আসছে। কখনো কেউ মূর্তিপূজার বিরুদ্ধে বলেনি কোনো কথা। কেউ রাজী ছিলো না মূর্তিপূজার বিরুদ্ধে কোনো কথা শুনতে। এর বিরুদ্ধে যারাই কথা বলতো তাদের জীবন হয়ে উঠতো বিপন্ন।

রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জীবনের এ ঝুঁকি নিয়ে তাওহীদের দাওয়াত দিতে তথাপিও পরওয়া করেননি। সাফা পাহাড়ের চূড়ায় উঠে তিনি আযাবে ইলাহীর ভয় দেখিয়েছেন। তার হাতে ছিলো না কোনো হাতিয়ার। প্রবল বিরোধীদের কাছে এক আল্লাহর প্রশংসা করেছেন। তাঁর হাতে ছিলো না তরবারি। তার চারিদিকে ছিলো প্রতিরক্ষা বাহিনী। তিনি বাদশাহ ছিলেন না। রাষ্ট্রের লেগামও ছিলো না তার হাতে।

অবস্থা ছিলো বরং তার একেবারে উল্টো। তিনি ছিলেন একদম একা। হাতিয়ার ছাড়া। মূর্তিপূজারীরা ছিলো সশস্ত্র। সংখ্যায় লোক ছিলো প্রচুর।

কি ছিলো কথা, যা তাঁকে আল্লাহর কালেমা উড্ডীন করার জন্য এতো উৎসাহিত করেছে। শুধু আল্লাহর উপর দৃঢ় ঈমান। এ ঈমানই বাড়িয়ে দিয়েছে তাঁর হিম্মত ও সাহসিকতা। আর হিম্মত ও সাহসিকতাই আল্লাহর কালেমার দাওয়াত দেবার জন্য তাঁকে বানিয়েছে দৃঢ়চেতা। এ দৃঢ় মনই তাকে উৎসাহিত করেছে এ দীনের কাজ করতে। তিনি কুফর স্থানে মূর্তিপূজার আস্তানায় মূর্তির বিরুদ্ধে কথা বলেছেন। তাবলীগে তাওহীদ করেছেন।

www.amarboi.org

কেউ তাঁর কথা শুনেনি। তাওহীদ কেউ স্বীকার করেনি। মূর্তিপূজা কেউ দেয়নি ছেড়ে। কিন্তু তিনি আল্লাহর বান্দাহদের কাছে আল্লাহর পয়গাম পৌঁছিয়ে দিয়েছেন। সাফা পাহাড় থেকে তিনি এসেছেন নেমে। খুশী হতে পেরেছেন দাওয়াত পৌঁছাতে পারার জন্য।

এখন মুসলমানদের সংখ্যা বেড়েছে। চল্লিশে গিয়ে দাঁড়িয়েছে তাদের সংখ্যা। এদেরকেও তিনি দীনের দাওয়াত দেবার কাজে নিয়োজিত করলেন। সকলেই নিমগ্ন হলেন দীন প্রচারের কাজে।

রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদিন আলী রাদিয়াল্লাহ আনহুকে ডেকে বললেন—মেহমানদারীর ব্যবস্থা করো। সকল নিকটাত্মীয়দের দাওয়াত দাও। আলী তাই করলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই লোকজন আসতে শুরু করলো। আব্বাস, হামযা, ওয়ালিদ, আবু লাহাব, আবু জেহেল, আবু তালিব সহ অনেকেই দাওয়াতে আসলেন।

খাবার দাবারের পর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাঁড়ালেন। বললেন—হে আমার গোত্রের লোকেরা। আমি তোমাদেরকে কিছু কথা বলছি। আশা করি তোমরা ঠাণ্ডা মাথায় আমার কথা শুনবে। চিন্তা করবে। তোমরা চিন্তা করবে না আমি তোমাদের বাপ-দাদার ধর্মের বিরুদ্ধে কথা বলছি। তোমরা চিন্তা করবে আমি কি বলছি। যা বলছি ঠিক বলছি কিনা।

দেখো তোমরা মূর্তির ইবাদাত করছো। এসব মূর্তি মানুষের বানানো। পাথর কেটে কেটেই মূর্তি বানানো হচ্ছে। কোনো মূর্তি মানুষের মতো। কোনোটা আবার জানোয়ারের মতো। চিন্তা করো এতো রকম হতে পারে খোদা, যত রকম বানিয়ে রেখেছো তোমরা। এতো খোদা হলে এ দুনিয়ার নিয়ম-শৃঙ্খলা টিকে থাকতে পারবে না।

হে মানুষেরা অনেক দিন পর্যন্ত ভ্রান্তির মধ্যে ডুবে আছো। গাফিল হয়ে আছো। উঠো গোমরাহী হতে বের হয়ে আসো। আল্লাহর উপাসনা করো।

সকলে মনোযোগ সহকারে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা শুনছে। আবু লাহাব উদ্বিগ্ন হয়ে উঠছে। কেউ তার কথায় প্রভাবিত হয়ে যায় ভয়ে। কেউ না আবার মুসলমান হয়ে যায়। তাই সে মাঝখান দিয়ে অর্থহীন কথাবার্তা জুড়ে দিলো। লোকেরা ধীরে ধীরে সব কেটে পড়লো। সকলের শেষে গেলো আবু লাহাব নিজে।

আবারো একদিন সকলকে ডাকা হলো। সকলে এলেন। হুজুর আল্লাহর প্রশংসা করে দাঁড়িয়ে বললেন ঃ হে লোকেরা আমি আল্লাহর রাসূল। তোমাদের কাছে তাঁর পয়গাম নিয়ে এসেছি। আমার কথা শুনো ও মানো। খোদার সামনে মাথানত করো। তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। মৃত্যুও তোমাদের তিনিই দেবেন। কিয়ামত একদিন অবশ্যই হবে। পরকালে এ জীবনের প্রতিটি

www.amarboi.org

কাজের হিসাব দিতে হবে। আল্লাহকে ভয় করো। তার হুকুম পালন করে চলো। জুয়া খুবই গর্হিত কাজ । যেনা ব্যভিচার লজ্জাজনক কাজ। চুরি ডাকাতি অভদ্র ব্যাপার। খারাপ কথা বলো না। পবিত্রতা অবলম্বন করো। খোদার কাছ থেকেও আমি তোমাদের জন্য ঐসব কথা নিয়ে এসেছি যেসব কথার চেয়ে ভালো কথা আজ পর্যন্ত কোনো ব্যক্তি কোনো জাতিকে উপহার দিতে পারেনি। এসব উত্তম কাজে বলো তোমরা কে আমার সহযোগিতা করবে।

আজ সকলেই হুজুরের বক্তব্য শুনলেন। সহযোগিতার আবেদন জানালেই সকলে চুপ রইলেন। এক কোণ থেকে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু দাঁড়ালেন। বললেন, বয়সে আমি সকলের ছোট ও কমজোর হলেও আমি আপনার সাহায্য করবো। সহযোগিতা যোগাবো। শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত করবো। আবু লাহাব আলীর কথা শুনে তাচ্ছিলের হাসি হাসলো। ঠাট্টা করে সে বলে উঠলো—

ঃ মুহাম্মাদ ! আলী তোমার সাহায্য করবে। আর তোমার ভয় কি ?

ঃ ঠাট্টা করছো ? কিছুদিন ঠাট্টা করো। সেই সময় বেশী দূরে নয়, তুমি পস্তাবে। গোটা আরব একদিন মূর্তিপূজা ছেড়ে দেবে। ইসলাম জয়ী হবে। গোটা বিশ্বে ইসলামের বিজয় কেতন উড়বে। সারা দুনিয়া আল্লাহর বান্দায় ভরে যাবে।

ঃ সেই সময় আমরা সকলে মুসলমান হয়ে যাবো ?—উঠতে উঠতে আবু লাহাব বললো।

ঃ না তুমি হবে না। তোমার ভাগ্যে ইসলাম গ্রহণ করা জুটবে না। তুমি আমার চাচা। মুসলমান হয়ে তুমি আল্লাহর আযাব গযব থেকে রেহাই পাও তাই আমি চাই। কিন্তু আফসোস তুমি দোযখের ইন্ধন হবে।

ঃ আমার জন্য আফসোস করো না। নিজের চিন্তা নিজে করো। একথা বলে সে উঠে গেলো।

তার সাথে অন্যরাও গেলো উঠে। আজও দাওয়াতের হলো না তেমন ভালো ফল।

খানায়ে কাবায় নামায পড়ার পরও হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মূর্তি পূজার বিরুদ্ধে শক্ত বক্তব্য রাখতেন। এতে কাফেররা বিগড়ে যেতো। প্রতিটি মূর্তি পূজারী হুজুরের জাত শত্রুতে পরিণত হলো।

গোটা জাতি 'পরামর্শ সভা' ডাকলো। সিদ্ধান্ত হলো যত সম্ভব কষ্ট দিতে হবে মুহাম্মদ সহ সকল মুসলমানদেরকে। রাসূল থেকেই তারা শুরু করলো কাজ। রাসূল যেসব পথ দিয়ে ভোরে বের হতেন, সেসব পথে বিষ্ঠা, কাঁটা, ঝাড় বিছিয়ে রাখতো। সেসব উঠিয়ে পথ চলতেন তিনি। কাউকে বলতেন না কিছু। তাদের ধারণা ছিলো মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ সবে

www.amarboi.org

অতিষ্ঠ হয়ে মূর্তিদের বিরুদ্ধে কথা বলবেন না। তাদের ধারণা ঠিক হয়নি। তিনি তাঁর কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন।

এখন মূর্তির পূজারীরা হুজুরকে সামনা সামনি গালমন্দ করা শুরু করলো। কবি, পাগল, গণক জ্বিনের আসর ইত্যাদি বলতে লাগলো। কোনো সমাবেশে তিনি বক্তব্য রাখার সময় তারা শোরগোল করতো যাতে লোকেরা তাঁর বক্তব্য শুনতে না পায়। তিনি তার বক্তব্য এতে থামাতেন না। বলেই চলতেন তার কথা।

একবার হুজুর কাবা ঘরে নামায পড়ছিলেন। এ সময়ে ওকবা বিন আবু মুয়ীত হাজির হলো। একটি চাঁদর দিয়ে রাসূলের গলায় জড়িয়ে পেঁচাতে লাগলো। তার দম বন্ধ হবার উপক্রম হলো। আবু বকর এ পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। ঘটনা দেখে এক লাফে ওখানে গিয়ে তিনি ওকবার গায়ে ধাক্কা মেরে তাকে সরিয়ে দিলেন। অনেক লোক জমা হয়ে গেলো। আবু বকর উচ্চস্বরে বলতে লাগলেন—একজন লোক বলবেন আমার রব আল্লাহ্ এ অপরাধে তোমরা তাকে হত্যা করে ফেলবে? কাফেররা তার উপর আক্রমণ চালালো। অবশেষে কয়েকজন মর্যাদাশীল লোক গণ্ডগোল থামিয়ে দিলেন।

এভাবে একদিন হুজুর হারাম শরীফে নামায পড়ছেন। অনেক লোক একত্র হলো। হুজুরকে গালী গালাজ শুরু করলো তারা। হযরত হারিস ছিলেন ওখানে। তিনি তাদের এই অসদাচরণ থেকে বিরত রাখতে চাইলেন। তারা তার উপরে চড়াও হলো। তাঁকে শহীদ করে দিলেন তারা। তিনিই ইসলামের প্রথম শহীদ।

আর একদিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বায়তুল্লায় নামায পড়ছেন। কুরাইশরা ছিলো ওখানে বসা। আবু জেহেলও ছিলো ওখানে। সে বললো—বাইরে একটি উট যবেহ হতে দেখে আসলাম। নাড়িভুড়ি পড়ে আছে ওখানে। কেউ নিয়ে ওটা মুহাম্মাদের ঘাড়ে রেখে আসো। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেজদায় গেলে ওকবা ভুড়িটি তার কাধে রেখে আসলো। অনেকেই ছিলো এখানে। কারো কিছু করার সাহস হলো না।

হযরত ফাতেমা এদিক দিয়ে যাচ্ছিলেন। বাচ্চা তখন তিনি। বাবার এই অবস্থা দেখে কেঁদে ফেললেন। তাঁর কচি হাতে ভুড়িগুলো ঠেলে ফেলে দিলেন তিনি। আর অপেক্ষমান কাফেরদেরকে গালমন্দ করলেন। ফাতেমাকে কিছু বলার সাহস পেলো না কেউ।

নামায শেষে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফাতেমাকে বললেন—গালমন্দ করা ঠিক হয়নি মা।

গোপনে গোপনে কাফেররা মুসলমানদের তালিকা তৈরি করে ফেললো। এদের ব্যাপারে করণীয় কি তা ঠিক করার জন্য আর একটি বড় পরামর্শ সভার দিনক্ষণ ঠিক করে নিলো তারা।

www.amarboi.org

যতদিন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একা ছিলেন, কাফেরদের কোনো চিন্তা ছিলো না। মাথা ব্যথাও অনুভব করেনি তারা। হুজুরের কথা শুনে করতো তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ। তারা ভাবতো কয়েকদিন পর নিজ থেকেই এসব কথা বলা বন্ধ হয়ে যাবে। যখন শুনলো অনেক লোক তাঁর দাওয়াত ও তাবলীগে মুসলমান হয়ে গেছেন। শংকিত হয়ে উঠলো তারা। দুশ্চিন্তা বেড়ে গেলো তাদের। হুজুরের বিরুদ্ধে তাদের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি হলো।

এ সময়ে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর নাযিল হলো অহী—বলে দাও হে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম—"হে কাফেরেরা। তোমরা যেসব জিনিসের পূজা করো তারা সব জাহান্নামের ইন্ধন হবে।" এ আয়াতের কথা শুনে কাফেরদের মনে আরো আলোড়ন সৃষ্টি হলো। হুজুরের সাথে আরো খারাপ আচরণ শুরু করলো। এ আচরণে কোণঠাসা হয়ে গেলেন তিনি। ঘর থেকে বের হওয়াও তাঁর জন্য হয়ে উঠলো কঠিন। এরপরও দৃঢ়চিত্ত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের এ অশালীন বাড়াবাড়ির প্রতি ভ্রূক্ষেপ করলেন না। আরো এগিয়ে তিনি তার মিশনের কাজ চালিয়ে যেতে লাগলেন।

মুসলমানদের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রয়োজন মনে করলেন একটি জায়গার। যেখানে প্রতিদিন মুসলমানরা একত্র হবেন। কুরআন পড়বেন, হুজুরের বক্তব্য শুনবেন, পরামর্শ করবেন। আরকামের বাড়ীটি ছিলো একপাশে। সাফা পাহাড়ের পাদদেশে। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রতিদিন এ বাড়ীতে আসতেন। এখানে নামায পড়তেন। লোকেরা হুজুরের কথা শুনতেন। কুরআন শরীফ মুখস্ত করতেন। এরপর চুপচাপ যে যার দিকে চলে যেতেন।

একান্ত সঙ্গোপনে মুসলমানরা এ কাজটি সমাধা করে থাকলেও কাফেরদের কাছে তা গোপন রইলো না। মুশরিকদের অনুসন্ধানী গোয়েন্দা দল সব খবর পেয়ে গেলো। এ খবরে তাদের রাগের সীমা রইলো না। রাগের আরো কারণ হলো তাদেরই অধীনস্থ গোলাম গরীব আত্মীয়স্বজনই মুসলমান হয়ে যেতে শুরু করেছে বেশী।

পূর্ব ঘোষিত্ নির্ধারিত একটি তারিখে কাফেরদের পরামর্শ সভা বসলো আবু লাহাবের বাড়ীতে। আবু জেহেল, অলিদ বিন মুগীরা, ওতবা বিন রাবিয়া, আবু সুফিয়ান, ওকবা বিন আবু মুয়ীত, ওমর বিন খাত্তাব, খালিদ বিন ওয়ালিদ, হামযাহ, আব্বাস—এক কথায় কুরাইশদের সকল নেতা সরদারগণ এসে হাজির হলেন এখানে। সভার আবু জেহেল সভাপতি।

www.amarboi.org

অনুমতিক্রমে আবু লাহাব দাঁড়িয়ে বলতে লাগলো—"সাথী ও বন্ধুগণ ! আমরা আজ এখানে উপস্থিত হয়েছি একটি দুঃখবহ ঘটনাকে কেন্দ্র করে। আমাদের সিদ্ধান্ত নিতে হবে আমরা আমাদের ধর্মকর্ম নিয়ে টিকে থাকবো কিনা। আজ আমাদের ধর্মকে নিন্দা করা হচ্ছে। আমাদের মাবুদদেরকে গালমন্দ দেয়া হচ্ছে। আমরা, আমাদের বাপ-দাদারা যেসব মাবুদদের পূজা-উপাসনা করে আসছি যুগ যুগ ধরে। এখন তাদের বদনাম করা হচ্ছে। আমাদের এসব পূজা উপাসনার পথ রুদ্ধ করে দেবার চেষ্টা চলছে। এর আগেই আমাদেরকে প্রতিরোধের কোনো না কোনো উপায় বের করতে হবে। সব আপনাদের জানা থাকা দরকার। আপনারা জানেন। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ আশান্তি সৃষ্টি করছে। ফেতনা উঠাচ্ছে। এতে সন্দেহ নেই সে সবসময় সত্য কথা বলে। সৎভাবে জীবনযাপন করে। অনেকদিন পর্যন্ত হেরার গুহায় ছিলো। সে কখনো কাউকে উত্যক্ত করেনি। তার আমানাতদারীতেও আমরা সন্তুষ্ট। আল আমীন উপাধীতে সে ভূষিত। দূরদৃষ্টি আছে। বুঝসুঝও বেশ ভালো। কিন্তু লেখাপড়া জানে না। আমি তার গুণাগুণগুলোও বললাম। হতে পারে এসব গুণাগুণের জন্য এ সমাবেশের কেউ কেউ তার প্রতি দুর্বল ও তার শুভাকাংখি। আমাদের মাবুদদের বিরুদ্ধে প্রচারনাকারীকে তো মানতে পারা যায় না। এ পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা এমন খোদাকে বলে, যাকে আমরা কখনো দেখিনি। এ অদেখা খোদার পূজা করে। অহী বলে কি পড়ে পড়ে মানুষদেরকে ধোঁকা দিচ্ছে। তাই আমরা বলছি—তার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। সে আমার ভাতিজা। এখন আমি মনে করি তার সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই। আমার শক্তিতে কুলালে আমাদের মাবুদদের কুৎসা রটনাকারীকে আমি নিজ হাতে মেরে ফেলতাম।

সে আরো বলে চললো—ভাইয়েরা ! বিস্ময়ের কথা হলো, এ নতুন ধর্মকে অনেকে গ্রহণ করেছে। তারা কিভাবে নিজেদের ধর্মত্যাগ করে 'মুরতাদ' হয়ে গেলো তা বুঝি না। আরো অনেক লোক এ নতুন ধর্ম গ্রহণ করার সম্ভাবনা আছে। সৌভাগ্যবশত এ ক্রান্তিলগ্নে জাতির বড় নেতারা আজ এখানে উপস্থিত। এ মহাবিপদ থেকে বাঁচার জন্য আজই চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছতে হবে।

একইভাবে একই ভাষায় আবু লাহাব আবু সুফিয়ানের মতো নেতারা গরম গরম দীর্ঘ বক্তৃতা দিয়ে মানুষদেরকে উত্তেজিত করে ফেললো। হয় নিজেকে মরতে হবে, না হয় নতুন ধর্ম প্রচারকারীকে মারতে হবে। আবু সুফিয়ানই উত্তেজিত ও ক্ষীপ্ত কথা বললো বেশী। সে বনি উমাইয়া বনু হাশেমের আজীবনের শত্রু। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বনি হাশেমের লোক। নবুয়াতের কারণে হাশেম গোত্রের প্রধান্য বেড়ে যাবে বিদ্বেষেই তার এ আচরণ। আবু সুফিয়ানের বক্তব্যের পর লোকজন রাগে টগবগ করছিলো।

www.amarboi.org

এবার ওমর উঠলো। বলতে শুরু করলো।—"ভাইয়েরা ! মাথা গরম করে কথা বলা ঠিক নয়। বুঝেশুনে কথা বলা দরকার। তোমরা কি জানো না আমাদের মাবুদদেরকে নিন্দাকারী মূর্তিপূজার বিরোধিতাকারী হলো মুহাম্মাদ। কুরাইশদের সবচেয়ে উঁচু বংশ বনু হাশেমের লোক। সকলে বনু হাশেমকে সম্মান করে। তাকে মেরে ফেললে বনু হাশেম তার প্রতিশোধের জন্য যুদ্ধ বাঁধাবে। ফলে এ যুদ্ধ গোটা আরবে ছড়িয়ে পড়বে। অশান্তির আগুন জ্বলে উঠবে। ফুজ্জারের যুদ্ধের কথা নিশ্চয়ই তোমাদের কেউ ভুলে যাওনি। কত গোত্র নিঃশেষ হয়ে গেছে এ যুদ্ধে।

আবু জেহেল ওমরের কথার প্রতিবাদ করে বললো—"আমরা কি মুহাম্মাদকে কোনো বাধা দেবো না ?"

ঃ অন্তত তাকে হত্যা করার প্রস্তাবে আমি একমত নই। এতে অশান্তি বেড়ে যাবে আরো। তাকে বুঝিয়ে শুনিয়ে বারণ রাখতে হবে। হত্যা করো না তাকে।—বললো ওমর।

ঃ যারা মুসলমান হয়ে গেছে তাদেরকে কি করতে হবে।—বললো আবু জেহেল।

ঃ যে যার গোলাম, যে যার আত্মীয় তাকেই ব্যবস্থা নিতে হবে। তারাই তাদের সাথে কঠোর আচরণ করে তাদেরকে ফিরিয়ে রাখবে।—পরামর্শ দিলো ওমর।

ওয়ালিদ বিন মুগীরা বক্তব্য দিতে উঠে বললো—আমি ওমরের সাথে একমত। তবে তাদেরকে প্রকাশ্যে শাস্তি দিতে হবে। অন্যরা এর থেকে শিক্ষা নেবে। মুসলমান হতে সাহস পাবে না কেউ। আইয়াস বিন ওয়ায়েল সহ সকলে এ প্রস্তাবের সাথে একমত হলো।

এ প্রস্তাব পাশের পর ওতবা বিন রবিয়া বললো—যারা নতুন ধর্ম গ্রহণ করেছে তাদের নাম তো প্রকাশ করা হলো না।

ঃ যতটুকু সম্ভব হয়েছে তাদের তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে। এদের মধ্যে দু' একজন এমন লোক আছে যাদের বিরুদ্ধে আমরা কোনো ব্যবস্থাই নিতে পারবো না। বাকীরা সবই আমাদের আয়ত্বে। যেসব নাম এখন আমার মনে আছে তাহলো খাদিজা, আবু বকর, আলী, ওসমান। এরা হলো কুরাইশদের মর্যাদাশালী ব্যক্তি। এদের উপর বাড়াবাড়ি করা কিছুটা দুসাধ্য।—বললো আবু জেহেল।

ঃ ওসমান আমার ভাতিজা। সে ফিরে না আসলে তাকে আমি মারতে মারতে হত্যা করে ফেলবো।—এক বৃদ্ধ লোক দাঁড়িয়ে বললো।

ঃ আগে নাম শুনুন। এদের উপর আমাদের কারো না কোরো প্রভাব নিশ্চয়ই আছে।—আবু জেহেল বললো।

www.amarboi.org

লোকেরা আবার তার দিকে মনোযোগ দিলো। সে বলে চললো—তারা হলো উম্মে আনমায়ের গোলাম খাব্বাব বিন আরাত, উমাইয়া বিন খালফের গোলাম বেলাল, আম্মার, তার বাপ ----, তার মা সুমাইয়া, আবু হুযাইফা, সোহাইব, আবু ফকিহ্ সাফওয়ান বিন উমাইয়ার গোলাম। এভাবে আবু জেহেল ওমরের বংশের কিছু লোক সহ অনেকের নাম প্রকাশ করলো।

এছাড়াও আরো লোক আছে। আমি গোয়েন্দা লাগিয়ে রেখেছি। তালিকা তৈরি হচ্ছে। আপনাদেরকে জানানো হবে। এখন থেকেই তাদের উপর নির্যাতন শুরু করুন।—বললো আবু জেহেল।

এ সম্মেলন হতেই মুসলমানদের উপর বিদ্বেষ ঘৃণা রাগ ছড়িয়ে পড়লো ব্যাপকভাবে।

১৫

কুরাইশ ও কুরাইশদের সব গোত্র দেখছে, তারা ও তাদের পিতৃ পুরুষরা তাদের যেসব মাবুদের ইবাদাত বন্দেগী করছে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের শ্রেষ্ঠত্ব গুরুত্ব মান-ইজ্জত সব ভুলুণ্ঠিত করে দিচ্ছে। মিল্লাত পূজা বিপদ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই সকলে খুবই বিরাগ ও আবেগে দিশে হারা। ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছে তারা। সিদ্ধান্ত নিলো যেভাবেই হোক নির্যাতন করে তাদেরকে ফিরিয়ে রাখতে হবে। ইসলাম থেকে ফিরে থাকতে বাধ্য করতে হবে। এ গরম অবস্থায় সম্মেলন থেকে ঘরে ফিরার সাথে সাথেই জোবায়েরের চাচা জুবায়েরকে পথে পেলো। লাফ দিয়ে তার চুল ধরে জিজ্ঞেস করলো। হতভাগা বল, তুইও কি ইসলাম গ্রহণ করেছিস ? বিনম্রভাবে জবাব দিলো জোবাইর—'জি-হাঁ'।

রাগে গোস্বায় জুবাইরকে চুল ধরে মারতে লাগলো চাচা। যুবাইর ছিলেন যুবক ও বেশ শক্তিশালী। ইচ্ছে করলে চাচাকে আছড়ে দিতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা করলেন না বরং চাচাকে সম্মান দেখালেন। ধীরে ধীরে বললেন—

ঃ হে চাচা ! ইসলাম তাওহীদের শিক্ষা দেয়। আমরা নিজের হাতে পাথর কেটে কেটে মূর্তি বানাই। এ নিশ্চয়ই পাথর পূজা। এটা বাদ দিয়ে এক আল্লাহর পূজারী বনে গেছি আমি।

ঃ তুই ইসলাম ছেড়ে দে। নতুবা কঠিন শাস্তি দেবো।

ঃ আর যা বলবেন মেনে নেবো। ইসলাম ত্যাগ করতে পারবো না।

ঃ তোমার এত সাহস। দেখবো তুমি কিভাবে ইসলাম ত্যাগ না করে পারো।

ঃ বলেই চাচা জুবাইরকে চাটাই দিয়ে পেঁচিয়ে ধরলো। কাপড়ের মশাল জ্বালিয়ে তার মাথার চুল ধরে নাক দিয়ে ধুঁয়া দিতে লাগলো। ভাতিজা বাঁচার

www.amarboi.org

বহু চেষ্টা করেও পারেননি বাঁচতে। বেহুশ হয়ে যাবার উপক্রম হয়ে পড়লো। ধুয়া আরো বেশী করে দিতে লাগলো চাচা। জুবাইর ইসলাম ত্যাগ করতে রাজী হলো না।

জুবাইরের উপর এ নির্যাতন যখন চলছিলো, ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর চাচাও তাঁকে ডেকে তাঁর ইসলাম গ্রহণের কথা ঠিক কিনা জিজ্ঞেস করলো।

ঃ ঠিক চাচা আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি। এ খবরে আপনি দুঃখ পাবেন তাও জানি। কিন্তু চিন্তা করে কি দেখেছেন ? আমরা এতদিন কত বড় গোমরাহীতে নিমগ্ন ছিলাম। যে পাথরকে খুদিয়ে আমরা নিজ হাতে বানাই মূর্তি। যে মূর্তি নিজের উপর বসা মাছিও সরাতে পারে না তাকে পূজা করি আমরা কোন্ বুদ্ধিতে। সে খোদা হতে পারে না।—বললো ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু।

এই চাচাও এ ভাতিজাকে লাগলো ধমকাতে। বলতে লাগলো—

ঃ বেকুফ ! না দেখা খোদাকে পূজার জন্য বাপ-দাদার যুগ থেকে চলে আসা খোদার পূজাকে বাদ দিয়ে দেবে। এ ধর্ম ছেড়ে দাও। তা না হলে তোমাকে মেরে ফেলবো।

ঃ অন্ধকার থেকে আলোতে যাবার পর কেউ অন্ধকারে ফিরে আসে না চাচা।

ঃ অন্ধকার থেকে আলোতে এসেছো ? এ আলোই তোমার মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়াবে।—বললো চাচা।

এরপরই খেজুরের রশি দিয়ে বেঁধে মারতে শুরু করলো ওসমানকে। রক্তাক্ত হয়ে গেলো ওসমান। বড় ধনী। শত শত কর্মচারী তাঁর। তাদের সামনেই এ অবস্থা। টু শব্দ করেননি ওসমান। শুধু বললেন, যত নির্যাতনই করো, ইসলাম ছেড়ে দেবো না। আবার শুরু করলো চাচা—বেহুশ হয়ে পড়ে গেলেন ওসমান।

ঃ একে ধরে নিয়ে একটি কুঠরীতে ঢুকিয়ে রাখো। কাল আবার শাস্তি দেবো তাকে। পরের দিনও এভাবে চললো নির্যাতন।

মুসলমান নির্মূল নিধন নির্যাতনের সপ্তাহ চলছে। গোটা কুরাইশ ইসলাম গ্রহণকারী স্ব স্ব ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন, চাকর-বাকরকে চরম নির্যাতন চালাচ্ছে। মুসলমানরা জীবন বের হয়ে যাওয়া নির্যাতন সহ্য করে যাচ্ছেন। ওমর বড় বাহাদুর এক বাক্যে সবাই চিনে। শুনলো তার বোন লুবনা মুসলমান হয়ে গেছে। তার বাড়ীতে গেলো ওমর। চুল ধরে ভাই মারতে লাগলো। তাকে জিজ্ঞেস করলো কোন্ প্রলোভনে তোকে ইসলাম গ্রহণ করতে আকির্ষত করেছে।

www.amarboi.org

ভাই ! কোনো লোভ নয়। মুহাম্মদ ধনী লোক নয় যে কিছু দেবে। এক আল্লাহর বন্দেগীর আহ্বান শুধু আমাকে ঐদিকে আকর্ষিত করেছে। আবার মারতে লাগলো ওমর বোনকে। অনেক লোক জড়ো হয়ে গেলো চারিদিকে। সকলেই লুবনাকে গালিগালাজ করছে।

এ সময়েই একদিকে খুব শোরগোল শুনা গেলো। লোকেরা ঐদিকে দেখতে লাগলো। শত শত লোক একটি কালো বর্ণ ব্যক্তিকে রশি দিয়ে বেঁধে মাটিতে ফেলে টেনে হেচড়ে নিয়ে আসছে। ইনি হলেন বেলাল রাদিয়াল্লাহ আনহু। শত শত পাথর, কংকর তার দিকে মারছে। তার সাথে তার মনিব উমাইয়া বিন খালফ—চীৎকার দিয়ে বললো যত পারো নির্যাতন করো। সে বিদ্রোহী। সারা শরীর দিয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে বেলালের। তার মুখ দিয়ে শুধু উচ্চারিত হচ্ছে "আহাদ আহাদ"—আল্লাহ এক, আল্লাহ এক।

আহাদ বলার সাথে সাথেই শুরু হতো আবার নির্যাতন। মাটিতে টেনে হেঁচড়ে বেলালকে শহরের বাইরে এনে তপ্ত বালুতে শুইয়ে দিলো। একটি পাথর উঠিয়ে দিলো বুকে।

প্রভু উমাইয়া বললো—ইসলাম ছেড়ে দে। আহাদ আহাদ বন্ধ কর। তোকে ছেড়ে দেবো।

ঃ জীবন থাকতে ইসলাম ত্যাগ করবো না।—বললো বেলাল।

বেলালের নির্মম নির্যাতন চলার সময় পাশ দিয়ে নির্যাতন করতে করতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিলো হযরত সোহাইয়েবকে। রশি দিয়ে বেঁধে তাকে বলা হচ্ছে—জীবন যদি চাও আমাদের মাবুদদেরকে মানো। গরম বালুতে তার গোটা শরীরে ফুসকা পড়ে গেছে।

সোহাইয়েব বললেন—শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত ইসলামে অটল থাকবো।

সোইয়েবের মাথায় পাথর দিয়ে আঘাত হানলো। মাথা ফেটে গেলো। রক্ত শরীর দিয়ে ঝরছে অঝোরে। অচেতন হয়ে পানি চাইলেন সোহাইয়েব। এমন একজন মানুষ পাওয়া গেলো না এ অসহায় মুসলমানটিকে এক ফোটা পানি দেবার। বরং নির্যাতনের মাত্রা আরো গেলো বেড়ে অমানসিকভাবে।

সুহাইয়েবের উপর এ নির্যাতন চলার সময়ই অপর পাশ দিয়ে টেনে হেঁচড়ে নিয়ে যাচ্ছিলো শত শত কাফের তিনজন মুসলিম পুরুষ ও একজন নারীকে। এ মাযলুমদের একজন ছিলো আবু ফকিহ। রশি দিয়ে বেঁধে মাটি দিয়ে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। শরীরের চামড়া ছিলে রক্ত ঝরছে। এই আহত অবস্থায় গরম বালু চেপে ধরছে তার শরীরে।

এই নির্দয় লোকেরা বেলালের কাছে এলো। বেলালকে বললো, দেখো দেখো তোমার খোদা এসেছে।

www.amarboi.org

মুখ ফিরিয়ে তাকালো আবু ফকিহ। বললো ঠাট্টা করো না। আমার আর তোমাদের খোদা একজনই। পাথরের মূর্তি নিজের হাতে বানানো—খোদা হতে পারে না। আবার অমানুষিক নির্যাতন। এমনকি তার বুকের উপর পাঁচ ছয় মণ ওজনের পাথর উঠিয়ে দেয়া হলো। তারপর জিজ্ঞেস করা হলো—বলো খোদা কে ? নিঃশক্তি দুর্বল ফকিহর মুখ দিয়ে কথা বেরুচ্ছিলো না। তারপরও ধীরে ধীরে মুখ থেকে বেরিয়ে এলো ঐ নীল ছাদের উপরে যিনি আছেন তিনি হলেন আল্লাহ।

খালফ বিন উমাইয়া কিছু বলতে যাচ্ছিলো দূর হতে চীৎকারের আওয়াজ ভেসে এলো। সকলে মাথা উঠিয়ে দেখলো আবু জেহেলকে। তার সামনে হযরত সুমাইয়া ইয়াসেরের স্ত্রী হযরত আম্মারের মা দাঁড়িয়ে। তার সিনা দিয়ে রক্ত ফিনকি দিয়ে বেরুচ্ছে। আবু জেহেল বলছে—হতভাগিনী ! কেনো জীবন দিচ্ছো। এখনো বলো হোবল সকলের খোদা।

সাথে সাথে সুমাইয়ার ঠোঁট নেড়ে উঠলো। ক্ষীণ কণ্ঠে বলে উঠলো। হোবল খোদা নয়—মূর্তি। পাথরের মূর্তি। খোদা হলেন তিনি যিনি গোটা পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন।

রাগে গড়গড় করে আবু জেহেল সুমাইয়ার উপর বর্ষা নিক্ষেপ করলো। ধড়পাতে ধড়পাতে হযরত সুমাইয়া শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলো। পাথর হৃদয় কাফেরদের কারো মনই সুমাইয়ার মৃত্যুতে বিগলিত হলো না।

চোখের সামনে মা সুমাইয়া শহীদ হয়ে গেলেন। চোখের পলকে মার লাশের পাশে গিয়ে আম্মার তার মাথা উঠিয়ে নিলো হাঁটুর উপর। ধূলী মলিন মাথার চুল ছাপ করতে করতে আম্মার বললেন, হে মা জননী ! যালিমরা তোমাকে হত্যা করে ফেলেছে। আজ আমার সান্ত্বনার সূর্য ডুবে গেলো। তোমার হতভাগ্য সন্তান তোমার কোনো কাজে আসলো না। তুমি আমাকেও তোমার সাথে নিয়ে যাও। উঠো হে আমার মা উঠো। হে খোদা ------।

এতক্ষণ কাফেররা আম্মারের বুক ফাটা আর্তনাদ শুনছিলো। তার মুখে খোদার নাম শুনে বিগড়ে উঠলো এবার। তার উপর বর্ষণ হতে লাগলো নেজা হামলা। পাথর মেরে বেহুঁশ করে ফেললো তাকে। তিনি লুটিয়ে পড়লেন মায়ের লাশের উপর। আম্মারের পিতা ইয়াসের দাঁড়ানো ছিলেন পাশেই। স্ত্রীর মৃত্যু তাকে শোকাভিভূত করে ফেলেছিলো। মায়ের পাশে ছেলেকে অজ্ঞান দেখে শোকে অস্থির হয়ে উঠলেন। বলে উঠলেন তিনি, হতভাগ্যের দলেরা ! তোমাদের মধ্যে একজনও খোদার বান্দা এমন নেই যে, তার এ নির্দোষ ও ভাষাহীন মাখলুকের উপর একটু দয়া করতে পারে ?

ইয়াসিরের মুখে খোদার নাম শুনে তারা আবার ক্ষীপ্ত হয়ে উঠলো। কিল ঘুষি মারতে মারতে তাকে অচেতন করে ফেললো তারা। এ অবস্থায়ও তিনি

www.amarboi.org

বললেন, যতক্ষণ এ শরীরে শক্তি থাকবে। দেমাগে থাকবে চিন্তা করার ক্ষমতা, ততক্ষণ খোদাকেই আমরা মানবো। তারই ইবাদাত করবো। হযরত ইয়াসির বলে চললেন, দুনিয়া কয়েক দিনের। পরকাল হলো চিরদিনের। আখিরাতের সুখ-শান্তি ও আরাম চিরদিনের।

মুলসমানদেরকে ইসলাম থেকে ফিরিয়ে রাখার যত চেষ্টা, তার কোনোটা তারা বাদ রাখেনি। ইসলাম গ্রহণ করার অপরাধে যত যুলুম-নির্যাতন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবী মুসলমানদের উপর হয়েছে দুনিয়ার ইতিহাসে এর দ্বিতীয় নজীর নেই।

১৬

কাফেরদের অধিকাংশ লোক যখন দেখলো, মুসলমানদেরকে পিটানো হচ্ছে। প্রখর তপ্ত বালুতে টেনে হেঁচড়ে নেয়া হচ্ছে। নীচে তপ্ত বালুর উপরে প্রখর রোদে বুকে পাথর চাপা দিয়ে চিত করে শুইয়ে রাখা হচ্ছে। না খাইয়ে রাখা হচ্ছে সারাটি দিন। পানি পান করতে দিচ্ছে না। এরপরও একজন সাধারণ গরীব মানুষ, এমন কি একজন দাস-দাসীও ইসলাম থেকে ফিরে আসছে না। এর কারণ কি। এত অটুট তাদের মনোবল। তাদের সকলেই কি এত বেয়াকুফ, নির্বোধ। হতে পারে না। তাদের মধ্যে যারা কোমল প্রকৃতির তারা তো আছেই। পাষাণ প্রকৃতির কাফেরদের মনেও এ অবস্থা দেখে ভাবান্তর দেখা দিলো।

ইসলামের মধ্যে নিশ্চয়ই এমন কোনো শিক্ষা আছে, আছে আকর্ষণ। যার জন্য তারা জীবন দিচ্ছে। ছাড়ছে না ইসলাম। এ অবস্থা দেখে কাফেরদের অনেককেই ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে উৎসাহিত করে তুললো। তারাই চুপিসারে আরকামের ঘরে রাসূলের সাথে দেখা করে ইসলাম গ্রহণ করে ফেললো। ফল হতে চললো উল্টো। কাফেররা চাচ্ছে ইসলাম থেকে ফিরে আসুক মুসলমানরা। অথচ ইসলামে চলে যাচ্ছে গোপনে গোপনে অনেক কাফের।

প্রতিদিনই কাফেররা ইসলাম গ্রহণকারী নতুন নতুন লোকের নাম শুনতে শুরু করলো। আবু সুফিয়ান, আবু জেহেল, আবু লাহাব, ওতবা, শাইবা সকলে চিন্তিত হয়ে পড়লো। এরা শুধু সমাজের সম্মানিত ও ধনী ব্যক্তিই ছিলেন না। তাদের প্রত্যেকেই আরব রাষ্ট্রের কোনো না কোনো বড় পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। আবু সুফিয়ান ছিলো কুরাইশদের পতাকা বহনের নেতা। আব্বাস ছিলেন হাজীদের পানি পান করাবার মন্ত্রী। আরোহী বাহিনীর নেতা ছিলো ওয়ালিদ। হারছ ইবনে কয়েস ছিলো অর্থমন্ত্রী। আবু জেহেল ছিলো কুরাইশদের বড় নেতা। মোটকথা এদের হাতেই ছিলো আরব রাষ্ট্রের পরিচালনার সমগ্র দায়-দায়িত্ব।

www.amarboi.org

ইসলাম আসার পর এদের ক্ষমতার মসনদে আঘাত হানতে শুরু করেছে। এরা দেখতে লাগলো যারাই মুসলমান হয়ে যাচ্ছে, যে শ্রেণীরই হোক সবক্ষেত্রে তাদের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাচ্ছে। মুসলমানদের মধ্যে একের উপর অন্যের কোনো শ্রেষ্ঠত্ব থাকছে না। মনিব আর মালিক শামিল হয়ে যাচ্ছে একই সারিতে। তাদের সমাজে প্রচলিত রীতির বিরুদ্ধ এটা।

তাই তারা মুসলমানদের সংখ্যা বাড়ছে দেখে ভয় পেয়ে গেলো। হয়ে পড়লো চিন্তিত বিমর্ষিত। আবু জেহেল আবার পরামর্শ সভা ডাকলো। ডাকলো সকল সম্মানিত সদস্য ও নেতাদেরকে। বললো—

ঃ ভাইয়েরা, যে ফেতনা ও অশান্তিকে আমরা প্রথমত মামুলী বলে ধারণা করেছিলাম। প্রকৃত তা মামুলী নয়। এ ফেতনা এখন আমাদের মান-সম্মান ও ক্ষমতার মঞ্চে আঘাত হানছে। এভাবে চলতে দিলে সে দিন বেশী দূরে নয় গোটা মক্কা ও গোটা আরব মুসলমানদের করতলগত হয়ে যাবে। এ অবস্থায় হয় আমাদেরকে দেশ ছেড়ে পালাতে হবে। অথবা যারা আজ আমাদের অধীনে, তাদের অধীনস্থ হয়ে যেতে হবে আমাদেরকে। এর চেয়ে লজ্জার আর কিছু হতে পারে না। এটা আমি সহ্য করতে পারবো না। এখানে তোমরা উপস্থিত। হয় তোমরা মুহাম্মাদকে উৎখাত করবে। নতুবা আমি পরিষ্কার বলছি অন্য কোথাও চলে যাবো।

আবু জেহেল জনসভা করে সাধারণ জনগণকেও শুনিয়ে দিলো এসব কথা। সাধারণ জনগণও আবু জেহেলের মতামত সমর্থন করে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আ-লাইহি ওয়া সাল্লামকে সমূলে উৎখাত করার পক্ষে রায় দিয়ে গেলো।

আবু লাহাব বললো—

ঃ আমার কাছে বড়ই বিস্ময় লাগছে। এত যুলুম, অত্যাচার করার পরও কেনো তারা ছেড়ে দিচ্ছে না ইসলাম। মুহাম্মাদ এদের উপর কি যাদু করেছে। আসলে সে বড় যাদুকর। যে একবার তার সাথে কথা বলে সে-ই তার কথায় পাগল হয়ে যায়।

ওতবা ছিলো বড় পণ্ডিত ব্যক্তি। ভাষার যাদুকর। লোকেরাও তাকে সুসাহিত্যিক বলে জানতো। সে বললো—

ঃ মুহাম্মাদ কিছুই জানে না। সে চায় পদমর্যাদা। অথবা চায় ধন-সম্পদ। কোনো নারীর উপরও তার আসক্তি জন্মাতে পারে। তাই জাতির মধ্যে এ ফেতনার সৃষ্টি করছে সে। কাজেই সে যা চায় তা-ই তাকে দিয়ে দাও। অংকুরেই সব সমস্যা সেরে যাক।

'আস' ছিলো আর এক নেতা মোচে তা দিয়ে বললো—

ঃ তাকে কিছুই দেয়া যায় না। আজ যদি আমরা তার সন্তুষ্টির জন্য, যা সে চায় তা-ই দেবার ব্যবস্থা করি তাহলে এ আদান-প্রদানের সিলসিলা জারী হয়ে

www.amarboi.org

যাবে। অন্য কেউ আবার নিত্য নতুন দাবী নিয়ে উঠে দাঁড়াবে। যদি তাই হয় আমরা তবে আর কাকে কাকে কি কি দেবো আজই তার একটা তালিকা তৈরি করে নাও। আবু সুফিয়ানও এ একই মত প্রকাশ করলো।

ঃ মামুলী ব্যাপার নয়। আমরা দেখছি প্রতিদিনই মুহাম্মাদের সমর্থনের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে। আমরা বাড়াবাড়ি করে দেখেছি। কোনো ফল নেই। সে যা চায় তা দিয়ে দেয়াই ভালো।—ওতবা বললো।

কিছু তর্ক-বিতর্কের পর সিদ্ধান্ত হলো ওতবা মুহাম্মাদের কাছে কাফেরদের দূত হয়ে যাবে। তার উপর ভার দেয়া হলো। সে যেভাবে পারে মুহাম্মাদের সাথে একটা সন্ধি করে নেবে।

ওতবা গেলো। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে স্বাগত জানালেন। সসম্মানে তাঁর কাছে বসালেন।

ওতবা কথা উঠালো। বললো—

ঃ হে ভাতিজা ! আমি এসেছি কুরাইশদের প্রতিনিধি হিসাবে তোমার কাছে।

ঃ বলো চাচা ! তুমি কি বলতে চাও। আমি শুনছি।

ঃ তুমি আমাদের একটা শান্তি প্রিয় জাতির মধ্যে কি যে একটা অশান্তির দাবানল জ্বালিয়ে দিলে। আজ পর্যন্ত কেউ যা করতে পারেনি। তুমি কি চাও দিন রাত সর্বক্ষণ মুসলমানদের উপর নির্যাতন চলুক ?

ঃ তুমি জানো না এতে আমি কত মর্মপীড়া ভোগ করছি ?

ঃ তাহলে এমন নির্যাতন বন্ধ করে দেবার জন্য তুমি চেষ্টা চালাচ্ছো না কেনো ?

ঃ আমি কি প্রচেষ্টা চালাবো ? আল্লাহর পরিকল্পনার কিছু করার হাত আমার বা কারো নেই।

ঃ ওতবা মুখ বাঁকিয়ে বললো—

ঃ আল্লাহর নাম নিও না। যত অঘটন ও অশান্তিতো ঐ নামটা নিয়েই।

ঃ তাহলে কি আছে পথ তুমিই বলো।

ঃ গোটা কুরাইশ তোমাকে তাদের নেতা বানাতে প্রস্তুত। বাদশাহ হতে চাও ? তাতেও তাদের অমত নেই। ধনী হতে চাও ? তাতে সমস্ত আরবের ধন-সম্পদ তোমার পায়ের নীচে উৎসর্গ করতে তারা রাজী। কোনো সুন্দরী নারী চাও ? তাহলে আরবের সবচেয়ে বেশী সুন্দরী নারী খুঁজে এনে তোমাকে দিতেও তারা এক পায়ে খাড়া। আরবের সরদার হতে চাও। তাও তারা দিবে। শুধু তুমি ওকথা গুলো শুধু বলো না—যা বলে এ আগুন লাগিয়ে দিয়েছো তুমি।

www.amarboi.org

ঃ তোমরা যা ভেবেছো তা নয়। ওসব কিছুতেই নেই আমার কোনো লোভ। যা হলে আমি খুশী তা তোমরা সকলে মুসলমান হয়ে যাও। হে ওতবা! আমি আল্লাহর রাসূল। আমার কাছে আল্লাহর পয়গাম আসে। একথা বলেই রাসূল এ সংক্রান্ত কুরআনের আয়াতটি তেলাওয়াত করতে শুরু করলেন—

قُلْ اِنَّمَآ اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوْحٰٓى اِلَىَّ اَنَّمَآ اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ـ

"হে মুহাম্মাদ ! বলো আমিতো একজন মানুষ তোমাদেরই মতো, আমার প্রতি অহী করা হয় এই মর্মে যে, এক আল্লাহই তোমাদের ইলাহ।"

–(সূরা আল কাহ্ফ ঃ ১১০)

আয়াতটি শুনেই ওতবার চেহারা বিবর্ণ হয়ে যেতে লাগলো। সে হতবাক হয়ে হুজুরের দিকে তাকিয়েই রইলো।

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবার বলতে শুরু করলেন, ওতবা শুনো, আল্লাহ বলছেন ঃ

قُلْ اَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُوْنَ بِالَّذِىْ خَلَقَ الْاَرْضَ فِىْ يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُوْنَ لَهٗٓ اَنْدَادًا ۭ ذٰلِكَ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ (حم السجدة : ٩)

"হে মুহাম্মাদ ! বলে দাও, তোমরা আল্লাহকে অস্বীকার করছো, যিনি দু' দিনে এ জমিন সৃষ্টি করেছেন। এবং অন্যদেরকে তাঁর সাথে শরীক করছো। তিনি সমগ্র জগতের পরওয়ারদিগার।"–(সূরা হামীম আস সাজদা ঃ ৯)

ওতবার চেহারা আবারও বিবর্ণ হয়ে গেলো। সে কাঁপতে শুরু করলো।

"আর কিছু বলো না বলে ওতবা হুজুরের মুখে হাত রেখে বললো, আমার কলিজা ফেটে যাবে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খামুশ হয়ে গেলেন। ওতবা উঠে সোজা কুরাইশ নেতাদের কাছে চলে গেলো। সকলে তার আপাদমস্তকের দিকে দেখতে লাগলো। বিস্মিত হয়ে গেলো সকলে।

ওতবা বললো—

ঃ কুরাইশ নেতারা ! আমি যে বাণী শুনেছি তা আর কখনো শুনিনি। আমার কথা যদি মানো, তাহলে আমি মনে করি তাকে কিছু না বলাই ভালো।

একথা শুনে আবু জেহেল হেসে ফেললো। বললো—

ঃ তোমার উপরও মুহাম্মাদের যাদুর ক্রিয়া হয়েছে।

ঃ তোমরা যা মুখে আসে তা-ই বলো। আমার মত এটাই। তাঁকে তাঁর পথে ছেড়ে দাও। যদি সে আরবের উপর বিজয়ী হয় তাহলে তোমাদেরই বাড়বে ইজ্জত। তা না হলে আরবদের হাতে সে হবে ধ্বংস। তোমাদের উপর কোনো দায়-দায়িত্ব পড়বে না।—রাগত স্বরে বললো ওতবা।

www.amarboi.org

ঃ এটা হতে পারে না।—বললো আবু লাহাব।

আবু সুফিয়ান জোশে বলে উঠলো—যদি আবু তালিব তাকে আশ্রয় না দিতো তাহলে আমরাই কবে তাকে খতম করে দিতাম।

ঃ আবু তালিবের কাছে কোনো প্রতিনিধি দল পাঠানো আমি ভালো মনে করি। তারা তাকে পরিষ্কার বলে দিয়ে আসুক। হয় তিনি তার ভাতিজাকে বুঝাবেন। সে যেনো আমাদের মূর্তিদের কুৎসা না রটায়। তা না হলে আমরা তাকে হত্যা করে ফেলবো।—বললো আবু জেহেল।

সকলেই একথায় সমর্থন দিলো। নেতাদের প্রতিনিধি দল আবু তালিবের কাছে যাবার সিদ্ধান্ত নিলো।

১৭

কুরাইশ প্রতিনিধি খাজা আবু তালিবের কাছে হাজির হলো। রীতি অনুযায়ী আবু তালিব সসম্মানে তাদেরকে স্বাগত জানালো।

ঃ বলুন আপনাদের আগমনের কারণ।—নীরবতা ভঙ্গ করে কথার সূচনা করলেন আবু তালিব।

ঃ আপনার তো জানা আছে, ভাতিজা মুহাম্মাদ কি শুরু করছে। কি অশান্তির আগুন ছড়াতে শুরু করেছে সে। সে আমাদের মাবুদদের কুৎসা রটাচ্ছে। এক খোদার ইবাদাত করতে বলছে সে। অথচ এ খোদাকে কখনো কেউ দেখেনি। আপনি তাকে ডেকে বলে দিন। সে যেনো এসব নতুন কথা আর না ছড়ায়। আমাদের বাপ-দাদার ধর্মকে খারাপ না বলে।

ঃ আমি কৃতজ্ঞ যে তোমরা অবশেষে আমার কাছে এলে। তোমরা তার ও তার অনুগামীদের উপর যে অত্যাচার নির্যাতন চালিয়েছো তা সহ্য সীমার বাইরে। তাদের পিঠ দেয়ালে ঠেকে গেছে। এ অবস্থায় নিতান্ত দুর্বল লোকরাও বেঁচে থাকার জন্য সংগ্রামে নেমে যায়। জিদ খুব খারাপ জিনিস। তোমাদের জিদ হলো মুহাম্মাদ তোমাদের মূর্তিদেরকে গালমন্দ করে। আর তাদের জিদ হলো তারা এক আল্লাহর ইবাদাতের দাওয়াত দেবে। এ জিদই সকল গণ্ডগোলের মূল। তোমরা ভালো ব্যবহার করো। তারা ফিরে আসবে। আমার এসব কথা দ্বারা একথা মনে করো না, আমি বাপ-দাদার ধর্ম ত্যাগ করেছি। আমি শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত বাপ-দাদার ধর্মে অটল থাকবো। আমাদের মাবুদদের অসম্মান বরদাশত করবো না। কিন্তু আমার কর্মপদ্ধতি ভিন্নরূপ। আমি কাউকে খারাপ বলবো না। কারো খারাপ কথাও শুনতে পারবো না। তোমরা এ নীতি অবলম্বন করো। এক নিঃশ্বাসে বলে চললো আবু তালিব—আজই আমি মুহাম্মদকে ডেকে বুঝিয়ে বলে দেবো। সে আমার কথা শুনবে বলে আমার বিশ্বাস। তোমরা তার সাথে বাড়াবাড়ি বন্ধ করে দেবে।

www.amarboi.org

সে নতুন ধর্ম প্রচার না করলে আমরাও তার উপর বাড়াবাড়ি করবো না।—বললো একজন।

মুশরিক প্রতিনিধি উঠে গেলো। ফলাফল জানার জন্য অপেক্ষমান জনতার কাছে গিয়ে আবু তালিবের সাথে আলাপ-আলোচনার সারকথা শুনালো। তাদের অধিকাংশ লোক একথায় একমত হলো না। তারা বললো এতে কোনো লাভ হবে না। মুহাম্মাদ তার কাজ করেই যাবে। আর মুসলমানের সংখ্যা দিন দিনই যাবে বেড়ে। বরং তাকে কোনো বড় পদ দিয়ে এখনই আমাদের মধ্যে শামিল করে নাও। আবু তালিবকে বলো সে যদি আমাদের ধর্মে না আসে তাকে আমরা হত্যা করে ফেলবো। আবু সুফিয়ান আবু লাহাব চেয়েছিলো তাই। তারা এ প্রস্তাবে বেশ সাড়া দিলো।

পরের দিন নতুন প্রস্তাব নিয়ে প্রতিনিধি দল আবার আবু তালিবের কাছে গেলো। আবু তালিব তাদের নতুন প্রস্তাব শুনলেন। এবং মুহাম্মাদ সহ সামনা সামনি কথা বলতে রাজী হলেন। কিন্তু শর্ত দিলেন মুহাম্মাদের সামনে কথা ভদ্রতার সাথে বলতে হবে।

আবু তালিব প্রিয় ভাতিজা মুহাম্মাদকে এখানে আসার জন্য খবর পাঠালেন। সাদা পোশাক পরে কাঁধে কালো শাল ঝুলিয়ে হাতে লাঠি নিয়ে চিত্তাকর্ষক চেহারায় মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চাচার দরবারে এলেন। আস্‌সালামু আলাইকুম বলে আবু তালিবের কাছে গিয়ে বসলেন।

আবু তালিব বললো, প্রিয় ভাতিজা! আমি তোমাকে ডেকেছি। আমি জানি তোমার সাথে সীমার অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি হয়েছে। হয়েছে জবর যুলুম। এসব তুমি ভুলে যাও।

হুজুরের চেহারা সবসময়ই উজ্জ্বল থাকতো। তিনি সুন্দরভাবে মুচকি হেসে বললেন, এ কিছু না চাচা। এতে আমার কোনো দুঃখ নেই। সৃষ্টির প্রথম থেকে আজ পর্যন্ত প্রত্যেক নবী-রাসূলকে তার জাতি এভাবে উত্যক্ত করেছে। কষ্ট দিয়েছে। আমিও আল্লাহর রাসূল। আমার উপরও জোর যুলুম হবে। অত্যাচার হবে এটাই স্বাভাবিক। আমি এতে কষ্ট পাবো না। মনক্ষুণ্ণও হবো না।

মক্কার কাফেররা হুজুরের মুখে আল্লাহর নামের উচ্চারণ শুনে তেলে বেগুনে জ্বলে উঠলো। কিন্তু তারপরও সন্ধির সময় রেগে যাওয়া সঙ্গত নয় মনে করে চুপ হয়ে গেলো। আবু লাহাব ধীরস্থিরভাবে মুরব্বির মতো গম্ভীর স্বরে সর্বপ্রথম বলে উঠলো—

ঃ তুমি জানো এখানে আমরা সকলে জাতির ও দেশের সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি ও নেতা। যে কথা আমরা বলি, সকলেই তা শুনে। তুমি কি একথা অস্বীকার করতে পারবে?

ঃ আমি জানি আপনারা তাই।—মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জবাব দিলেন গম্ভীরভাবে।

www.amarboi.org

ঃ তাহলে শুনো সমগ্র জাতি আজ আমাদেরকে পাঠিয়েছে তোমার সাথে একটা ফয়সালা করার জন্য। যে কলহ ফাসাদ তুমি এ জাতির মধ্যে সৃষ্টি করে দিয়েছো তাতে গোটা জাতি বড় সংকটে পড়ে গেছে। তুমি বুঝমান মানুষ। জাতির সমস্যা সম্পর্কে তুমিও অবগত। এহ্সান করো জাতির উপর। সমস্যা আর যেনো না বাড়ে।

ঃ আমি জাতিকে কোনো সমস্যায় বন্দী করিনি। বরং আমার জাতি আমার উপর বাড়াবাড়ি করছে নির্মমভাবে। আমাকে ও আমার সাথীদেরকে নিক্ষেপ করেছে কঠিন সমস্যায়। আমার উপর যুলুম নির্যাতন চালাচ্ছে। এজন্য আমি কোনো পরওয়া করি না। কিন্তু আমার সাথী যারা নিপরাধ তাদের উপর যে যুলুম নির্যাতন হচ্ছে তা মানবতার ইতিহাসে এক বিরল ঘটনা।

ঃ ঠিক তাই হয়েছে। ভুল করেছি আমরা। এখন এসেছি মিমাংসার জন্য। প্রিয় ভাতিজা ! তোমার যাকিছু প্রয়োজন, যা তুমি চাও, বলো, আমরা সকলে মিলে তোমাকে তা দেবো অবশ্যই।—আবু লাহাব বললো।

ঃ চাচা! আল্লাহ্র শপথ, আমার তো প্রয়োজন নেই কোনো কিছুরই।

তাহলে তুমি কি চাও ? বললো আবু লাহাব।

ঃ আমি চাই, তোমরা মূর্তি পূজা ছেড়ে দাও। আর এক খোদার ইবাদাত করো। যিনি সারা পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা। যিনি মানুষ ও জ্বিন জাতি সৃষ্টি করেছেন। যিনি ধন-দৌলত ও মান-সম্মানের মালিক। জীবন ও মৃত্যু যার হাতে। যিনি সর্ব শক্তিমান। যিনি এক ও একক খোদা। যিনি কুন—'হয়ে যাও' বলার সাথে সাথে ফাইয়াকুন 'হয়ে যায়'। এরপর তিনি কুরআনের আয়াত তিলাওয়াত শুরু করলেন—"আসমান ও জমিনের মধ্যে যাকিছু আছে সবই আল্লাহ্র। তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ মর্যাদাশীল।" তিনি আরো তেলাওয়াত করলেন —"তোমরা কি আল্লাহ্ ছাড়া আর কাউকে তোমাদের বন্ধু মনে করছো। অথচ তিনিই তোমাদের প্রকৃত বন্ধু। মৃতকে তিনিই জীবিত করেন। প্রতিটি কাজই তিনি করতে সমর্থ।"

প্রতিনিধি দলের সদস্যগণ হুজুরের এ ভাষণ শুনে হতভম্ভ হয়ে গেলো। তারা আবু তালিবকে বললো—

ঃ শুনলে তো তোমার ভাতিজার কথা। একি মীমাংসার কথা ? তোমাকে একদিনের সময় দিলাম। এর মধ্যে সিদ্ধান্ত দিবে তুমি মুহাম্মাদের পক্ষ ত্যাগ করবে কিনা। যদি না করো তোমার বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রাম শুরু হবে। তোমার নেতৃত্বে আমরা অনাস্থা দেবো। দেব-দেবীর চেয়ে তুমি বেশী মর্যাদাশালী নও।

তারা চলে গেলে আবু তালিব বললো—ভাতিজা! শুনলে ওদের কথা। আমি একা তো ওদের মুকাবিলা করতে পারবো না।

www.amarboi.org

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বুঝলেন, চাচা দায়িত্বমুক্ত হতে চায়। পানিতে ভেজা চোখে বললেন, "আল্লাহর কসম করে বলছি এরা যদি আমার এক হাতে সূর্য আর এক হাতে চাঁদও এনে দেয় তারপরও আমি আমার দায়িত্ব হতে সরে আসবো না।"

হুজুরের কথায় আবু তালিব প্রভাবিত হয়ে পড়লো। সে হুজুরকে বললো, যাও, তুমি নিশ্চিন্ত থাকো। আমার জীবন থাকতে তারা কিছুই করতে পারবে না তোমার।

১৮

বনি বকরের নির্দোষ যুবতী মেয়ে, অনাথ নারী ও শিশুদেরকে গ্রেফতার করে নিয়ে গেলো লুটেরা দস্যুরা। তাবুগুলো ভেঙ্গেচুরে তছনছ করে সব সামগ্রী নিয়ে চলে গেছে তারা। এ সময় এখানে নাখলেস্থানে পড়ে ছিলো কিছু লাশ ও আহত কিছু সংখ্যক নারী।

সূর্যের গরমে বালুরাশি আগুনের মতো জ্বলছে। বাতাস হয়ে গেছে ভীষণ গরম। গরম বাতাস থেকে যেনো উলকা ছুটছে। গরম বাতাস নাখলেস্থানকেও গরম বানিয়ে রেখেছে। আহতদের শরীর হতে ঝরছে রক্ত। গরম বাতাস তাদের গায়ে তীরের মতো বিঁধছে। শরীর জ্বলছে। পিপাসায় কাতরাচ্ছে তারা। উঠতে পারছে না। তাদেরকে পানি দেবার ও ব্যাণ্ডেজ বাঁধার মতো একজন লোকও নেই ওখানে।

গোটা দিন এভাবে কাটাবার পর সন্ধ্যার দিকে তাদের পুরুষ লোকেরা নাখলেস্থানে এসে পৌছলো। লণ্ডভণ্ড নাখলেস্থানকে দেখে হতভম্ব ও স্তম্ভিত হয়ে গেলো তারা। সকলের আগে ছিলো হারিস। বিমর্ষিত হয়ে পড়লো সে। নাখলেস্থানে প্রবেশ করেই বলে উঠলো—হায়! মাবুদের কসম, আমাদের সমস্ত তাবুতে তো লুটতরাজ হয়ে গেছে। রক্ত বহানো হয়েছে। অবশ্যই বনি বকরের দুঃসাহাসী মেয়েরা তাদের সাথে যুদ্ধ না করে ছাড়েনি। নতুবা এত রক্তের দাগ কেনো? আমাদের অনুপস্থিতির সুযোগে শিশু, বাচ্চা, নারীদের উপর অত্যাচার করে সব লুট করে পালিয়েছে।

সামনে পড়লো বনু বকর গোত্রের সরদার আদী। চীৎকার দিয়ে আদী বলে উঠলো—দেখো হারিস। ওদিক থেকে নারী কণ্ঠের কাতরানী শুনা যাচ্ছে। আমাদের সব ধ্বংস হয়ে গেলো। জামিলা --- রোকাইয়া ---- আমাদের মেয়েরা সব লুট হয়ে গেছে।

হারিস ও আদী গেলো আহত নারীদের কাছে। বললো, পানি আনো তাড়াতাড়ি অনেকেই এখনো জীবিত। তারা অজ্ঞান। পানি আনা হলো। তারা আহত ও অজ্ঞান মেয়েলোকদের উপর ছিটিয়ে দিতে লাগলো পানি। তারা

www.amarboi.org

চোখ খুললো। ক্রমশঃ সুস্থ হয়ে উঠলো। বনি কাহ্তান গোত্রের লুটেরাদের এ নির্মম অত্যচার ও লুটতরাজ করার খবর এরা শুনলো মহিলাদের মুখে সবিস্তারে।

তারা বললো, আমরা কিছুই জানতাম না। অতর্কিত আক্রমণ। হাতে অস্ত্র উঠাতেও সময় পাইনি। তারপরও আমরা লড়েছি। আমাদের অনেক বোনকে হত্যা করেছে তারা।

উত্তেজিত হয়ে আদী বললো—

ঃ মাবুদদের কসম ! এ অসভ্য লুটেরা হায়েনাদের আক্রমণের প্রতিশোধ আমরা নেবো। লজ্জার ব্যাপার। লড়াই করে আমাদের অনেক মেয়ে মারা পড়েছে। কাহ্তান বংশের একটি পুরুষও মরলো না।

ঃ এমন নয় নেতাজী। এমন হয়নি। জামিলা আর রোকাইয়া বনি কাহ্তান গোত্রের দু'জন পুরুষকে অতর্কিত আক্রমণ করে হত্যা করে আমাদেরকে লজ্জা হতে বাঁচিয়েছে।—একজন মেয়ে বলে উঠলো।

ঃ তারা কি আহত হয়েছে ? জিজ্ঞেস করলো আদী।

ঃ তারা কেউ আহত হয়নি। তবে তাদেরকে সেই কাপুরুষরা গ্রেফতার করে নিয়ে গেছে।

ঃ কোনো পরওয়া নেই। এসো হারিস। বনি কাহ্তান গোত্রের কাপুরুষদের আমরা দেখে নেই।—আদী বললো।

লাশ দু'টি এককোণে পড়েছিলো। তারা ওখানে গিয়ে প্রতিশোধ জিঘাংসায় লাশ দু'টির মুছলা নাক, কান ও চোখ তুলে নিলো। জিঘাংসা মিটাবার এটা ছিলো আরবের প্রচলিত রীতি।

তারা নিজ গোত্রের মৃত নারীদের লাশ দাফন করার ব্যবস্থা করলো। আহতদের চিকিৎসা করাবারও ব্যবস্থা নিলো। এভাবে রাতটা তারা কোনো রকমে কাটালো। ভোরে ঘুম থেকে উঠার পর আদী বনি বকর গোত্রের সকল লোককে ডেকে এনে বললো—

ঃ বনি বকরের চোখের মণিরা ! তোমরা ভালো করেই জানো বনি কাহ্তান গোত্রের শক্তি ও ক্ষমতা আজকাল খুব বেশী বেড়ে গেছে। আমরা তাদের মুকাবিলা করতে সমর্থ নই। কিন্তু আমরা যদি আমাদের গোত্রের নিহত মহিলাদের প্রতিশোধ গ্রহণ না করি তাহলে তারা ভবিষ্যতে আরো জোর যুলুম ও লুট করার সাহস পাবে। আরবে আমরা দুর্বল হিসাবে পরিচিত হবো। মান-সম্মান ক্ষুণ্ন হবে। তাদের থেকে প্রতিশোধ নিতে হবে। আমরা একা এটে উঠতে পারবো না। এখন ভাবো আমরা কার থেকে সাহায্য নিতে পারি।

সকলেই বললো—

www.amarboi.org

ঃ হামরা ও আযাছার কাছে সাহায্য চাওয়া যেতে পারে। আশা করা যায় তারা আমাদের সাহায্য করবে। সকলে তৈরি হয়ে হামরার দিকে রওনা হলো।

১৯

আবু তালিবের দরবার থেকে মুশরিক প্রতিনিধি দলের নেতারা ক্ষেপে উঠে চলে গেলো। অপেক্ষমান জনতার কাছে গিয়ে তারা উত্তেজিত ভাষায় ঘোষণা করলো—

ঃ ভাইসব ! মুহাম্মাদ কোনো মীমাংসা করতে রাজী নয়। আমরা আমাদের বয়োবৃদ্ধ নেতা আবু তালিবকে বলে এসেছি তার সঙ্গ ছেড়ে দিতে। নতুবা আমরা তার বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা গ্রহণ করবো। একদিনের সময় দিয়ে এসেছি আমরা। এ সময়ের মধ্যে তিনি যদি তার ভাতিজাকে বুঝিয়ে শুনিয়ে ঠিক করতে পারে তো ভালো কথা। নতুবা মুহাম্মাদ, সকল মুসলমান ও তাদের সহযোগীদের উপর এমন শাস্তি আরোপ করতে হবে যাতে তাদের জীবন দুর্বিসহ হয়ে উঠে।

ঘোষণা করে দাও মুহাম্মাদ প্রবেশ করতে পারবে না খানায়ে কাবায়। সকলকে জানিয়ে দাও যে জায়গায় সে যাবে—বাজার হোক, পথে-ঘাটে হোক পাহাড়ে হোক যেখানেই সে যাবে তার সাথে তোমরা থাকবে। তাকে কারো সাথে কথা বলতে দেবে না। শোরগোল করবে। ইসলাম ও মুসলমানদেরকে খারাপ বলবে। খারাপ বলবে মুলমানদের খোদাকে, মুহাম্মাদকে কম বয়সের ছেলেদের লাগিয়ে দেবে। তারা যেনো মুসলমানদের সাহায্যকারীদের উপর বালু মারে, পাথর নিক্ষেপ করে। ইট ছুড়ে। তাকে এমনভাবে উত্যক্ত করতে হবে যাতে সে নতুন ধর্ম ত্যাগ করে। আমাদের ধর্মে ফিরে আসে। ঘোষণা শুনে সকলে চলে গেলো।

পরের দিন আবু তালিবের কাছ থেকে কোনো খবর এলো না। তারা বুঝে নিলো মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নতুন দীন থেকে ফিরে আসবে না। আবু তালিবও ছেড়ে দেবে না তার সঙ্গ। আবু জেহেল জনসভা ডাকলো আবার। বললো, ভাইসব ! আবু তালিব ও মুহাম্মাদ আমাদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছে। তোমরা এখন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাজে নেমে যাও।

জাতীয় নেতাদের কাছ থেকে প্রশ্রয় পেয়ে চরিত্রহীন বদমাইশ লোকগুলো আশকারা পেয়ে গেলো। ঘটনাক্রমে জুবাইর ইনবুল আওয়াম বাজারে গিয়েছেন। বদমাইশগুলো তো ছিলো সুযোগের সন্ধানেই। তারা লেগে গেলো তার পেছনে। তারা শুরু করলো তালি বাজাতে। বালু উড়াতে। পাথর মারতে।

www.amarboi.org

জুবাইর ছিলো শক্তিশালী যুবক। রাগ ধরলো তার। ধমক মারলো তাদেরকে। কিন্তু তারা তাকে গালাগাল দিতে শুরু করলো।

ধনী মানুষও ছিলেন যুবাইর। তেমনি মর্যাদাশালীও। তাদের বংশেরও নামডাক ছিলো। ছেলেপেলেদের এসব কর্মকাণ্ড খুবই খারাপ লাগলো তার। পরিবেশ পরিস্থিতিও তিনি ভালো বুঝতেন। তিনি বুঝালেন এসব কাফেরদের ষড়যন্ত্রের ফল। তারা লেলিয়ে দিয়েছে এসব বখাটেদেরকে। চুপচাপ চলে এলেন তিনি। ঐদিন আর কোনো মুসলমানকে চলাফিরার পথে বা অন্য কোথাও দেখা যায়নি।

দ্বিতীয় দিনও বদমাইশ ছেলেপেলেরা মুসলমানদের পেছনে লেগে উত্যক্ত করে তুলছিলো তাদেরকে। খুব খারাপ লেগেছে তাদের। রাগও ধরেছিলো। দুর্বল হবার কারণে সবই সহ্য করতে হলো তাদেরকে। কিছু উচ্চবাচ্য করলে হত্যাও করা হতে পারে। তাই রাগ সম্বরণ করতেই হলো। ঐসব বদমাইশ ছেলেপেলেরা তাদের ঘরের কাছে এসে এসে দিতো গালি। বাজাতো তালি। বড় বড় পাথর উঠিয়েও ঘরের দরযায় নিক্ষেপ করতো। বাড়ীর পাশে ময়লা ফেলতো। হয়রান পেরেশান হয়ে ঘরের বাইরে যাওয়া বন্ধ করে দিলো মুসলমানরা।

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হারাম শরীফে গিয়েই নামায পড়তেন। তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে হারাম শরীফের দিকে রওনা হলেন। আওয়ারা ছেলেপেলেরা দলে দলে তার পিছু নিলো। তার ব্যক্তিত্বের ছটায় বেশী এগুতে পারলো না তারা। হারাম শরীফের দরযায় পৌছলে তাঁর পথ রোধ করে দাঁড়ালো আবু জেহেল, আবু সুফিয়ান, ওতবা, ওয়ালিদরা।

ঃ আজ থেকে হারাম শরীফের দরযা তোমাদের জন্য বন্ধ। আমাদের মাবুদদের যিয়ারত করার যোগ্য তুমি নও।—রাগত স্বরে বললো আবু জেহেল।

ঃ আবু জেহেল ! দিন দিন তুমি ভ্রষ্টতা ও শিরকের পথে বেশ এগিয়ে এগিয়ে চলছো। খানায়ে কাবায় আমি তোমাদের মূর্তিদের যিয়ারতে যাই না। যাই মাকামে মাহমুদে—প্রশংসিত জায়গায়। তোমাদের ও আমাদের আদি পিতা ইবরাহীম খলিলুল্লাহর বানানো ঘর। নামায পড়তে যাচ্ছি সেখানে। খানায়ে কাবায় যাবার পথ রুদ্ধ করার অধিকার কারো নেই।

আবু জেহেল অট্টহাসি দিয়ে উঠলো। বললো—

ঃ এসব লোকদের দেখো এরা সকলে কুরাইশ ও মক্কার সম্মানিত ব্যক্তিত্ব। এদের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত। কোনো মুসলমান খানায়ে কাবায় প্রবেশ করতে পারবে না। হারাম শরীফের দরযা সকল সময়ের জন্য মুসলমানদের জন্য বন্ধ।

www.amarboi.org

ঃ কার জন্য কখন খানায়ে কাবার দরযা বন্ধ হয়, কে কখন ওখানে প্রবেশ করতে পারবে, কখন পারবে না তা খোদা ছাড়া কেউ বলতে পারবে না। মুসলমানদের উপর যুলুম পীড়ন করে আল্লাহর কহর ডেকে এনো না।— অত্যন্ত সংযত ও গম্ভীর স্বরে ব্যক্তিত্বের সাথে কথাগুলো বললেন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

আবু সুফিয়ান হাসলো। তাচ্ছিল্যের স্বরে বললো, তোমার খোদাকেই মানি না। আবার খোদার কহর কি?

ঃ কহর যখন আসবে, চোখে মুখে পথ দেখবে না। সময় পাবে না এক মুহূর্ত তখন শুধু আফসোস করবে।

ঃ খোদার কহর নাযিল হলে তোমার কাছে সাহায্যের আবেদন নিয়ে যাবো না।

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অবশেষে খানায়ে কাবায় প্রবেশ করতে পারলেন না। এদিন থেকে আল্লাহর আনুগত্যশীল বান্দাদের জন্য খানায়ে কাবায় প্রবেশ করা রুদ্ধ হয়ে গেলো।

এদিকে মুসলমানরাও কাফেরদের মুকাবিলা করার জন্য রাসূলের অনুমতি চাইতে লাগলো। রাসূল বললেন—আল্লাহর হুকুম ছাড়া আমি তোমাদেরকে যুদ্ধের অনুমতি দিতে পারি না।

আবদুল্লাহ বিন মাসউদ ছিলেন একজন সাহাবী। তিনি ছিলেন খুব আবেগ প্রবণ। তিনি এ সময়ে চাইলেন খানায়ে কাবায় গিয়ে উচ্চস্বরে কুরআন তেলায়াত করতে। অবস্থার নাজুকতার জন্য মুসলমানগণ তাকে যেতে বারণ করলেন। তিনি থামলেন বলে মনে হলো। আসলে সুযোগের অপেক্ষায় রইলেন তিনি। একদিন সুযোগ পেয়েই তিনি হারামে ঢুকে পড়লেন। ওরা তাকে বাধা দিতে দিতে তিনি মাকামে ইবরাহীমে পৌঁছে সূরা আর রহমান পড়তে লাগলেন। শব্দ শুনে কাফেররা দৌড়ে এলো। তাকে কিল ঘুষি লাথি-চড়-পাথর ইত্যাদি মারতে লাগলো। এদিকে তার ভ্রূক্ষেপ নেই। তিনি তেলাওয়াত করে চলছেন। তার সারাদেহ রক্তাক্ত হয়ে গেলো। সূরা রহমানের তেলাওয়াত শেষ করেই চলে এলেন তিনি।

কুরআন তেলাওয়াত শুনলে মানুষ প্রভাবিত হয়ে পড়ে। তাই কাফেররা উচ্চস্বরে কুরআন পড়তে নিষেধ করতো। কেউ ঘরে বসে তেলাওয়াত করলেও তারা তাকে মারপিঠ করতো।

হযরত আবু বকর কুরাইশদের একজন বড় নেতা ছিলেন। সম্পদশালী ছিলেন তিনি। তিনিও তাদের কারণে আওয়াজ করে তেলাওয়াত করতে পারতেন না। মুসলমানদের জানমাল ইজ্জত আবরু বিপন্ন হয়ে পড়লো।

www.amarboi.org

এই বেহাল অবস্থায় হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুসলমানদেরকে হাবশায় হিজরত করার অনুমতি দিলেন। এ অনুমতিতে মুসলমানরা খুশী হলো। কুরাইশরা আগে ব্যবসার জন্য হাবশা যেতো। তাই ওখানকার নিয়ম-নীতি তারা জানতো।

সে সময় হাবশার বাদশাহ ছিলেন ঈসায়ী ধর্ম পালনকারী নাজ্জাশী। এ নাজ্জাশী নামেই তিনি ইতিহাস খ্যাত।

মুসলমানরা জানতো কাফেররা তাদেরকে সহজে হাবশায় হিজরত করতে দেবে না। বাধা দিবে। হিজরতের প্রস্তুতি করতে লাগলো গোপনে গোপনে। তারা পঞ্চম হিজরীতে হাবশা যাত্রার জন্য মক্কা হতে জিদ্দাভিমুখে জন্মভূমি ত্যাগ করে কাফেরদের অলক্ষ্যের সুযোগে রওনা হলো।

এ অভিযানে বারজন পুরুষ ও চারজন মহিলা অংশ নেয়। পুরুষরা হলেন—হযরত ওসমান ইবনে আফফান, জুবাইর ইবনুল আওয়াম, আবদুল্লাহ বিন মাসউদ, আবু হুযাইফা বিন ওতবা, মাসআব ইবনে ওমাইর, আবদুর রহমান ইবনে আওফ, আবু সালমা মাখজুমী, ওসমান ইবনে মাজউন হাজামী, আমের ইবনে রাবিয়া, আবু হুরাইরা ইবনে আবী আহাম, হাতিব ইবনে ওমর, সুহাইয়েল ইবনে বায়দার।

মহিলাগণ হলেন—হুজুরের কন্যা ও ওসমানের স্ত্রী রোকাইয়া, আবু হুযাইফার স্ত্রী সাহলা, উম্মে সালমা, আমেরের স্ত্রী লাইলা এরাই হলো মুহাজিরদের প্রথম কাফেলা হাবশার অভিমুখে যাত্রাকারী।

২০

সকালেই মক্কার কাফেররা জানতে পারলো কিছু মুসলমান হাবশায় হিজরত করছে। ঘটনা ছিলো নতুন ও আকস্মিক। মক্কায় কাফেরদের মধ্যে একটা হৈ চৈ পড়ে গেলো। তারা ভাবলো এরা হাবশায় গিয়ে তাদের মাবুদদের সম্পর্কে কুৎসা রটাবে। এতে ওদের ধর্মের হবে বেইজ্জতি। তাদের মাবুদদের ব্যাপারে আরবের বাইরে কোনো কুৎসা রটনা তারা পসন্দ করলো না। দুর্ভাবনায় পড়লো তারা।

নেতৃবৃন্দ বসে গেলো। পরামর্শ শুরু হলো, কি করা যায়। সিদ্ধান্ত হলো ষাট সত্তরজন লোকের একদল বাহাদুরকে হাবশায় তাদেরকে ধরে আনার জন্য পাঠাবে। তারা আসতে না চাইলে সকলকে হত্যা করে ফেলবে।

সাথে সাথে রওনা হয়ে গেলো কাফেরদের সত্তরজন লোক উটে চড়ে। হাবশায় হিজরতকারীদের পায়ের চিহ্ন দেখে দেখে তারা দ্রুত চলতে লাগলো জিদ্দার দিকে। বন্দরে গিয়ে শুনলো হাবশাগামী জাহাজ মুহাজিরদেরকে খুব সস্তা ভাড়ায় উঠিয়ে নিয়ে বন্দর ছেড়ে চলে গেছে। তখন জিদ্দা বন্দরে ছিলো না

www.amarboi.org

অন্য কোনো জাহাজ। কাফেররা পাঠিয়েছিলো যাদেরকে তারা ছিলো ফরমায়েশ খাটালোক। যতটুকু বলা হবে, ততটুকুই করবে। জিদ্দা হতে কোনোদিকে যাবার জন্য তাদেরকে বলা হয়নি। ফিরে এলো তারা মক্কায়। খবর শুনে রাগ হলো সরদাররা। কিন্তু করার ছিলো না কিছু।

হাবশার কাফেলা কাফেরদের হাত থেকে বেঁচে গেলো। মক্কার মুসলমানদের কড়া নজরে রাখলো তারা। অসহায় গরীবদের উপর এত অত্যাচার যুলুম চালালো যা পৃথিবীর ইতিহাসে নেই। মক্কার প্রশস্ত জমি মুসলমানদের জন্য হয়ে উঠলো সংকীর্ণ। নিষ্ঠুরতা বর্বরতা যুলুম সয়ে যেতে থাকলো অনবরত। আল্লাহকে স্মরণ করতে কোনো ত্রুটি নেই। যুলুমের পর যুলুম সইতে সইতে আর পারছিলো না তারা। এ অবস্থা দেখে চিন্তিত হয়ে পড়লেন হযরত আবু বকর ।

তিনি দাস-দাসীদের কিনে ফেলতে চাইলেন। চেষ্টাও করলেন। বাধ সাধলো কাফেররা। তারা তার কাছে দাস-দাসী বিক্রি করতে অস্বীকার করে বসলো। বাধ্য হয়ে অন্য লোক লাগিয়ে চড়া মূল্য দিয়ে মুসলমান দাস-দাসীদের খরিদ করে মুক্ত করে দিলেন। এদের মধ্যে ছিলেন হযরত বিলাল ও হযরত আমের। বাকী ৪জন ছিলেন দাসী। এরা হলেন হযরত লুবনা, জিতরা, মাহজিয়া, উম্মে উবাইয।

নতুন নতুন পদ্ধতিতে কাফেররা মুসলমানদের উপর করতে লাগলো যুলুম। মক্কায় বসবাস করা হয়ে উঠলো দুষ্কর। গোপনে গোপনে তাই দু'জন চারজন করে হাবশায় হিজরত শুরু করলো তারা। আবু তালিবের ছেলে জাফর তাইয়ারও হাবশায় চলে গেলেন। সকলে মিলে প্রায় তিরাশীজন মুসলমান এখানে পৌছে শান্তিতে বসবাস করতে লাগলেন।

হাবশায় মুসলমানদের এ শান্তি মক্কার কাফেরদের জন্য সহ্য হলো না। ডাকলো পরামর্শ সভা। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মূল্যবান উপঢৌকন দিয়ে ওখানে প্রতিনিধি পাঠালো তারা। আরব আর হাবশার মধ্যে আগ থেকে ছিলো ব্যবসায়ী চুক্তি। তাদের আশা ছিলো মুহাজিরদের ফেরত চাইলে নাজ্জাশী রাজী হয়ে যাবে বিনা বাক্য ব্যয়ে। প্রতিনিধি দলের নেতা ছিলো কুরাইশদের বড় কূটনৈতিক ওমর ইবনুল আস ও আবদুল্লাহ বিন রবিয়া। হাবশাবাসীরা জানতে পারলো আরব কুরাইশদের জাকজমকপূর্ণ প্রতিনিধিদের আগমনের খবর। গরীব মুসলমানদের আগমনের কথাও তারা এর আগে জেনেছিলো।

যে কোনো কৌশলে কুরাইশ প্রতিনিধি দল অসহায় মুসলমানদের হাত করতে চাইলো। তারা মুসলমানদেরকে তাদের কাছে ফেরত দিতে বাদশাহকে মত করাতে নাজ্জাশীর দরবারের মন্ত্রী পরিষদকে উৎকোচ দিয়ে রাজী করিয়ে নিয়েছিলো।

www.amarboi.org

কুরাইশ দল শানদার রাজ দরবারে উপস্থিত। ওমর বিন আস ও আবদুল্লাহ বিন রবিয়া মাটির সাথে মাথা ঠেকিয়ে বাদশাহকে সালাম জানালো। সাথে সাথে অন্যান্যরাও করলো তা-ই। মক্কা হতে আনা মহামূল্যবান উপহার-উপঢৌকন পেশ করা হলো রাজ দরবারে।

নাজ্জাশী বাদশাহ আরব দলপতিকে জিজ্ঞেস করলো তাদের আগমনের কারণ।

দলপতি ওমর বিন আস কুর্নিশ করে বলতে শুরু করলো—

ঃ জাঁহাপনা ! আমাদের শহরে আবির্ভাব ঘটেছে এক যাদুকরের। নাম তার মুহাম্মাদ। সে একটি নতুন ধর্মের জন্ম দিয়েছে। যার সাথে মিল নেই অন্য কোনো ধর্মের। আমাদের শহরের কিছু মূর্খ ও গরীব লোক তার যাদুমন্ত্রে প্রভাবিত হয়ে গ্রহণ করে ফেলেছে ঐ ধর্ম। এ ধর্ম ছেড়ে দিতে তাদের চাপ দিলে এ মূর্খের দল আরব ত্যাগ করে আপনার দেশেও গণ্ডগোল পাকাতে চলে এসেছে। এসব লোকদেরকে ফেরত নেবার জন্য আরবের নেতৃবৃন্দ আমাদেরকে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন।

বাদশাহ নাজ্জাশী তাদের কথা শুনে নড়েচড়ে উঠে বিস্ময় প্রকাশ করে বললো—

ঃ নতুন ধর্ম জন্ম দিয়েছে, যাদুমন্ত্রে প্রভাবিত হয়েছে—একথা তো বুঝে উঠতে পারছি না।

ঃ বাদশাহ জাঁহাপনা ! তাইতো। যারা একবার তার সাথে কথা বলে সে-ই তার প্রতি হয়ে যায় আকৃষ্ট। একটা অশান্তি ও কলহ সৃষ্টি করে দিয়েছে সে আমাদের দেশে।

ঃ আমি ওদেরকে আমার দরবারে ডাকবো। তাদেরকে দেখতে আমি আগ্রহী। তারা নিজেদেরকে কি বলে ডাকে।

ঃ তারা নিজেদেরকে 'মুসলমান' বলে। বলুন এটাও কি একটা নাম। বললো ওমর।

এবার ঘুষখোর বয়োবৃদ্ধ প্রধানমন্ত্রী দাঁড়ালো। সে বললো—

ঃ জাঁহাপনা এরা নতুন মুসলমান, নতুন ধর্মের পূজারী। তাদের সাথে কথা বলেছি। তাদের আকীদা আজব ধরনের। তারা না ইহুদী, না ঈসায়ী, না মূর্তি পূজারী। তারা না আবার এ দেশে তাদের ধর্ম প্রচার শুরু করে দিয়ে অশান্তি ছড়ায়। তাদেরকে তাদের দেশের লোকদের হাতে ফেরত দিয়ে দেয়াই ভালো মনে করি। দেশ অনিষ্ট হতে বেঁচে যাবে।

ঃ এখন কোনো মত দিতে পারছি না। আচ্ছা ওদেরকে আমার দরবারে হাজির করুন।

www.amarboi.org

বাদশাহর সেনাপতির সাথে রাজ দরবারে উপস্থিত হলেন মুসলমানগণ। সকলে বাদশাহকে জানালেন সালাম। বাদশাহ তাদেরকে বসতে দিলেন চেয়ারে। জিজ্ঞেস করলেন—

ঃ তোমরা কি নতুন ধর্ম বানিয়েছো। যে ধর্মের মিল কোনো ধর্মের সাথে নেই।"

জাফর তাইয়ার জবাব দেবার জন্য দাঁড়ালেন। বলতে লাগলেন—

ঃ বাদশাহ নামদার, আমরা ছিলাম মূর্খ। ছিলাম মূর্তি পূজারী। মৃতের গোশত খেতাম। হারাম হালালের কোনো ভেদ-বিচার করতাম না। দুষ্কৃতিতে ছিলাম নিমগ্ন। প্রতিবেশীর সাথে করতাম খারাপ আচরণ। ভাইয়ের উপর ভাই করতাম যুলুম অবিচার। শক্তিশালী পিষে মারতো দুর্বলকে। দুনিয়ার সব দোষ ছিলো আমাদের মধ্যে। আমাদের উপর বর্ষিত হয়েছে আল্লাহর অপার রহমত। তিনি আমাদের কাছে পাঠিয়েছেন একজন নবী। তাঁর ভদ্রতা আমানতদারী সত্যবাদিতা, বিশ্বাসযোগ্যতা প্রশ্নের বাইরে। তিনি আমাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিয়েছেন। আমাদেরকে শিখিয়েছেন পাথরের পূজা না করতে। সদা সত্য কথা বলতে। খুন খারাবী না করতে। ইয়াতীমের মাল নাহকভাবে না খেতে। প্রতিবেশীর প্রতি লক্ষ্য রাখতে। নারীদের অপবাদ না করতে। নামায পড়তে। রোযা রাখতে। আমরা তাঁর দাওয়াত গ্রহণ করেছি। আল্লাহর উপর এনেছি ঈমান। মূর্তিপূজা ও শিরক দিয়েছি ছেড়ে। দুষ্কর্ম থেকে ফিরে এসেছি।

আমাদের এ অপরাধে আমাদের জাতি আমাদের জীবনের দুশমনে পরিণত হয়েছে। করেছে আমাদের উপর অনেক বাড়াবাড়ি। আমাদের উপর এমন অমানবিক যুলুম অত্যাচার করেছে যা শুনলে শরীর শিহরিয়ে উঠবে। তারা বাধ্য করছে আমাদেরকে ঐসব গোমরাহীতে ফিরে যেতে। আমরা আর কোনো উপায় না পেয়ে আপনার দেশে এসে আশ্রয় নিয়েছি। আমাদের উপর যুলুম নির্যাতন করার জন্য তারা এখন আমাদেরকে আপনার আশ্রয় থেকে ছিনিয়ে নিতে চায়।

গোটা দরবার মন্ত্রমুগ্ধের মতো হযরত জাফরের বর্ণনা শুনছিলো। বাদশাহ বলে উঠলেন—

ঃ যা শুনলাম তাতো কোনো খারাপ কিছু না। আপনি জিজ্ঞেস করুন ওদেরকে, আমরা কি তাদের গোলাম ? হযরত জাফর বললেন—

ঃ তাদের কেউ গোলাম নয়। সকলেই সম্মানিত ও মুক্ত মানুষ।—ওমর ইবনুল আস বললো।

ঃ আমরা কি কাউকে খুন করেছি।

ঃ না। এই অভিযোগও তোমাদের বিরুদ্ধে নেই।

ঃ আমাদের কেউ কি কারো ধন-সম্পদ আত্মসাত করেছে ?

www.amarboi.org

ঃ না। করনি।

ঃ আমাদের কাছে কি আপনাদের কারো কোনো ঋণ বাকী আছে?

ঃ না। তাও নেই।

ঃ তোমরা কি চাও না? আমরা তোমাদের ধর্মে ফিরে যাই।

ঃ নিশ্চয়ই। তা-ই চাই।

ঃ তোমরা কি মূর্তিপূজা করো না?

ঃ এটা আমাদের বাপ-দাদার কাল থেকে চলে আসা ধর্ম। তোমাদেরও ছিলো এটাই ধর্ম। এখন তোমরা নতুন ধর্ম অবলম্বন করছো।

তাদের পরস্পর কথাবার্তা বন্ধ করে দিয়ে নাজ্জাশী জাফরকে জিজ্ঞেস করলো—

ঃ তোমাদের নবীর উপর কি কোনো কিতাব নাযিল হয়?

ঃ জি হাঁ। আমাদের নবীর উপর কুরআন নাযিল হয়।

ঃ কুরআনের কোনো অংশ কি তোমার স্মরণ আছে?

ঃ জি আছে।

ঃ শুনাও।

হযরত জাফর সূরা মারইয়াম থেকে সুরালা কণ্ঠে কুরআন তেলাওয়াত শুরু করলেন। সকল মুসলমান বুকে হাত বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে। সমস্ত রাজ দরবারে পিনপতন নীরবতা। ওজীর নাজির, মন্ত্রী পরিষদ, পাদ্রী সহ দরবারের সকলে খামুশ মাথা ঝুঁকিয়ে মন দিয়ে শুনে যাচ্ছে। আল্লাহর বাণীর সত্য আওয়াজ। বাদশাহ নাজ্জাশীর হৃদয়কে বরফের মতো গলিয়ে দিলো। চোখ দিয়ে তার পানি গড়িয়ে পড়তে শুরু করলো দর দর করে। জাফর তাইয়ার আরো কয়েক আয়াত তেলাওয়াত করে চুপ হয়ে গেলো।

অনেকক্ষণ ধরে কুরআন তেলাওয়াতের সুর ধ্বনীত হতে লাগলো গোটা দরবারে। কিছুক্ষণ পর নাজ্জাশী মাথা উঠিয়ে রেশমী রুমাল দিয়ে চোখের পানি মুছতে লাগলো। বললো নাজ্জাশী—

ঃ এ কালাম থেকে সত্যের গন্ধ বেরিয়ে আসছে। এ কালাম তাওরাত কিতাবের কালামের মতো মনে হচ্ছে। এ কোনো মানুষের কালাম হতে পারে না। এটা আল্লাহর কালাম। কুরাইশ প্রতিনিধি দল নিরাশ হয়ে পড়লো।

ঃ জাঁহাপনা ! বিবাদ তো এটাই। তারা ঐ কালাম পড়ার সময় সকলে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে যায়। এটা তো আল্লাহর কালাম নয়। মুহাম্মাদের বানানো কালাম।—ওমর বললো।

ঃ তোমরাই বলছো মুহাম্মাদ লেখা পড়া জানে না। একজন লেখাপড়া না জানা লোকের কালাম এত সুন্দর হতে পারে?

www.amarboi.org

ওমরের মনে ভয় ঢুকলো। সে ভাবলো নাজ্জাশী এখনি বুঝি এদেরকে দরবার থেকে বের করে দেয়। দ্রুত সে বলে উঠলো—

ঃ একটি কথা এখনো বলতে বাকী।

ঃ বলো, কি বাকী ?

ঃ এরা হযরত ঈসা মসিহকেও খারাপ বলে। তাকে খোদার পুত্র বলে মানে না।

একজন পাদ্রীও উঠে ওমরকে সমর্থন করে বললো ঠিকই বলেছে ও। এ নতুন ধর্মওয়ালারা খোদাওয়ান্দ ঈসার শানে বেআদবী করে। নাজ্জাশী জিজ্ঞাসুনেত্রে জাফরের দিকে তাকালো।

ঃ তাদের কথা ভুল। হযরত ঈসাকে আমরা নবী বিশ্বাস করি। তাঁর শানে আমরা ঐ কথাই বলি যা তাঁর শানে আল্লাহ্ বলেন। আল্লাহ্ বলেছেন, "ঈসা আল্লাহ্র বান্দা ও রাসূল।"—জাফর বললেন।

ঃ আল্লাহ্র কসম ! তাঁর সম্পর্কে ইঞ্জিলেও তা-ই আছে।—নাজ্জাশী বললো।

ওমর বুঝে গেলো তাদের উদ্দেশ্য সাধন হবার নয়। নাজ্জাশী মুসলমানদেরকে তাদের হাতে ফেরত দেবে না। তবু সাহস সঞ্চয় করে সে বললো—

ঃ বাদশাহ নামদার ! এরা আমাদের দেশের লোক। দেশ-জাতি ও মাবুদদের সাথে বিদ্রোহ করে ভেগে চলে এসেছে। এদেরকে আমাদের হাতে সপর্দ করুন।

নাজ্জাশী আবেগাপ্লুত হয়ে বললো—

ঃ কখনো নয়। কোনো শক্তি এদেরকে আমার দেশ থেকে নিয়ে যেতে পারবে না। আমাকে লোভ দেখানোর জন্য এসব উপঢৌকন নিয়ে এসেছো। এসব উপঢৌকন ফেরত নিয়ে তোমরা চলে যাও। কুরাইশ নেতাদেরকে বলবে, হাবশার বাদশাহ একজন মুসলমানকেও তোমাদের হাতে ফেরত দিবে না।

হে মুসলমানেরা ! তোমরা স্বাধীনভাবে নিশ্চিন্ত মনে আমার দেশে বাস করতে থাকো। আমার জীবন থাকতে তোমাদের কোনো ক্ষতি কেউ করতে পারবে না।

কুরাইশরা উপঢৌকন নিয়ে আরবে ফিরে গেলো।

২১

মক্কার প্রতিনিধি দল হাবশা হতে নিরাশ হয়ে ফিরে এলো। তাদের পূর্ণ বিশ্বাস ছিলো বাদশাহ নাজ্জাশী মুসলমানদেরকে প্রতিনিধিদের কাছে ফেরত

www.amarboi.org

পাঠাবে। কিন্তু তা হলো না। তাই মুসলমানদেরকে এখন থেকে গ্রেফতার করে আটকিয়ে রাখার সংকল্প নিলো তারা। তারা তো মূলতঃ চাইতো সব মুসলমানকে হত্যা করে ফেলতে। যেহেতু মুসলমানরা কোনো এক গোত্রের ছিলো না। তাই একজনকে হত্যা করলে তার গোত্র রক্তপণ দাবী করে দাঁড়ালে ব্যাপকভাবে সকল গোত্রে যুদ্ধের আগুন জ্বলে উঠবে। এটাকে তারা করতো বড় ভয়।

প্রতিনিধি দল ফিরে আসার পর তাদের কাছ থেকে সব বিবরণী শুনে দুঃখিত হয়ে পড়লো তারা। নাজ্জাশীর উপর রাগও ধরলো তাদের। তাতে কি নাজ্জাশীর উপর কোনো প্রতিশোধ গ্রহণ করার শক্তি তো তাদের ছিলো না। বরং উল্টো হাবশার মুসলমানরা আবার নাজ্জাশীকে উত্তেজিত করে মক্কা আক্রমণ করিয়ে বসে কিনা, এ ভয় জাগলো তাদের মনে। সতর্ক থাকলো তারা।

যারা রাসূলের ভালোবাসার কারণে এখনো মক্কায় আছে। হিজরত করেনি তাদের উপর বর্বরতা চালাতে শুরু করলো চরমভাবে। মুসলমানদের কাছে এখন জীবনের চেয়ে মৃত্যুই শ্রেয়, মনে হতে লাগলো।

মুসলমানরা যাতে খাবার দাবারের সামগ্রী হাতে না পায় সে চেষ্টা চালাতে লাগলো মক্কার কাফেররা। তাই দোকানদারদেরকে কঠোরভাবে বলে রেখেছে কোনো জিনিস মুসলমানদের কাছে বিক্রি না করতে। এতে মুসলমানরা খাদ্য সংকটে পড়লো। একাধারে কয়েকদিন পর্যন্ত খাবার দাবার খেতো না। পানি পেতো না। অর্ধাহারে অনাহারে পিপাসায় কাতর থাকতে হয়েছে তাদেরকে। ঘরের বাইরে নামলে আওয়ারা ধরনের ছেলেপেলে, উশৃঙ্খল যুবক ও মতিভ্রম বুড়াগুলো লেগে যেতো তাদের পেছনে। নানাভাবে তাদেরকে উত্যক্ত করে তুলতো। এমন কি টেনে হিঁচড়ে তাদের পরনের কাপড়ও ছিড়ে ফেলতো। দুঃখ কষ্টের সীমা ছিলো না মুসলমানদের।

কিন্তু ঈমান আকীদা ছিলো এমন মযবুত, কোনো নির্যাতনেই ভেঙ্গে পড়েনি তারা। মনও হয়নি একটুও দুর্বল। উঠেওনি মনে কোনো অভিযোগ। এটাই হলো প্রকৃত মুসলমানদের পরিচয়। তারা সবই করে আল্লাহর জন্য। সব দুঃখ-কষ্ট সহ্য করেও আল্লাহরই জন্য। মক্কার কুরাইশরা রাসূল ও তাঁর অনুসারীদের উপর অত্যাচার অবিচার নির্যাতন নিষ্পেষণের এমন কোন পদ্ধতি বাকী রাখেনি যা তাদের জন্য সম্ভব ছিলো।

একদিন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লোক চোখের আড়াল হয়ে সাফা পাহাড়ে গিয়ে পৌছলেন। সময়টা ছিলো আসরের। একটি ঘাটিতে নামায পড়ছেন তিনি। ঘটনাক্রমে আবু জেহেল ওখান দিয়ে যাচ্ছিলো। হুজুরকে

www.amarboi.org

নামায পড়তে দেখে সে দাঁড়িয়ে গেলো। চোখ রাঙ্গা করে রাগতভাবে তাকাতে লাগলো তাঁর দিকে। অত্যন্ত ঔদ্ধত্যপূর্ণ স্বরে বললো—

ঃ মুহাম্মাদ তুমি স্বয়ং গোটা আরবকে, তোমার জাতিকে বড় সংঘর্ষে ও কলহে নিক্ষেপ করছো। তোমাকে আজ আমি কেনো শেষ করে দেবো না।

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর এ ধমকের কোনো জবাব দিলেন না। যা তিনি করে যাচ্ছিলেন তাই করছিলেন। এ সময়ে ঘটনাক্রমে আবু জেহেলের একটি দাসীও এখানে এসে হাজির। সে মুসলমান হয়নি। কিন্তু মুসলমানদের শুভাকাংখি। হুজুরকে অসহায় দেখে তাকে ভালোবাসতেন। সে একটি বড় পাথরের আড়ালে লুকিয়ে দেখতে লাগলো আবু জেহেল হুজুরের সাথে কি ব্যবহার করে। হুজুর আবু জেহেলের কথার কোনো জবাব দিচ্ছে না দেখে সে আবার বললো—

ঃ মুহাম্মাদ তুমি এ জাতিকে ফেলে দিলে বড় বিপদে।

প্রতি উত্তরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন—

ঃ জাতিকে আমি বিপদে ফেলে দিয়েছি—না জাতি আমাকে ও মুসলমানদেরকে বিপদে ফেলে দিয়েছে।

ঃ তুমি যদি ইসলামের প্রচার না করো তাহলে তো আমরা তোমাকে বাদশাহ বানাবো।—বললো আবু জেহেল।

ঃ আমি তো কোনো বাদশাহী চাই না।

ঃ যত ধন-সম্পদ তুমি চাও দেয়া হবে।

ঃ খোদার কসম ! আমি ধন-সম্পদের কাঙ্গাল নই।

খোদার নাম শুনলেই কাফেরদের মাথা খারাপ হয়ে যায়। আবু জেহেলেরও তাই হলো। রাসূলের মুখে খোদার নাম শুনে সে হুংকার দিয়ে বললো, আবারও খোদার নাম ? গালাগাল করার জন্য যত খারাপ কথা আছে সবই সে ব্যবহার করলো। চুপ করে বসে শুনতে লাগলেন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। কোনো জবাব তিনি দিলেন না। রাগে গোস্বায় বেশামাল হয়ে আবু জেহেল একটি পাথর উঠিয়ে সজোরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দিকে মারলো। পাথরটি রাসূলের কপালে লেগে ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটলো। রক্ত পড়ে লাল হয়ে গেলো তার চেহারা। এক হাতে কপাল থেকে গড়িয়ে পড়া রক্ত মুছছেন তিনি, আর বলছেন, আবু জেহেল যত রকমের কষ্ট দেয়া যেতে পারে আমাকে দাও। আমি কোনো অভিযোগ করবো না।

আবু জেহেল ভয় পেয়ে গেলো। ভাবলো এখনই বুঝি তাঁর মৃত্যু ঘটে যায়। তাহলে বনি হাশেম তো তার ও তার খান্দান থেকে তার খুনের প্রতিশোধ নিবে। যেই ভাবনা, অমনি চারিদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে সে পালিয়ে গেলো।

www.amarboi.org

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উঠে তার বাড়ীতে চলে গেলেন। দাসীটিও উঠে চলে গেলো তার পথে।

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে আবু জেহেলের এ আচরণে দাসীটি মনে খুব ব্যথা পেলো। রাগও ধরলো তার। সে মুহাম্মাদের কোনো শুভাকাংখিকে খুঁজতে লাগলো। যার কাছে এই নির্মম ঘটনাটি বলা যায়। সে জানতো মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে ধরনের ভারী, সম্মানী, ধৈর্যশীল কারো কাছে এ ঘটনা মুখ খুলে বলবেন না।

এ সময় সূর্য ডুবে গিয়েছিলো। পূর্বাকাশে ছেয়ে যাচ্ছিলো কালো রং। দাসীটি ধীরে ধীরে পথ চলছে। তখনই হামযা রাদিয়াল্লাহু আনহুকে আসতে দেখলো। তিনি ছিলেন বড় বাহাদুর, সাহসী ও শক্তিশালী ব্যক্তি। ধনীও ছিলেন তিনি। হামযা হুজুরের চাচা। দুধ ভাইও ছিলেন তিনি। শিকার থেকে ফিরে আসছিলেন। তখনো শিকারীর বেশে তিনি। দাসীটি এ সময় এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলো—

ঃ মুহাম্মাদ কি তোমার ভাতিজা ও দুধ ভাই নয়?

ঃ অবশ্যই।—হামযা জবাব দিলো।

ঃ খোজ নাও তোমার দুধ ভাই ও ভাতিজাকে হিশামের পুত্র আবু জেহেল পাথর মেরে কি নিষ্ঠুরভাবে মাথা ফাঁটিয়ে দিয়েছে। তিনি জেহেলের কটূ বাক্যের কোনো জবাব দেননি, এ ঘটনা ঘটিয়ে দিলো সে।

দাসী থেকে এ নিষ্ঠুর খবর শুনে হামযার মনে আগুন জ্বলে উঠলো।

ঃ আজ আমি এর প্রতিশোধ না নিয়ে ছাড়ছি না।

এরপরই সে শিকার থেকে ফিরার পথে অভ্যাস অনুযায়ী খানায়ে কাবা যিয়ারাত করলে সে বললো—

ঃ মুশরিকদের এ সময় পূজার সময়। আবু জেহেল বন্ধুমহলে বসা। আমীর হামযা আবু জেহেলের কাছে গিয়ে কামান উঠিয়ে খুব জোরে তাকে মাথায় আঘাত করলো। তার মাথা ফেঁটে গেলো। গর্জন করে করে বলতে লাগলো—

ঃ আবু জেহেল শুন, "আমি মুহাম্মাদের দীনের উপর ঈমান এনেছি। তোর যদি সাহস থাকে, আস আমার কাছে।

আবু জেহেলের বন্ধুদের ভীষণ রাগ ধরলো। তারা প্রতিশোধ নেবার জন্য এগিয়ে আসতে দেখে আবু জেহেল হাতের ইশারায় তাদেরকে বারণ করে দিলো। এবং হামযাকে বললো—

ঃ আমীর হামযা! সত্যিই আমি দুঃখিত। আমার ভুল হয়ে গেছে। আমি তোমার ভাতিজার উপর যুলুম করেছি। তুমি আমার থেকে তোমার ভাতিজার

www.amarboi.org

প্রতিশোধ গ্রহণ না করলে বরং এটা হতো বংশের প্রতি তোমার বিশ্বাসঘাতকতা।

আবু জেহেল জানতো হামযা কি প্রকৃতির মানুষ। এজন্যই সে একটা অনাকাংখিত বংশীয় যুদ্ধ হতে বাঁচার জন্য আত্মসমর্পণ করে বসলো। হামযা খানায়ে কাবা হতে বের হয়ে এসে প্রথমত মুহাম্মাদকে দেখতে গেলো। রাগ ও ঘৃণায় শরীর জ্বলছিলো তার। এ সময় খাদিজা ও ফাতেমা হুজুরের পাশে বসে তার আহত স্থান পরিষ্কার করে পট্টি বাঁধছিলো। আর ঢুকরে ঢুকরে কাঁদছিলো। হুজুর ওদের সান্ত্বনা দিচ্ছেলেন। তিনি বলছিলেন তোমরা কেঁদো না। নবী-রাসূলদের উপর তৎকালীন বাতিলপন্থীরা এভাবেই নির্যাতন করেছে। আমিও নবী। আমার জাতি বাতিলের পথে আছে। তাই তারাও আমার উপর অত্যাচার করবে।

হামযাকে এদিকে আসতে দেখে ফাতেমা দৌড়িয়ে তার দিকে গেলো। বললো—

ঃ দাদা ! দেখো দেখো আমার আব্বুকে পাথর মেরে আবু জেহেল কি মারাত্মকভাবে আহত করে দিয়েছে। বলেই কেঁদে ফেললো।

ঃ কেঁদো না।

ফাতেমাকে কোলে তুলে নিয়ে আদর করতে করতে বললো—হামযা। তখন খাদিজাও কাঁদছিলেন। আজ থেকে তোমার আব্বার প্রতি কেউ চোখ রাঙ্গিয়ে কথা বলার সুযোগ পাবে না। বলতে বলতে হামযা ফাতেমাকে কোলে করেই মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে গেলেন। তাঁকে সালাম দিলেন। সমবেদনার সূরে বললেন—

ঃ ভাতিজা ! শুনে খুশী হবে, আমি সন্ত্রাসী দুষ্কৃতিকারী আবু জেহেল থেকে তোমার প্রতিশোধ গ্রহণ করে এসেছি। খবর শুনে এমন জোরে কামান মেরেছি তার মাথায়। তার মাথা ফেটে চৌচির।

হযরত হামযার দিকে তাকিয়ে হুজুর বললেন—

ঃ আমি খুশী হবো তোমার ইসলাম গ্রহণ করার কথা শুনলে।

ঃ ঠিক আছে এক্ষুণি আমাকে মুসলমান বানিয়ে দাও।

হযরত আমীর হামযা এদিনই ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করলেন।

ঃ এটাই আমার প্রকৃত খুশী হে আমার প্রিয় চাচা !—আপ্লুত কণ্ঠে বললেন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

www.amarboi.org

২২

হযরত হামযার ইসলাম গ্রহণ শুধু একজন মামুলী মানুষের ইসলাম গ্রহণ ছিলো না। তাঁর ইসলাম গ্রহণ ছিলো একজন আমীরের ইসলাম গ্রহণ। একজন বাহাদুরের ইসলাম গ্রহণ। ছিলো একজন বীর যোদ্ধার ইসলাম গ্রহণ। আরবের সবচেয়ে বিখ্যাত পরিবার বনি হাশেমের একজন নেতার ইসলাম গ্রহণ। তার ইসলাম গ্রহণের খবরে গোটা মক্কায় হৈ চৈ পড়ে গেলো। শহরে-গঞ্জে, পাড়ায়-মহল্লায়, পথে-প্রান্তরে চর্চা শুরু হলো একটি খবরই। হামযা ইসলাম গ্রহণ করে ফেলেছে। খবরটি ছিলো কাফেরদের জন্য বজ্রনিনাদ। তারা খুবই বিস্মিত হলো। দুঃখ পেলো। হামযাকে কোনো কিছু বলার মতো সাহস তাদের হলো না। আওয়ারা ও উদবাস্তু ছেলেপেলেরাও এ খবর পেয়ে ভয় পেলো। মুসলমানদের উপর আগের মতো যুলুম অত্যাচার করা কঠিন হবে বুঝলো তারা। মুসলমানরাও একটু সহজ হয়ে চলতে শুরু করলো।

ইসলামের দাওয়াত দেয়ার সুযোগ পেলো মুসলমানরা। কুরআনের আয়াত শুনাতো। লোকেরা প্রভাবিত হতো। কিছু কিছু লোক মুসলমান হয়ে যেতো। কেউ কেউ হয়ে উঠতো সংবেদনশীল। হকের আওয়াজ এতে মানুষের কান পর্যন্ত পৌঁছতে শুরু করলো। কাফেররা বর্ণনাতীত দুঃখ পেলো। এভাবে চলতে থাকলে গোটা মক্কাই মুসলমান হয়ে যাবে ভেবে তারা আবার ডাকলো পরামর্শ সভা। বড় বড় নেতাগণ এলো। আবু সুফিয়ানকে সভাপতি বানানো হলো এবার। নেতাদের বক্তব্যের আর হলো, কি করা যায়। তাদেরকে যত দাবিয়ে রাখার চেষ্টা চালানো হচ্ছে ততই তারা ইসলামের কাজ নিয়ে ঝলসিয়ে উঠছে। কিছু লোক হিজরত করে হাবশায় চলে গেছে। ভয় হচ্ছে তারা আবার কখন হাবশার বাদশাহর সহযোগিতায় আমাদের দেশে আক্রমণ করে বসে। তাদেরকে যতই নির্যাতন করা হয়েছে, ফল কিছুই হয়নি। একজনকেও আমরা ইসলাম থেকে ফিরিয়ে আনতে পারিনি। এমনকি একজন দাস-দাসীও ফিরে আসেনি। বিখ্যাত যাদুকর আবারশনও বললো—সে বড় যাদুকর। তার কাছে কোনো লোক গেলে প্রভাবিত না হয়ে পারে না। অবস্থা এভাবে চললে গোটা আরবসহ পৃথিবীর অধিকাংশ এলাকা মুসলমানদের অধীনে চলে যাবে। সে আরো বলছে—সময় শেষ। এ অবস্থা দেখার জন্য সে নিজেও জীবিত থাকতে চায় না।

আবারশনের কথানুযায়ী দিনে দিনে ইসলামের উন্নতি অগ্রগতিতে আমরা একটু ঢিল দিলে গোটা মক্কায় তা ছড়িয়ে পড়বে। আর আমরা হবো পদচ্যুত আমাদের স্ব স্ব স্থান থেকে, ছিনিয়ে নেয়া হবে আমাদের মর্যাদা। এখন আমরা শাসক দেশ চালাই। তখন আমরা হবো শাসিত শ্রেণীর মধ্যে গণ্য।

www.amarboi.org

চারিদিক থেকে চীৎকার উঠলো—কখ্খনো না কখ্খনো নয়। এতবড় লাঞ্ছনা আমরা সহ্য করতে পারবো না।

নেতাগণ বললো, এখন পরামর্শ দাও ! ইসলাম কিভাবে শেষ করে দেয়া যায়। আমীরে হামযার ইসলাম গ্রহণের খবর একটা ভীতির কারণ হয়ে দাঁড়লো। আমরা অনেক পরিকল্পনা ইতিপূর্বে করেছি। কিছুতে কিছু হয়নি। এখন মুসলমানদেরকে পাইকারী হারে হত্যা করা শুরু না করলে গতি থামানো যাবে না। ওতবা এর সাথে দ্বিমত পোষণ করলো। এতে গৃহযুদ্ধ লেগে যাবে বলে সে আশংকা করলো। বরং মুহাম্মাদকেই একা হত্যা করা হোক। সব ঝামেলা চুকে যাবে। ওমর বিন খাত্তাবসহ অনেকেই এর সাথে সায় দিলো। কিন্তু সাধারণ লোকেরা একমত হলো না। তাদের জানা ছিলো হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একা নয়। রাসূলের জন্য জীবন দেবার মতো অনেক সাহাবী আছে তার। তাদের একজনও বেঁচে থাকতে রাসূল পর্যন্ত পৌছা কারো পক্ষে সম্ভব নয়। এছাড়াও আবু তালিব এখনো তার বড় মরুব্বি। গোটা জাতির উপরই তার প্রভাব। হামযা এখন মুসলমান।

এসব নিরুৎসাহজনক কথা শুনে ওমর বিন খাত্তাব লাফিয়ে উঠলো। উত্তেজিত সুরে সে বললো, কি হবে আমি দেখবো। আমি একাই মুহাম্মাদকে হত্যা করবো। তাকে হত্যা করার আগে আমার এ খোলা তরবারি আর খাপে ঢুকবে না। সকলেই ওমরের এ তেজোদীপ্ত ঘোষণায় বাহ্বা দেয়া শুরু করলো। চারিদিক থেকে ওমরের এ কাজের জন্য শত শত উট ইত্যাদি পুরস্কার দেবার ঘোষণা শুরু হলো। ওমর বললো, আমি কোনো লোভে এ কাজ করতে যাচ্ছি না। চির অশান্তির অবসান ঘটানোর জন্য আমার এ কাজ। ওমর উঠলো। ছুটলো খোলা তরবারি নিয়ে মুহাম্মাদকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে। সকলেই শেষ খবরের অপেক্ষায়।

২৩

কুরাইশ কাফেররা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো। তারা ভাবলো মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে খতম করে তবে এবার দম নিবে। ওমর রওনা হলো সাথে সাথে গোটা মক্কায় বিদ্যুত গতিতে রটে গেলো খবর। হাতে খোলা তরবারি। বাজারের কাছে পৌছার পর সামনে পড়লো সাঈদ বিন আবু ওয়াক্কাস। সে সময় তিনি মুসলমান। ওমরের হাতে নাঙ্গা তরবারি দেখে জিজ্ঞেস করলো—

ঃ কোথায় যাচ্ছো ?—সাঈদ জিজ্ঞেস করলো।

ঃ মুহাম্মদকে হত্যা করার জন্য যাচ্ছি। বেটা জাতির মধ্যে বড় ফেত্না সৃষ্টি করেছে।—বললো ওমর।

www.amarboi.org

সাঈদ খবরটি শুনে হয়রান হয়ে গেলেন। তিনি বললেন—

ঃ তাকে মেরে লাভ কি ? আমাকে মেরে ফেলো।

ঃ তুমিও কি মুসলমান হয়ে গেছো।

ঃ হ্যাঁ আমি মুসলমান।

ওমর তরবারি উঠিয়ে আবার নামিয়ে নিলো। বললো—

ঃ তোমাকে মেরে ফল কি হবে ? মূলটাকেই মেরে ফেলি।

সাঈদের উদ্দেশ্য হলো কোনো না কোনোভাবে কথা বলে বলে সময় কাটিয়ে ওমরকে ঠাণ্ডা করা। ইতিমধ্যে যেনো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খবর পেয়ে যান। পরে যখন সাঈদ দেখলো ওমরকে ঠেকিয়ে রাখা যাচ্ছে না, বললো—

ঃ মুহাম্মদকে হত্যা করবে তো পরে করো। আগে নিজের ঘরের খোঁজ খবর নাও।

ঃ কি খবর ?—জিজ্ঞেস করলো ওমর।

ঃ তোমার বোন ফাতেমা ও তার স্বামী সাঈদ বিন যায়েদও তো মুসলমান হয়ে গেছে।

রাগে গোস্বায় যেনো ফেটে যাচ্ছিলো ওমর খবরটি শুনে। যদি এ খবর সত্য হয়, আগে তাদেরকেই মেরে ফেলবো আমি। ছুটলো ওমর পাগলের মতো বোনের বাড়ীর দিকে। সাঈদ বিন আবি ওয়াক্কাসও চাচ্ছিল তাই, কোনো রকমে তাকে ঠেকিয়ে রেখে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে খবর দেয়া। ওমর ছুটলো বোনের বাড়ীর দিকে। সাঈদ দৌড়ালো আরকামের ঘরে রাসূলকে খবর দিতে। ঐ সময় তিনি আরকামের বাড়ীতে ছিলেন। বোনের বাড়ীর ঘরের দরযা বন্ধ পেলেন ওমর। ভেতরে কিছু পড়ার শব্দ শুনছে তিনি। কিছু বুঝা যাচ্ছে না। সন্দেহ হলো ওমরের। দরযায় আঘাত করলেন। ভিতরের আওয়াজ বন্ধ হয়ে গেলো।

আবার খুব জোরে দরযায় আঘাত হানলেন ওমর। তার বোন ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা এসে দরযা খুলে দিলেন।

ভিতরে ঢুকেই ফাতেমাকে পেলো ওমর। ফাতেমাও এ সময় ভাইকে দেখেই বুঝতে পারলেন তার আগমনের উদ্দেশ্য। হন্তদন্ত হয়ে ফাতেমা বললেন, ভাইজান আপনি !

ওমর রাগে আগুন। সোজা ঘরের ভিতরে চলে গেলেন সে। তাঁর অবস্থা দেখে ফাতেমা বুঝে গিয়েছিলেন ওমর তাদের ইসলাম গ্রহণের কথা শুনে গেছে। তিনি তার গতিরোধ করতে চাইলেন। পারলেন না। ওমর সোজা সাঈদের কাছে গিয়ে থামলো। মারতে শুরু করলেন তিনি সাঈদকে। ফাতেমা

www.amarboi.org

স্বামীকে বাঁচাবার জন্য দু'জনের মাঝে গিয়ে দাঁড়ালেন। ঝটকা মেরে সরিয়ে দিলেন তাঁকে ওমর। মারছেন আর বলছেন হতভাগ্য ! মুসলমান হয়ে গিয়েছো এর মজা বুঝো। তোমাকে জীবনে শেষ করে তবে ছাড়বো। এখনো সময় আছে। ইসলাম ছেড়ে দাও। এতক্ষণ পর্যন্ত নীরবে মার খেয়ে যাচ্ছিলো সাঈদ। ওমরের মুখে ইসলাম ছেড়ে দেবার কথা শুনে এবার বললেন, ভাইজান! যত পারেন মারুন। জীবনে শেষ করে দিন। রাজী আছি। কিন্তু-ইসলাম ত্যাগ করতে রাজী নই।

সাঈদের কথা শুনে ওমরের রাগ আরো বেড়ে গেলো। তিনি আরো বেশী মারতে লাগলেন সাঈদকে। ওমর থামছে না দেখে ফাতেমা গিয়ে ওমরের হাত ধরলো। ওমর বোনকে জোরে ধাক্কা মারলো। দেয়ালের সাথে আঘাত লেগে ফাতেমার মাথা ফেটে গেলো। ফাতেমা আবেগে অভিভূত হয়ে বললেন, হা ভাই ! আমিও মুসলমান হয়ে গেছি। বনে গেছি মুহাম্মাদের অনুগামী। তুমি যা পারো করো। ইসলাম ত্যাগ করবো না।

ফাতেমার রক্তাক্ত চেহারা, রক্ত ঝরা কথা শুনে ওমরের ভাবান্তরের সৃষ্টি হতে শুরু করলো। সাঈদকেও ছেড়ে দিলো। বলতে লাগলো, ফাতেমা তোমরা কি পড়ছিলে ? আমাকে পড়ে শুনাও তো।

ওমরের চেহারার পরিবর্তন দেখে ফাতেমা বললেন। আমরা যা পড়ছিলাম তা আল্লাহর কালাম। অহীর মাধ্যমে মুহাম্মাদের উপর নাযিল হয়েছে। এ পাক কালাম তো পবিত্র লোক ছাড়া অন্য কেউ স্পর্শ করতে পারে না। ওমর কুরআন শুনার জন্য এখন উদগ্রীব। তাড়াতাড়ি তিনি গোসল করে পবিত্র হয়ে এলেন।

খাব্বাব বিন আরাত এদেরকে কুরআন শিখাচ্ছিলেন। ওমরের গলার স্বর শুনে তিনি লুকিয়ে গিয়েছিলেন। ওমরের পরিবর্তন ও গোসল করে আসছে দেখে তিনি বেরিয়ে এলেন।

রাসূলুল্লাহ এর আগে দোয়া করেছিলেন ওমর অথবা আবু জেহেল এ দু'জনের অন্তত একজন যেনো ইসলাম কবুল করেন। ভাবছেন তারা এখন, হুজুরের দোয়া বোধহয় ওমরের ক্ষেত্রে কবুল হয়ে গেছে।

ওমর ফাতেমার হাত থেকে কুরআনের আয়াত লিখিত পাতা টেনে নিয়ে পড়তে লাগলেন, "সাব্বাহা লিল্লাহি মা ফিস সামাওয়াতি ওয়াল আরদি ইউহয়ি ওয়া ইয়ুমীতু ওয়াহুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন কাদির।" অর্থাৎ আসমান ও যমিনের সবকিছু আল্লাহর তাসবীহ পড়ছে। তিনি জীবন দেন আবার মৃত্যু দান করেন। তিনি সর্ব শক্তিমান।"

এতটুকু পড়ার পরই ওমর বলে উঠলেন, বেশ সুন্দর তো। এত মিহিন সূরের কালাম তো শুনিনি আর কোনোদিন। তার হৃদয়ের গহীনে পৌছে গেলো

www.amarboi.org

এ কালামের প্রভাব। তিনি পড়তে শুরু করলেন আল্লাহর কিতাবের আয়াত। যতই তিনি পড়ে চলছেন ততই তিনি প্রভাবিত হয়ে পড়তে লাগলেন।

"আমিনু বিল্লাহি ওয়া রাসূলিহি ----" অর্থাৎ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর ঈমান আনো ---- । এ আয়াতে পৌঁছার পর ওমর বেশামাল হয়ে পড়লেন। তিনি ঘোষণা দিয়ে দিলেন, "আমি ঈমান গ্রহণ করতে রাজী। সাঈদ ও ফাতেমার খুশীর সীমা রইলো না। লুকিয়ে থাকা হযরত খাব্বাব বেরিয়ে আসলেন। সালাম দিলেন হযরত ওমরকে। বললেন, আপনার বোন ও বোনের স্বামীকে কুরআন মজীদ শিখাবার জন্য আমি এখানে আসি। আপনার আসার শব্দ পেয়ে লুকিয়ে গিয়েছিলাম। হে খাত্তাবের পুত্র, আল্লাহর রাসূলের দোয়া আপনার ক্ষেত্রে কবুল হয়ে গেছে। ওমর শুনলেন দোয়ার ঘটনা।

ওমর বললেন, আর দেরী নয়। আমাকে হুজুরের কাছে নিয়ে চলো। আমি তাঁর হাতেই ইসলাম গ্রহণ করবো।

ওমর সকলের সাথে হুজুরের কাছে গেলেন। করাঘাত হলো দরযায়। তখনও ওমরের হাতে তরবারি। দরযা ফাঁক করে দেখা গেলো এ অবস্থায় ওমরকে। হকচকিয়ে গেলেন সকলে। আমীরে হামযা ছিলেন ওখানে। তিনি এগিয়ে এসে বললেন। দরযা খুলে দাও। ওমর যদি ভালো খেয়ালে এসে থাকে তো ভালো। আর তার উদ্দেশ্য খারাপ হলে এ তরবারি দিয়ে দেহ থেকে তার মাথা বিচ্ছিন্ন করে ফেলবো। দরযা খুলে দেয়া হলো। প্রবেশ করলেন ওমর। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উঠে দাঁড়ালেন। নিজের হাতে তার হাত ধরে ঝটকা দিয়ে বললেন, কি উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছো ওমর। নবুয়াতের খোদা প্রদত্ত ভারী আওয়াজের ভারে ওমর কেঁপে উঠলো। কম্পিত স্বরে জবাব দিলো ওমর, হুজুর ! আমি ইসলাম গ্রহণ করে মুসলমান হবার জন্য এসেছি। আমাকে মাফ করুন। ইসলামে দীক্ষিত করুন।

সংবাদটি শুনেই হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শ্লোগান দিলেন— নারায়ে তাকবীর আল্লাহু আকবার। তাকবীর ধ্বনীতে আকাশ বাতাস মুখরিত হয়ে উঠলো। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কালেমা পাঠের মাধ্যমে ওমরকে ইসলামে দীক্ষিত করলেন। ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এবার বললেন, হে আল্লাহর রাসূল ! আমি চাই আজই আপনার নেতৃত্বে খানায়ে কাবায় ঘোষণা দিয়ে নামায আদায় করি।

সকলে দারুল আরকাম থেকে উঠে খানায়ে কাবার দিকে রওনা হলেন। হযরত ওমর নাঙ্গা তরবারি হাতে সকলের আগে আগে। হুজুরের ডান দিকে আবু বকর ও বাম দিকে আমীর হামযা। তার সমান্তরালে আলী রাদিয়াল্লাহু

www.amarboi.org

আনহু। অন্যান্য সাহাবারা ছিলেন পেছনে। মুসলমানদেরকে বাহাদুরের মতো খানায়ে কাবার দিকে আসতে দেখে কাফেররা স্তম্ভিত হয়ে গেলো।

পথে আবু জেহেলের সাথে দেখা হলে ওমর বলে উঠলেন—আবু জেহেল, আল্লাহর শুকরিয়া আমি মুসলমান হয়ে গেছি। এটাই সত্য দীন।

সকল মুসলমান একত্র হয়ে খানায়ে কাবায় নামায আদায় করলেন। একত্রে এক সাথে খানায়ে কাবায় জামায়াতে নামায আদায় করার এই প্রথম দিন। আবু জেহেলের কিছু বলার সাহস হলো না। সে এক পাশে দাঁড়িয়ে থাকলো। আর দেখলো খানায়ে কাবায় মুসলমানদের এতগুলো লোকের একত্রে নামায পড়ার দৃশ্য। ৬ নববী সনের জিলহাজ্জ মাসে এ ঘটনা সংঘটিত হয়।

২৪

বিপদগ্রস্ত কাফেলাকে সাথে নিয়ে আদী হামরার দিকে রওনা হলো। ভগ্ন হৃদয় হারিসও তার সাথে ছিলো। এরা সব ছিলো বনি বকরের গোত্র। বনি কাহতান গোত্র ও বনি বকরের সাথে ছিলো আগ থেকেই শত্রুতা। এ কারণেই বনি কাহতানরা আদী গোত্রের উপর এই লুটতরাজ চালায়। আদীর গোত্র ছিলো দুর্বল। বনি কাহতান গোত্রের মুকাবিলা করা ছিলো এদের সাধ্যের বাইরে। এজন্যই অন্য গোত্রের সাহায্য চাচ্ছিলো তারা। এ গোত্রের লোকদের আশংকা ছিলো কখন না আবার বনি কাহতান গোপনে বা রাতের অন্ধকারে এদের কোনো দুর্বলতার সুযোগে আবার না আক্রমণ করে বসে। তাই তারা সোজা পথ অবলম্বন করেনি। বরং অচেনা ও অপরিচিত ও অনাবাদী পথ ধরে রওনা দিয়েছে তারা। চারিদিকেই ছিলো বালির পাহাড় আর পাহাড়। সাদা সাদা বালুর চিকচিক কণা সূর্যের কিরণের সাথে চমকে উঠে চোখে ধাঁধা সৃষ্টি করে দিচ্ছে। গরম রোদ, উত্যপ্ত বাতাস, বালির দাহ দিয়ে পথ চলা বড়ই কষ্টকর হয়ে পড়েছিলো। সূর্য যতক্ষণ পর্যন্ত মাথার উপরে উঠে না আসতো, কিরণ রশ্মি মাথার উপর খাড়া হয়ে না পড়তো ততক্ষণ পথ চলার সময় থাকতো সহজ। এ কাফেলা এ সময়েই পথ অতিক্রম করতো। অন্য সময় তারা পাহাড়ের উঁচু টিলার আড়ালে গ্রহণ করতো আশ্রয়।

আজ বাতাস অন্য যে কোনো দিন থেকে উত্তপ্ত। বাতাসের গতিও প্রচণ্ড। অবস্থা দেখে মনে হচ্ছিলো ঝড় উঠবে। মরুভূমির ঝড় হয়ে থাকে খুবই ভয়াবহ ও বিপদ সংকুল। ঝড়ের পূর্বাভাস দেখে কাফেলার সকলে উদগ্রীব উদ্বেগাকুল। বেড়ে চলছে বাতাসের গতিবেগ। বালুর চক্কর উপরে উঠে উঠে উড়তে লাগলো। বিপদ দেখে আদী সকলকে উদ্দেশ করে বললো, আমাদের বিপদগ্রস্ত কাফেলার উপর এখন মরুর প্রচণ্ড ঝড় চলছে। আরো ঝড় উঠতে যাচ্ছে। বাতাসের গতিবেগ এভাবে চললে, বিপদের আরো সম্ভাবনা আছে।

www.amarboi.org

সম্ভাবনা আছে এক একটি বালির টিলা উড়ে এসে পতিত হবার। হারিসও আদীর সাথে এ মহাবিপদের সংকেতকে করলো সমর্থন। বললো, দেখুন না কিভাবে বালু উড়ে এসে উছলিয়ে পড়ছে। হে আমাদের মাবুদেরা ! আমাদের উপর রহম ও করুণা করো। আমাদেরকে তোমরা এ ভয়াবহ বিপদ থেকে রক্ষা করো।

আদী আবার ডেকে বললো, হে লাত, হোবল ও ওজ্জার পূজারীরা ! বিনয় ও আহাজারীর সাথে মাবুদদেরকে ডাকার এটাই তো উপযুক্ত সময়। ডাকো মাবুদদেরকে মন খুলে সকলে। সকলে দাঁড়িয়ে গেলো। অত্যন্ত ভক্তিশ্রদ্ধা নিয়ে মূর্তির নাম ধরে ধরে তাদের কাছে করুণা ভিক্ষা করতে লাগলো তারা। বাতাসের বেগ বাড়ছে আরো বেশী।

এ অবস্থা দেখে আদী বললো, আমার প্রিয় ভাইয়েরা। আমরা আর কিছুক্ষণ এখানে দেরী করলে নির্ঘাত বালু চাপা পড়বো। হারিস সহ আরো কিছু লোক আদীর কথা সমর্থন করলো। কিন্তু এখান থেকে উঠে সামনে চলবে কিভাবে ? চোখ খোলা যাচ্ছে না। বালুর টিপি এসে পড়ছে চোখে, মুখে ও মাথায়। উপদেশ দিলো আদী, চেষ্টা করো। জীবনে যদি বাঁচতে চাও আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাও। এখানে আর দাঁড়িয়ে থাকা যায় না। দেরী করলে উঠেও যেতে পারবে না এখান থেকে। গরমে গা যাচ্ছে জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে। চলো সকলে টিলার উপর হাত ধরা ধরি করে আরোহণ করি। সকলে মাথা ও চোখ-মুখ থেকে হাত দিয়ে বালু মুছে ফেলছে। চোখ খুলে পথ দেখতে পাচ্ছে না।

এ দৃশ্য দেখলো আদী। আফসোস করে বললো, হায় কিছুই দেখা যাচ্ছে না। আমরা কি তাহলে এ বালুর সাগরে চাপা পড়ে শেষ হয়ে যাবো। আমাদের প্রতিশোধ গ্রহণ করার সুযোগ হবে না। হে আমাদের মাবুদেরা ! আমাদেরকে রক্ষা করো। ধ্বংস করে দিও না আমাদেরকে।

হারিস আবেগ জড়িত কণ্ঠে বলতে লাগলো—আমরা এখন মরবো না। এটা সময় নয় আমাদের মরার। বনু কাহতান বংশ হতে প্রতিশোধ গ্রহণ করার আগে আমরা মরতে পারি না। তাড়াতাড়ি এ টিলার উপরে চড়ো। যদিও খুব কাছেই ছিলো টিলা। কিন্তু বালুর তোড়ে কিছুই দেখতে পাচ্ছিলো না তারা। তাই বুঝতে পারছিলো না তারা টিলা কোন্ দিকে। তারা ডুবে যাচ্ছিলো বালুর নীচে।

আদী আবার চীৎকার দিয়ে বলতে লাগলো—শক্তি খাটাও। জোর দিয়ে উপরে উঠো। দুর্বল হয়ো না। কিছু উপরের দিকে উঠলেও লোকেরা আবার বালুর নীচে যাচ্ছে পড়ে। তারা পড়লো নিরাশ হয়ে। আফসোস করে বলতে লাগলো, সব চেষ্টাই ব্যর্থ। উপরে উঠার দেখছিনা কোনো পথ। মৃত্যু শিয়রে। এ বালির ঢিবিতেই হবে আমাদের কবর। প্রকৃতই তা-ই হলো। আদীর

www.amarboi.org

উৎসাহ-উদ্দীপনায় কিছু হলো না। নিঃস্ব আদী ও তার সাথী কাফেলা বালুর টিপিতে ডুবে গেলো।

২৫

ওমরের ইসলাম গ্রহণে কাফেররা ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়লো। এটা ছিলো তাদের কাছে অপ্রত্যাশিত। সকলেই দুঃখ করতে লাগলো। সকলে মিলে একসাথে রাসূলের নেতৃত্বে খানায়ে কাবায় ওমরের নামায পড়া ছিলো তাদের জন্য আরো একটি বড় বিস্ময় ও দুঃখবহ ঘটনা। ওমরের ইসলাম গ্রহণ ছিলো একটি বিপ্লব সংঘটিত হবার মতো বিরল আঘাত।

যা ঘটে গেলো তা ছিলো কাফেরদের জন্য বজ্রপাতের শামিল। মুসলমানরা এখন অনেকটা স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে লাগলো। হাট-বাজার করতো। খানায় কাবায় যেতো এখন তারা নিঃসংকোচ ও নির্ভয়ে। তাদের এ অবাধ গতিতে বাধা দেবার সাহস কারো হচ্ছিলো না। হাবশার লোকেরা এ সংবাদ পেয়ে মক্কায় ফিরে আসতে চাইলো।

মুসলমানদের এতটুকু সুবিধা ভোগের সুযোগ সহ্য করতে পারছিলো না মক্কার কাফেররা। তারা স্বাধীনভাবে কুরআন তেলাওয়াত করবে। খানায়ে কাবায় যাবে। নামায আদায় করবে—এটা কি করে সহ্য করতে পারে তারা। কিছুদিন চুপ থেকে তারা আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠলো।

ইসলামের দিকে গরীবরাই ঝুঁকছে বেশী। এখানে মুনিব আর গোলামে নেই কোনো ভেদাভেদ। কুল-মর্যাদা ও নিঃস্ব গরীবের মধ্যেও নেই তফাত। একবার ইসলাম গ্রহণ করলে পরস্পরে মযবুত বন্ধনে আবদ্ধ হয়। এসব গুণাগুণ ইসলামের দিকে গরীবদেরকে আকর্ষিত করছে বেশী। দলে দলে লোক ইসলাম গ্রহণ করতে চায়। কিন্তু তাদের অত্যাচারের ভয়ে সাহস পেতো না। কেউ সত্য জেনে নতুন ধর্ম গ্রহণ করতে লজ্জাবোধ করতো।

এ সময় পর্যন্ত মুসলমানের সংখ্যা ছিলো মক্কায় মাত্র চল্লিশ। তিরাশীজন চলে গিয়েছিলো হাবশায় হিজরত করে। এ পর্যন্ত মুসলমানদের মোট সংখ্যা ছিলো একশত তেইশ। মক্কার জনসংখ্যার তুলনায় এ সংখ্যা খুবই নগণ্য। এরপরও এভাবে ইসলাম গ্রহণ ছিলো কাফেরদের জন্য বড় আশংকার বিষয়। এভাবে মুসলমান হতে থাকলে তো গোটা মক্কা ও পরে গোটা আরব মুসলমান হয়ে যাবে। তাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি মান-সম্মান ক্ষমতা শাসন সবই বিলীন হয়ে যাবে। এসব কারণে কাফেররা আবার মুসলমানদের বিরুদ্ধে মরণ কামড় দিয়ে গেলো। তারা আবার পরামর্শ সভা ডাকলো।

বিরাট পরামর্শ সভা বসলো। মক্কার কুরাইশ নেতা সরদারদের সকলেই উপস্থিত। আবু জেহেল, আবু লাহাব, ওয়ালিদ বিন মুগিরা, আস বিন ওয়ায়েল

www.amarboi.org

সাহমী, ওতবা বিন রাবিআ, আবু সুফিয়ান বিন ওক্‌বা, নসর বিন হারিস, আবুল জানতারী, উমাইয়া বিন খালফ, আস বিন হিশাম, যামআ বিন আসওয়াদ, জুবাইর বিন উমাইয়া, মুতয়িম বিন আদী। এরা সকলেই এলো। আমন্ত্রিত ছিলো সকলেই। এছাড়াও এলো শত শত সম্মানিত লোক।

এ পরামর্শ সভার সভাপতি বানানো হলো আবু সুফিয়ানকে। আবু জেহেল প্রথম বক্তব্য রাখতে উঠে বললো—হে গর্বিত আরববাসী ! তোমরা লক্ষ্য করেছো যে ব্যাপারটিকে এতদিন আমরা ছেলেখেলা বলে মনে করেছিলাম। তা বাড়তে বাড়তে এখন আমাদের দীনের জন্য এক চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমাদের জাতীয় মান-মর্যাদা ধ্বংস হতে চলছে। লোকেরা বাপদাদার ধর্ম ছেড়ে দিয়ে নতুন ধর্ম গ্রহণ করছে। মুহাম্মাদ আমাদের ধর্মকে ধ্বংস করে দিয়ে এক নতুন ধর্ম প্রবর্তনের জন্য দিনরাত কাজ করে চলছে। সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা হলো মুহাম্মাদের ধর্মে এমন কি সত্য ও সুন্দর শিক্ষা দেয় যা মানুষকে ইসলামের দিকে আকর্ষিত করে। সেখানে উঁচু নীচু আশরাফ আতরাফের ব্যবধান থাকে না। খান্দানী ও বংশীয় কৌলিন্য ও মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য রাখে না। গরীব নিঃস্ব দাসদাসী ও কর্মচারীদেরও এক সাথে একত্রে পাশে বসায়। খানাপিনা করেন এক সাথে। ওদেরকে নিজেদের ভাই মনে করে। এ ধরনের আচার-ব্যবহার পেলে গরীব-দুঃখী ও নিঃস্বদের মাথা ঠিক থাকার কথা নয়। কিন্তু এতে তো মানুষে মানুষে কোনো পার্থক্য থাকে না। কর্মচারীদের অভ্যাস হয়ে যায় খারাপ। এটা কি কোনো শরীফ মানুষ সহ্য করতে পারে ? সবচেয়ে সর্বনাশ হলো প্রতিটি মুসলমান আমাদের দেবদেবী ও মূর্তিকে ঘৃণা করে। হেয় ও বাতিল মনে করে। এসবকে আমরা সহ্য করি কিভাবে ?

চারিদিক থেকে চীৎকার ধ্বনী উঠছে, না ! না ! অবশ্যই না। তাহলে চুপচাপ বসে আছো কেনো। দেখছো না আমাদের এত বিরোধিতা সত্ত্বেও মুসলমানদের সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলছে। তোমরা এভাবে বসে থাকলে শুধু আশংকা নয় বরং নিশ্চিত যে, মক্কা নগরী নয় গোটা আরব মুসলমানদের অধীন হয়ে যাবে।

তোমাদের নিশ্চয়ই জানা আছে। বেশ কিছু সংখ্যক মুসলমান হাবশা চলে গেছে। তারা সেখানে চুপচাপ বসে আছে। ওখানে তাদের সংখ্যা বেড়ে যাবে যখন, তারা মক্কা আক্রমণ করবে। পরিণাম কি হবে জানি না। সময়ের এক ফোঁড় অসময়ের দশ ফোঁড়। সময় থাকতে কাজ করো। আমাদের চোখের সামনে আমাদের মাবুদদের এ অসম্মান অমর্যাদা হবে। আমরা দেখতে থাকবো?

চারিদিক আবার চীৎকার—না, কখনো না। আমরা সহ্য করবো না। ওতবা তার ভাষণ দিতে উঠে বললো, বিপদ হলো মুহাম্মাদের তরফ থেকে।

www.amarboi.org

যতদিন সে জীবিত থাকবে ততদিন এ বিপদ থেকে উদ্ধার পাবার উপায় নেই। আমার ধারণায় মাত্র গুটি কয়েক লোক গিয়ে তাকে হত্যা করে এ বিপদ থেকে আমাদেরকে উদ্ধার করতে পারে।

জুবাইর ইবনে উমাইয়া বললো, মুহাম্মদ হাশেমী বংশের লোক। এভাবে তাকে হত্যা করলে গৃহযুদ্ধ লেগে যাবে। আর মুসলমানরাও তাকে সহজে হত্যা করতে দিবে বলেও মনে হচ্ছে না। একটি মুসলমান জীবিত থাকতে তাদের রাসূলকে কেউ হত্যা করতে পারবে বলে আমার বিশ্বাস হয় না। মুতয়িমও একথার সমর্থন জানালো। ওতবা বললো, সকলে একমত হলে একটা কথা বলতে পারি। মুসলমানদেরকে বয়কট করো। তাদের সাথে ছিন্ন করো সকল সম্পর্ক। বিবাহ, সাদী, লেন-দেন, রেওয়াজ-রীতি, সাক্ষাত, খানাপিনা, বেচা-কেনা ইত্যাদি সব সম্পর্ক ছিন্ন করে দাও। মহল্লা ছেড়ে ওদেরকে পাহাড়ে চলে যেতে বাধ্য করো। তাদের কাছে নিত্য প্রয়োজনীয় কোনো জিনিস যেনো যেতে না পারে সে দিকে কড়া নজর দিতে হবে। এভাবে কাজ করতে পারলে তারা নিজে নিজেই ছটফট করে মরে যাবে। কাউকে আমাদের মারতে হবে না। গৃহ যুদ্ধও সৃষ্টি হবে না।

এভাবে অনেক পরামর্শের পর আবু সুফিয়ান একটি পরামর্শ দিলো। তাহলো মুসলমানদের সাথে অসহযোগ বয়কট। সে পরামর্শই সকলের পসন্দ হলো। সেটাই হলো গৃহীত। ওতবা জোরেশোরে এর প্রতি সমর্থন দিলো। এটা ছিলো তারও পরামর্শ।

মনসুর বিন ইকরামা লিখলো একটি চুক্তি পত্র। সকলে সই করলো এতে। আরবের দীর্ঘদিনের ঐতিহ্য অনুযায়ী খানায়ে কাবায় এ চুক্তিপত্র লটকিয়ে রাখা হলো। নিয়ম ছিলো যতদিন চুক্তিপত্রের লেখা অবশিষ্ট থাকবে, নষ্ট হবে না ততদিন সকলে এ চুক্তির শর্ত পালন করে চলবে।

পরামর্শ সভার সকল নেতৃবৃন্দ এক সাথে একমতে এ সিদ্ধান্ত করার জন্য আজই মুসলমানদের ঘাঁটি দারুল আরকামে চলে গেলো। মুসলমানরা সে সময় নামাযে আসর শেষ করছে মাত্র। আবু জেহেল সেখানে মুসলমানদেরকে তাদের সিদ্ধান্তের কথা শুনাতে গিয়ে বললো—

ঃ মুসলমানেরা তোমরা যদি মুহাম্মাদকে ছেড়ে দাও তাহলে তোমাদেরকে মুক্তি দেয়া যেতে পারে।

ঃ মরে যাবো, খোদার নবীকে ছেড়ে যাবো না।—সকল মুসলমানরা সমস্বরে বলে উঠলো।

মুসলমানরা সকলে দারুল আরকামের ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লো। রাসূল তখনো যুদ্ধের অনুমতি দেননি। তারা আবার আরকামের বাড়ীর ভিতরে চলে গেলো। ঘোষণার মর্মানুযায়ী মুসলমানরা যার যা ছিলো সব নিয়ে শিআবে আবু

www.amarboi.org

তালিবে—আবু তালিবের ঘাঁটিতে প্রবেশ করলো। এ ঘাঁটি ছিলো দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী একটি স্থান। শিআবে আবু তালিব নামে খ্যাত। হুজুর আবু তালিবের প্রযত্নে ছিলেন। তাই আবু তালিবও ভাতিজার সাথে এ ঘাটিতে চলে এলেন।

আবু জেহেল পাহারা রাখলো। কেউ যেনো এখানে আসতে না পারে আবার কেউ যেনো এখান থেকে বের হতে না পারে।

আল্লাহর কিছু গরীব মু'মিন বান্দাহকে কাফেররা এ ঘাঁটিতে অন্তরীণ করে দিলো। এ ঘাঁটি হতে বের হবার মাত্র পথ ছিলো একটি। এ পথ ছাড়া অন্য কোনো পথে বের হবার উপায় ছিলো না। এ পথের মাথায় ছিলো পাহারা। মুসলমানরা এখানে বন্দী জীবন কাটাতে শুরু করলো।

২৬

খানায়ে কাবায় লটকানো চুক্তিপত্রে তো অনেক শর্তই লিখিত ছিলো। উল্লেখযোগ্য শর্ত ছিলো মাত্র কয়েকটি—

এক ঃ মুসলমানরা যতদিন ইসলাম থেকে ফিরে না আসবে, মূর্তিপূজা আবার শুরু না করবে, এ বয়কট—তথা সম্পর্ক ছিন্ন অব্যাহত থাকবে।

দুই ঃ যারা মুহাম্মাদের সাথে সহযোগিতা করছে যেমন আবু তালিব তাদের সাথেও এ বয়কট চলবে।

তিন ঃ বনি হাশেম খান্দানের আবু লাহাব ছাড়া সকলের সাথে মেলা-মেশা, লেন-দেন, বিয়ে-সাদী, ইত্যাদি বন্ধ থাকবে যে পর্যন্ত আবু তালিব মুহাম্মাদকে ত্যাগ না করবে।

চার ঃ যে কোনো খান্দানের যে কোনো ব্যক্তি মুসলমানদেরকে কোনো জিনিস পত্র পৌঁছালে তাদেরকে সহযোগিতা যোগালে, সমবেদনা প্রকাশ করলে তার সাথেও এ সম্পর্ক ছিন্ন ঘোষণা কার্যকর হবে। তার সব স্থাবর অস্থাবর সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা হবে।

এ ধরনের কোনো অঙ্গীকারপত্র কেউ খানায় কাবায় অথবা এর বাইরে করে খানায়ে কাবায় লটকিয়ে দিলে তা মেনে চলা ও তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা ছিলো আরবের সকলের জন্য আবশ্যক। কেউ কোনো সময় এর বিরোধিতা করতে পারতো না। এ অঙ্গীকারনামার প্রতি মক্কাবাসীরা সম্মান প্রদর্শন করলো। সকলে মেনে চলতে লাগলো। শহরে গ্রামে-গঞ্জে এ অঙ্গীকারনামার বিষয়বস্তু ঢোল শুহরত করে প্রচার করে দেয়া হলো।

মক্কাবাসীরা জানলো মুসলমানদের সাথে বয়কট চলছে। তারা ভাবলো মুসলমানদের মাথা এবার ঠিক হবে। জাতির সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে তারা মাথানত করবে। মূর্তিপূজা আবার শুরু করবে। জাতি বেঁচে যাবে একটি বড় বিপদ থেকে। বয়কট বা সম্পর্ক ছিন্ন অঙ্গীকার একটি বড় হাতিয়ার। ব্যক্তি বা সমষ্টি

www.amarboi.org

যার সাথেই এ চুক্তি সম্পাদন হয় তার জীবন অন্তঃসারশূন্য করে দেয়। সমাজে সকল কাজেই সে একা হয়ে পড়ে। বাধ্য হয়ে সে পরে সামষ্টিক সিদ্ধান্তের কাছে নত করে মাথা। কঠিন অঙ্গীকার পত্র করে মুসলমানদেরকে বয়কট করার নজীর বিশ্বের ইতিহাসে এ একটিই। সামাজিক সম্পর্ক ছিন্নের ইতিহাসে অন্যান্য সকল ব্যাপারে শর্ত হলেও খাবার দাবারের ব্যাপারে বয়কটের কোনো শর্ত আরোপ করা হয় না। আবু জেহেলের বংশধররা এ শর্তটিই মুসলমানদের বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম যুক্ত করেছিলো।

শিআ'বে আবু তালিব যদিও লম্বা চওড়া ছিলো। কিন্তু সুন্দরভাবে জীবন যাপনের কোনো ব্যবস্থা ছিলো না। জীবন ধারণের জন্য কোনো প্রয়োজনীয় জিনিসও উৎপাদন হতো না ওখানে। উঁচ উঁচ ও খোলা পাথরের ভূমি দুর্গটিকে ঘিরে রেখেছিলো। খুব কষ্টে মুসলমানরা ওখানে দিন কাটাচ্ছিলো। এ ঘাঁটিতে নারী ছিলো শিশু ছিলো। ছিলো যুবক প্রৌঢ় ও বয়োবৃদ্ধ লোক। মহররম মাসে শুরু হয়েছিলো এ বয়কট। জিলহাজ্জ মাস আগত। প্রায় এক বছর ধরে চলে আসছে বয়কট অভিযান। ক্ষুত পিপাসায় দুর্বল হয়ে পড়েছে মুসলমানরা। যার যা ছিলো প্রায় সব শেষ। কোনো আমদানী নেই। কচু ঘেচু খেয়ে দিন কাটাচ্ছে তারা।

হজ্জের মৌসুম আগত। ৭ম নববী বছরের মহররম মাস থেকে বয়কট শুরু। হজ্জের সময় বয়কট থাকার নিয়ম নেই। অবরুদ্ধতা মুসলমানদের উপর থেকে উঠিয়ে নেয়া হয়েছে। মুসলমানরা ঘাঁটি থেকে বের হয়ে এসেছে। তাদের পরনে ছেড়া ময়লা কাপড় চোপড়। ক্ষুধা তৃষ্ণায় অস্থির। বাচ্চা ও বৃদ্ধরা বেহাল অবস্থায়। অবরুদ্ধতার ফলে হাঁটতে চলতে পা হাত দুলছে। কঠিন ও পাষাণ হৃদয়ের মানুষেরও এ অবস্থা দেখলে মনে করুণার উদ্রেক হয়। কাফেরদের মনে যেনো দয়ার বিন্দুমাত্র কিছু বাকী নেই। অবরুদ্ধ ঘাঁটি হতে বের হয়ে মুসলমানরা প্রথম কাবা শরীফের যিয়ারত করলো। নামায পড়লো। হজ্জ শেষ করে বেচা-কেনার জন্য বাজারে গেলো। সাথে সাথে আবু জেহেলের বাধা। পবিত্র হজ্জ মৌসুমেও পবিত্রতার নামগন্ধ তার মধ্যে নেই। আজও সে চীৎকার দিয়ে দিয়ে মুসলমানদের সাথে কেনা-বেচা না করার জন্য ঘোষণা দিয়ে নিষেধ করছে। অনেকেই আবু জেহেলের এ ঘোষণা অমান্য করে মুসলমানদের কাছে জিনিসপত্র বিক্রি করেছে। সন্ধ্যা পর্যন্ত যা পারলো তারা কিনাকাটা করে নিলো।

বয়কট আবার শুরু। সকলেই অবরোধ ঘাঁটিতে পৌছে গেলো। আবার তারা নির্যাতন যুলুম অত্যাচার বিপদ মুসিবত মুকাবিলা করার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলো। কাফেররাও কঠোরতার সাথে তাদের উপর লক্ষ্য রেখে চলছে। দিনের পর দিন অতিবাহিত হয়ে চলছে। মুসলমানদের সংগৃহীত খাবার দাবার সামগ্রী

www.amarboi.org

শেষ প্রায়। শুরু হলো আবার অনাহার অর্ধাহারের পালা। বাল-বাচ্চাদের নিয়েই সবচেয়ে বেশী বেহাল অবস্থা। অবরোধ ঘাঁটি হতে কান্নাকাটির রোল ভেসে আসছে বাইরে। অবস্থা বড় অসহ্য। মাযলুম মুসলমানরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে যুদ্ধের অনুমতি চাচ্ছে। পাচ্ছে না তাঁর অনুমতি। নবুয়াতের ৮ম বছর কঠিন জীবনযাপন করলো ঘাঁটির অবরোধবাসীরা।

আবার এলো হজ্জের সময়। অবরোধ উঠিয়ে নেয়া হলো। বেরিয়ে আসলো মুসলমানরা ঘাঁটি হতে। করুণ অবস্থা তাদের। হাঁটতে পারছে না। লাঠি ভর দিয়ে চলছে। এ রকম অবস্থা দেখে কাফেরা মজা করছে। তারা বলছে, এটা কি জীবন হলো। খাবার নেই। পরনে কাপড় নেই। জীবন ধারণের নেই কোনো জিনিস। ভালো তোমরা মুহাম্মাদকে ছেড়ে চলে আসো। বাপ-দাদার ধর্ম গ্রহণ করো।

মুসলমানরা এত দুঃখ কষ্ট ও বিপদের মধ্যে থেকেও জবাব দিলো, আমরা আল্লাহকে পেয়েছি। আল্লাহর ধর্ম গ্রহণ করেছি। যতো পারো আমাদের উপর যুলুম চালাও তোমরা। খাবার না দাও। না দাও পানি। যতদিন চাও অবরোধ জারী রাখো। আমরা ইসলাম ছেড়ে আসবো না। মৃত্যু পর্যন্ত আমরা থাকবো আল্লাহর সাথে। কাফেরদের কাছে এ জবাব বড় বিস্ময় লাগলো।

হজ্জ সমাপন হলে মুসলমানদের অবরোধ আবার শুরু। সম্ভাব্য বাজার সেরে নিলো তারা। চলে এলো অবরোধ ক্যাম্পে। আগের দু' বছরের চেয়েও এবার আরো বেশী কঠোরতার সাথে তারা মুসলমানদেরকে পাহারা দিতে লাগলো। দিন বয়ে যাচ্ছে। নবুয়াতের নবম বছর চলছে। এ বছর আরো কঠিন গেলো মুসলমানদের উপর। খাবার দাবারের সামগ্রী অতি অল্প দিনেই ফুরিয়ে গেলো। উপোষ থাকা যেনো শুরু। ঘাস, গাছের পাতা ও ছাল যা পেতো তা-ই খেতে শুরু করলো অসহায় মুসলমানরা। আল্লাহর অপার রহমতের অপেক্ষায় তারা। সবচেয়ে বেশী বিপদ হলো ছোট বাচ্চাদের নিয়ে। অবুঝ অবোধ শিশুরা খাবার ও পানির অভাবে প্রাণ যায় যায় অবস্থায়। এ করুণ দৃশ্য দেখা তো বাবা মার জন্য ছিলো অসহ্য।

অবরোধ ক্যাম্পে আকীল নামের ছেলেটি ছিলো সবচেয়ে ছোট। ক্ষুধা তাকে একেবারেই কাতর করে দিয়েছিলো। বিছানা হতে উঠতেও পারতো না সে। পাথরের উপর পড়ে থাকতো সবসময়। হতভাগ্য মাতাপিতা তার পাশে বসে আছে। তার শোচনীয় অবস্থা দেখছে। আকীল রোগে ভোগছে না। না খেয়ে দেয়ে থাকার ফল এটা। মৃত্যুর দুয়ারে আঘাত হানছে। অজ্ঞান হয়ে পড়েছে আকীল। অঝোরে কাঁদছে মাতা পিতা। ক্যাম্পের কারো কাছে একটি দানাও নেই আকীলের মুখে দিতে। অবরোধ ক্যাম্পের সকল নরনারী এ দৃশ্যে বড় অস্থির ও কাতর হয়ে পড়েছে। তারা শুরু করেছে কাঁদতে। কান্নার শব্দ

www.amarboi.org

বাইরের পাহারাদাররা শুনলো। তারা খুশী হলো। ভাবলো কেউ মরছে। এখন তারা বাপ-দাদার ধর্মে ফিরে আসবে। নতুবা না খেয়ে না পেয়ে মরবে।

আকীল ও তার মার অবস্থা হয়ে যাচ্ছে খুবই শোচনীয়। আবু তালিবও পাশে বসে তাদের অবস্থা দেখছে। সইতে পারলেন না তিনি। উঠে গেলেন হুজুরের কাছে। তিনি আল্লাহর দরবারে সেজদায় রত। সেজদা হতে উঠার পর আবু তালিব বললো, ভাতিজা ! আর তো সহ্য করা যাচ্ছে না। পরীক্ষার শেষ কখন। শিশুরা না খেয়ে মরতে শুরু করেছে। কুরাইশ নেতাদের কাছে তো দায় ভিক্ষা না করে কোনো উপায় দেখছি না।

"চাচা ! ধৈর্য ধরুন। আল্লাহ আমাকে এমাত্র জানিয়েছেন ওদের যুলুমবাজীর অঙ্গীকারনামা শেষ। আল্লাহর নামের জায়গাটুকুন ছাড়া অঙ্গীকারনামার আর সবই পোকায় খেয়ে শেষ করে দিয়েছে। আপনি আরো একটু অপেক্ষা করুন। দেখুন। অদৃশ্য থেকে কি প্রকাশ পায়। আমার বিশ্বাস আল্লাহ মুসলমানদের অবোধ সন্তানদেরকে এ দূরবস্থায় মরতে দেবেন না। একাধারে বলে চললেন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

ঃ আচ্ছা আমি অপেক্ষা করছি।—বললেন আবু তালিব।

ঃ আপনি আমার সাথে আসুন। আকীলকে দেখতে যাই। আমি তার জন্য দোয়া করেছি।—বললেন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

চাচা ভাতিজা উভয়ে উঠে চলে গেলেন আকীলের কাছে। তখনো সে বেহুঁশ। তার পাশে গিয়ে বসলেন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোলে তুলে নিলেন তাকে। ঠিক এ সময়ে বিবি খাদিজা এক হাতে কিছু দুধ অন্য হাতে কিছু খাবার নিয়ে এসে হাজির। তিনি বললেন, "আমার ভাতিজা হাকিম এসব আমার জন্য পাঠিয়েছে। সব শিশুকে এর থেকে কিছু কিছু করে খাইয়ে দাও।"

খাদিজা বিন খুবায়েবের ফুফী। ফুফী বৃদ্ধা। খাবারে কষ্ট পাবে ভয়ে তিনি মাঝে মাঝে গোপনে এসব পাঠাতেন। খাবার প্রয়োজন থাকলেও তিনি তা সব বাদ দিয়ে শিশু বাচ্চাদের মধ্যে বিতরণ করতেন। সকলেরই ছিলো এ নীতি। যা পেতেন বাচ্চাদেরকে অগ্রাধিকার দিতেন।

খাদিজার হাত থেকে দুধ নিয়ে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আকীলের মুখে দিলেন। আকীল চোখ খুললো কিছু সময়ের মধ্যে।

এখানেও আল্লাহর কুদরতের পাওয়া যায় পরিচয়। আবু তালিব খাদিজার হাত থেকে বাকী দুধটুকু নিয়ে অন্যান্য বাচ্চাদের মধ্যে বন্টন করে দিতে চাইলেন। তারাও প্রায় ওষ্ঠাগত প্রাণ। কিন্তু তারা কেউ দুধ গ্রহণ করলো না। বললো, দাদা ! আকীলকে দিন। সে আমাদের চেয়েও বেশী কাতর। আল্লাহর

www.amarboi.org

কুদরত বুঝা দায়। শিশুদের মনেও তিনি প্রবোধ ঢেলে দেন। আবু তালিবকে অবরোধ ক্যাম্পের বাচ্চারা দাদা করে ডাকতো। আকীলকে আল্লাহ্ বাঁচালেন। মা-বাপের মনে খুশী ধরে না আর।

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবু তালিবকে বললেন, আজ অবরোধ শেষ। আবু তালিব উঠে চলে গেলেন।

২৭

অবরোধ ক্যাম্পের কান্না বাইরেও গিয়ে পৌঁছলো। এ সময় হিশাম মাখরুমী ক্যাম্পের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলো। সেও ক্যাম্পের ভিতরে কান্নার রোল শুনতে পেলো। ক্যাম্পের গেটের কাছে গেলো সে। বনি হাশেম গোত্রের লোক ছিলো হিশাম। সে ছিলো গোত্রের একজন গণ্যমান্য লোকই। গোপনে ক্যাম্পে নিজ গোত্রের লোকজনের জন্য কিছু খাবার দাবার পাঠাতো সে। তবে সেও ছিলো পাথর পূজারীই। খান্দানী লোকদের জন্য ভ্রাতৃত্ববোধে উজ্জিবীত হয়ে ক্যাম্পের খোঁজ-খবর নিতো মাখরুমী। পাহারাদারকে ক্যাম্পের ভিতরে কান্নার কারণ জিজ্ঞেস করলে তারা হেসে উঠলো। বললো, আহাম্মকদের খাবার দাবার শেষ হয়ে গেছে বোধ হয়। বাচ্চারা ও তাদের মাতা পিতারা তাই ক্ষুধায় কাঁদছে মনে হয়। পাহারাদারদের নির্দয় জবাবে হিশামের বড় রাগ হলো। বললো, এজন্য তোমরা বর্বরের মতো হাসছো? সে বিগলিত হয়ে গেলো, ফিরলো খানায়ে কাবার দিকে। ইচ্ছা করলো আজই ঐ যুলুমবাজীর অঙ্গীকারনামা খানায়ে কাবা হতে টেনে এনে ছিড়ে ফেলবে। কিন্তু কাজটি করা এত সহজ ছিলো না।

এ অঙ্গীকারনামা ছিড়ে ফেলার অর্থ ছিলো সকল গোত্রকে যুদ্ধের আহ্বান জানানো। সে জানতো শক্তি কতটুকু তার। সে অথবা তার গোত্র কুরাইশের সকল গোত্রের মুকাবিলা করতে পারবে না। কিন্তু হাশেমী বংশের মুসলমানদের দুঃসহ কষ্ট ও যুলুম তাকে নরম করে দিয়েছে। অঙ্গীকারনামা ছিড়ে ফেলে সকল গোত্রের মুকাবিলা করতেও আগ্রহী হয়ে উঠলো সে।

আরবে ঐ সময় এভাবে কোনো অঙ্গীকারনামা খানায় কাবায় লটকিয়ে দিলে তা কেউ ছিড়ে ফেলতে পারতো না। যদি কেউ ছিড়তো তাহলে গোটা জাতি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হতো। অন্যদিকে যদি একবার কেউ ছিড়ে ফেলতো তাহলে এ অঙ্গীকারনামার কোনো কার্যকারিতা আর বাকী থাকতো না। শুধু এর বিদ্যমানতার সময়ই একে মেনে চলার বাধ্যবাধকতা।

হিশাম দ্রুত খানায়ে কাবার দিকে রওনা হলো। কিছুদূর যাবার পরই জুবাইরকে এদিকে আসতে দেখলো সে। যুবাইর ছিলো আবদুল মুত্তালিবের নাতি। হিশাম তাকে থামিয়ে দিলো। বললো, জুবাইর ! এটা কি ধরনের কথা

www.amarboi.org

যে আমরা সকলে খাই দাই ফূর্তি করি। আর তোমার নানা, তোমার খান্দানকে মুসলমানদের ছোট ছোট বাচ্চাদেরকে খাবারের একটি শস্য দানাও দেয়া হচ্ছে না। খাবার দাবারের অভাবে এরা কাতরিয়ে কাতরিয়ে মরে যাবে।

যুবাইর বললো, এ একই দুঃখে আমিও জ্বলে পুড়ে মরছি। অনেকবার আমার মনে উদয় হয়েছে এই যুলুমের অঙ্গীকারনামা আমি ছিড়ে ফেলে দেই। কিন্তু পরিণামের ভয়ে আর করতে সাহস পাচ্ছি না। সকল গোত্রের মুকাবিলা করাতো আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তাই চুপচাপ সব সয়ে যাচ্ছি। তুমি যদি আমার সাথে থাকো তাহলে আমি এখনই তা ছিড়ে ফেলবো।

হিশাম বললো, তবে শুনো। আমি এ মাত্র শিআবে আবু তালিব অর্থাৎ অবরোধ ক্যাম্পের কাছ দিয়ে আসছিলাম। ওখানে আহাজারী শুনা যাচ্ছে। মুসলমানরা কাঁদছে। কোনো বাচ্চা না খেয়ে মরে যাচ্ছে বোধ হয়। মুসলমানদের এ অসহায়তা আর বিপদ ও যুলুম আমাকে ঐ অঙ্গীকারনামা ছিড়ে ফেলতে উদ্দীপ্ত করেছে। আমি তোমার সাথে আছি। আমরা দু'জনে চলো এখনই তা ছিড়ে ফেলি।

যুবাইর বললো চলো। তারা অগ্রসর হয়ে বাজারের কোণা পর্যন্ত গেলে মুতয়িম বিন আদী ও আবুল খাবতারীর সাথে দেখা। মুতয়িম জিজ্ঞেস করলোঃ

ঃ যাচ্ছো কোথায় ? তোমাদেরকে বিমর্ষ দেখাচ্ছে কেনো ?

ঃ মুসলমানদের বাচ্চারা না খেয়ে মরে যাচ্ছে। ক্ষুধাতুর মাতাপিতারা নিজেদের সন্তানদের মৃত্যুর পথের যাত্রা দেখে মাথা কুটে রক্ত অশ্রু বর্ষণ করছে। "তুমি কি তোমার সন্তানকে না খেয়ে মরতে দেখতে পারতে আবুল খাবতারী !"—বললো হিশাম ।

ঃ অসম্ভব !—উত্তরে বললো আবুল খাবতারী !

ঃ আমরা কি এমন যুলুম অত্যাচার সইতে পারতাম, যে অত্যাচার যুলুম তিন বছর পর্যন্ত সয়ে যাচ্ছে মুসলমানরা।—বললো আবার হিশাম।

ঃ এটা নির্মমতা নির্দয়তা অমানসিকতা। এটা আর চলতে দেয়া যায় না। এ বয়কট ভাঙ্গতে হবে। এসো আমরা এখন চারজন একমত। আমাদের চারজনের মুকাবিলা করার হিম্মত ওদের হবে না। অঙ্গীকারনামা ছিড়ে ফেলবো আমরা।

সকলে পরামর্শ করে সশস্ত্র হয়ে রওনা হলো কাবার দিকে। কাবার কাছে গিয়ে পেলো তারা জাময়াকে। হাতে অস্ত্র নিয়ে সে দাঁড়িয়ে। দূর থেকে ওদেরকে আসতে দেখে সে বললো—

ঃ তোমরা চারজন সশস্ত্র হয়ে আমাকে বাধা দিতে এসেছো। আমি যেনো এ অঙ্গীকারনামা ছিড়ে না ফেলি। মাবুদদের কসম তোমরা আমাকে এ কাজ

www.amarboi.org

থেকে বিরত করতে পারবে না! এত যুলুম সহ্য করা যায় না। আমি আজ যুলুমবাজীর অঙ্গীকারনামা ছিড়ে টুকরা টুকরা করে ফেলবো।

তারা চারজন একত্রে বললো।

ঃ জাময়া আমাদেরও একই ইচ্ছা।—তারা চারজন একত্রে বললো।

এরা সকলেই বাতিল মাবুদদের পূজারী। মুশরিকদের ধর্মের অন্তর্গত। ইসলামের শত্রু। কিন্তু মানবতা ও দীর্ঘ তিনটি বছর ধরে মুসলমানদের উপর তাদের অমানুষিক নির্যাতন, নিপীড়ন অসহায় মুসলমানদেরকে সাহায্য করার জন্য উৎসাহ যুগিয়েছে।

তারা অগ্রসর হয়ে খানায়ে কাবার কাছে গিয়ে দেখলো অনেক মূর্তি পূজারী মাথা উপুড় হয়ে সেজদা করছে তাদের মাবুদদেরকে। ওখানে আছে আবু জেহেল, আবু লাহাব, জুমুদিয়াস, ওতবা, ওয়ায়েল সাহমী।

এরা পাঁচজন প্রথম খানায়ে কাবার তাওয়াফ করলো। মুশরিক নেতারা ওখানে উপস্থিত। এক জায়গায় দাঁড়িয়ে চিন্তা করছে। কিভাবে কাজ শুরু করবে। জুবাইর বললো, ঠিক আছে আমিই শুরু করি। তোমরা থাকো আমার সাথে। জুবাইর উচ্চস্বরে বলতে লাগলো—

ঃ হে জাতির নেতারা ! এটা কি কথা। কেমন মনুষত্ব। কি অমানবিক আচরণ। আমরা সকলে পেট পুরে খাচ্ছি। অথচ বনি হাশিম, গরীব মুসলমান আর তাদের নির্দোষ সন্তানগণ খাওয়া দাওয়া পাচ্ছে না। এমন যুলুম কোনো জাতি তাদের আপনজনদের উপর করেছে এমন কথা ইতিহাসে কোথাও নেই। সাবধান হয়ে যাও, আজই যুলুমের এ অঙ্গীকারনামা ছিড়ে ফেলছি। এটা আমাদের জাতীয় পরিচয়ের উপর এক কলংক।

সব নেতারা একত্রে গর্জে উঠলো। বললো—

ঃ যে অঙ্গীকারনামা ছিড়বে তার কল্লা আমরা কেটে ফেলবো।

ঃ কার সাহস। এসো এদিকে। জাময়া, আবুল জানতারী হিশাম সহ সকলে খাপমুক্ত তরবারি হাতে নিয়ে দাঁড়ালো—

ঃ অঙ্গীকারনামার শর্ত পূরণ না হলে তা নষ্ট করা যাবে না। আমরা সকলে পরামর্শ করে একমত হয়ে চিরাচরিত প্রথানুযায়ী এ পদক্ষেপ নিয়েছি। এর অন্যথা করা যাবে না।—আবু জেহেল, আবু সুফিয়ানরা বললো।

হিশামরা সকলে বললো—

ঃ আমরা ঐ সময়ও রাজী ছিলাম না। বলা হয়েছিলো, মুসলমানদেরকে হুঁশিয়ার করার জন্য করা হচ্ছে এসব। কোনো অনিষ্ট করা হবে না ওদের। এখন তো চরম সীমার যুলুম নির্যাতন চালানো হচ্ছে মুসলমানদের উপর। এটা মেনে নেয়া যায় না। যায় না সহ্য করা।

www.amarboi.org

উভয় পক্ষের বিতর্ক চরমে উঠলে সকলেই তরবারি বের করে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত। এ সময়ে আবু তালিব ঘাঁটি ছেড়ে এলেন ওখানে। উভয় পক্ষের মাঝখানে এসে দাঁড়িয়ে গেলো। হাত দিয়ে ইশারা করলো তরবারি নামিয়ে ফেলতে। এরপর বলতে লাগলো—

ঃ তোমরা বেকার যুদ্ধে লিপ্ত হচ্ছো। আমার সদা সত্যবাদী প্রিয় ভাতিজা এই মাত্র আমাকে খবর দিলো কাবায় ঝুলানো অঙ্গীকারনামা পোকায় খেয়ে ফেলেছে। যদি তা-ই হয়, তাহলে তো এ অঙ্গীকারনামা মেনে চলার তো আর দরকার নেই। মুহাম্মাদের খোদা নিজেই এ অঙ্গীকারনামাকে বাতিল করে দিয়েছেন।

আবু জেহেলরা হাসলো। বললো—

ঃ শত শত বছর পর্যন্ত অঙ্গীকারনামা ঝুলে থাকে। কীট-পতঙ্গে নষ্ট করে না। তিন বছরেই তা নষ্ট হয়ে গেলো ?

ঃ ভাতিজা তো কোনো দিন মিথ্যা বলেনি। দেখনা তোমরা অবস্থাটা কি ? যদি নষ্ট হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে তো জোর করে মানানো যাবে না। আর যদি সত্য না হয়, আমরা ঘাঁটিতে বয়কট অবস্থায় থাকবো।—আবু তালিব বললো।

আবু জেহেল অঙ্গীকারনামা নামাতে গেলো। শত শত উৎসুক্য জনতা চার পাশে। খুলে দেখা গেলো একটি অক্ষরও বাকী নেই। পোকায় সব খেয়ে শেষ। কালিমায় ছেয়ে গেলো আবু জেহেল ও আবু সুফিয়ানের চেহারা।

তারা আশ্চর্য হলো এতো পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার পরও খানায়ে কাবায়ে এসব পোকা জমলো কিভাবে। তারা মানতে চাইলো না অঙ্গীকারনামা বাতিল করার ঘোষণা।

হিশাম সহ সকলে হুংকার দিয়ে বললো—

ঃ এবার প্রস্তুত হও যুদ্ধের জন্য। একটি মাথাও আর দেহে থাকতে দেয়া হবে না।

আবু তালিব বললো—

ঃ আমার ভাতিজা কি ভালো মানুষ তা তোমরা আঁচ করতে পারবে না। সে যুদ্ধ চায় না। চাইলে মুসলমান জানবাজরা তোমাদেরকে তুলা ধুনা করে ফেলতো কত আগে। আমার ভাতিজা অনুমতি দেয়নি। আল্লাহর রহমত ও কুদরত দেখাবার জন্য। বয়কট অবরোধ শেষ। বয়কট বহাল রাখার শক্তি আরবের আর কোনো মায়ের সন্তানের নেই। সত্যের জয় হয়েছে। সত্যের জয় অবশ্যম্ভাবী।

২৮

বালু ঝড়ের প্রচণ্ডতা কমে আসছে অবশেষে। বাতাসের পাকানো কালো কৃষ্ণ কুণ্ডলী কিছুটা প্রশমিত। এরপরও বাতাসের ঝটকার রেষ কমেনি।

www.amarboi.org

ঝটকার গতি বালুর পাহাড় উঠিয়ে নেবার মতো শক্তি হারিয়েছে। তবে যেটুকু আগেই উড়িয়ে নিয়েছিলো তা এখানো আকাশে কুণ্ডলীর মতো ঘুরপাক খেয়ে খেয়ে ধীরে ধীরে স্তমিত হয়ে পড়ছে। বালু বসে গেছে। সূর্য দিয়েছে দেখা। প্রচণ্ড গরমের আভাষ দিয়ে রূপার শুভ্রতা গায়ে মেখে ধীরে ধীরে সূর্য তাপদাহের কিরণ ছড়িয়ে উপরের দিকে উঠে এসে চমকাতে শুরু করেছে। আদী ও তার কাফেলা ছিলো এখনো বালুর ঢিপির নীচে। প্রায় অনেকে আবক্ষ নিমজ্জিত। রোদের প্রখরতা তপ্ত করে তুলছে বালু রাশিকে।

আরবে বালুময় ভূমিতে দিনে যাতায়াত করা খুবই দুরূহ ও বিপজ্জনক—এ কারণে ওখানে রাতের বেলাই মানুষ চলাফেরা করে। বেশীর ভাগ সময়ই রাতে ওখানে দ্রুত বেগে বাতাস বয় না। সারাদিন রোদের তাপে গরম হয়ে যাওয়া বাতাস ঠাণ্ডা হয়ে উঠে রাতে। মরুভূমির জাহাজ উট স্বস্তির সাথে এ সময় অতিক্রম করতে পারে পথ। দিনের বেলা যদি কাউকে বিশেষ কারণে পথ চলতেও হয়, সে কোথাও থামে না। গরম বা ঝড়ের প্রচণ্ডতা যত বেশীই হোক। হাটতে থাকলে বালু উড়ে এসে গায়ে পড়ে কাউকে ঢেকে ফেলতে পারে না। চলতে থাকা ও নড়া চড়ার কারণে বালু নীচে পড়ে যায়।

আদী ও তার সাথী স্বগোত্র কাফেলা এ ভুল করে বসেছে। ঝড়ের সময় তারা টিলার নীচে বসে ছিলো। ফলে ঝড়ো বাতাস গোটা টিলার বালু ওদের উপর উল্টে দিয়েছে। বালুর নীচে চাপা পড়ে তারা আধামরা অবস্থায়। শরীর মাথা, দাঁড়ি, চুল বালুতে ঠাসা। আকার আকৃতি বিকৃত হয়ে গেছে। কিছুক্ষণ পর হারিসের একটু হুঁশ ফিরলো। পানি চাইলো সে। কে দেবে তাকে পানি। হাত দিয়ে সে মুখ চেহারা হতে বালু সরিয়ে চীৎকার দিয়ে পানি চাইলো। চীৎকার তার গুণঞ্জরিত হলো। কিন্তু প্রতি উত্তর দেবার ছিলো না কেউ সেখানে। তারপরও সে জীবনে বাঁচার জন্য শরীরের আশপাশ থেকে বালু সরাতে প্রাণপণ চেষ্টা চালাতে লাগলো।

পিপাসার অনুভূতি ফিরে এলেই চীৎকার দিতো পানি ! পানি !! পানি !!! পানি না পেয়ে নিষ্প্রাণ হয়ে বালুর উপর পড়ে থাকতো কিছু সময়। এরপর আবার উঠতো আবার বালু সরাতো আবার পানি পানি করে চীৎকার দিয়ে উঠতো। এ অবস্থায়ই বেশ কিছু সময় অতিবাহিত হয়ে গেলো। পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়েছে সূর্য। সূর্যের খাড়া কিরণ রশ্মি এখন কোণা কোণি হয়ে পড়ছে। রোদের প্রখরতা ও গরম কমে উঠেছে কিছুটা। ধীরে ধীরে হারিস বালুর ঢিপি হতে বের হয়ে এসেছে। হাঁটতে পারছে না ঠিকমতো। দেখতেও পাচ্ছে না কিছু। নেশাগ্রস্তের মতো হেলেদুলে চলছে। কিছু ধরার চেষ্টা করছে। পাচ্ছে না ধরার কিছু। উঠছে আবার পড়ছে। পানি পানি করে চীৎকার দিচ্ছে। তার চীৎকার মরুভূমিতে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে।

www.amarboi.org

ঘটনাচক্রে একটি কাফেলা অতিবাহিত হচ্ছিলো হারিসের পাশ দিয়ে। উটের লেগাম ধরে তারা এগুচ্ছে। কাফেলার এক ব্যক্তি হারিসকে দেখলো। সে তাড়াতাড়ি বলে উঠলো, উট থামাও—থামাও কাফেলা। সামনে দেখো একজন বিপন্ন লোক নেশাগ্রস্তের মতো কেঁপে কেঁপে চলছে। মনে হচ্ছে পিপাসায় কাতরাচ্ছে। তার সাথে থাকতে পারে আরো অনেক লোক। পানি নিয়ে চলো।

কাফেলা থামলো। বসিয়ে দিলো উট। দ্রুত লোকজন নামলো। পানির মশক নিয়ে টিলার দিকে দৌড়ালো তারা। ওখানে আরো লোকজনকে বালুতে দেখতে পেলো ডুবা। বালু সরিয়ে বের করতে শুরু করলো লোকজনদেরকে। একজন বুড়া হারিসের দিকে গেলো। সে বেহুঁশ প্রায়। মশকের মুখ খুলে পানি বের করে হারিসের চোখে মুখে ছিটাতে লাগলো। পানির শীতলতায় চাঙ্গা হয়ে উঠলো হারিস দ্রুত। খেলো পানি। হুঁশ এলো। কাফিলার কথা মনে পড়লো। দেখলো তারাও ভালো হয়ে উঠছে। আদী এখনো বেহুঁশ। হুঁশে আনার চেষ্টা চলছে। কিন্তু তার হুশ এলো না। সে ছিলো সকলের চেয়ে বেশী বৃদ্ধ। অনেক চেষ্টার পরও জীবন ফিরে এলো না তার। মৃত ঘোষণা হলো। দাফন করা হলো ওখানে। হারিস ও হারিসের সাথীদেরকে নিয়ে কাফেলার নেতা উটের কাছে এলো। কিন্তু এদের চলার শক্তি নেই দেখে তারাও এখানে অবস্থান নিলো।

অনেক সেবাযত্ন করার পরও তারা সুস্থ হয়ে উঠেনি। অগত্যা ওদেরকে সাথে নিয়েই তারা রওনা হলো। নাখলেস্তানে পৌঁছে তাবু গাড়লো। আন্তরিকতার সাথে তাদেরকে সেবা শুরু করে দিলো তারা।

২৯

নবুয়াতের ৭ বছরে শে'বে আবু তালিবে পৃথিবীর ইতিহাসে সবচেয়ে নির্মম বয়কটে অবরুদ্ধ হয়েছিলেন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তার সাথী। ১০ নববীতে শেষ হয়েছে সেই বয়কট। গোটা তিন বছর শিআবে আবু তালিবে অবরুদ্ধ ছিলেন মুসলমানরা। এ অবরোধ পৃথিবীর ইতিহাসে সবচেয়ে অমানসিক ও নৃশংস নিষ্ঠুরতম ঘটনা। এ বর্বরতার কাহিনীর এক দশমাংশ বর্ণনাও যদি অনুভূতিহীন হৃদয়হীন মানুষদেরকেও শুনানো হয়, তাহলে তাদের হৃদয় প্রকম্পিত ও শিহরিত হয়ে উঠবে ভীষণভাবে।

আল্লাহর কুদরতে এ অবরোধ চুক্তি ভঙ্গ হয়ে যাবার পর মুসলমানরা ঘরে ফিরে গেলো। তখন ধারণা করা হলো মুসলমানদের উপর মক্কার কাফেরদের অন্যায় অবিচার যুলুম নির্যাতনের অবসান ঘটেছে। এর চেয়ে বড়তো আর কোনো নিষ্পেষণ হতে পারে না। তারা এখন মুসলমানদেরকে তাদের স্বাভাবিক অবস্থায় ছেড়ে দিবে। কিন্তু মুশরিকদের পরবর্তী ঘটনাগুলো প্রমাণ করলো, তারা আগের চেয়েও বেশী বর্বর নির্দয় আরো যুলুমবাজ নিষ্ঠুর হয়ে উঠেছিলো।

www.amarboi.org

আল্লাহর নাম শুনলেই তারা যেতো চটে। যে-ই তাদের সামনে আল্লাহর নাম নিতো সে-ই হয়ে উঠতো তাদের জীবনের শত্রু। তার উপরই তারা যে কোনো সম্ভাব্য নির্যাতন চালাতে কুণ্ঠিত হতো না। আবু বকর কুরাইশদের নামকরা গোত্রের নেতা ছিলেন। এ গোত্র আবু বকরের জন্য গর্ব অনুভব করতো। তিনি ছিলেন আরবের কুষ্ঠিনামা বিশারদ। বিজিত দল হতে বিজয়ী চলছে ক্ষতি পূরণের মূল্য উঠিয়ে দেবার শালিসী মামলার ফয়সালা করতেন। বিখ্যাত বিচারক ছিলেন তিনি। খুন ও যুদ্ধের ব্যাপারে যে ফায়সালা তিনি দিতেন গোটা মক্কাবাসী বিনা বাক্য ব্যয়ে তা মেনে নিতেন। তার সিদ্ধান্তের বিরোধিতা অথবা এ ব্যাপারে বিতর্ক করার প্রয়োজন বা সাহস তাদের কারো হতো না। তিনি ষোলআনা সৎ সম্পদশালী ও সাহসী মানুষ ছিলেন। তার গোত্রও ছিলো অনেক বড়। কিন্তু মুসলমান হবার অপরাধে তার গোত্র তার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করলো।

শিআবে আবু তালিবের বয়কটজনিত তিন বছর অবরোধ জীবনের অবসানের পর তিনি তার বাড়ীর আঙ্গিনায় একটি উঁচু স্থান বানিয়ে সেখানে নামায পড়তেন ও কুরআন তেলাওয়াত করতেন। তেলাওয়াত করতেন উচ্চস্বরে। তেলাওয়াত শুনে ছোট বড় ছেলেরা তাঁর পাশে এসে কুরআনের মধুর বাণী শুনতো। প্রতিবেশীদের এ দৃশ্য সহ্য হলো না। ছেলেরা কুরআন শুনে প্রভাবিত হয়ে পড়ে ভয়ে তারা তাঁকে বাধা দিতে শুরু করলো। শুরু করলো উত্যক্ত করতে। সুযোগ পেলেই তারা তার বাড়ীতে ময়লা ফেলতো। তেলাওয়াতের সময় ঢিল, পাথর ও ইট ছুড়তো। তিনি অতিষ্ঠ হয়ে উঠলেন।

একদিন তিনি রাসূলের কাছে এসে আরজ করলেন—

ঃ হে আল্লাহর রাসূল ! আমার জাতি আমাকে বড় কষ্ট দিচ্ছে। দিন দিনই তারা আমার উপর যুলুমের মাত্রা বাড়িয়ে দিচ্ছে। আমি মক্কায় থাকি এরা তা চায় না। আপনার বিচ্ছেদ আমাকে কষ্ট দিলেও আপনি অনুমতি দিলে আমি হাবশায় হিজরত করে চলে যেতে যাই।

দুঃখের নিঃশ্বাস ফেলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন—

ঃ আফসোস ! জাতি তার শ্রেষ্ঠ ভালো লোকগুলোকে মক্কা হতে বের করে দিতে চায়। আবু বকর! হিজরত তো আমিও করতে চাই। আল্লাহর হুকুমের অপেক্ষায় আছি। জানি না আমাকে কোথায় হিজরত করার নির্দেশ দেয়া হয়। স্বপ্নে দেখেছি, আমি মক্কা হতে রওনা হয়ে গেছি। একটি সবুজ সতেজ চত্বরে গিয়ে পৌছেছি। ওখানে অসংখ্য খেজুরের বাগান। আমার ধারণা এমন জায়গায়ই আমাকে হিজরত করার জন্য হুকুম দেয়া হবে।

ঃ এ ধরনের জায়গা তো মদীনা বলেই মনে হয়। ওখানেই তো অধিক পরিমাণে খেজুর উৎপন্ন হয়।—বললেন আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু।

www.amarboi.org

ঃ আমি বলতে পারছি না সেটা কোন্ জায়গা। আচ্ছা আবু বকর ! তুমি যদি তোমার জাতির আচরণে অতিষ্ঠ হয়ে মক্কায় টিকা কঠিন হয় তাহলে তুমি হিজরত করো। কিন্তু আমার মনে হয় কি জানো ? আমার মনে হয় তুমি হিজরত করতে পারবে না।—বললেন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

ঃ হাবশা যেতে না পারলে জিদ্দায়ই থেকে যাবো। যখন যেখানে আপনার হিজরতের নির্দেশ হবে, জিদ্দা হতে এসে আপনার সঙ্গী হবো।—বললেন আবু বকর।

বাড়ী ফিরে এলেন আবু বকর। তৈরি হয়ে উটে আরোহণ করে হিজরতের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। কিছুদূর যাবার পর কাররা গোত্রের নেতা ইবনুদদুগানার সাথে তার দেখা হলো। সে তখনও কাফের ছিলো। সে জিজ্ঞেস করলো—

ঃ কোথায় যাচ্ছো আবু বকর ?

ঃ আর পারছি না ভাই। আমার জাতি আমাকে অতিষ্ঠ করে তুলছে। বাধ্য হয়ে আমি মক্কা হতে বের হয়ে কোথাও চলে যেতে চাই। যেখানে স্বাধীনভাবে আল্লাহর বন্দেগী করবো। করবো তাঁর দীন প্রচার। উত্তরে আবু বকর বললেন—

ঃ এতবড় আহাম্মক হয়ে গেলো জাতি। আপনার মতো একা এতো মর্যাদাবান আরবের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মানুষকে তারা মক্কা হতে বের করে দিয়েছে। এ জাতির ধ্বংস অতি নিটকবর্তী। কিন্তু আবু বকর ! মক্কা ছেড়ে যাওয়া আপনার ঠিক হবে না।—বললো ইবনুদদুগানা।

ঃ আপনিই বলুন, আমি কি করি। আমি একা কি করে গোটা জাতির মুকাবিলা করি। এতবড় শহর। একজন লোক নেই এ শহরে আমাকে আশ্রয় দিতে পারে।—বললেন আবু বকর।

ঃ আমি আপনাকে আমার জিম্মাদারীতে আমার আশ্রয়ে নিয়ে নিলাম। আপনি ফিরে চলুন। আর স্বাধীনভাবে আপনার খোদার ইবাদাত করতে থাকুন মক্কায় থেকেই। দেখি আমি, কে আপনার সাথে ঝগড়ায় লিপ্ত হয়। আমি তার শিরচ্ছেদ করে ফেলবো।

রাসূলকে ছেড়ে চলে যাওয়া ছিলো আবু বকরের জন্য প্রাণান্তকর। তাই এ প্রস্তাবে তিনি তার সাথে মক্কায় ফিরে এলেন। ইবনুদদুগানা খানায়ে কাবায় গিয়ে ঘোষণা দিলো, আবু বকরকে আমি আমার আশ্রয়ে নিয়ে নিয়েছি। কেউ যেনো তার সাথে কোনো কলহে লিপ্ত না হয়। কেউ যদি তাকে উত্যক্ত ও অতিষ্ঠ করে তাহলে আমি তার শিরচ্ছেদ করবো।

ইনবুদদুগানা সাধারণ লোক ছিলো না। ছিলো গোত্রের নেতা। কুরাইশরা তার খান্দানী মর্যদা জানতো। তাই তার এ ঘোষণা শুনে কেউই টু শব্দ করতে সাহস পেলো না। আবু বকর নিজের বাড়ীতে থাকতে লাগলেন। কুরআন

www.amarboi.org

তেলাওয়াত করতেন উচ্চস্বরে। কুরআন শুনে অনেকে এদিকে আকৃষ্ট হতো। কেউ কেউ মুসলমান হয়ে যেতে লাগলো। কাফিররা অপসন্দ করলো ব্যাপারটি। তারা ইবনুদদুগানার কাছে নালিশ করলো। তারা বললো, এভাবে আবু বকর কুরআন তিলাওয়াত করলে ধীরে ধীরে গোটা মহল্লাকে মুসলমান বানিয়ে ফেলবে। কাজেই তেলাওয়াত করতে তাকে নিষেধ করা হোক।"

ইবনুদদুগানা আবু বকরকে উচ্চস্বরে কুরআন তেলাওয়াত না করতে অনুরোধ করলো। সে বললো

ঃ এর দ্বারা লোকেরা মুসলমান হয়ে যাচ্ছে।

ঃ যদি আমি তোমার কথা না মানি ?

ঃ আমি আমার আশ্রয় উঠিয়ে নেবো।

ঃ ঠিক আছে, আমি আমার আল্লাহর আশ্রয়ে চলে গেলাম।

দুগানা চলে গেলো। আবু বকর আগের মতোই তার কাজ করে যেতে লাগলেন।

একদিন আবু বকর রাসূলের কাছে গেলেন, তাঁকে পেলেন না। তিনি হারাম শরীফের দিকে তাঁর খোঁজে রওনা হলেন। পথে আবু জেহেলের সাথে দেখা। ঠাট্টার স্বরে আবু জেহেল আবু বকরকে বললো—

ঃ তোমাদের নবী নাকি মেরাযে গিয়েছে। সে বলছে, প্রথম বায়তুল মোকাদ্দাস পর্যন্ত গিয়েছে। এরপর আসমানে উঠেছে। আবার রাতেই ফিরে এসেছে। বলো, এসব কথা কি কোনো কাণ্ডজ্ঞান সম্পন্ন মানুষে বলে ? এসব কি বিশ্বাসযোগ্য।

ঃ এসব কথা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন ? আবু বকর জিজ্ঞেস করলেন—

ঃ হ্যাঁ এই মাত্র আমি শুনে এসেছি। হারাম শরীফে বসে মানুষকে শুনাচ্ছে এসব আজগুবী গল্প।—বললো আবু জেহেল।

ঃ যদি তিনি বলে থাকেন এসব কথা, তাহলে এসবই সত্য। তিনি তো জীবনে কোনো দিন মিথ্যা বলেননি। তিনি আল্লাহর রাসূল। আল্লাহর রাসূলরা মিথ্যা বলেন না।

হেসে উঠে আবু জেহেল বললো

ঃ এখনই প্রমাণ হবে এসব মিথ্যা। যারা বায়তুল মোকাদ্দাস বসবাস করে এসেছে। তাদেরকে এখনি আমি ডেকে আনছি। তারা তোমার রাসূলকে বায়তুল মোকাদ্দাস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবে।

ঃ ঠিক আছে। আনো।—বলে আবু বকর হারাম শরীফ চলে গেলেন।

www.amarboi.org

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খানায়ে কাবার দরজার সামনে বসা। শত শত কাফের তার চারিদিকে ঘিরে আছে। আবু সুফিয়ান, আবু লাহাব, ওতবা, শায়বা, ওয়ালিদ সহ সকলে ওখানে। আবু বকর সোজা রাসূলের পাশে গিয়ে বসলেন। আবু লাহাব ব্যঙ্গ করে বললো—

ঃ আবু বকর ! নবী হতে আসমান জমিনের কথা শুনে নাও। রাতে তার মেরাজ হয়েছে। আরশে মোয়াল্লায় খোদার সাথে সাক্ষাত করে এসেছে। জান্নাত জাহান্নামও এসেছে দেখে।

আবু বকর গম্ভীর হয়ে বললেন—

ঃ এ মাত্র আবু জেহেল থেকে আমি শুনে এসেছি এসব কথা। নবীর মুখে শুনার জন্য আমি এখানে এসেছি। নবী যদি এসব কথা বলে থাকেন, তাহলে এর সবই সত্য। এক কণাও মিথ্যা নয়। নবীরা মিথ্যা বলেন না।

এদের কথোপকথনের পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবু বকরকে মেরাজের বিস্তারিত বিবরণ শুনালেন। সকলেই মনোযোগ দিয়ে নবীর কথা শুনতে থাকলেন। এ সময়েই আবু জেহেল বায়তুল মাকদাস বিশারদ কিছু লোক সাথে নিয়ে আবার হাজির। তারাও নবীর মেরাজের বর্ণনা সবিস্তারে শুনলো। মক্কা হতে সফর শুরু করে প্রথম মদীনা এলাম। এখানে দু' রাকায়াত নামায পড়লাম। তারপর পৌছলাম "তুর পাহাড়ে। ওখান থেকে পলক নাড়ার সাথে সাথে পৌছলাম ঈসা আলাহিস সালামের জন্ম স্থানে। ওখান থেকেও চোখের পলকে বায়তুল মাকদাসে। ওখানে বুরাক থেকে নামলাম। মসজিদে গেলাম। দু' রাকায়াত নামায পড়লাম। অনেক মানুষ ওখানে। তারা আমার পেছনে নামায আদায় করলেন। তারা ছিলেন সকলে নবী। এরপর বুরাক আসমানের দিকে উড়ে চলতে লাগলো।

এভাবে চোখের পলকে আমি প্রথম আকাশে গেলাম। বায়তুল মাকদাসের মতো এখানেও আমি বেশ কিছু বুযর্গ লোক দেখতে পেলাম। তারা সকলে আমাকে সালাম করলেন। এখান থেকে দ্বিতীয় আসমানে এলাম। এখানে হযরত ঈসা ও ইয়াহইয়া বিন জাকারিয়ার সাথে দেখা হলো।

আবার জিবরাঈল সহ তৃতীয় আসমানে গেলাম। এখানে ইউসুফ আলাইহিস সালামের সাথে দেখা হলো। ওখান থেকে রওনা হয়ে চতুর্থ আসমানে গেলাম। এখানে হযরত ইদ্রিস আলাইহিস সালামের সাথে দেখা। পঞ্চম আকাশে হারুন আলাইহিস সালামের সাথে দেখা। ষষ্ঠ আকাশে পৌছলে দেখা হলো মূসা আলাইহিস সালামের সাথে। ওখান থেকে চলে গেলাম সপ্তম আসমানে। এখানে পেলাম একটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বড় মসজিদ। এর নাম হলো বায়তুল মামুর। এর চারিদিকে সারি বেঁধে ফেরেশতারা দাঁড়িয়ে ছিলেন।

www.amarboi.org

এর সাথে পিঠ ঠেকিয়ে একজন লোক বসেছিলেন। আমাকে দেখে তিনি দাঁড়িয়ে আলিঙ্গন করলেন। ইনি হলেন হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম।

এখান থেকে বিদায় হয়ে আমি সামনে কিছুদূর চলার পর একটি বিস্ময়কর গাছের কাছে গিয়ে পৌঁছলাম। দৃষ্টির প্রান্ত সীমা পর্যন্ত গাছটি বিস্তৃত ছিলো। এর পাতাগুলো ছিলো হাতীর কানের মত চেপ্টা। ফল ছিলো খামের মতো লম্বা ও মোটা। এটা ছিলো সিদরাতুল মুনতাহা। এখানেই হযরত জিবরাঈল আমীনের থাকার জায়গা।

এরপর দেখালেন আমাকে জান্নাত। এমন সুন্দর জায়গার সাথে দুনিয়ার কোনো জায়গার সাদৃশ্য নেই। এরপর দেখানো হলো জাহান্নাম। এতো বিশ্রী ও আযাবের জায়গা আর ইহ পরকালের কোথাও নেই।

সিদরাতুল মুনতাহার শেষ সীমায় পৌঁছার পর জিবরাঈল আমীন আমাকে ছেড়ে দিলেন। আর অগ্রসর হবার তার ক্ষমতা ছিলো না। এরপর রফরফ নামক বাহনে চড়লাম। আল্লাহর দিদার লাভ করলাম। জিবরাঈল আমীন আমার অপেক্ষায় ছিলেন। আমি ফিরে তার কাছে আসলে তিনি আমাকে স্বাগত জানালেন। ওখান থেকে রওনা হলাম, এ পৃথিবীতে এসে পৌঁছলাম। সাফা মারওয়ায় বোরাক থেমে গেলো। নিজের ঘরে পৌঁছালাম। দেখলাম দরযার কড়া এখনো নড়ছে। রওনা হবার সময়ের ওজুর পানি গড়িয়ে পড়ছে এখনো। ছিলো বিছানাটা গরম। এত তাড়াতাড়ি সফর শেষ হলো। ভাবতেও অবাক লাগে। আবু বকর এসব শুনে সাথে সাথে বলে উঠলেন—আপনি সত্য বলেছেন হে আল্লাহর রাসূল ! সেদিন থেকেই তিনি সিদ্দিক উপাধীতে ভূষিত হন।

আবু জেহেল এখনো এ মেরাজের ঘটনাকে অসম্ভব বলে ঘোষণা করলো। আবু বকরের সাথে মৃদু বাদানুবাদও হলো তার।

যারা এখানে বসাছিলো তারা এসব শুনে বিস্ময়ে বিমূঢ়। আবু জেহেল যেসব লোককে সাথে করে নিয়ে এসেছিলো তাদের উদ্দেশ করে সে বললো—

ঃ তোমরা তো অনেক দিন বায়তুল মাকদাসে ছিলে। ওখানকার অবস্থা সম্পর্কে মুহাম্মাদকে প্রশ্ন করো।

তারা মুহাম্মাদকে প্রশ্ন শুরু করলো। হুজুর যেহেতু রাতে এই সফর করেছেন। কুদরতে এলাহী প্রদক্ষিণ করেছেন। বাইরের কিছু দেখেননি তিনি। তাই আল্লাহ গোটা বায়তুল মাকদাস তাঁর চোখের সামনে তুলে ধরলেন। ওদের প্রশ্নের জবাবের সুবিধার জন্য। তিনি প্রশ্নকারীদের সব প্রশ্নের উত্তর দিতে লাগলেন এক এক করে সঠিকভাবে তারা স্বীকার করলো। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের সব জবাবই সঠিক।

এরপরও আবু জেহেলেরা নবীর মেরাজ বিশ্বাস করলো না।

www.amarboi.org

মেরাজের ঘটনা কাফেরদের কাছে বড় আশ্চর্যজনক বলে মনে হয়েছে। কাফেরদের পাস্পরিক আলোচনাই ছিলো এখন এটা। সকল মুশরিক মেরাজকে অবিশ্বাস করলেও মেরাজ সম্পর্কে রাসূলের বর্ণনায়, বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তরে তারা হতবাক হয়ে গিয়েছিলো। লা জবাব হয়ে গিয়েছিলো তারা।

পথে যে কাফেলার সাথে রাসূলের সালাম বিনিময় হয়েছে তাদের কাছে ঘটনার সত্যতা শুনে বিস্ময়ের সীমা রইলো না তাদের। এসব ঘটনায় স্বাভাবিক ফল ছিলো রাসূলের প্রতি তাদের আস্থা ও বিশ্বাস বেড়ে যাওয়া। কিন্তু তা না হয়ে হয়েছে উল্টো। কাফেরদের জিদ ও বিদ্বেষ আরো বেড়ে যেতে লাগলো। কারণ, রাসূল তাদের মাবুদের বন্দেগীতো করেই না বরং তা করতে নিষেধ মানুষকে করে। তাই মিরাজের এমন অত্যাশ্চর্য ঘটনার পরও তারা নবী ও তাঁর সঙ্গী সাথীদের উপর যুলুম অব্যাহত রাখলো। মুসলমানরা নীরবে নিভৃতে নামায পড়তো। রোযা রাখতো। চলাফেরা করতো। যখনই সুযোগ পেতো পাড়া প্রতিবেশী বন্ধু-বান্ধব ও গোত্রের লোকদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিতো। যারা রাজী হতো, মুসলমান বানিয়ে ফেলতো। এভাবে গোপনে বেশ কিছু লোককে তারা মুসলমান বানিয়ে ফেলেছে।

এ সময়ে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বেশীর ভাগ সময় চাচা আবু তালিবের সেবা শুশ্রূষায় নিমগ্ন থাকতেন। তার বয়স তখন প্রায় আশি বছর। শিআবে আবু তালিবে অবরুদ্ধ জীবনে না খাওয়া-দাওয়ায় তিনি বেশ ভেঙ্গে গিয়ে অসুস্থ্য হয়ে পড়েছিলেন। দুর্বল হয়ে তিনি শয্যা গ্রহণ করেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনের সকল প্রকার দুঃখ কষ্ট বিপদ মুসবিত বিশেষ করে শিআবে আবু তালিবের তিন বছরের অবরুদ্ধ জীবনের সীমাহীন কষ্টে আবু তালিবের একাত্মতার জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অপরিসীম কৃতজ্ঞ ছিলেন। তাই প্রিয় চাচার বৃদ্ধ ও অসুস্থতার ফলে রাসূলের উদ্বেগেরও কোনো সীমা ছিলো না। তিনি চাচার সেবা-শুশ্রূষায় আত্মনিয়োগ করলেন। তার সাথে আলী রাদিয়াল্লাহ আনহু, ফাতেমা, খাদিজা, যায়েদ সকলেই করতে লাগলেন আবু তালিবের খেদমত। কাফের ভক্তরা বলতে লাগলো তাকে কেউ যাদু করেছে। ঝাড়-ফুঁক সহ সব রকম চিকিৎসা করেছে। কাজ হচ্ছে না। তিনি ছিলেন মক্কার সবচেয়ে মর্যাদাবান মানুষ। এতকিছু হবার পরও মর্যাদা তার কমেনি এতটুকুনও। সকলে তাঁকে দেখতে আসতে লাগলেন। মক্কার কাফের সরদারদের সকলেই আসতেন তাকে দেখতে। সারাদিন বসে থাকতো তার পাশে। রাসূল চাইতেন তার চিকিৎসা তিনি করাবেন। কিন্তু কাফেররা বাধ সাধলো। আবু তালিবও তা চাইতো না।

www.amarboi.org

তিনি চাইতেন আবারশনকে চিকিৎসার জন্য আনতে। কে যাদু করেছে জানতে। আবু তালিব তখনো শুনেননি আবারশন মারা গেছে।

আবু লাহাব অনেক গণক ওঝা বৈদ্য নিয়ে আসলো আবু তালিবকে দেখাতে। তারা দেখে বললো জ্বীনের আছর। আগুন জ্বালিয়ে সুগন্ধির ধূয়া ছড়াও। আরাম পাবে। ধীরে ধীরে ঠিক হয়ে যাবে। এভাবে নানাজন নানা অভিমত প্রকাশ করতে লাগলো। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের এসব কথাবার্তা শুনছেন আর হাসছেন। তার মন চাইছিলো এসব শয়তানী চিকিৎসা বাদ দিয়ে নিজেই চিকিৎসা শুরু করে দেবেন। আর কিছু না হোক একটু মধু তার মুখে ফেলে দেবেন। তাও তিনি পারছেন না কাফেরদের জন্য। তারা সারাক্ষণ আবু তালিবকে ঘিরে বসে থাকে। রাসূল যেনো কোনো ফাঁকে মুসলমান বানিয়ে ফেলতে না পারে আবু তালিবকে।

পরের দিন আবু তালিবের অবস্থা আরো খারাপ হয়ে পড়লো। সকলেই বুঝতে পেরেছে তালিব জীবন সায়াহ্নে। আবু জেহেল খুব কাছে এসে বললো, তুমি তো আমাদেরকে শোক সাগরে ভাসিয়ে দিয়ে যাচ্ছো। তোমার জীবদ্দশাই তুমি তোমার ভাতিজা মুহাম্মাদ, আর আমাদের মধ্যে ঝগড়ার একটা মীমাংসা করে দিয়ে যাও।

ঃ তোমরা কি চাও।—বললো আবু তালিব।

ঃ আমরা চাই, আমাদের মাবুদদের খারাপ না বলুক।—বললো আবু জেহেল।

পাশেই বসেছিলেন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। তাঁর দিকে মুখ ফিরিয়ে আবু তালিব বললেন—

ঃ তুমি কি বলো, আমার কলিজার টকুরা।

ঃ আমি কারো মাবুদকে খারাপ বলি না। আমি শুধু বলি এক আল্লাহর ইবাদাতের কথা।

একথা শুনেই আবু জেহেলরা অগ্নিশর্মা হয়ে গেলো। এমন কি তারা বের হয়ে গেলো ঘর থেকে। একান্তে পেয়ে আবু তালিব বললো—

ঃ ভাতিজা তুমিই ঠিক, শিশুকাল থেকে তোমাকে চিনি। তোমার আচার-আচরণ জানি। তোমার কোনো দোষ কোনোদিন এ জাতি দেখেনি। তুমি শুধু চাও এ জাতি এক আল্লাহর ইবাদাত করুক। আমি নিজেও তোমার ধর্মকেই ঠিক মনে করি। যতদিন জীবনে বেঁচেছি ও পেয়েছি তোমার সাহায্য সহযোগিতা করেছি। এখন মরতে চলছি। জানি না এ জাতি তোমার সাথে কি আচরণ করে। ভালো তো ওদের থেকে আশা করা যায় না। নিশ্চয়ই তারা তোমাকে কষ্ট দিবে। তাদের অনিষ্ট থেকে তোমার আল্লাহ তোমাকে হিফাজত করুক।

আবু তালিবের কথা শুনে হুজুরের মনে আশা জাগলো। তিনি জীবনের

www.amarboi.org

শেষ অবস্থায় আছেন। হয়তো এখন ইসলাম গ্রহণ করবেন। তাই তিনি বললেন—

ঃ চাচা আপনি মুসলমান হয়ে যান। আপনার ইহসান আমার জীবনের সবক্ষেত্রে বিস্তারিত। আমাকে আপনার জন্য আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করার সুযোগটি শুধু দিয়ে যান।

ঃ মনে মনে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্বের ব্যাপারে আমার কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু মুখে একথা বলতে লজ্জা করে। লোকেরা বলবে, মৃত্যুকে ভয় করে আবু তালিব ইসলাম গ্রহণ করেছে।

হুজুর অনেক অনুরোধ করলেন। কাজ হলো না। মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তেও তিনি চাচাকে আবার অনুরোধ জানালেন। তাতেও কিছু হলো না। হুজুর বললেন—

ঃ প্রিয় চাচা মুশরিকদের জন্য দোয়া করার বিধান নেই। কিন্তু আপনার মাগফিরাতের জন্য আমি অবশ্যই আল্লাহর কাছে দোয়া করবো।

আবু তালিব শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলো। গোটা মক্কায় তার মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়লো। শোকে মুহ্যমান মক্কানগরী। রোনাজারী করার জন্য নারীরা এলো। জানাযার বড় ধুমধাম। সকলে এ জানাযায় শরীক হলো। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও শরীক ছিলেন এতে। তিনি চাচার মৃত্যুতে শোকাভিভূত। সকল মুসলমানরাও এতে থাকলেন। চল্লিশ দিন পর্যন্ত আরবে আবু তাবিলবের মৃত্যু শোক উৎযাপন করা হয়েছে।

আবু তালিবের মৃত্যুর পরপরই বিবি খাদিজা অসুস্থ হয়ে পড়লেন। তিনিও আরবের মর্যাদাশীল পরিবারের পবিত্র রমণী ছিলেন। আবু তালিবের মৃত্যুতে তিনিও খুব ব্যথা পান। রাসূলের প্রথম জীবন সংগিনী, নবুয়াতের জীবনের প্রথম বড় সহযোগী বিবি খাদিজা। কাফেরদের বিরোধিতা ও চক্রান্ত হতে রাসূলকে বাঁচাবার জন্য খাদিজা প্রাণপণ চেষ্টা করেছেন। সকলের আগে তিনি ঈমান এনেছেন। ঈমানের উপর মযবুত ছিলেন। তাঁর ঘরেই দুই পুত্র সন্তানের জন্ম হয়। তারা হলেন কাসেম ও তাহের। তারা উভয়ে শিশুকালে মারা যান। এ ছাড়া চার কন্যা সন্তান তার ঘরে জন্মে। রোকাইয়া, যয়নাব, উম্মে কুলসুম, ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহুমা। তাঁর অসুস্থতার খবরও মক্কায় ছড়িয়ে পড়লে তার ঘর-বাড়ী লোকজনের ভীড়ে ভরে যায়। সকলেই তাঁকে দেখতে এসেছে। তার চিকিৎসার ত্রুটি হয়নি। তিনি ১০ম নবুবীসনে রমযান মাসে ইন্তিকাল করেন। তাঁর মৃত্যুতেও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খুবই ব্যথা পান। তার কন্যা সন্তানরা কাঁদতে কাঁদতে অধির হয়ে পড়েন। হুজুরের চোখ দিয়ে অঝোরে পানি পড়তে থাকে। তিনি বনি আসাদ গোত্রের লোক। তাদের গোরস্থানেই মুসলিম রীতি অনুযায়ী কাফন দাফন হয়। এমনই রাসূলের দু'জন শ্রেষ্ঠ সাহায্যকারী-সহযোগী—আবু তালিব ও খাদিজা দুনিয়া ত্যাগ করে চলে যান।

www.amarboi.org

যখনই যিনি মুসলমান হতেন, রাসূলের জন্য পাগলপারা হয়ে উঠতেন। সকলেই চাইতেন রাসূলের খাদেম, তার সংবেদনশীল, সহযোগী ও আত্মোৎসর্গকারী হয়ে যেতে। কিন্তু রাসূলের জীবনের সবচেয়ে বড় সহযোগিতাকারী ছিলেন আবু তালিব ও বিবি খাদিজা। এরা দু'জনেই দুনিয়া ছেড়ে চলে গেলেন। তাদের মৃত্যুতে শুধু রাসূল, তাঁর সন্তানগণ ও মুসলমানরাই নন, বরং কাফেররাও শোকাভিভূত হয়ে পড়েছিলো।

এ দু'জনের গোত্রীয় প্রভাবের কারণে তারা রাসূলের সহযোগী। তাই অনেক যুলুম অত্যাচার করার পরও তারা ইতস্তত: ও চিন্তা করতো রাসূলের বিরুদ্ধে কিছু করতে। এ দুই মহা মুরব্বি ও শুভাকাঙ্ক্ষির মৃত্যুর পর কাফেরদের সামনে আর কোনো বাধা রইলো না। তারা এবার মুসলমানদের ব্যাপারে বেপরোয়া হয়ে উঠলো। ইসলাম ও মুসলমানদের উপর যুলুম করা, তাদেরকে উত্যক্ত করা, দুনিয়া থেকে মিটিয়ে ফেলার জন্য দৃঢ় সংকল্প হলো। শোকে দুঃখে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন ডুবে আছেন, কাফেরদের এ আচরণ তাকে আরো দুঃখ দিতো। তারপরও তিনি দ্বীন প্রচারের কাজে কোনো ত্রুটি করতেন না।

মক্কার যারা তাঁর কাছে আসতো তাদেরকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আন্তরিকতার সাথে তাঁর কাছে বসাতেন। কুরআনের আয়াত শুনাতেন। আরবের কোনো জায়গা হতে কোনো কাফেলা আসলেও রাসূল ওখানে গিয়ে তাদের কাছে তাবলীগের কাজ করতেন। একবার মদীনা হতে ছয়জনের একটি কাফেলা মক্কায় এলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের কাছে গেলেন। তাদের সব খোঁজ খবর নিলেন। তাদের একজন বললেন—

ঃ মদীনার খাজরায গোত্রের লোক আমরা। আওস গোত্রের সাথে আমাদের ভীষণ কলহ ও ঝগড়া বিবাদ। তারা লুটতরাজ করে আমাদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে চায়। মক্কা থেকে তাদের বিরুদ্ধে সাহায্যের জন্য এসেছি আমরা।

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন—

ঃ সাহায্য আল্লাহর কাছে চাও। তিনি সমস্ত বিশ্বের মালিক। যাকে চান ইজ্জত দেন তিনি। যাকে চান লাঞ্ছিত করেন।

কাফেলার সকলেই ছিলেন বুদ্ধিমান মানুষ। তারা যদিও মূর্তিপূজারীই ছিলেন তবুও যুক্তিগ্রাহ্য কথা তারা বুঝতেন। তারা এর আগে কখনো আল্লাহর নাম শুনেননি। এখন আল্লাহর নাম শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন।

আল্লাহর রাসূল আবার বললেন—

ঃ যারা মূর্তি পূজা করে তারা কি একটুও ভাবে না, তাদের হাতের তৈরি

www.amarboi.org

মূর্তি কি করে তাদের থেকে পূজা-অর্চনা পেতে পারে। যেখানে তাদেরকে রাখা হয় ওখানে তারা পড়ে থাকে। কারো সাহায্য ছাড়া একবিন্দুও লড়তে চড়তে পারে না। ওরা কি করে মানুষের ইবাদাত বন্দেগী পেতে পারে?

আল্লাহ্ হলেন তিনি, যিনি বিশ্ব সৃষ্টি করেছেন। দিনরাত বানিয়েছেন। সব কাজ তিনি করতে পারেন। তার সামনেই মাথানত করো। তাকেই করো সেজদা। অন্য কেউ সেজদা পাবার যোগ্য নয়।

এদের একজন বলে উঠলেন।

ঃ আমরা বোধ হয় এ ব্যক্তির কথাই মদীনায় ইহুদীদের কাছ থেকে শুনেছি। চলো আমরা এ দীন গ্রহণ করি। আমাদের বড় ভাগ্য। ইনি স্বয়ং আমাদের কাছে এসে গেছেন। চলো আমরা ছয়জন সকল মদীনাবাসীর আগে মুসলমান হয়ে যাই।

এরা ছয়জন হলেন (১) আবুল হাত্িম বিন বুহতান (২) আসয়াদ বিন জাররাহ (৩) আওফ বিন হারিস (৪) রাফে বিন মালিক (৫) কুতবা বিন আমের (৬) জাবির বিন আবদুল্লাহ। এরা সকলে একমতে এক সাথে হুজুরের হাতে ইসলাম গ্রহণ করলেন। হুজুর হলেন অপরিসীম খুশী।

কাফেলার নেতা আওফকে সাথে নিয়ে তিনি তাঁর বাড়ীতে এলেন। সে সময় পর্যন্ত কুরআনের নাযিল হওয়া অংশটুকু তাকে দিয়ে দিলেন। বললেন—

ঃ তোমরা দেশে গিয়ে ইসলাম প্রচার করো।

আওফ অঙ্গীকার করলেন। মদীনায় চলে গেলেন তারা।

তারা মক্কায় এসেছিলেন আওফের বিরুদ্ধে সাহায্য চাইবার জন্য। কিন্তু মক্কার কোনো নেতার সাথে দেখা না করেই দেশে ফিরেছেন, শুনে মক্কার লোকেরা বিস্মিত হলো। এত তাড়াতাড়ি কেনো তারা মক্কা হতে ফিরে গেলো। প্রশ্ন হয়ে দাঁড়ালো তাদের কাছে। জানতো না তারা, ওরা যে মুসলমান হয়ে গেছে। কিন্তু সন্দেহ দেখা দিলো তাদের মনে।

সুযোগ পেলেই তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর যুলুম করতো। নির্যাতন চালাতো। তিনি অত্যন্ত ধৈর্যের সাথে চলতেন। কিছু বলতেন না। কুরাইশদের যেসব লোকদেরকে মর্যাদাবান বলে গণ্য করা হতো প্রকৃত তারা ছিলো সব দুশ্চরিত্রবান। আবু লাহাবের মতো বনি হাশেমের সম্মানিত লোকটি খানায়ে কাবার জিনিসপত্র চুরি করে নিয়ে বিক্রি করে দিতো। চোগলখোরও ছিলো সে। এভাবে আখনাস বিন শরীক নসর ইবনুল হারিস আবু জেহেল, আবু সুফিয়ান তাদের প্রত্যেকেরই চরিত্র ছিলো খারাপ। নিত্য নতুন পদ্ধতিতে তারা মুসলমানদের উপর নির্যাতন শুরু করলো। কেউ মুসলমান হতে না পারে সে জন্য তারা পাহারা লাগিয়ে দিলো। কোনো মুসলমান উহ্ শব্দ পর্যন্ত করতে পারতো না।

www.amarboi.org

মক্কার কাফেরদের নেতা ও সরদারদের এসব কাজের জন্য কত বড় ভয়াবহ ভোগান্তি ও পরিণতি ভোগ করতে হবে তা মাঝে মাঝেই অহীর মাধ্যমে কুরআনের আয়াত নাযিল করে করে জানিয়ে দিয়েছেন। এসব সতর্কবাণীতে সাধারণ জনগণ ভয় পেলেও সরদার ও নেতাগণ তামাশা করতো। আরো বেশী বিদ্রোহী হয়ে উঠতো। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, যে পথেই সম্ভব মুসলমানদের অস্তিত্ব মুছে ফেলা ও রাসূলকে মেরে ফেলাই ছিলো তাদের উদ্দেশ্য। এই চরম কাজে হাত দিতেও তাদের বুক কাঁপতো। সময়ের ও সুযোগের অপেক্ষায় থাকতো। একদিন তিনি পথ ধরে যাচ্ছিলেন এক দুষ্টমতি পিছন দিয়ে এসে তার মাথায় মাটি নিক্ষেপ করে ভেগে গেলো। এ অবস্থায় তিনি বাড়ী ফিরে গেলেন। ফাতেমা এ অবস্থা দেখে কেঁদে ফেললেন। দ্রুত পানি এনে তিনি হুজুরের মাথা ধুইয়ে দিলেন। তাঁর কাঁদা দেখে হুজুর বললেন, কেঁদো না মা ! এদের চোখ আছে কিন্তু দেখে না। কান আছে কিন্তু শুনে না। তারা বুঝে না আমি কে ? যেদিন জানবে ও বুঝবে সেদিন এসব যুলুম অত্যাচার ছেড়ে দেবে। সকল কালে সকল নবীদের উপরই এরূপ নির্যাতন চলেছিলো।

এ সময়েই হযরত খাব্বাব বিন আরাত এলেন। তিনি জিজ্ঞেস করে এ অসময়ে হুজুরের মাথা ধোয়ার কারণ জানলেন। মনের কষ্টে খাব্বাব বললেন—

ঃ কাফেরদের যুলুম-নির্যাতনের সীমা অসম্ভব ধরনের বেড়ে গেছে। আপনি আল্লাহর নবী। এদের ব্যাপারে আপনি আল্লাহর কাছে বদদোয়া করুন না কেনো ?

একথা শুনে রাসূলের চেহারা লাল হয়ে গেলো। তিনি বললেন—

ঃ খাব্বাব, অবস্থা এরূপই হবে। সকল নবীদের উপরই হয়েছে। আমার উপরও হবে। ধৈর্য ও পরীক্ষা করছেন আল্লাহ। তোমরা পরীক্ষায় টিকলে জয় তোমাদেরই হবে। এবং সেদিন সানায়া থেকে হাজরামাউত পর্যন্ত এত দীর্ঘপথ একজন মু'মিন ঘুরবে, তাদের মনে আল্লাহ ছাড়া আর কারো ভয় থাকবে না। সে সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।

এটা ছিলো রাসূলের এক ধরনের ভবিষ্যদ্বাণী। ঐতিহাসিকগণ সাক্ষী ঘটনা তা-ই হয়েছিলো যা তিনি বলেছিলেন।

এভাবে হুজুর একদিন কাবার কাছে গেলেন। ওখানে আবু জেহেল, ওতবা, আবু লাহাব ও আবু সুফিয়ানসহ অনেক মুশরিক বসেছিলো। হুজুরকে দেখে তারা সকলেই ঠাট্টা-বিদ্রূপ শুরু করলো। তাদের ঠাট্টা-বিদ্রূপে সকল কাফেররা অট্টহাসিতে ফেটে পড়লো। হুজুর প্রত্যেকটি মুশরিক নেতার নাম ধরে ধরে ধমকালেন। বললেন—

ঃ সেদিন বেশী দূরে নয়, হাসার সুযোগ পাবে কম, কাঁদবে বেশী। তোমরা নিজেদের বাহাদুরীর বড়াই করছো, কিন্তু তোমরা কি জানো না ওমর আর

www.amarboi.org

হামযার বাহাদুরীর খবর। তারা প্রতিদিন আমার কাছে যুদ্ধ করার অনুমতি চাচ্ছে। আমি অনুমতি দিচ্ছি না। যদি দেই, বুঝতে তো পারছো দেশে রক্তের বন্যা বয়ে যাবে।

এরপর তিনি মুশরিকদের উদ্দেশে বললেন—

ঃ হে আরব জাতি ! তোমরা যে দীনকে অস্বীকার করছো, যে দীন সম্পর্কে ঠাট্টা করছো, সে দীন একদিন এ দেশে প্রতিষ্ঠিত হবেই। তোমরা ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না। তোমরাও স্বইচ্ছায় এ দীনে প্রবেশ করবে। কেউ জোর করবে না। সেদিন বেশী দূরে নয়।

এ বক্তব্যের সময় হুজুরের চেহারায় মহিমান্বিতভাব প্রতিভাত হয়ে উঠলো। সকলেই ভীত বিহ্বল হয়ে গেলো। কারো মুখ দিয়ে টু শব্দটি ফুটলো না। বক্তব্যের পর হুজুর চলে গেলেন আবু সুফিয়ান বলে উঠলো—

ঃ লোক সকল কথা ঠিক। ওমর আর হামযার সাহসিকতা ও বাহাদুরীর ব্যাপারে তো এটা কোনো নতুন কথা নয়। যদি মুহাম্মাদ তাদেরকে যুদ্ধের অনুমতি দিয়ে দেন তাহলে অবস্থা তো খারাপ হয়ে যাবে। সন্দেহ নেই। তারা উঠে চলে গেলো।

৩২

মক্কার নেতারা কুফরী ও শিরকে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হয়ে পড়েছিলো। মক্কার যেসব গরীব লোক ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিলো কিংবা মুসলমান হয়ে গিয়েছিলো তাদেরকে লোভ দিয়ে, ভয় দেখিয়ে নিজেদের বাপ-দাদার ধর্মে ফিরিয়ে নিতে চেষ্টা করতো। কিন্তু তারা কোনো কিছুতেই কুফরীর দিকে ফিরে যেতো না। যারাই একবার রাসূলের সাথে কথা বলতো, আল্লাহর কথা শুনতো মুসলমান হয়ে যেতো। এ কারণেই কাফেররা নবীর সাথে যেনো কেউ কথা বলতে না পারে, কোনো মুসলমানের সাথে দেখা সাক্ষাত না হয় সে জন্য পাহারা বসিয়ে রাখতো।

মক্কায় ইসলাম প্রচারের পথ বন্ধ করে দিয়েছে দেখে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তায়েফের দিকে গিয়ে ইসলাম প্রচার করার মনস্থ করলেন। তায়েফ ছিলো মক্কা হতে একশত বিশ মাইল দূরে উত্তর দিকে অবস্থিত। একটি বড় শহর অপেক্ষাকৃত শান্ত আবহাওয়া। মক্কার বেশীর ভাগ ধনীরা গরমের মৌসুমে তায়েফ চলে যেতো।

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যায়েদ ইবনুল হারিসকে সাথে নিয়ে রওনা হলেন তায়েফের দিকে। তায়েফবাসী ঈমান আনবে হুজুর এমন আশা করেনি। তিনি জানতেন, তায়েফের লোকেরা মক্কার মানুষ হতে কুফরিতে কম নিমজ্জিত ছিলো না। তারা 'লাত' মূর্তির পূজারী ছিলো। 'নাফ' শহরে ছিলো

www.amarboi.org

একটি বড় মন্দির। এ মন্দিরে লাতের মূর্তি রাখা ছিলো। হুজুরের প্রতি নির্দেশ ছিলো আল্লাহর পয়গাম মুশরিক কাফেরদের কাছে পৌঁছে দেয়া। আল্লাহর বাণী আল্লাহর বান্দাদের কাছে পৌঁছে দেয়া। মানা নামানা ছিলো বান্দাদের ব্যাপার। তাই আল্লাহর নির্দেশ মতো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর বাণী তায়েফবাসীর কাছে পৌঁছে দেবার জন্য রওনা হলেন। রাস্তা ছিলো বড় দুষ্কর। মৌসুমও ছিলো গরমের। সূর্য উদয় হবার সাথে সাথে প্রতিটা জিনিস তপ্ত হয়ে উঠতো গরমে। লু হাওয়ার ঝটকা ভোর হতে শুরু করে সূর্য ডুবা পর্যন্ত অনবরত চলতো। বাতাসের রুদ্র প্রবাহ বালুর স্তূপকে উঠিয়ে নিয়ে চারিদিকে ছিটকে ফেলতো। এ ছিলো বালুর বৃষ্টি-ঝড়। এ রকম জায়গায় দিনে সফর করা ছিলো খুবই কঠিন। এ দুষ্করতা, কঠিনতাকে জয় করে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তায়েফ সফর জারী রাখলেন।

পথ চলছেন, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে যায়েদ। কঠিন পথ। গরমে সারা গা বেয়ে ঘাম পড়ছে। যায়েদ কোথাও একটু বসে আরাম করতে চাইলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরাম করার কোনো জায়গা না দেখে বললেন, চলো আরো সামনে যাই। হতে পারে কোনো জায়গা পেয়ে যাবো। একটু চলার পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন—যায়েদ, দেখো সামনে একটি খেজুরের বাগান দেখা যাচ্ছে। চলো, ওখানে গিয়ে আমরা বিশ্রাম নেই। চলতে থাকলেন উভয়েই। বাগানের কাছে এসে দেখলেন ভেড়ার পাল চরছে। কিছু ছেলে ও মেয়ে পালের দেখাশুনা করছে। এদেরকে অতিক্রম করে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খেজুরের বাগানে প্রবেশ করলেন।

বাগানের খেজুর গাছ ছিলো প্রচুর। পাশে ছিলো একটি কূয়া। খেজুর গাছের নীচে তাবু। তাবুর একটু দূরে উটগুলো বসে বসে জাবর কাটছে। উটের কাছে বসে কিছু মানুষ পশম সাফ করছে। তার সামনে বসে বসে মেয়েরা কাজ করছে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও যায়েদকে আসতে দেখে সকলে একত্রে দাঁড়িয়ে গিয়ে তাঁদের কাছে এলো। একজন বলে উঠলো, তোমাদেরকে স্বাগত জানাই। বহুদিন পর বনু বকরের তাবুতে মুসাফিরের আগমন। তোমাদের আগমন শুভ হোক। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও যায়েদের সমস্ত শরীর দিয়ে ঘাম পড়ছে। তারা খুবই ক্লান্ত বুঝে তাদেরকে একটি তাবুতে নিয়ে ফরাশের উপর বসালো বদ্দু আরবরা।

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাথী যায়েদের জন্য মেয়েরা কাঠের পেয়ালা ভরে দুধ নিয়ে এলো। তারা তৃপ্তির সাথে দুধ পান করে তৃষ্ণা নিবারণ করলেন। আরবের এটা ছিলো এক বিরল গুণ। পথের মুসাফির তাদের পরম শত্রু হবার পরও তাদেরকে তারা আপ্যায়ন করাতো। করতো

www.amarboi.org

খাতির যত্ন। মেহমানের কোনো কষ্ট হতে তারা দিতো না। বেশ কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেবার পর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বনু বকর গোত্রের সকলকে একত্র করলেন। বললেন—

ঃ বনু বকর গোত্রের গর্বিত আরবরা। তোমরা আমাকে চিনতে পারোনি। আমি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। আল্লাহর নবী। আল্লাহর বান্দাদের হিদয়াতের জন্য আল্লাহ আমাকে নিযুক্ত করেছেন।

এক ব্যক্তি বলে উঠলো—

ঃ আমরা বুঝে গেছি। আপনি আমাদের মাবুদদের বদনাম করেন। আপনি আমাদের ধর্মের কুৎসা করেন। মনে হচ্ছে মক্কাবাসী আপনাকে বের করে দিয়েছে। যতদিন আপনার খুশী, আমাদের এখানে থাকুন মেহমান হিসাবে। আমাদের ধর্মের ব্যাপারে একটি শব্দও উচ্চারণ করতে পারবেন না। বনু বকরের শেষ মানুষটি পর্যন্ত আপনার সেবাযত্ন করবে। আপনাকে আপনার শত্রু হতে বাঁচাবে। আপনি আমাদের মাবুদের গালমন্দ করবেন একথা সহ্য করতে পারবো না।

ঃ আমি কি বলছি তা আগে একটু শোন।

ঃ না, আমরা তোমার কোনো কথা শুনবো না।—একজন বুড়ো লোক বললো।

হুজুর বার বার চেষ্টা করলেন তাঁর কথা তাদেরকে শুনাতে। কিন্তু কেউ শুনতে রাজী হলো না। অগত্যা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যায়েদ সহ উঠলেন। তায়েফের দিকে রওনা হলেন। মেহমান হিসাবে বনু বকরের লোকেরা হুজুরকে আরো কয়েকদিন এখানে রাখতে চাইলেন। হুজুর রাজী হলেন না। বললেন—

ঃ তোমরা যখন আমার কথা শুনতে অস্বীকার করছো, এখানে থাকতে আমি আর চাই না।

দু'দিন পথ চলার পর তৃতীয় দিন দুপুরের আগেই হুজুর তায়েফ পৌছে গেলেন। তায়েফ একটি বড় শহর। এখানে অনেক মন্দির কালিমা মেলা বেশ দূর হতে নজরে পড়ছিলো। এ শহরে বনু সাকিফ গোত্রের শাসন চলতো। বনি সাকিফের সরদার ছিলো তিন ভাই। এরা হলো আবদে ইয়াসেল, মাসউদ ও হাবিবী। এ তিন ভাই-ই ছিলো অহংকারী, দেমাগী ও বিদ্রোহী। নিজেদের চেয়ে ভালো, বড় ও কুলীন কাউকে মনে করতো না।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেদিন তায়েফ পৌছেছেন সেদিন ছিলো তায়েফের সবচেয়ে বড় মন্দিরে পূজার মেলা। যায়েদকে নিয়ে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মন্দিরে চলে এলেন। তিনি দেখলেন মন্দিরের

www.amarboi.org

মধ্যবর্তী স্থানে তের ফুটেরও বেশী উঁচু একটি মূর্তি। খুবই মোটাতাজা দেখতে। দেখলে ভয়ই লাগে। সকল মানুষ এ মূর্তির চারদিকে সেজদায় পড়ে আছে। পূজারীরা জোরে জোরে ঘন্টা বাজাচ্ছে। পূজার এ দৃশ্য দেখে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কষ্ট পেলেন মনে। খুবই আস্তে বললেন ঃ

হায়! এরা যদি তাদের প্রকৃত মাবুদকে চিনতো। তাঁর সামনে মাথানত করতো। সকলে চলে গেলো। সকলের শেষে গেলো তিন নেতা, তিন ভাই। বড় অহংকারের সাথে। তাদের সমতুল্য কোনো মানুষ যেনো দুনিয়াতে নেই। যায়েদ বললো—

ঃ হুজুর সাধারণ মানুষ যদি জানতো ইসলামে কত সাম্য। তাহলে তারা সকলে মুসলমান হয়ে যেতো।

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন—

ঃ কেউ আসুক আর না আসুক, আমার কাজ তাবলীগ করে যাওয়া। আমি তাদের সকলের কানে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছাবো। তাদের নেতাদের কাছে যাবো। পৌঁছাবো আল্লাহর বাণী তাদের কাছে। তারা ইসলাম কবুল না করলে জনগণ করবে। আমি খুশী হবো। আর যদি তারাও কবুল না করে আমার দুঃখ থাকবে না। চলো আমরা ঐসব রাজ প্রাসাদে যাই। সামান্য দূরত্বের ব্যবধানে তাদের প্রাসাদ।

সর্বপ্রথম প্রাসাদ ছিলো আবদে ইয়াসেলের। গেটে ছিলো কয়েকজন সশস্ত্র প্রহরী। তাদেরকে বললো, তোমাদের নেতাকে বলো, মক্কা হতে মুহাম্মাদ এসেছে। আপনার সাথে কথা বলতে চায়। অনুমতি পেলেন প্রাসাদে যাবার। যায়েদ সাথে। তিন ভাই একত্রে বসে আছে। হুজুরকে দেখেই তারা হীমশীম খেয়ে গেলো। সকলে একত্রে হুজুরকে খাবার জন্য অনুরোধ জানালো। অত্যন্ত ভদ্রতার সাথে এক পাশে বসলেন। হুজুর আমন্ত্রণের জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে বললেন—

ঃ আমি আপনাদের দরবারে এমন একটি দাওয়াত নিয়ে এসেছি যা আপনাদের কান এখনো শুনেনি।

তারা সকলে বিস্ময়ের দৃষ্টিতে হুজুরের দিকে তাকিয়ে আছে। আবদে ইয়াসেল বললো—

ঃ বলুন হে ভাই, কি বলতে চান।

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতে শুরু করলেন—

ঃ হে আরবের নেতৃবৃন্দ ! আমি ও আপনারা এ আরব দেশে থাকি। এ আরবকে দুনিয়ার অন্যান্য দেশকে, গোটা বিশ্বকে সহ প্রতিটা জিনিসই আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন। যার মধ্যে কারো অংশ নেই। যিনি বাতাস দিয়েছেন, বৃষ্টি বর্ষণ,

www.amarboi.org

ফল-ফুল উৎপাদন করান। বাগ-বাগিচাকে সুন্দর ও সবুজ রাখেন। সব জিনিসের সৃষ্টিকর্তা তিনি। প্রতিটি বস্তুকে তিনি খাবার দেন। জীবন-মৃত্যু সুস্থতা অসুস্থতা সবই তাঁর হাতে। সব জিনিসের উপরই তিনি শক্তিমান। তাই তাঁর ইবাদাত করাই কর্তব্য। এটা মাননসই।

হুজুরের কথা শুনে তিন নেতাই রাগান্বিত হয়ে গেলেন। হুজুরের বক্তব্যে ছেদ ঘটিয়ে আবদে ইয়াসেল তীর্যক ভাষায় বললেন—

ঃ খোদা কে ? আমরা খোদার পূজা করবো ! আমাদের মাবুদদেরকে ছেড়ে দেবো ! আমাদের বাপ-দাদারা যাদের পূজা করে আসছে। লাতের কসম এটা হতে পারে না।

দ্বিতীয় ভাই মাসউদ রুষ্ট হয়ে বললো—

ঃ সুদূর মক্কা হতে একথা বলার জন্য এসেছো। নিশ্চয়ই তোমার মাথায় কোনো রোগ আছে।

তৃতীয় ভাই হাবিবী ঠাট্টা করে বললো—

ঃ তুমি এরূপ বাজে কথার তাবলীগ করে বেড়াও। তুমি কে ?

ঃ আমি আল্লাহর রাসূল। আমার উপর আল্লাহ তাঁর কালাম নাযিল করেছেন।

আবদে ইয়াসেল একথা শুনে খুব হাসলেন। বললেন—

ঃ তোমাকে আল্লাহ যদি রাসূল বানিয়ে থাকে আর আল্লাহ যদি তোমার বর্ণনা অনুযায়ী সর্বশক্তিমানই হয় তাহলে তোমাকে পায়ে হেঁটে এভাবে চলতে হবে কেনো ?

ঃ আল্লাহ আর মানুষ পাননি। তোমার মতো একজন নিঃস্ব গরীব, মূর্খ লোককে রাসূল বানালো।—মাসউদ বললো।

ঃ এটা আল্লাহর মর্জি। আমি লেখা পড়া জানি না। কিন্তু তিনি আমাকে রাসূল করে পাঠিয়েছেন। আমার রিসালাত আর আল্লাহর একত্বকে অস্বীকার করো না।

বিগড়ে উঠে হাবিবী বললো—

ঃ শুনো তুমি যদি সত্যিকার আল্লাহর রাসূল হও তাহলে তোমার কথাকে অমান্য করা বিপজ্জনক। আর যদি তুমি মিথ্যাবাদী হও তাহলে মিথ্যাবাদীর সাথে কথা বলা আমি পসন্দ করি না।

ঃ আমার মিথ্যা বলায় লাভ কি ? আমি তো আপনাদের কাছে কিছু চাই না। নিজস্ব কোনো গরজ আমার নেই। আল্লাহর পয়গাম মানুষের কাছে পৌঁছানোর জন্য আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তোমরা জ্ঞানী মানুষ। বলো, পাথরের মূর্তি খোদা হতে পারে ? যারা চলতে পারে না। হেলতে পারে না।

www.amarboi.org

পারে না টলতে। পারে না শুনতে। পায় না দেখতে। যেখানে রেখে দাও সেখানে পড়ে থাকে তারা। খোদা হতে পারে কি করে? খোদা তো হবেন তিনি যিনি প্রত্যেক জায়গায় বিদ্যমান। যিনি ঘুমান না। না ঝিমান। আস্তে ডাকো, জোরে ডাকো যিনি শুনতে পান। এমন কি মনের কথাও যিনি জানেন। তিনিই উপাসনার উপযুক্ত। তাঁরই ইবাদাত করা সাজে।

আবদে ইয়াসেল রাগ হয়ে বললো—

ঃ আমরা খেয়ালী খোদাকে পূজা করবো না। তুমি বিদায় হও। গোটা আরব তোমার মতে এক হয়ে গেলেও আমরা এক হতে পারবো না।

রাসূল আরো কিছু বলতে চাইলেন। কিন্তু মাসউদ উত্তেজিত হয়ে বললো—

ঃ আর কিছু বলতে হবে না। চুপচাপ এখান থেকে চলে যাও।

হুজুর প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে এলেন। তার পেছনে পেছনে তিন ভাইও বেরিয়ে এলেন। রাজ প্রাসাদের বাইর দিয়ে পথ ধরে যারা যাচ্ছিলো তাদেরকে ডেকে তিন নেতা বললো—

ঃ এরা দুই ব্যক্তি মক্কা হতে এসেছে। আমাদের মাবুদদের কুৎসা বলে। এদেরকে কিছু শিক্ষা দিয়ে দাও।

কাউকে উত্তেজিত করার জন্য এটুকুই যথেষ্ট। যে "এরা আমাদের খোদাদের খারাপ বলে" মূর্তির বিরুদ্ধে কিছু বলা তারা পসন্দ করতে পারে না। রাস্তার সকল মানুষ হুজুরের পেছনে লেগে গেলো। হৈ চৈ করে আরো লোক তারা জড়ো করলো। হুজুরের পায়ে পাথর ছুড়তে শুরু করলো তারা। যায়েদ চেষ্টা করতে লাগলো পাথর যেনো হুজুরের গায়ে না পড়ে। কিন্তু এত লোকের একত্রে পাথর মারার তোড় যায়েদ কয়টি ঠেকাবে? হুজুরের দুই পায়ের গিরা রক্তাক্ত হয়ে গেলো। জুতা রক্তে ভরে গেলো। তিনি চলার শক্তি হারিয়ে ফেললেন। বসে পড়লেন আল্লাহর রাসূল। কিছুক্ষণ পর আবার চলতে শুরু করলেন। শয়তানের দলও তার পেছনে পেছনে চলছে।

যায়েদ হুজুরকে ওদের জন্য বদদোয়া করতে আরজ করলেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন—

ঃ হতে পারে না। আমাকে বদদোয়া দেবার জন্য পাঠানো হয়নি। যত অত্যাচার নিগ্রহই করুক আমাকে সহ্য করে যেতে হবে।

ঃ হুজুর প্রকৃতপক্ষে এত আহত হয়েছেন যে, যায়েদের কাঁধে ভর দিয়ে হাঁটতে হচ্ছে তাঁকে। অতপর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খেজুর বাগানের কাছে একটি গাছের ছায়ায় বসে পড়লেন। যায়েদ নিজের পাগড়ী ছিড়ে টুকরা করে নিলেন। আর সেই টুকরাগুলো দিয়ে হুজুরের সারা দেহের রক্ত মুছে দিতে লাগলেন।

www.amarboi.org

৩৩

না জেনে না বুঝে অথবা ইচ্ছা করে ইসলামের কিছু শত্রু প্রচার করছে তরবারির জোরে দুনিয়ায় ইসলাম প্রচার হয়েছে। তারা এমন নির্জলা মিথ্যা প্রচার করছে যার সাথে সত্যের লেষমাত্রও নেই। প্রকৃত ব্যাপার হলো ইসলাম এমন লোকেরাই প্রথম গ্রহণ করেছে যারা ছিলো গরীব, দুর্বল দাস-দাসী শ্রেণীর। যাদের হাতে ছিলো না কোনো শক্তি। গোটা জাতির মুকাবিলায় তরবারি হাতে ঝাঁপিয়ে পড়ার অবস্থাই ছিলো না তাদের। তারা নিজেরাই ছিলেন পাহাড় সম বিপদের মধ্যে নিমজ্জিত। গোপনে গোপনে চলতো ফিরতো। কাফেরদের অত্যাচারে-নিপীড়নে অতিষ্ঠ হয়ে হাবশা হিজরত করেছেন তারা। তাদের কোনো ধন-সম্পদও ছিলো না যে, ধন-দৌলতের লোভ দেখিয়ে মুসলমান করতেন। না, তাদের হাতে রাষ্ট্রক্ষমতা ছিলো, যা দিয়ে দাবিয়ে রেখে মুসলমান বানিয়ে নিতো। বরং উল্টো যত রকম অত্যাচার অবিচার নির্যাতন নিষ্পেষণ এমন কি তিন বছর শিআবে আবু তালেবে বয়কটের মতো অমানবিক, জীবন বিধ্বংসী ব্যবহারও তারা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সঙ্গী-সাথীদের সাথে করেছে। এতসব অত্যচার অবিচারের পরও মুসলমানরা হামযা ও ওমরের ইসলাম গ্রহণের পর যখন কিছু শক্তি সঞ্চয় করার সাথে সাথে সাহস সঞ্চয় করেছে অনেক বেশী। তখনও তারা রাসূল থেকে যুদ্ধের অনুমতি চেয়েও তো কোনো অনুমতি পাননি বহু বছর। যে সময় তারা যুদ্ধের অনুমতি চেয়েছে সে সময়ও বিজয়ের জন্য নয়, বরং ইসলামের জন্য লড়াই করে শহীদ হয়ে যাবার বাসনায় তা চাইতো। মক্কায় বিরোধিতার জন্য দাওয়াত দিতে পারছেন না বিধায় তিনি তায়েফ পর্যন্ত চলে গেলেন। সেখানেও তিনি নির্মমভাবে নির্যাতিত হলেন। সবই শরীফ ভদ্রলোকের মতো আল্লাহর জন্য সয়ে গেলেন। তারপরও যদি বলা হয় ইসলাম তরবারির জোরে প্রচার হয়েছে তাহলে একথা হবে কত বড় নির্জলা মিথ্যা বলা। ইতিহাস এর নীরব সাক্ষী।

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আগের প্রায় সকল নবীই জাতির অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে আল্লাহর কাছে জাতির জন্য বদদোয়া করেছিলেন। নবীদের বদদোয়ায় অনেক জাতিই ধ্বংস হয়েছে। কেউ গযবে নিপতিত হয়েছে। কিন্তু হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তরবারি দিয়ে যুদ্ধ করা তো অনেক দূরের কথা কোনো যুলুমের পরও জাতির বিরুদ্ধে উহ্! শব্দ উচ্চারণ করেননি।

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অমানিবক নির্যাতন সয়ে তায়েফ থেকে এসে একটি খেজুরের বাগানে বসলেন। যায়েদ পাগড়ী ছিড়ে হুজুরের

www.amarboi.org

রক্ত মুছে দিচ্ছেন। পট্টি বাঁধছেন। এ বাগানটি ছিলো মক্কার ওতবা বিন রাবিয়ার। সে ছিলো আবু জেহেল আবু লাহাবদের মতো রাসূলের জীবনের শত্রু। ঘটনাক্রমে ওতবা ছিলো এ সময় এ বাগানে। তার সাথে ছিলো তার গোলাম 'আদাস'। সে ছিলো ঈসায়ী ধর্মাবলম্বী। ওতবা বাগানে বসা দেখলো মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে শত শত্রুতা সত্ত্বেও মেহমানদারী করা আরবের আদি ঐতিহ্য। ঐতিহ্য অনুসারে ওতবা তার গোলাম আদাসকে দিয়ে এক ঝুঁড়ি খেজুর হুজুরের কাছে পাঠালেন। খেজুর নিয়ে আদাস হুজুরের কাছে গেলো, হুজুর জিজ্ঞেস করলেন—

ঃ কে পাঠালো ?

ঃ ওতবা।—উত্তরে বললো আদাস।

ঃ ওতবা ওখানে আছে ?

ঃ জি, হ্যাঁ। আছে। সে তায়েফের দুষ্ট লোকদেরকে আপনার পেছনে আসতে দেখেছে।

ঃ তোমার নাম কি ?

ঃ আদাস।

ঃ তুমি কি ঈসায়ী ধর্মাবলম্বী ?

ঃ জি, হ্যাঁ, আমি ঈসায়ী।

ঃ কোথায় তোমার দেশ ?

ঃ নিনোওয়া আমার দেশ।

ঃ ঐ নিনোওয়া যেখানে হযরত ইউনুসকে রাসূল করে পাঠানো হয়েছিলো ?

স্তম্ভিত হয়ে আদাস হুজুরের দিকে তাকিয়ে থাকলেন। বললেন—

ঃ ইউনুস আলাইহিস সালামের কথা আপনি কি করে জানলেন ? তার কথা তো কেউ জানতো না।

ঃ আমার নাম মুহাম্মাদ। আল্লাহর রাসূল আমি। আমি সকল নবী-রাসূলের নাম জানি। শুধু নাম নয়। তাদের জীবন কাহিনীও জানি।

এসব কথা শুনার সাথে সাথে আদাস নবীর সামনে মাথানত করে ফেললো। হুজুরের হাতে চুমু দিলো। মাথা উঠিয়ে বললো—

ঃ নিসন্দেহে আপনাকে নবী বলে মনে হয়। আপনার শরীর থেকে আল্লাহর নবীর মর্যাদার লক্ষণ বিচ্ছুরিত হচ্ছে।

ঃ আদাস তুমি মুসলমান হয়ে যাও।—হুজুর বললেন।

ঃ আমাকে বুঝতে দিন। কাজটা বড় কঠিন।

ঃ ঠিক আছে তুমি চিন্তা করো। ভালো মনে হলে মুসলমান হয়ে আমার কাছে চলে এসো।

www.amarboi.org

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খেজুর খেলেন। কিছু খেজুর যায়েদকে দিয়ে ঝুঁড়িটি আদাসের হাতে দিয়ে দিলেন। ওতবার কাছে চলে গেলো আদাস। ওতবা দূর থেকে সবই দেখেছে। ফিরে যাবার পর সে বললোঃ

ঃ আদাস, এ বেটা মুহাম্মাদ যাদুকর। তার কথা শুনবে না।

ঃ না-না ! যাদুকর নয়। তিনি নবী। তুমি জানো না হযরত ইউনুস কে ? কোথায় ছিলেন ? কিন্তু তিনি জানেন।—বললো আদাস।

ঃ সে তোমাকে কি বলছিলো ?

ঃ মুসলমান হতে বলছিলেন, আমি চিন্তা করার জন্য সময় নিয়েছি।

ঃ আদাস, তুমি মুসলমান হবে না। ইসলাম থেকে তোমার ধর্ম ভালো।

ঃ আমি ঈসায়ী। আমাদের কিতাবে সর্বশেষ একজন নবী আসবে বলে খবর দেয়া হয়েছে। আমার বিশ্বাস ইনিই সেই শেষ নবী।

ওতবা এবার রাগ হয়ে গেলো। বললো—

ঃ দুরাচার, কথা বলো না। ঐ লোক কি করে নবী হতে পারে যার কোনো বন্ধু-বান্ধব নেই। নয় সম্পদশালী। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাও যার হাতে নেই।

ঃ হে আমার প্রভু ! দু' চারজন নবী ছাড়া সকল নবীই তো এমনই ছিলেন। নবীদের উপর সবসময় আল্লাহর সাহায্য থাকে। তাঁরা তাই নিসন্দেহে কাজ করে যান।

ওতবা এবার বিগড়ে গেলো। বললো—

ঃ ওসব বাজে কথা। তার খপ্পরে পড়ে যেয়ো না। নিজের কাজ করো। আমার ঘোড়াটি রোদে পড়ে গেছে। ছায়ায় নিয়ে বাঁধো।

আদাস চলে গেলো। বাগানেই ছিলো ওতবার ঘরবাড়ী। সে চলে গেলো তার ঘরে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিছুক্ষণ বাগানের ছায়ায় আরাম করার পর রওনা হলেন। তিনি যেহেতু আহত ছিলেন। চলতে কষ্ট হচ্ছিলো তার। যায়েদ ছিলো সাথে। পথ চলতে থাকলেন তিনি। খোলা ময়দানে বিছানা বিছিয়ে রাত কাটালেন। সকালে নামায আদায় করার পর আবার পথ ধরলেন মক্কার দিকে।

আহত নবী মরুভূমির তপ্ত রোদে বালুর পাহাড় অতিক্রম করে চলেছেন তিনি। সাথে একমাত্র যায়েদ। দিনে যতটুকু পথ চলা সম্ভব তা-ই চলতেন। রাত হলেই চাদর বিছিয়ে শুয়ে পড়তেন। ভোর হতেই শুরু করতেন পথ চলা। এভাবে পথ চলতে চলতে একদিন নাখলা নামক স্থানে গিয়ে অবস্থান নিলেন তিনি।

নাখলা একটি ছোট গ্রাম। এর চারিদিকে খেজুরের বাগান। কিছু ছোট ছোট গোত্র মিলে এখানে কাচা পাকা বাড়ীঘর তৈরি করে রেখেছিলো। মক্কার

www.amarboi.org

আমীরগণ তায়েফ যেতে বেরুলে এখানে যাত্রা বিরতি করতেন। মক্কা হতে প্রায় চল্লিশ মাইল দূরে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এখানে পৌঁছে একটি বাগানে থামলেন। যায়েদ পানি আনলো। উভয়ে অজু করে এশার নামায আদায় করলেন। উচ্চস্বরে কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করতে লাগলেন তিনি। এখানেই সূরা জ্বিন নাযিল হলো। অর্থ হলো ঃ

"(হে মুহাম্মাদ!) আপনি বলে দিন, আমার উপর অহী নাযিল হয়েছে। জ্বিনদের একটি দল এ অহীর আয়াতগুলো শুনে বললো, আমরা এক আযীব ধরনের কুরআন শুনলাম। যা কল্যাণের দিকে পথ দেখায়। আমরা এর উপর ঈমান আনলাম। আমরা অবশ্যই আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করবো না। আমাদের রবের মর্যাদা খুবই উঁচু। তার না আছে স্ত্রী। না সন্তান সন্ততি। আমাদের মূর্খ লোকেরা আল্লাহর উপর মিথ্যা আরোপ করে। আমরা মনে করি জ্বিন ও ইনসান কেউই আল্লাহর উপর মিথ্যা আরোপ করতে পারে না।"

তেলাওয়াত শেষ হবার পর যায়েদ বিস্মিত হয়ে রাসূলের দিকে তাকাতে লাগলো। জ্বিনরা কখন আল্লাহর কালাম শুনলো ? এ সময়ে সাতজন মানুষ সম্মুখ দিয়ে এমনভাবে বের হয়ে আসলো যেমন তারা খেজুর গাছ থেকে বের হয়েছে। যায়েদ তাদেরকে দেখে হয়রান হয়ে গেলেন। তিনি ভয়ও পেলেন।

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওদেরকে দেখে মুচকি হাসলেন। তারা হুজুরের কাছে এসে বসলো। তাদেরকে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বাগত জানালেন। তাদের একজন বললো—

ঃ আপনি সত্য বলেছেন, হে রাসূল !

তারা সাতজন রাসূলের হাতে বাইয়াত করে ইসলাম কবুল করলো। তারা ওয়াদা করলো তাদের দেশে গিয়ে দীনের প্রচার করবে। মক্কা এখনো একদিন ও রাতের পথ। হুজুর এখনো বেশ আহত। অনেক পথ হেঁটে তিনি মক্কার প্রায় কাছে এসে পৌঁছলেন। মক্কার বড় বড় দালান-কোঠা দেখা যেতে লাগলো। যায়েদ হুজুরকে বললো—

ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ ! তায়েফবাসীকে দাওয়াত দেবার জন্য আপনি মক্কা হতে গিয়েছিলেন। আপনার সাথে তায়েফবাসীর বর্বর আচরণের কথা ইতিপূর্বেই মক্কায় এসে পৌঁছেছে। আমার সন্দেহ হচ্ছে, মক্কার শত্রুরা তায়েফ থেকে আপনার নিরাশ ফিরে আসার কারণে উৎসাহী হয়ে আপনার উপর যুলুম ও ক্ষতিসাধন করতে চেষ্টা করবে। কারো নিরাপত্তা নিয়ে মক্কায় প্রবেশ করা উচিত।

হুজুর যায়েদের পরামর্শের প্রশংসা করে বললেন—

www.amarboi.org

ঃ মুসলমানরা এগিয়ে আমাকে নিতে এলে লড়াই বেঁধে যেতে পারে। হামযা ও ওমর তো ছেড়ে কথা বলার পাত্র নয়। মক্কাবাসীর কেউ নিরাপত্তায় নিলেই ভালো হবে।

তুমি মুতয়ীম বিন আদীর কাছে যাও। তাকে আমার কথা বলবে। আমি হেরার গুহায় অপেক্ষা করছি।

যায়েদও এ পরামর্শ পসন্দ করলো। ফিরে এসে যায়েদ বললো—

ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ ! মুতয়িম ও তাঁর সাত ছেলে নাঙ্গা তরবারি উঁচিয়ে আপনাকে নিরাপত্তায় নেয়ার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে।

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুতয়ীমের সাথে মক্কায় প্রবেশ করলেন। প্রথমে কাবায় গেলেন। নামায পড়লেন। এ সময়ে মুতয়ীম উচ্চস্বরে ঘোষণা করলেন—

ঃ হে জনগণ ! মুহাম্মাদকে আশ্রয় দেবো বলে আমি প্রতিজ্ঞা করেছি। তার ক্ষতির চেষ্টা কেউ করো না।

আবু জেহেল ঘোষণা শুনে মুতয়ীমকে জিজ্ঞেস করলো—

ঃ তুমি কি মুসলমান হয়ে গেছো ?

ঃ না ! আমি মুসলমান হয়ে যাইনি। তবে মুহাম্মাদকে আশ্রয়ের ঘোষণা দিয়েছি। আমার এ ঘোষণায় তোমরা বাধা হবে না।

৩৪

হুজুরের উপর যে নিপীড়ন চালিয়েছিলো মক্কার কাফেররা, তা দুনিয়ার নিপীড়নের ইতিহাসে নজীরবিহীন। হুজুর হিম্মত হারাননি। এ সময় মুসলমানের সংখ্যাও খুব কম ছিলো না। কিন্তু হুজুরের নিরাপত্তা ও হিফাজাতের জন্য যে শক্তির প্রয়োজন ছিলো তা এখনো হয়নি। কিন্তু এরপরও মুসলমানরা নির্যাতনের শেষ সীমায় পৌঁছে রাসূলের কাছে লড়াই করার অনুমতি চাইতো। তিনি অনুমতি দিতেন না। তায়েফ থেকে ফিরে আসার পর যুলুমের মাত্রা বেড়ে গেলো। প্রথম তো উচ্ছৃংখল লোকেরা নির্যাতন করতো। এখন কুলীন বংশীয় লোকেরাও নির্যাতনে ইতর অভদ্রদের সাথে শামিল হয়ে গেলো।

এতসব বাধাকে উপেক্ষা করে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরবের প্রখ্যাত বংশের লোকগুলোকে ইসলামের দাওয়াত দিয়েছেন। ওক্কাজ ছিলো আরবের বিখ্যাত ও ঐতিহাসিক বাজার ও মেলা। শত শত মাইল দূর থেকে এ মেলায় এসে লোক সমাগম হতো। প্রসিদ্ধ বাহাদুর, প্রখ্যাত যুদ্ধা, কবি, গণক-যাদুকর আসতো এ মেলায়। তাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা ঘটতো। কে কতো বড় তা প্রমাণের জন্য।

www.amarboi.org

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ মেলায় যেতেন। একদিন তিনি সর্ব সাধারণ্যে দাঁড়িয়ে অনেক লোক একত্র করে বক্তব্য রাখতে শুরু করলেন। তিনি জানতেন এ সমাগমে উপস্থিত সকলেই কাফের। বাপ-দাদার ধর্মের প্রতি অনুরাগী। এ ধরনের জনসমাবেশে মূর্তির বিরুদ্ধে কথা বলা বিপজ্জনক। তারপরও তিনি সংকোচ করলেন না। ইসলামের দাওয়াত দিতেই থাকলেন। মানুষও মন্ত্রমুগ্ধের মতো তাঁর বক্তব্য শুনতে থাকলো।

আবু লাহাব ছিলো পাশেই দাঁড়ানো। গোটা সমাবেশ মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে রাসূলের বক্তব্য শুনছে দেখে হঠাৎ করে বলে উঠলো—

ঃ হে আরববাসী ! এ হলো আমার ভাতিজা। বাপ-দাদার ধর্ম ছেড়ে দিয়েছে। কল্পিত খোদার ইবাদাত করার জন্য মানুষকে বলছে। ওসব মিথ্যা কথা। তার কথায় তোমরা কান দিও না।

আবু লাহাবকে সকলে চিনতো। তার কথায় সকলে হেসে হেসে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বক্তব্য শুনা বাদ দিয়ে নানা মন্তব্য করে নানা দিকে চলে গেলো। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এতে মন ভাঙ্গলো না। হিম্মতও হারালেন না। তিনি দাওয়াতের জন্য লোকের সমাগমের সুযোগ খুঁজতে লাগলেন। আবু লাহাব তার তাঁবুর দিকে চলে যাচ্ছে। এ সময় মধ্যম ধরনের বুড়ো, আরবী পোশাক, কাচাপাকা দাঁড়ি পেছন থেকে তাকে ডাকলো। তার গলায় মোটা দানার মালা। আবু লাহাবকে বললো—

ঃ আপনি বোধহয় আপনার ভাতিজার উপর অসন্তুষ্ট।

ঃ জি, আমি অসন্তুষ্ট। সে আমাদের মধ্যে একটা বিভেদ সৃষ্টি করে দিয়েছে। নতুন ধর্ম প্রচার করছে। আমরা অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছি।—বললো আবু লাহাব।

ঃ আপনি বোধহয় আমাকে চিনেননি।—বললো বুড়ো।

ঃ চিনেছি। আপনি ইয়েমেনের বিখ্যাত গোত্র এজদের লোক। আপনাকে কে না চিনে। আপনার নাম জাম্মাদ।—বড় যাদুকর।

ঃ আপনার ধারণা ঠিক। যাদু বিদ্যা জানি আমি। আপনার ভাতিজাকে কেউ যাদু করেছে। আমি তাকে ভালো করে দিতে পারি।

ঃ যদি আপনি আমার ভাতিজাকে ভালো করে দিতে পারেন। সে যদি নতুন ধর্ম প্রচার ছেড়ে দেয় তাহলে আপনাকে একশত উট পুরস্কার দেবো। এভাবে আপনাকে পুরস্কার দেবে আবু জেহেল, ওয়ালিদ, আবু সুফিয়ান, ওতবা সহ অনেকে।

জাম্মাদের যাদু দেখার ও যাঁচাই করার জন্য তাঁকে তাবুতে নিয়ে গেলো আবু লাহাব। যাদু দেখার জন্য অনেক লোক জড়ো হলো। লোকরদেরকে উদ্দেশ করে জাম্মাদ বললো—

www.amarboi.org

ঃ ভাইসব! আপনারা নিশ্চয়ই আমার নাম শুনেছেন। আরবে আমি একজন প্রসিদ্ধ লোক। লোকেরা যাদুকর বলে জানে আমাকে। কিন্তু আমি একজন প্রসিদ্ধ কবিও। কাব্যের উপর আছে আমার অহংকার। এতদিন আমার নাম শুনছেন। এখন দেখবেন আমার কাজ।

উপরের দিকে তাকিয়ে দেখুন আকাশ পরিষ্কার। সূর্য চমকাচ্ছে। সকলে রোদে বসে আছে। বাতাস বন্ধ। গরম পড়ছে ভীষণ। হে বাদল ! উঠো পানি মুখে নিয়ে এসো। হে কালো দেউ আকাশ ছেড়ে যাও। এ ময়দান ছেয়ে ফেলে বেরিয়ে এসো।

মানুষেরা আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখতে লাগলো আকাশ পরিষ্কার। সূর্য প্রখর রৌদ্রতাপ সহকারে ঝলমল করছে। বাতাসও ছিলো বন্ধ। মাথার উপর একটি কালো পর্দার দাগ নজরে পড়লো লোকদের। জাম্মাদ যাদুকর উপরের দিকে দেখে আছে। তার চোখ চমকিয়ে উঠেছে। মুখে কফ ভর্তি। হাতের আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করছে সে। কালো পর্দার দিকে তাকিয়ে আছে মানুষ। ধীরে ধীরে দাগ বড় হয়ে উঠছে। এভাবে হতে হতে কালো দাগ বাদলের টুকরায় রূপান্তরিত হয়ে গেছে। এবার বাতাস বইয়ে চলছে। মানুষ বিস্ময় সহকারে দেখছে। বাদলের টুকরা বাড়তে বাড়তে সমস্ত মাঠকে ঢেকে ফেললো।

সূর্য দেখা যাচ্ছে না এবার। ঠাণ্ডা ও মনমাতানো বাতাস বইতে শুরু করেছে। জাম্মাদ বলে উঠলো—বর্ষণ করো খুব বর্ষণ করো। বালুর উপর যেনো এক ফোটা পানি না পড়ে। সাথে সাথে ছোট ছোট ফোটা পড়তে লাগলো। সবচেয়ে আশ্চর্য হচ্ছে—উপর থেকে ফোটা ফোটা পড়ছে কিন্তু নীচে মাটিতে পড়ছে না এক ফোটাও। যাদুর এ তিলিসমাতী কারবার দেখে মানুষ বিস্ময় বিমূঢ়। জাম্মাদ বললো—যাদুকরীর পূর্ণ তেলেসমাতি আরবদেরকে বিস্মিত করে দিয়ে দ্রুত চলতে থাকো অতিদ্রুত। ময়দানের পূর্বকোণ থেকে কালো পর্দার মতো কি একটা উঠলো। এ পর্দা হতে মাটির মতো ছবি বের হয়ে ময়দানের দিকে আসতে লাগলো। মাঝখানে আসার পর লোকেরা দেখলো বড় ভয়াবহ ও ভীতিপ্রদ ছবি। চারিদিকে সাতরিয়ে বাতাস চিরে বাদলের নীচ দিয়ে মাটির উপর দিয়ে লোকের দিকে চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখতে দেখতে চলে যাচ্ছে। পশ্চিম পাশে যাবার পর অদৃশ্য হয়ে যেতে লাগলো তা। অসম্ভব আশ্চার্য ও ভয়ে ভয়ে দেখতে লাগলো লোকেরা এসব। শিশুরা ভীত হয়ে মাকে জড়িয়ে ধরলো। মেয়েরাও উঠলো শিউরে। বন্ধ করে ফেরলো চোখ।

জাম্মাদ বললো,

ঃ এতটুকুই যথেষ্ট। আর বেশী নয়।—জাম্মাদ বললো।

ঃ জাম্মাদ সত্যিই তুমি বড় যাদুকর। বড় ওস্তাদ। বড় যাদুর খেলা দেখালে তুমি আজ। যা কখনো কেউ দেখেনি। আমরা বুঝতে পেরেছি তুমি তোমার

www.amarboi.org

যাদুর দ্বারা আমার ভাতিজা মুহাম্মাদকে ঠিক করে দিতে পারবে। আমরা কেনো আগে তোমার কাছে গেলাম না তোমাকে ডেকে আনলাম না এখন আফসোস হচ্ছে আমাদের।—আবু লাহাব বললো।

ঃ সম্ভব হলে মুহাম্মাদকে এখানে ডেকে আনুন। দেখুন আমি কিভাবে ওর চিকিৎসা করি।

ঃ আমি ডাকছি। ডাকলেই সে এসে যাবে।

ঃ হুজুর জাম্মাদের কাছে এলেন। জাম্মাদ মন দিয়ে মাথা উঠিয়ে হুজুরের দিকে তাকালো। মুহাম্মাদের অবয়ব গঠন, মোহিনী চোখ, তাঁর আকর্ষণীয় চেহারা, তার নবুয়াতের জালালী রূপ দেখে ঘাবড়িয়ে উঠলো জাম্মাদ। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জাম্মাদের দিকে তাকালেন এবং বললেন—

ঃ জাম্মাদ ! আরবের বিখ্যাত যাদুকর ! বলো কি বলতে চাও।

ঃ আপনার উপর জ্বিনের ছায়া আছে। আপনার চিকিৎসার জন্য আমি মন্ত্র পড়ছি। আপনি শুনুন।

মুচকি হেসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন—

ঃ জাম্মাদ! আমার উপর কোনো জ্বিনের ছায়া পড়েনি। তুমি যাদুকর। যাদুর সাহায্যে মানুষকে বিস্মতি করে ফেলো। আমি কিন্তু আল্লাহর রাসূল। আমার উপর তোমার যাদুর কোনো ক্রিয়া হবে না। বরং আমার ভাষায় আল্লাহ প্রভাব দিয়েছেন। যে আমার মুখে আল্লাহর কালাম শুনে, সে প্রভাবিত না হয়ে পারে না। তোমার মন্ত্র শুনাবার আগে আমার কাছ থেকে আল্লাহর কালাম শুনে নাও।

"সকল প্রশংসা আল্লাহর। আমরা তার প্রশংসা করি। তার কাছে সাহায্য চাই। যাকে আল্লাহ হিদায়াত করেন। কেউ তাকে গুমরাহ করতে পারে না। আর যাকে গোমরাহ করেন আল্লাহ, তাকে হেদায়াত করতে পারে না কেউ। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই। তিনি এক ও একক। তাঁর শরীক নেই। আমি আরো সাক্ষী দিচ্ছি মুহাম্মাদ আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল।"

আল্লাহর কালাম শুনে জাম্মাদ কাঁপতে লাগলো। সে বললো—

ঃ মেহেরবানী করে এ বাণী আর একবার শুনান।

ঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবার তেলাওয়াত করলেন। জাম্মাদ মনোযোগ দিয়ে আবার শুনলো। এভাবে জাম্মাদের ইচ্ছানুযায়ী হুজুর আবার আল্লাহর কালাম তেলাওয়াত করলেন। জাম্মাদ শুনলো। জাম্মাদ বলে উঠলো—

ঃ আল্লাহর কসম ঐ মাবুদদের যাদেরকে আজ পর্যন্ত আমরা পূজা করে আসছি। আমি অনেক যাদুকর দেখেছি, গণক দেখেছি, কবি দেখেছি, দেখেছি

www.amarboi.org

অনেক ভাষাবিদ। কিন্তু এমন কালাম আর কোনোদিন শুনিনি। নিসন্দেহে আপনি রাসূল। আমি আল্লাহ ও যাঁকে তিনি রিসালাতের দায়িত্ব দিয়ে পাঠিয়েছেন তার উপর ঈমান আনলাম।

হাত বাড়িয়ে জাম্মাদ মুহাম্মদের হাতে বাইয়াত গ্রহণ করলেন। লাখো মানুষকে উদ্দেশ্য করে জাম্মাদ বললো—

ঃ মানুষেরা শুনো ! মুহাম্মাদের উপর কোনো জ্বীনের ছায়া নেই। তিনি আল্লাহর রাসূল। আমি মুসলমান হয়ে গেলাম। তোমরাও মুসলমান হয়ে যাও।

আবু লাহাবের বংশধরদের চেহারা বিমলীন হয়ে গেলো। তারা বললো—

ঃ জাম্মাদ তুমি নিজে মুহাম্মাদের উপর জ্বিনের ছায়া দূর করবে বলে এসে এখন নিজে মুসলমান হয়ে গেলে। আবার অন্যান্যদেরকেও ইসলাম গ্রহণ করার জন্য আহ্বান জানালে।

ঃ তুমি গাদ্দার—বলে আবু লাহাব রাগে গোস্বায় জাম্মাদের দিকে এগিয়ে গেলো।

ঃ আবু লাহাব আমি ইয়েমেনের প্রখ্যাত বংশের যাদুকর। তোমার কোনো বাড়াবাড়ি আমি সহ্য করবো না। যা সত্য, গ্রহণ করেছি। এ সত্যের দিকে আহ্বান জানিয়েছি মানুষকে।

আবু লাহাব আর বাড়াবাড়ি করলো না। বরং লোকদেরকে ছত্রভঙ্গ হয়ে যেতে বললো। তার ভয় ছিলো লোকেরা না আবার প্রভাবিত হয়ে মুসলমান হয়ে যায়।

এ বছর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সওদা বিনতে জামআ ও হযরত মা আয়েশাকে বিয়ে করেন। এসব ঘটনা ঘটেছিলো রাসূলের নবুয়াতের দশম বছরে।

৩৫

বিপদের অনেক পাহাড় অতিক্রম করে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ১০ম নবুবী সন পার করে ১১ নবুবী সনে পা রাখলেন। নিয়মানুসারে তিনি দীনের তাবলীগের কাজ করে যাচ্ছেন। কোনো সময় আরকামের বাড়ীতে মুসলানরা একত্র হতেন। সেখানে হুজুর যেতেন। কুরআনের তালীম দিতেন। কোনো সময় তারা হুজুরের বাড়ী চলে আসতেন। সেখানেই তাদেরকে ওয়াজ-নসীহত শুনাতেন। কোনো কোনো সময় তৃতীয় কোনো স্থানেও একত্রিত হতেন। কুরাইশদের কাফেররাও এসব খবর পেতেন। মুসলমানরা একত্র হতে না পারে এ চেষ্টা তারা চালাতো। সব চেষ্টাই তাদের ব্যর্থ হতো।

মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা ও কালাম পাক শুনলে মানুষ প্রভাবিত হয়ে পড়তো ও মুসলমান হয়ে যেতো। তাই তাঁর কাছে যেনো

www.amarboi.org

কেউ ঘেঁষতে না পারে সে চেষ্টা করতো। মক্কার বাহির থেকে যারা আসতো তাদের সাথে যেনো মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিশতে না পারে সে জন্য পাহারা বসিয়ে দিতো।

তোফায়েল বিন ওমরাহ ইয়েমেনের দাউস বংশের একজন বিখ্যাত বাদশাহ। তিনি মক্কায় সফরে এলেন। ঘরে ঘরে খবর ছড়িয়ে পড়েছে তার আগমনের। সে সময় ইয়েমেন ছিলো ঈসায়ী হিরাকলের অধীনে। হিরাকলের তরফ থেকে ইয়েমেনে একজন গভর্নর ছিলো। তোফায়েলের রাষ্ট্র ছোট হলেও মযবুত ছিলো। তাই তিনি ঈসায়ী হুকুমাতকে বেশী পাত্তা দিতেন না।

তোফায়েল ছিলো বেশ বুদ্ধিমান। প্রখ্যাত বাহাদুর। পরিণাম দর্শি ও ভালো কবিও ছিলেন তিনি। গোটা আরবেই তার ছিলো নাম ডাক। মক্কায় আসলেই তাকে স্বাগত জানানো হতো ধুমধামে। এবারও তাই করা হলো। মক্কার বাহির থেকে মিছিল করে এগিয়ে এনে মক্কাবাসীরা তোফায়েল বিন ওমর দাউসীকে স্বাগত জানালো। রীতি অনুযায়ী প্রথম কাবা শরীফে নিলেন তাঁকে। ঘটনাক্রমে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ সময় কাবা শরীফে ছিলেন। তোফায়েল যেন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সংস্পর্শে এসে না পড়ে সেই আড় দিয়ে রাখলো কুরাইশ নেতারা। মুহাম্মাদ সম্পর্কে আগেই তাকে কিছু বিরূপ ধারণা দিয়ে রাখলো যেনো তার কোনো কথায় কোনো সময় পড়ে না যায় তোফায়েল। তোফায়েল মুহাম্মাদ সম্পর্কে তাদের কথা শুনে বললো—

ঃ যাকে তোমরা যাদুকর বলছো তার নাম কি ?

ঃ মুহাম্মাদ—বললো ওতবা।

ঃ তিনি কি বলেন ?

ঃ সে বলে, আল্লাহ এক। মূর্তির ইবাদাত ছেড়ে দিয়ে এ অদেখা আল্লাহর বন্দেগী করতে।

একথা শুনে তোফায়েল হেসে ফেললো। বললো আজীব ধরনের কথাই। ইয়েমেনের বিখ্যাত যাদুকর। জাম্মাদ ইজদী যার কথায় মুসলমান হয়ে গিয়েছিলো। এ বোধ হয় সে ব্যক্তি। তোমরা নিশ্চিত থাকো তার সাথে আমি কোনো কথা বলবো না।

ঃ আপনি ঠিকই বলেছেন। ঐ যে সে সামনে দাঁড়িয়ে আছে।—ওতবা বললো।

ঃ ওতবার কথা মতো তোফায়েল সামনে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে হুজুরকে দেখতে পেলো। নবুয়াতের জালালী চেহারার আকর্ষণে তোফায়েল আর দৃষ্টি সরাতে পারছে না। জোর করে চোখ অন্যদিকে ঘুরিয়ে নিয়ে বললো সত্যিই তো সে বড় যাদুকর। তার কথা কানে আসলে আমি আবার প্রলুব্ধ হয়ে যেতে

www.amarboi.org

পারি। তোমরা তাড়াতাড়ি তুলা আনো। আমার কানে তুলা দেই। যাতে তার কোনো শব্দ আমার কানে প্রবেশ না করে। তোফায়েল তার দুই কানে তুলা দিয়ে নিলো। তাওয়াফ করলো এবং চলে গেলো ওতবার বাড়ীতে।

একদিন খুব সকালে তোফায়েল খানায়ে কাবায় এলো। তার সাথে মক্কাবাসীদের কেউ ছিলো না। দেখলো এক পাশে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামায পড়ছেন জোরে জোরে। যদিও তখনো তোফায়েলের কানে তুলা। তেলাওয়াতের কিছু শব্দ তার কানে যাচ্ছে। খুব ভালো লাগলো তার। কান থেকে একটানে সরিয়ে নিলো তুলা। মনোযোগ দিয়ে শুনছে তেলাওয়াত।

হুজুর নামায শেষ করলেন। তোফায়েল ধীরে ধীরে তাঁর কাছে গেলেন। হুজুরকে বললেন—

ঃ হে মক্কার যাদুকর ! তুমি এতক্ষণ কি করছিলে ?

ঃ নামায পড়ছিলাম।

ঃ নামাযে কি হয় ? কেনো পড়ো নামায।

ঃ নামায আল্লাহর ইবাদাত। আল্লাহর ইবাদাতে মুক্তি লাভ করা যায়।

ঃ আল্লাহ কে ?—জিজ্ঞেস করলো তোফায়েল।

ঃ যিনি গোটা বিশ্ব সৃষ্টি করেছেন। মানুষকে জীবন ও মৃত্যু দেন। লালন পালন করেন। মর্যাদা ও লাঞ্ছনা তারই হাতে। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তিনি আছেন ও থাকবেন।—বলে চললেন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

ঃ আপনি কে ?—জিজ্ঞেস করলো তোফায়েল।

ঃ আমি আল্লাহর বান্দাহ ও রাসূল। আমার উপর আল্লাহর কালাম নাযিল হয়।

ঃ আমি কে আপনি জানেন ?

ঃ আমি জানি না।

ঃ আমি তোফায়েল। ইয়েমেনের পাশে আমি থাকি। দাউস গোত্রের আমি রাজা। বিখ্যাত কবিও আমি।

ঃ আমি বুঝতে পেরেছি ভাষার ব্যাপারে তোমার অহংকার আছে।

ঃ তা-ই। আমার অহংকার। আমার কথা গোটা আরবে প্রবাদ বাক্যের মতো।

ঃ আপনিও বোধহয় কবি।

ঃ না আমি কবি টবি না। লেখা পড়াও বেশী জানি না। আমার উপর আল্লাহর কালাম নাযিল হয়। মানুষকে দিয়ে আমি লিখিয়ে রাখি।

ঃ আচ্ছা, আমাকে আপনি একটু আল্লাহর কালাম শুনাবেন ?

ঃ শুনো আল্লাহর কালাম, একথা বলে হুজুর সূরা আনআমের কিছু আয়াত

www.amarboi.org

তেলাওয়াত করতে লাগলেন। যার অর্থ হলো, "প্রশংসার যোগ্য হলেন আল্লাহ তাআলা। যিনি আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। তৈরি করেছেন আলো এবং অন্ধকার। এরপরও যারা সত্যের দাওয়াত গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছে তারা অন্য জিনিসকে নিজেদের রবের সমকক্ষরূপে গ্রহণ করছে। আল্লাহ তো হলেন তিনি, যিনি তোমাদেরকে মাটি হতে সৃষ্টি করেছেন। এরপর প্রত্যেকের জন্য মৃত্যুক্ষণ নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। তোমরা কিসের সন্দেহ পোষণ করছো।"

তোফায়েল মুগ্ধ হয়ে শুনে চলছে আল্লাহর কালাম। প্রভাব পড়তে শুরু করেছে তার উপর আল্লাহর কালামের। শরীর তার কাঁপছিলো। চোখে প্রকাশ পাচ্ছিলো ভীতি। হুজুর তেলাওয়াত বন্ধ করলে তোফায়েল বলে উঠলো—

ঃ আল্লাহর কসম এরূপ বাণীতো জীবনে কখনো শুনিনি। আমি ভাষাবিদ, কবি। এটা কোনো মানুষের কালাম হতে পারে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ জাল্লাশানুহুর কালাম। আমি এ কালামের উপর ঈমান আনলাম। আমাকে আপনি আপনার ধর্মে দীক্ষিত করুন।

মুসলমান হয়ে গেলো তোফায়েল। হুজুর খুব খুশী হলেন। অনেকদিন পর একজন ধনী বাদশাহ শ্রেণীর লোক ইসলাম গ্রহণ করলো। এরচেয়ে বড় খুশী আর কি?

তোফায়েল বললো—

ঃ হে আল্লাহর রাসূল, আপনার জাতি আপনার সাথে যে ব্যবহার করছে তা আমি জানি। আপনি আপনার সব সাহসী সাথী নিয়ে আমার সাথে আমার দেশে চলুন। তাজ আপনার মাথায় পরিয়ে দেবো। আমি গোলাম হয়ে আপনার সেবা করবো। তা সম্ভব না হলে আমি শীঘ্রই আমার দেশে চলে যাচ্ছি। সেখানে আমি ইসলাম প্রচার করবো।

বেশ কিছুদিন ধরে তোফায়েলের ইসলাম গ্রহণের কথা মক্কার সর্বত্র চর্চা হতে লাগলো। এরি মধ্যে হজ্জের সময় এলো। চারিদিকের লোকজন দলে দলে হজ্জ করার জন্য মক্কায় আসতে লাগলো।

হুজুর অভ্যাস অনুযায়ী হজ্জের জন্য আগত লোকদের কাছে ইসলামের দাওয়াত দিতে লাগলেন। হজ্জের সময় সাধারণত সকলেই স্বাধীন থাকতো। কাজেই হুজুর অবাধে দাওয়াতের কাজ করতে পারতেন।

গত বছর মদীনার ছয়জন লোক নবীর হাতে ইসলাম গ্রহণ করে ওয়াদা করে গিয়েছিলেন তাদের শহরে ইসলাম প্রচারের কাজ করবেন। হজ্জ করতে তারা আসবেন এমন প্রত্যাশা হুজুরের ছিলো। মদীনা থেকে হজ্জ উপলক্ষে কিছু লোক এসেছেন। তাদের কাছে হুজুর শুনলেন। ঐ ছয়জন লোক হজ্জ করতে মক্কায় আসবেন। তিনি তাদের অপেক্ষায় থাকলেন। একদিন হঠাৎ করে তাদের

www.amarboi.org

দুইজন রাফে বিন মালেক ও আসআদ বিন কুরাহবার সাথে সাক্ষাত হলো। বাকী চারজনও আসবেন এবং হুজুরের সাথে সাক্ষাত করবেন বলে তারা জানালেন। তাদের দীনের তাবলীগে মদীনায় বেশকিছু সংখ্যক লোক ইসলাম গ্রহণ করেছেন বলে তিনি শুনলেন ও অপরিসীম খুশী হলেন। রাফে বললেন আমরা আপনার সাথে একান্তে দেখা করতে চাই। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আজ রাতেই মিনার কাছে আকাবা নামক স্থানে একত্র হবার সিদ্ধান্ত দিয়ে দিলেন।

কথা মতো হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এশার নামাযের পর আকাবার ঘাঁটিতে পৌছে গেলেন। মদীনার বারজন লোক আগ থেকেই ওখানে পৌছে গিয়েছিলেন। হুজুরের সান্নিধ্যে তাদের আনন্দের সীমা রইলো না। পাথরের ভূমিতে বসে পড়লেন সকলে।

মদীনার মুসলমানদেরকে উদ্দেশ করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমাদের সাথে আজ এ জায়গায় একত্রিত হতে পেরে আমার খুশী আর ধরে না। মুসলমান সকলেই পরস্পর ভাই। তাদের মধ্যে নেই কোনো ভেদাভেদ। এতে ধনী-গরীবে নেই কোনো পার্থক্য। যে এক আল্লাহর ইবাদাত করবে সে জান্নাতে যাবে। যারা আল্লাহকে নারাজ করবে তারা জাহান্নামে যাবে। মদ খাবে না। কাউকে তোহমাত দেবে না। কারো গীবত করবে না। ব্যভিচার করবে না। জুয়া খেলবে না। সুদ খাবে না। নামায আদায় করবে। হজ্জ সমাপন করবে।

মুসলমানদেরকে সম্ভাব্য সকল সাহায্য করবে। মানুষের হকের প্রতি লক্ষ্য রাখবে। মুসলমানরা আদর্শ স্থাপনের জন্য এক দৃষ্টান্ত। ইসলাম এসেছে দুনিয়ার মানুষকে মানুষ বানাতে। তোমরা আল্লাহর সঠিক বান্দাহ ও কামিল মুসলমান হতে রাজী আছো? সকলে এক এক করে রাসূলের হাতে হাত দিয়ে এসব কথা পালন করে চলার শপথ নিলেন। ইসলামের ইতিহাসে এ শপথ গ্রহণ করাকে আকাবার প্রথম শপথ হিসাবে অভিহিত করা হয়েছে। নবুয়াতের বার বছরে এ শপথ অনুষ্ঠিত হয়। মদীনার এ কাফেলার ইচ্ছায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইসলামের তাবলীগের জন্য তাদের সাথে হজ্জের পর মাময়াব বিন ওমাইরকে মদীনায় পাঠান।

৩৬

হারিস ও তার সাথীদেরকে কাফেলা একটি বাগানে নিয়ে গেলো। সেখানে তাদের চিকিৎসা করালো। এ চিকিৎসা অনেকদিন পর্যন্ত চললো। তাদের সাথে ছিলো তাবুর সরঞ্জামাদি, উট। হারিসের সাথীদের কারো কারো উট মরে গিয়েছিলো। যাকিছু বাকী ছিলো সেগুলো তাঁবুতে বেঁধে রাখা হয়েছিলো।

www.amarboi.org

তাদের ধারণা ছিলো হারিস ও তার সাথীগণ সুস্থ্য হয়ে উঠলে অন্য কোথাও গিয়ে থাকবে। এমনিতেই আরবী বদ্দুরা এক জায়গায় বেশী দিন থাকায় অভ্যস্ত ছিলো না। সবসময় এদিক ওদিক চলা-ফিরায় থাকতো ব্যস্ত। যে জায়গায় শিকার বেশী পাওয়া যেতো ও পানির পর্যাপ্ততা থাকতো সেখানে তারা এক দু' বছর অবস্থান করে আবার অন্য কোথাও চলে যেতো। এই কাফেলা যে স্থানে অবস্থান গ্রহণ করেছিলো সেখানে না ছিলো গাছ-পালা আর না ছিলো সবুজ ও সজিবতা। মামুলী ধরনের কয়েকটি মাত্র ছিলো কূয়া। পানি ছিলো খুবই কম। তাই এখান থেকে তারা অন্য কোথাও চলে যেতে চেয়েছিলো।

হারিস ও তার সঙ্গী-সাথীরা অনেকদিন অসুস্থ্য ছিলো। তাই বাধ্য হয়ে এখানে অনেকদিন তাদের থাকতে হলো। আরবরা ছিলো জন্মগতভাবে স্বাধীনচেতা মানুষ। কারো অধীন হয়ে থাকা ছিলো তাদের কাছে অসহ্য। এজন্যই তারা শহরে বন্দরে বসবাস করা পসন্দ করতো না। কারণ, সামষ্টিক জীবন বা সমাজবদ্ধ জীবনযাপনে তারা গোলামীর প্রতিধ্বনী শুনতে পেতো। হারিস ও তার সঙ্গীদেরকে যে কাফেলা মৃত্যুর হাত থেকে উদ্ধার করেছিলো তারা বনু সায়ালাবের সাথে সম্পর্ক রাখতো। এ কাফেলার নেতা ছিলো হোমাইর। হোমাইরের সাথীদের খানা দানা ও পানির অভাব ছিলো। এ ছোট বাগানে বাস করাও ছিলো কঠিন। তারপরই হারিস ও তার সঙ্গীরা দীর্ঘদিন অসুস্থ্য থাকার কারণে আরবের মেহমানদারী ঐতিহাসিক ঐতিহ্য অনুযায়ী হোমাইর এদের সাথে থেকে গেলো অনেকদিন। এক জায়গায় এতোদিন বসবাস করা আরববাসীর জন্য ছিলো অস্বাভাবিক। যদিও হোমাইর জানতো হারিসদের গোত্রের সাথে চল্লিশ বছর পর্যন্ত তাদের গোত্রীয় শত্রুতার জের হিসাবে যুদ্ধ চলেছিলো। এখনো সেই শত্রুতার জের চলছে। কিন্তু বনু বকর গোত্রের এ দুঃসময়ে হোমাইর ওসব ভুলে গিয়েছে। মেহমানদারীর কোনো ত্রুটি করেনি সে।

তারা একটু সুস্থ্য হবার পরই জামিলা, রোকাইয়াসহ অন্যান্য মহিলাদের খোঁজে বের হবার জন্য অস্থির হয়ে পড়েছিলো। তাই একদিন হোমাইরের তাঁবুতে চলে গেলো হারিস। তার সামনে ছিলো একজন আরবীয় লোক। সারা দেহে ছিলো ধূলাবালুতে ভরা। মনে হচ্ছে কোথা হতে সফর করে এসেছে সে। হারিস বসার পর হোমাইর বললো, তুমি এসেছো ভালোই হলো। শুনো, এই আরবীয় লোকটি বলছে সে মক্কা হতে আসছে। সেখানকার বড় আশ্চার্যজনক খবর শুনালো সে।

ঃ কি খবর বলছেন তিনি।—বললো হারিস।

ঃ মক্কায় এক ব্যক্তি নবুয়াত দাবী করছে। সে বলে মূর্তি কোনো খোদা নয়। খোদা হলো একজন। যিনি সমস্ত জগত সৃষ্টি করেছেন। তিনি সর্ব

www.amarboi.org

শক্তিমান। জীবন-মৃত্যু আল্লাহর হাতে। এ নবী মক্কায় একটি বিভেদের সৃষ্টি করে দিয়েছে। অনেক লোক বাপ-দাদার ধর্ম ত্যাগ করে তার ধর্মে দীক্ষিত হয়ে গেছে। এত সুন্দর ভাষায় নাকি তিনি কথা বলেন, যে একবার শুনে তার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে যায়। কোনো নির্যাতন যুলুমই তাদেরকে তার থেকে সরাতে পারে না। এটা কি একটা বিস্ময়কর ব্যাপার নয় হারিস।

ঃ বড় আশ্চর্য কথা। কে এ ব্যক্তি ?—হারিস বললো।

ঃ বড় সম্মানিত খান্দান হাশিম গোত্রের এ ব্যক্তি। আবদুল মুত্তালিবের পৌত্র। নাম মুহাম্মদ।—হোমাইর বললো।

ঃ মক্কার সব লোকই কি তার ধর্ম গ্রহণ করে ফেলেছে।

ঃ সকলে গ্রহণ করেনি। তবে কিছু লোক করেছে। এ আরবীয় ব্যক্তিটিও এ নতুন ধর্ম গ্রহণ করে ফেলেছে। এর নাম আবদুল ওজ্জা। ও দেশ ছেড়ে চলে এসেছে।

ঃ তিনি নিজের ধর্ম কিভাবে ছেড়ে দিলেন !

ঃ আমার ইচ্ছা হচ্ছিলো, তাকে মেরে ফেলি। কিন্তু দুনিয়ার মানুষ বলবে হোমাইর মেহমানকে মেরে ফেলেছে—এ বদনামের ভয়ে আমি বিরত রইলাম। কিন্তু হারিস আমি মক্কা যাবো বলে ইচ্ছা করেছি।

ঃ কেনো যাবেন মক্কা।

ঃ এ কলহকে মিটাতে। আমি একে হত্যা করে উত্থিত ঝগড়া-ফাসাদ নির্মূল করে দিতে চাই।

ঃ খুবই ভালো কথা। আমরা আমাদের পিতৃ পুরুষ যে মূর্তির পূজা করে আসছি আজ তার নিন্দা করা হচ্ছে। ঠিক আছে, আপনি মক্কায় চলে যান। আমাদেরকে অনুমতি দিন আমরা আমাদের শত্রুদেরকে ধাওয়া করি। আমাদের সরদার আদীর আত্মা শত্রু হতে প্রতিশোধ গ্রহণের অপেক্ষায় ছটফট করছে।

ঃ এটাও বড় জরুরী কাজ। নতুবা আমার ইচ্ছা ছিলো তোমাদেরকেও মক্কায় নিয়ে যাওয়ার। আমি চাপ দিচ্ছি না তোমাদের উপর। আমি জানি বনু কাহতান বংশ হতে প্রতিশোধ গ্রহণ করতে না পারলে তোমাদেরকে হেয় নজরে দেখবে। তোমরা স্বাধীন। যেখানে খুশী যেতে পারো। তোমাদের সেবা-যত্ন যা প্রয়োজন ছিলো করতে পারিনি বলে দুঃখিত। আমাদের ও তোমাদের বংশের মধ্যে বহুদিনের শত্রুতা। মেহমান হিসাবে তোমাদের প্রতি যত্নবান হবার চেষ্টায় ছিলাম। তাঁবু হতে বের হবার পরই তোমরা শত্রু। তবে যদি কোনো বিপদে পড়ো তবে আমাদের কথা স্মরণ করবে।

হারিস ও তার সঙ্গীরা তৈরি হয়ে বেরিয়ে পড়লো। হোমাইর সদলবলে রওনা হলো মক্কার দিকে। আবদুল ওজ্জা কুরাইশদের নির্যাতনে অসহ্য হয়ে বেরিয়ে এসেছিলো। ওদের মক্কার দিকে চলে যাবার পর সেও অন্যদিকে চলে গেলো।

www.amarboi.org

মাসআব ইবনে ওমাইর মদীনার বারজন মুসলমানদের সাথে রওনা হয়ে চলে গেলেন। মদীনা অনেক বড় শহর। এর আশেপাশে ছিলো আরবীয় লোকদের বসবাস। এর বাইরে ছিলো একদিকে ইহুদী অধিবাসী। তারা বাহির থেকে এসে এসে মদীনায় বসবাস শুরু করেছে। আরবীয়রা পরস্পর ঝগড়া বিবাদে লিপ্ত থাকতো। এজন্য তারা দুর্বল হয়ে পড়েছিলো। পক্ষান্তরে ইয়াহুদীরা বাহির থেকে এসেছে বলে খুবই ঐক্যবদ্ধভাবে বসবাস করতো। কাজেই তারা ধীরে ধীরে শক্তিশালী হয়ে উঠেছিলো।

মাসআব মদীনায় সায়াদ ইবনে জাররার বাড়ীতে উঠলেন। তিনি ছিলেন খুবই সুকণ্ঠি ও অনলবর্ষী সুবক্তা। মদীনায় পৌছার সাথে সাথেই তিনি দীনের তাবলীগ শুরু করলেন। ওখানকার লোকেরা গোত্রে গোত্রে বিভক্ত ছিলো। আবার এসব গোত্র মদীনার বিখ্যাত গোত্র আউস ও খাজরাজের সাথে সম্পর্কিত ছিলো। হযরত মাসআব প্রায় প্রত্যেক গোত্রে গোত্রে গিয়ে দীনের দাওয়াত দিতে লাগলেন। অল্প কিছুদিনের মধ্যে মুসলমানের সংখ্যা বেশ বেড়ে গেলো। আউসের শাখা গোষ্ঠী বনুল আশআল ও বনু জুফর ছিলো বেশ খ্যাত ও শক্তিশালী। এই দুই বিখ্যাত গোত্রের নেতা উসাইদ বিন হোসাইর ও সায়াদ বিন মায়াজকে মদীনার সকল গোত্রনেতা বলে মানতো। তারাই ছিলো মদীনার শাসক। তারা দুজনেই মাসআবের মদীনায় আগমনের কথা জানলেন। শুনলেন মাসআব ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছেন ও অনেক লোক নতুন ধর্মে দীক্ষিত হচ্ছেন। এ খবরে তারা অসন্তুষ্ট হলো। তারা ঘোষণা করলো, তাদের মহল্লায় যেনো মাসআব ও কোনো মুসলমান প্রবেশ না করে। যদি কেউ আসে, তাদেরকে গ্রেফতার করে রাখবে ও হত্যা করে ফেলবে।

এ ঘোষণার কথা মাসআব ও সায়াদ বিন জাররাহ্ জানতেন না। তারা উভয়েই একদিন সায়াদ বিন মায়াজের মহল্লায় গিয়ে পৌছলেন। মহল্লার একটি বড় কুয়ার পাড়ে বসে তারা দাওয়াত দিতে শুরু করলেন। সায়াদ বিন মায়াজ খবর পেলো। খুবই অপসন্দ করলো সে তাদের এ কাজ। সে উসাইদকে ডাকলো এবং বললো—

ঃ দেখলে ওদের সাহস। তারা সীমা অতিক্রম করে চলছে। তারা গোটা মদীনার আরবীয় লোকদেরকে ভুলিয়ে ভালিয়ে মুসলমান বানিয়ে নিয়েছে। এখন আবার আমাদের মহল্লার লোকদেরকে ভুলাবার জন্য এসেছে। আমরা এদের ঔদ্ধত্যকে কিভাবে সহ্য করতে পারি।

ঃ কখনো নয়। আমরা সহ্য করতে পারি না।—উসাইদ বললো।

ঃ তাহলে তুমি যাও ওদেরকে কুয়ার পাড় হতে উঠিয়ে দাও। বলে দাও

www.amarboi.org

আমাদের মহল্লায় যেনো আর কখনো না আসে। আসলে হত্যা করে ফেলা হবে। আসয়াদ তো আমার জ্ঞাতি ভাই। এ কারণে এসব কথা বলা আমার জন্য একটু বিব্রতকর।—বললো সায়াদ।

উসাইদ উঠলো, হাতে খোলা তরবারি। সে দূর থেকে দেখলো কূয়ার চারিদিকে অনেক লোক দাঁড়িয়ে মাসআবের বক্তব্য শুনছে। পিন পতন নীরবতা, সকলেই মহল্লার লোক। দৃশ্য দেখে রাগে ক্ষোভে উসাইদের মাথা বিগড়ে গেলো। লোকেরাও উসাইদকে এদিকে আসতে দেখলো। তার ভয়ে লোকেরা চারিদিকে চলে গেলো। একজনও মাসআবের কাছে থাকলো না। মাসআব ও আসআদই শুধু ওখানে। মাসআবকে উদ্দেশ করে সে রুষ্ট ভাষায় বললো—

ঃ মাসআব মদীনায় এসে তুমি একটা কলহ লাগিয়ে দিয়েছো। এমন কোনো মহল্লা নেই যেখানকার লোকদেরকে প্রলুব্ধ করে তুমি মুসলমান বানিয়ে নাওনি। এখন আমাদের মহল্লায় এসে আবার এ পাঁয়তারা শুরু করেছো। তুমি কি জানো না আমাদের নেতা, সায়াদ বিন মায়াজ এ মহল্লায় তোমার প্রবেশ নিষেধ করে দিয়েছেন।

ঃ আমি জানি, হে ভাই।

ঃ এরপরও তুমি এখানে এসেছো।

ঃ আমি তো এসেছিলাম। এ হুকুম লংঘনের দায়ে তোমার মাথা উড়িয়ে দিতে। কিন্তু যেহেতু তুমি মক্কার লোক। মদীনার মেহমান। মেহমানকে কষ্ট দেয়া সমীচীন নয়। তাই মাফ করে দিলাম। এখনই তুমি আমাদের মহল্লা থেকে বেরিয়ে যাও। আর কোনোদিন এ মহল্লায় প্রবেশ করার সাহস দেখাবে না। যদি আসো মাবুদদের কসম দিয়ে বলছি মাথার খুলি উড়িয়ে দেবো।

অত্যন্ত ধীরস্থিরভাবে ঠাণ্ডা মাথায় উসাইদের কথা শুনতে থাকলো মাসআব। উসাইদ চুপ হবার পর মাসআব বললেন—

ঃ আপনি আমার কোন্ কথায় অসন্তুষ্ট হয়ে আমাকে মহল্লা হতে বের করে দিতে চান?

ঃ কি কারণে আপনাকে বের হয়ে যেতে বলেছি তাকি আপনি বুঝেননি। আপনি লোকদেরকে ধোঁকা দিয়ে মুসলমান বানাচ্ছেন। গোটা মদীনায় বিভেধ সৃষ্টি করে দিয়েছেন। যারা মুসলমান হয়ে গেছে তারা আত্মীয়তা ও স্বজনতার কথা ভুলে যায়। সকলের থেকে পৃথক হয়ে যায়। বিভেধ সৃষ্টি আমাদের কাছে বড় অসহ্য। উঠুন, আমাদের মহল্লা হতে এখনই বেরিয়ে পড়ুন। হে আসআদ তোমার জন্যও এ একই নির্দেশ।

মাসআব ভারী গলায় বললেন—

ঃ আপনার হুকুম মানার ব্যাপারে আমার আপত্তি নেই। আপনি একজন

www.amarboi.org

মেহমানকে, প্রতিবেশীকে একজন গরীব মুসাফিরকে নিজের মহল্লাহ থেকে বের করে দিতে চান, তো বের করে দিন। আমরা বেরিয়ে যাবো। কিন্তু আপনি কি আমাদের কাছে একটু নিরিবিলি বসে আমাদের দু'টি কথা শুনবেন।

ঃ কি রকম কথা ?

উসাইদ একটু নরম হলো। মাসআবের নরম সুর উসাইদের রাগ অনেকটা কমিয়ে দিলো। তরবারির উপর ভর দিয়ে মাসআবের পাশে বসলো সে এবং বললো—

ঃ শুনাও কি শুনাতে চাও।

মাসআব শান্ত ও সমাহিতভাবে তার বক্তব্য শুরু করলেন—

ঃ হে কাবিলায়ে বনি জুফরের নেতা ! মক্কা শহরে খানায়ে কাবার পাশে একজন নবী আবির্ভূত হয়েছেন। তার নাম মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। তার উপর আল্লাহ একখানা কিতাব নাযিল করেছেন। এ কিতাব হলো আল কুরআন। হে নেতা ! আমি ও মক্কার লোকেরা তোমারই মতো মূর্তির পূজা করতাম। মূর্তির সামনে মাথা নুইয়ে দিতাম। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ কাজ করতে বারণ করলেন। নিজের হাতে বানানো মূর্তি রব হতে পারে না। যে বলতে পারে না। শুনতে পায় না। যেখানে রাখা হয় সেখানেই পড়ে থাকে। সে রব হয় কিভাবে ? যিনি দুনিয়া সৃষ্টি করেছেন। সব জানেন। সব শুনেন। সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সব জিনিস তৈরি করেছেন। জীবন ও মৃত্যু যার হাতে। মনে উত্থিত চিন্তা পর্যন্তও জানেন যিনি। তিনি ছাড়া আর কারো ইবাদাত করা যায় না। মানুষের কোনো ব্যাপার তাঁর থেকে গোপন নেই। চাঁদ সুরুজ তার ইঙ্গিতেই উদয় অস্ত হয়। মৃত্যুর পর তাঁর কাছেই যেতে হবে। প্রতিটি কাজের হিসাব দিতে হবে তাঁর কাছেই। যারা ভালো কাজ করবেন জান্নাতে যাবেন। অন্যথায় জাহান্নাম তার ঠিকানা। এরপর মাসআব কুরআন তেলাওয়াত করতে লাগলেন।

উসাইদ চুপ চাপ মাসআবের মুখে কুরআনের তেলাওয়াত শুনে যাচ্ছিলো মনোযোগ দিয়ে। কুরআনের ভাষা শুনে সে কেঁপে উঠছিলো। মাসআব চুপ হলে উসাইদ কম্পিত আওয়াজে বললো—

ঃ ঐ মাবুদদের কসম, যাদের ইবাদাত আমরা করছি, এ কালাম তো মানুষের কালাম নয়। অবশ্যই আল্লাহর কালাম। আমি ঐ আল্লাহর উপর ঈমান আনলাম—এ কালাম যেই আল্লাহর। আমাকে মুসলমান বানিয়ে নিন।

আসআদ বেশ খুশী হলেন। উসাইদকে উষ্ণ আলিঙ্গন করলেন। একটু পরে উসাইদ বললো—

ঃ মাসআব আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আমি অন্ধকার থেকে আপনার কারণেই আলোর পথে আসতে পারলাম। আজ থেকে আপনি স্বাধীনভাবে

www.amarboi.org

দীনের দাওয়াত দিতে থাকুন। আমি সহযোগিতা করবো। আর এক ব্যক্তি আছে সায়াদ বিন মায়াজ। তিনি মুসলমান হলে গোটা মদীনা মুসলমান হয়ে যাবে।

উসাইদ উঠে সায়াদ বিন মায়াজের কাছে চলে গেলেন। তাকে দেখেই সায়াদ বলে উঠলো—

ঃ কি ? তাদেরকে কি বের করে দিয়ে এসেছো ?

ঃ তারা তো যাচ্ছে না।—বললো উসাইদ।

ঃ কি ? এতবড় সাহস ! চলো আমি যাচ্ছি।

তরবারি হাতে উঠিয়ে চললো সায়াদ। বললো—

ঃ এতবড় সাহস তার। মাবুদদের কসম, আজ আর তার রক্ষা নেই। মেরেই ফেলবো তাকে।

কূয়ার কাছে গিয়েই মাসআব ও আসআদকে উদ্দেশ করে কর্কশ ভাষায় বললো—

ঃ সায়াদ তোমাদের এত সাহস। আমার হুকুম লংঘন করে আমার মহল্লায় এসে মহল্লাবাসীকে প্রতারিত করছো। এ দাম্ভিকতাপূর্ণ বিদ্রোহের সাজা এখনই তোমাকে দিচ্ছি। একথা বলেই সে মাসআব ও আসআদের কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। তারা উভয়ে নিরুদ্বেগ ও ভাবলেষহীনভাবে বসেই রইলেন। যেমন সায়াদ তাদের সাথে নয় বরং অন্য কারো সাথে কথা বলছে। তাদের এ ভাব দেখে সায়াদের রাগ আরো বেড়ে গেলো। আসআদকে লক্ষ্য করে বললো, তোমার আত্মীয়তার সম্পর্ককে আমি একটু দাম দিয়েছিলাম। এখন তা-ও উঠিয়ে নিলাম। এ মুহূর্তে তোমরা দু'জনই এ মহল্লা হতে বেরিয়ে যাও।

ঃ হে সরদার ! আপনি বিষণ্ন হবেন না। আমরা নিজেরাই চলে যাচ্ছি। আপনাকে অসন্তুষ্ট করতে চাই না। তবে একটা কথা বলতে চাই—খুব নম্রভাবে বললেন, মাসআব।

ঃ বলো, কি বলতে চাও।—বললো সায়াদ।

আমাদের উপর রাগ না করে শুনুন আমরা কি বলছি—একথা বলেই মূর্তিপূজার অসারতা ও এক আল্লাহর মহাত্মের কথা বললেন সবিস্তারে তিনি। খুব মনোযোগ দিয়ে শুনতে লাগলো সায়াদ। মাসআবের কথায় ক্রিয়া করতে শুরু করলো সায়াদের মধ্যে। তার শরীর শুরু করলো কাঁপতে। আকর্ষিত হয়ে পড়লো সে মাসআবের প্রতি। মাসআব কুরআন তেলাওয়াত করে শুনাতে লাগলেন সায়াদকে।

সায়াদ কালামে পাক শুনে বলে উঠলো—আমার হৃদয় আলোকিত হয়ে গেছে। খুলে গেছে চোখের পর্দা। আমাকে মুসলমান করো। বেআদবীর জন্য

www.amarboi.org

আমাকে ক্ষমা করো। (কালেমা পড়ে সায়াদ মুসলমান হয়ে গেলো।) এখন আমার বাড়ীতে চলুন। সেখানে মহল্লার সব লোক ডেকে তাদেরকে দীনের দাওয়াত দিয়ে মুসলমান বানিয়ে নেবো।

প্রকৃতই তা-ই হলো। সকলেই মুসলমান হয়ে গেলো। এরা দু'জন ছিলো জাতির নেতা। তাদের ইসলাম গ্রহণে দলে দলে ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নিলো প্রায় সকলেই।

আওস ও খাজরাজ দু'টি বড় গোত্র। একে অপরের ঘোর শত্রু। মুসলমান হওয়া শুরু হলে এদের আন্তঃকোন্দল কমে গেলো। ভাই ভাই হয়ে গেলো তারা।

তের নবুবী সনে মাসআব মদীনায় এসেছিলেন। দশ মাস সময়ের মধ্যে তিনি মদীনার অধিকাংশ লোককে মুসলমান করে ফেললেন। এ বছরই হজ্জের জন্য সত্তরজন মুসলমান মক্কায় গেলেন। মাসআব ছিলেন এ দলের নেতা। মূর্তিপূজারী অনেক কাফেরও এ বছর হজ্জে এসেছে। এদের নেতা ছিলো আবদুল্লাহ্ বিন উবাই বিন সুলুল।

৩৮

মাসআব রাদিয়াল্লাহু আনহুকে মদীনায় পাঠাবার পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাসআবের খবরের জন্য উদগ্রীব থাকতেন। মদীনা হতে কেউ আসলেই হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাসআব সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিতেন। তিনি জানতে পেরেছেন মদীনায় মাসআবের মাধ্যমে ইসলামের দাওয়াত খুব জোরেশোরে চলছে। দলে দলে মানুষ ইসলাম কবুল করছে। এসব খবরে হুজুর অপরিসীম খুশী হতেন। কিন্তু মক্কার কাফেররাও এসব খবর শুনতো। তারা আশংকা করতে লাগলো মক্কার দুর্বল মুসলমানরা না আবার শক্তি সঞ্চয় করে মক্কা ও মদীনায় আক্রমণ করে বসে। মদীনার মুসলমানদের উপর তাদের করার কিছু ছিলো না। কিন্তু মক্কার মুসলমানরা তাদের হাতের মুঠোয়। তাই তাদের উপর অত্যাচার আরো বাড়িয়ে দিলো। তারা চাইতো মুসলমানদেরকে মূর্তিপূজায় ফিরিয়ে আনতে। অথচ অত্যাচারের মাত্রা যতো বাড়ছে ততই মুসলমানরা ইসলামের উপর অবিচল হয়ে উঠছে। এ অবস্থায় হজ্জের সময় এসে গেলো। চারিদিক থেকে আসতে শুরু করলো হাজীর দল।

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খবর পেয়েছেন মদীনা হতে হজ্জের কাফেলা রওনা দিয়েছে। সহসাই তারা মক্কায় এসে পৌছবে। এ কাফেলার মধ্যে মুসলমানরাও আছে। হুজুর কাফেলার প্রতিক্ষায় দিন গুণতে লাগলেন। একদিন মদীনার কাফেলা এসে পৌছলো। শহরের বাহিরে তাঁবু টানিয়ে তারা অবস্থান নিয়েছে। অসংখ্য তাঁবু। শত শত লোক। সরগরম হয়ে উঠেছে

www.amarboi.org

পথঘাট। হুজুর খুঁজতে লাগলেন মুসলমান কাফেলার ঘাঁটি। এভাবে হজ্জ পালনের সময় এসে গেলো। তাওয়াফে কাবা শুরু হয়েছে। মানুষের ঢল। তাওয়াফ সেরে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফিরে আসছিলেন, পথে মাসআব ও আসয়াদের সাথে তার দেখা।

হুজুর তাদের কাছ থেকে দলে দলে মদীনাবাসীর ইসলাম গ্রহণের কথা শুনলেন। আউস ও খাজরাজের অধিকাংশ লোক মুসলমান হয়ে গেছেন বলেও জানালেন। তাঁর খুশীর সীমা রইলো না। আসআদ বিন জাররাহ্ বললেন— বাহাত্তরজন মুসলমান এসেছেন। তারা আপনাকে এক নজর দেখার জন্য উদগ্রীব।

ঃ আমিও তাদেরকে দেখার জন্য ভীষণ আগ্রহী। তবে দেখা সাক্ষাতের জন্য নির্জন ও নিরাপদ জায়গা দরকার।—হুজুর বললেন।

ভেবে-চিন্তে আকাবার ঘাঁটিতে একত্রিত হবার জন্য হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে সময়ক্ষণ বলে দিলেন। ওখানে থাকার জন্য তিনি মাসআবকেও বলে দিলেন।

মাগরিবের নামাযের পর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আকাবার ঘাঁটির দিকে রওনা হলেন। পথে চাচা আব্বাসের সাথে দেখা। তিনি তখনো মুসলমান হননি। কিন্তু ভাতিজা মুহাম্মাদের প্রতি ছিলেন সহানুভূতিশীল।

ঃ সন্ধ্যার পরে একা একা কোন্ দিকে যাচ্ছো ?—জিজ্ঞেস করলেন আব্বাস।

আকাবার ঘাঁটিতে যাবো।—উত্তর দিলেন হুজুর সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

ঃ পথে কোনো বিপদাপদ হবার আশংকা আছে ? আমি তোমার সাথে যাবো।

ঃ যেতে চাইলে যেতে পারেন। তবে আশংকা নেই। আল্লাহ সর্বক্ষণ আমার সাথে আছেন। ভয় নেই।

উভয়ে রওনা হলেন আকাবার দিকে। বেশ রাত হয়েছে ওখানে পৌছতে। চাঁদ ছিলো আকাশে। চাঁদের আলোতে বালুময় পথ উজ্জ্বল হয়ে দেখা দিয়েছে। রাতের ঝির ঝির বাতাস ছিলো বড় মনোমুগ্ধকর। আকাবায় পৌছার সাথে সাথে মুসলমানরা হুজুরকে ঘিরে সকলে করমর্দন করে খুশীতে আপ্লুত। সকলে বসে পড়লেন পাথরের উপর। আসয়াদ বিন জাররাহ তার ইসলাম গ্রহণ করার ব্যাপারে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখলেন এবং হুজুরকে বললেন—

ঃ মাসআবকে মদীনায় পাঠানো সুফল হয়েছে অনেক। মদীনায় এখন শত শত লোক মুসলমান। আজ বাহাত্তরজন মুসলমান এখানে উপস্থিত। বাকী সব লোক মদীনায় আপনার অপেক্ষায়। তারা আমাদেরকে মক্কায় পাঠিয়েছেন

www.amarboi.org

আপনাকে নিয়ে যাবার জন্য। আশা করি আপনি আমাদের দাওয়াত কবুল করে মদীনায় রওনা হবেন।

ঃ আমি মদীনাবাসীকে ভালোবাসি। তাদের কাছে যাবার জন্য আমিও উদগ্রীব। হিজরত করে মদীনায় যাবার হুকুম হয়েছে আল্লাহর তরফ থেকে। তবে কখন রওনা দিতে হবে দিনক্ষণ এখনো বলে দেননি। হুকুম হলেই আমি মদীনায় চলে আসবো।

হুজুরের এ ঘোষণায় মদীনার লোকদের খুশীর সীমা রইলো না। তাদের মধ্যে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি—বাররা ইবনুল মাগরুর, আবুল হোসাইম নাতিদীর্ঘ বক্তব্য দিয়ে বললেন—

ঃ আমাদের মনের খুশী আজ বাঁধ মানছে না। যত খুশীই আমরা প্রদর্শন করি, তা কিছুই না যা আমরা পেয়েছি তার তুলনায়। গোটা দুনিয়ার শাসনক্ষমতা পেলে আমরা যে খুশী হতাম তার চেয়েও ঢের বেশী খুশী ও তৃপ্ত আমরা আজ হুজুরের মদীনায় হিজরত করার ঘোষণায়। মদীনার নারী পুরুষ শিশু কিশোর সকলেই আজ আত্মহারা।

হুজুরের সংবেদনশীল চাচা আব্বাস ঘাঁটিতে বসে এতক্ষণ হুজুরের প্রতি মদীনাবাসীদের আবেগ-অনুভূতি ও ভালোবাসার বাধ ভাঙ্গা স্রোত দেখলেন। এবার তিনি উঠলেন। বললেন—

ঃ মদীনার জনগণ ! তোমরা জানো না, মুহাম্মাদকে মদীনায় নিয়ে যাবার সিদ্ধান্তে কতবড় ভয়ংকর বিপদ তোমরা আজ খরিদ করছো। কতবড় সমস্যার সম্মুখীন তোমাদেরকে হতে হবে। শুধু মক্কাবাসীই নয় ; গোটা আরব তোমাদের বিরুদ্ধে উঠে দাঁড়াবে। প্রতিটা গোত্র তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়বে। আরবের সকল লোক তোমাদের শত্রু হয়ে যাবে। প্রতিটা ব্যক্তি তোমাদেরকে ঘৃণাভরে দেখবে। চিন্তা করো ! তোমরা কতজনের মুকাবিলা করবে। কার কার হাত থেকে মুহাম্মাদকে বাঁচিয়ে রাখবে। আজ মুহাম্মাদ তাঁর খান্দানের বেষ্টনীর মধ্যে আছে। তারাই হিফাযত করছে তাঁকে। যদিও মক্কার প্রায় সকলেই তার শত্রু। তাকে হত্যা করতে চায়। হাশেমী বংশের ভয়ে পারছে না। যদি এতবড় চ্যালেঞ্জের মুকাবিলা করতে পারো তাহলে মুহাম্মাদকে মদীনায় নিয়ে যাও। নতুবা নয়।

মদীনার নেতা ইবনে মাগরুর আব্বাসের কথা শুনে বলে উঠলো—

ঃ হে হাশেমী গোত্রের নেতা ! আমি ও আমার সাথীরা আপনার কথা শুনেছি। আমরা জানি, হুজুরকে মদীনায় নিয়ে গেলে আমাদের কি পরিণতি হবে। আমাদের কাঁধে কি দায়িত্ব এসে পড়বে। আসবে কি সকল বিপদ মুসিবত। লড়তে হবে কার কার সাথে। এসব জেনেবুঝে ও চিন্তা-ভাবনা

www.amarboi.org

করেই আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি। মদীনার একজন শিশু বেঁচে থাকতেও হুজুরের উপর কোনো বিপদ আসতে পারবে না। আমাদের জীবন থাকতে হুজুরের একটি চুলও কেউ বাঁকা করতে পারবে না।

মদীনাবাসীদের এ দৃঢ় মনোবল দেখে আব্বাস চুপ হয়ে গেলেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনায় যাবার সিদ্ধান্ত শুনিয়ে দিলেন।

বাররা রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন—

ঃ হে আল্লাহ রাসূল ! আপনি হাত বাড়িয়ে দিন। আমরা আপনার হাতে বাইয়াত করে নেই।

হুজুর হাত বাড়ালেন। সকলে তার হাতে বাইয়াত গ্রহণ করলেন। এ বাইয়াতই বাইয়াতে আকাবায়ে ছানি বা আকাবার দ্বিতীয় বাইয়াত নামে খ্যাত।

বাইয়াতের পর সকলে চুপচাপ বেরিয়ে পড়লেন। খুবই সতর্কতার সাথে এ সভা অনুষ্ঠিত হয় ১৩ নববী সনে। কাফেররা এর কিছু মাত্র সন্ধানও পায়নি। সকলে হুজুর থেকে বিদায় হবার পর এক ভীষণ চীৎকারের শব্দ হলো—

ঃ হে মক্কাবাসী ! তোমরা ঘুমাচ্ছো সাবধান হয়ে যাও। মুহাম্মাদ ও তার সাথীরা তোমাদের বিরুদ্ধে গোপন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। তোমাদের হাত ছাড়া হতে চলছে মুহাম্মাদ ও তার সাথীরা।

হুজুর নিজে, আব্বাস, বাররা ও আসআদ শব্দটি শুনতে পেলেন। হুজুর বললেন—

ঃ আর এক মুহূর্তও এখানে দেরী করো না। এখান থেকেই মদীনা চলে যাও। কোনো দুষ্ট আমাদেরকে দেখে ফেলেছে। শুনে ফেলেছে আমাদের সিদ্ধান্ত।

মুহূর্তের মধ্যে বাররা ও আসআদ বেরিয়ে পড়লো। পাহাড়ের টিলার আড়াল হয়ে গেলো তারা। তাদের পর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও আব্বাস ঘাঁটি হতে বেরিয়ে রওনা হলেন মক্কার দিকে।

৩৯

আকাবার ঘাঁটি হতে বেরিয়ে কিছুদূর আসার পর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও আব্বাস কারো পায়ের ধ্বনী শুনতে পেলেন। পেছনের দিকে তাকিয়ে হুজুর দেখলেন একজন শক্তিশালী মানুষ লম্বা পায়ে এদিকে আসছে। সে বড় কঠোর ও কর্কশ ভাষায় বললো—

ঃ মুহাম্মাদ ! তুমি কি ষড়যন্ত্র করছো ?

ঃ কি ষড়যন্ত্র সম্পর্কে তুমি অবহিত হলে ? হুজুর তার দিকে মুখ ফিরিয়ে বললো—

www.amarboi.org

এ আরবীয় লোকটি হলো নফর বিন আল হারেস। আবদুদ্দার গোত্রের এক ব্যক্তি। খুবই বিদ্রোহী ও অহংকারী। মুসলমানকে খুবই ঘৃণা করতো। কুফরী শিরকী কাজে আবু জেহেল থেকে কম ছিলো না সে। সে বললো—

ঃ আমার মনে হচ্ছে তুমি মদীনার লোকদেরকে মক্কায় হামলা করার জন্য আহ্বান করছো।

মৃদু হেসে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন—

ঃ নফর ! তোমার ধারণা ভুল। মদীনাবাসী আমার কথায় মক্কা হামলা করবে কেনো ?

ঃ তাহলে কি ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলে ?—মেজাজ দেখিয়ে নফর বললো।

যেহেতু আমাকে ও মুসলমানদেরকে মক্কাবাসী নির্যাতন করছে। তাই আমি মদীনায় চলে যেতে চাই। সে পরামর্শই হচ্ছিলো।

নফর হুজুরের একথা অবিশ্বাস করলো না। তারা জানতো মুহাম্মাদ কখনো মিথ্যা বলে না। নফর চুপ চাপ চলে গেলো। তারা বাড়ীতে ফিরলেন। সকালে উঠে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দারুল আরকামে গেলেন। ফজরের নামায আদায়ের পর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরআন তেলাওয়াত করছেন। মন্ত্র মুগ্ধের মতো সকলে শুনছে। আজ হুজুরের চেহারার প্রতি কেউ তাকাতে পারছিলো না। নূরের আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছিলো তার চেহারা থেকে। তিনি তেলাওয়াত শেষে উপস্থিত মুসলমানদেরকে সম্বোধন করে বললেন—

ঃ হে মুসলমানেরা ! তোমরা শুনো। আমাকে হিজরত করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আমার মনে হচ্ছে মদীনাই হবে দারুল ইসলাম। মক্কাবাসীর বাড়াবাড়ি সীমা অতিক্রম করে গেছে। ইনশাআল্লাহ মদীনাতেই মুসলমান সুখে শন্তিতে বসবাস করতে পারবে। তোমাদের যারা হিজরত করতে চাও, তারা আজ থেকে প্রস্তুতি গ্রহণ করো। মক্কার কাফেররা বাধ সাধবে। তাই গোপনেই রওনা হতে হবে। প্রস্তুতিও তাই গ্রহণ করতে হবে গোপনে।

ঃ হে আল্লাহর রাসূল ! আর কতদিন আমরা কাফেরদের নিস্পেষণে নিস্পেষিত হবো। তাদের ভয়ে আমরা কেনো গোপনে হিজরত করবো। আমরা সকলে একত্রে প্রকাশ্য কেনো মদীনার দিকে রওনা হবো না।—হযরত ওমর জিজ্ঞেস করলেন।

ঃ কাফেররা যুদ্ধ বাধাবার জন্য বাহানা খুঁজছে। আমাদের তরফ থেকে তাদেরকে যুদ্ধের সুযোগ করে দেয়া ঠিক হবে না। তাছাড়া যুদ্ধ করার হুকুম আল্লাহ পাক এখনো দেননি। খোদার হুকুম ছাড়া কোনো কাজ করা আমাদের উচিত নয়।—হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন।

www.amarboi.org

ঃ আমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের হুকুম মেনে চলবো। আমরা তাই করবো যা আল্লাহ ও তার রাসূল হুকুম দেন। যদি হুজুর গোপনেই হিজরতের প্রস্তুতি নিতে বলেন তা-ই করতে হবে। যদিও মাতৃভূমি প্রত্যেক জাতি, জাতির প্রত্যেক গোত্র, গোত্রের প্রতিটি মানুষের নিকটই প্রিয়, অতিপ্রিয়। আমাদের কাছেও তাই। তারপরও আল্লাহ ও তার রাসূলের হুকুমের সামনে আমাদের মাথা অবনত। আমরা যখন ইসলামের জন্য নিজের আত্মীয়স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী বন্ধু-বান্ধব ত্যাগ করলাম, তখন দেশ ত্যাগে আমাদের আপত্তি কি? আমরা তৈরি। যখনই হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হুকুম দেবেন তখনই আমরা প্রস্তুত থাকবো।—হযরত আবু বকর সিদ্দিক বললেন।

হিজরতের হুকুম হয়েছে। প্রস্তুতি নাও। তবে যারা কাফেরদের কাছে ঋণগ্রস্থ, যাদের কাছে তাদের গচ্ছিত আমানত আছে তারা হিজরত করবে না।—হুজুর বললেন।

এরপর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চলে গেলেন। এক এক করে সকলেই নিজ নিজ বাড়ীতে চলে গেলেন। হজ্জ সমাপন শেষে সকলে নিজ দেশে চলে যাবার পর মুসলমানরা নিরিবিলি হিজরতের প্রস্তুতি গ্রহণ করতে শুরু করলো। প্রথম প্রথম তো কাফেররা হিজরতের ব্যাপারে কিছুই জানতো না। হিজরতকারীদের বাড়ীঘর খালি দেখে তারা বুঝতে পারলো মদীনায় চলে গেছে এরা।

তারা বুঝতে পেরেছে মুসলমানরা মদীনাকে ইসলাম প্রচারের কেন্দ্র বানিয়ে নিয়েছে। ওখানকার লোকজন দলে দলে মুসলমান হয়ে যাচ্ছে। তাদের আশংকা হলো মক্কার মুসলমানরা মদীনায় গিয়ে শক্তি সঞ্চয় করে মক্কাবাসীদের জন্য বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। তাই তারা হিজরতের পথে বড় বাধা দিতে লাগলো। কারো হিযরাত করার খবর শুনলে তাদের ঘরবাড়ী ঘেরাও করতো। ধন-সম্পদ লুটে নিতো। এমন কি তাদের ঘরে আগুন লাগিয়ে জ্বালিয়ে দিতো। এরপরও হিজরতের ধারা তারা বন্ধ করতে পারেনি। হযরত হামযা, ওমর, বিলাল, আবু ওবায়দা সহ অনেকেই এ সময়ে হিজরত করেন। বাকীরাও গোপনে গোপনে করার চিন্তায় মগ্ন থাকতেন। হযরত সুহাইব এভাবে হিজরতের পথে কাফেরের হাতে ভীষণ লাঞ্ছিত ও নিগৃহীত হন। আল্লাহর জন্য আকাশের দিকে তাকিয়ে তিনি সব সহ্য করেন।

একদিন আবু সালমা হিজরত করার ইচ্ছা করলেন। আগের রাত তিনি উটে আরোহণ করলেন। সাথে স্ত্রীকে নিলেন। তাদের একটি মাত্র সন্তান। তাকে কোলে নিয়ে তারা যাত্রা শুরু করলেন। এখনো মক্কা পার হতে পারেননি। বনি মুগিরা গোত্রের এক লোকের সাথে দেখা হয়ে গেলো তার। সে দৌড়িয়ে গিয়ে উটের লেগাম ধরে ফেললো এবং জিজ্ঞেস করলো।

www.amarboi.org

ঃ আবু সালমা তুমিও কি হিজরত করছো।

ঃ উপায় কি ভাই, মক্কাবাসী যে অত্যাচার শুরু করেছে। হিজরত করা ছাড়া আর কোনো পথ দেখছি না।

ঃ তোমার সাথে কি তোমার স্ত্রীও যাচ্ছে ?

ঃ হ্যাঁ যাচ্ছে।

আরবীয় বিগড়ে গিয়ে বললো—

ঃ হোবলের কসম, উম্মে সালমাকে তোমার সাথে যেতে আমি দেবো না। আমাদের গোত্রের মেয়ে সে। তাকে নেবার তোমার কোনো অধিকার নেই।

উম্মে সালমা মুগিরা গোত্রের মেয়ে। স্বামীর সাথে সেও মুসলমান হয়ে গিয়েছিলো। সে স্বামীর সাথে সন্তানসহ হিজরত করছে।

লোকটি আবার বললো—

ঃ তাকে তুমি জোর করে নিয়ে যাচ্ছ ?

ঃ তাকে জিজ্ঞেস করো।—আবু সালমা বললো।

তাকে কি জিজ্ঞেস করবো বলে আরবীয় লোকটি চীৎকার দিয়ে গোত্রের লোকদেরকে ডাকতে লাগলো।

ঃ তুমি মিথ্যা বলছো। আমি নিজ ইচ্ছায় হিজরত করছি। কেউ জোর করে আমাকে নিয়ে যাচ্ছে না। উম্মে সালমা বললো—

ঃ ইচ্ছা অনিচ্ছা নয়। তুমি মুগিরা গোত্রের মেয়ে। আমরা তোমাকে হিজরত করে চলে যেতে দেবো না।

তার চীৎকারে মুগীরা গোত্রের লোকজন দৌড়িয়ে এসে জড়ো হলো। কিছু লোক আসাদ গোত্রেরও এলো। আবু সালমা ছিলো আসাদ গোত্রের।

উভয় গোত্রের লোকজন আবু সালমাকে হিজরত করতে দেবে না বলে জিদ ধরলো। আবু সালমা বললো—

ঃ হে মানুষেরা ! আমি আমার স্ত্রী ও সন্তানসহ মদীনায় হিজরত করছি। তোমাদের কাছে আমার মক্কায় থাকা যখন অসহ্য, এছাড়া আর পথ কি আমার।

এক ব্যক্তি বললো—

ঃ স্ত্রী ও সন্তানকে রেখে যাও। উট আমাদের কাছে সমর্পণ করো। তারপর যেখানে খুশী চলে যাও।

আবু সালমার পক্ষে স্ত্রী ও সন্তান ছেড়ে চলে যাওয়া সম্ভব ছিলো না। তিনি বললেন—

ঃ এতবেশী যুলুম করো না। উট রেখে দাও। সব মাল-সামান রেখে দাও। কিন্তু আমার সন্তান ও স্ত্রীকে আমার থেকে ছিনিয়ে নিও না।

www.amarboi.org

এক ব্যক্তি গর্জন করে বললো—

ঃ তুমি সন্তান ও স্ত্রীকে নিয়ে যেতে পারবে না। এ সময় আসাদ গোত্রের এক ব্যক্তি সালমার বাচ্চাটিকে ছিনিয়ে নিলো। মুগীরা গোত্রের এক লোক উম্মে সালমাকে উট হতে টেনে হিঁচড়ে নামিয়ে নিলো। উটের লেগাম ধরে ছিলো যে ব্যক্তি সে ধাক্কা দিয়ে আবু সালমাকে ফেলে দিয়ে মাল-সামান সহ উটটি নিয়ে চলে গেলো।

উম্মে সালমা অঝোরে কাঁদছে। মার কোল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সন্তানও বুক ফাটিয়ে কাঁদছে। উম্মে সালমা স্বামীর উদ্দেশ্যে বললো—

ঃ হে আবু সালমা ! আমাদের ঈমানের পরীক্ষা নিচ্ছেন আল্লাহ তায়ালা। কোনো অবস্থাতেই তুমি দুর্বল হবে না। আবু সালমা ও একই কথা স্ত্রীর উদ্দেশ্যে বললেন—দুর্বল না হবার জন্য। আল্লাহ ঈমান ও ধৈর্যের পরীক্ষা দিচ্ছেন।

আবু সালমা আর কিছু বলতে পারলো না। চোখের কোণ বেয়ে পানি ঝরছে। কান্নায় গলা বন্ধ হয়ে গেলো তার।

টেনে হিঁচড়ে উম্মে সালমাকে নিয়ে গেলো মুগিরা গোত্রের লোকেরা। যাবারকালে 'বিদায়' 'বিদায়' বলে উম্মে সালমা আবু সালমার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে শেষ কথা শুনিয়ে গেলো। নীরব দৃষ্টিতে আবু সালমা স্ত্রী ও সন্তানকে ছিনিয়ে নেবার দৃশ্য দেখে দেখে চোখের পানিতে বুক ভাসিয়ে চললো মদীনার দিকে।

৪০

বাড়ী-ঘর, জায়গা-জমি, ধন-সম্পদ ছেড়ে চলে যাওয়া কোনো চাট্টিখানি কথা ছিলো না। এরপর যে পুঁজি সাথে করে রওনা হতো তাও দিন দুপুরে লুটে পুটে ও ডাকাতি করে নিয়ে যেতো। ছিনিয়ে নেয়া হতো শিশু সন্তানকে। নিয়ে নিতো জোর করে ধরে স্ত্রীকে। এসব অত্যাচার সহ বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়-স্বজনকে একমাত্র আল্লাহ ও তার রাসূলের জন্যই মুসলমানরা ত্যাগ স্বীকার করতো। লাভ লোকসানের হিসাব তারা করতো না।

এভাবে কিছু অসুস্থ দুর্বল বুড়ো ছাড়া প্রায় সকল মুসলমানই মদীনায় হিজরত করেছিলেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখনো হিজরত করেননি। আবু বকর হিজরত করতে চেয়েছিলেন। হুজুর তাকে তখন যেতে বারণ করে ছিলেন। এত কড়া পাহারার পরও মক্কার কাফেররা দেখলো এক একজন করে মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করে চলে গেছে। মুসলমানদের প্রায় সকলে মদীনায় চলে যাবার পর কাফেররা তাদের ভবিষ্যত অন্ধকার দেখতে লাগলো। একদিন তারা শুনতে পেলো হুজুরের চাচা আব্বাসও ইসলাম

www.amarboi.org

গ্রহণ করে হিজরত করে মদীনায় চলে গেছেন। এ খবরে তারা দুঃখ পেলো। মুসলমানরা তাদের জন্য ভবিষ্যতে এক স্থায়ী ও বিপজ্জনক সমস্যায় পরিণত হলো বলে বুঝতে পারলো তারা। তাই তারা মুসলমানদেরকে পরিপূর্ণ ধ্বংস করে দেবার মধ্যেই তাদের মুক্তি নিহিত আছে বলে মনে করলো। আর মুসলমানদের ধ্বংস মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নিঃশেষ করে দেবার মধ্যেই আছে নিহিত।

তারা গোটা মক্কা নিয়ে এক বিরাট সভা ডাকলো। এ সভায় মক্কার সকল গোত্র ও সকল খান্দানের বড় বড় সরদার ও নেতাদেরকে ডাকা হলো। সকলে এলো। মক্কার বাহির থেকেও লোক আনা হলো। এমন কি ইয়েমেন ও নাজদ হতে নেতারা এলো। অনেক লোকের সমাগমে দারুন নাদওয়া নামক স্থানে এ সভা শুরু হলো। তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুয়াত পাবার তের বছর চলেছে। চারিদিক দিয়ে পাহারা বসিয়ে দেয়া হলো। মুসলমান বা অন্য কেউ যেনো এ খবর না পায়। কোনো দিকে যেনো এ খবর ছড়িয়ে পড়তে না পারে।

একজন নাজদী বুড়ো ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে সভাপতি বানানো হলো। এ ব্যক্তি ছিলো খুবই হুঁশিয়ার, চালাক, শয়তানী চরিত্রের লোক। এর কোনো কথাই শয়তানী প্ররোচনা মুক্ত হতো না। বড়ই দাগাবাজ ও পাক্কা ষড়যন্ত্রকারী ছিলো সে। আবু জেহেল সভার কার্যক্রম শুরু করে দিলো।

গোটা সভাকে উদ্দেশ করে সে বললো—

ঃ গর্বিত আরববাসী ! এক মহাবিপদে নিপতিত আমরা। পরামর্শ করে এর থেকে উদ্ধারের পথ বের করে কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হবার জন্য আজ এই সভা। আপনারা সকলেই জানেন ইসলাম ও মুসলমানদেরকে আমাদের পিতৃপুরুষের ধর্মে ফিরিয়ে আনার সব রকম প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। দিন দিন ইসলামের প্রচার বেড়ে চলছে। একজন মুসলমানও বাপ-দাদার ধর্মে ফিরে আসেনি। আপনারা সকলেই জানেন তাদের একটা উল্লেখযোগ্য সংখ্যক লোক হাবশায় হিজরত করেছে। নিজেদের ধর্মের প্রচার প্রপাগাণ্ডা করছে সেখানে। আর একদল হিজরত করেছে মদীনায়। মদীনার অনেক লোক মুসলমান হয়ে গেছে। ইসলামের শক্তি বেশ বেড়ে গেছে এখন। মুসলমানরা একটা জাতিতে পরিণত হয়ে গেছে। ধীরে ধীরে একটা জাতীয় শক্তিতে পরিণত হচ্ছে তারা। তাদের এ শক্তিকে ভেঙ্গে দিতে না পারলে, আমাদের মাবুদদের, আমাদের জাতি, আমাদের ধর্মকে আরব ভূমি হতে লাঞ্ছিত হয়ে বিদায় নিতে হবে। অথবা আমরা তাদের অধীনে থেকে লাঞ্ছিত জীবনযাপন করবো। আমার বিশ্বাস আমাদের কেউ এ লাঞ্ছনা সহ্য করতে পারবে না।

www.amarboi.org

আজ আমরা এখানে একত্রিত হয়েছি ভবিষ্যতের এ ভয়াবহ বিপদ থেকে বাঁচার এমন একটা ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে যাতে এ বিপদ শেষ হয়ে যায়।

এবার আবু লাহাব উঠলো—

ঃ হে মূর্তিপূজারী ভাইয়েরা ! আবু জেহেল যে বিপদের কথা বলেছে তা কোনো মামুলী বিপদ নয়। এ বিপদ হতে কিভাবে মুক্তি পাওয়া যায় তাই আজ ভেবে চিন্তে উদ্ভাবন করতে হবে। আমাদের চিন্তা করতে হবে এ বিপদের উৎস কি ? এর একমাত্র উৎস মুহাম্মাদের অস্তিত্ব। মুহাম্মাদের জন্য আমাদের এ বিপদ। যে পর্যন্ত এ ব্যক্তি স্বাধীন ও জীবিত থাকবে বিপদ বাড়তেই থাকবে। তাই এমন ব্যবস্থা চিন্তা করতে হবে যাতে সে আমাদের ধর্মে ফিরে আসবে। অথবা এমনভাবে অসহায় করে দিতে হবে যাতে সে আর নতুন ধর্মের প্রচারই করতে না পারে।

আবু সুফিয়ান বললো—

ঃ মুহাম্মাদ আমাদের ধর্মে ফিরে আসার প্রত্যাশা করা অসম্ভব। তাকে ফিরে আসার জন্য যত লোভনীয় প্রস্তাব আছে তা দেয়া হয়েছে। সে সব প্রস্তাব তো গ্রহণ করা দূরের কথা নিজের ধর্ম হতে এক বিন্দুও সরে আসেনি। তাই এসব আশা বাদ দিয়ে অন্য কোনো উপায়ের কথা চিন্তা করো। যার দ্বারা সময়ের জন্য এ বিপদ শেষ হয়ে যাবে। মুহাম্মাদও নিঃশেষ হয়ে যাবে।

শয়তান চরিত্র সভাপতি বললো—

ঃ এ প্রস্তাব সমীচীন নয়। তার আত্মীয়-স্বজনরা খবর পেলে তাকে মুক্ত করার চেষ্টা করবে। ফাসাদ এভাবে আরো বেড়ে যাবে। শুরু হয়ে যাবে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ। কেউ বলতে পারবে না এর পরিণতি কি দাঁড়াবে ও কতদিন পর্যন্ত তা চলবে।

আবুল জানতারী বললো—

ঃ নিশ্চয়ই এ কাজ বিপদমুক্ত নয়। আমার মত হলো তাকে দেশ থেকে বিতাড়িত করা হোক। সে এবং কোনো মুসলমান যেনো মক্কায় প্রবেশ করতে না পারে সে প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

বদমাইশ সভাপতি বললো—

ঃ এটা খুবই খারাপ ও অনিষ্টকর প্রস্তাব। মুসলমানরা তো নিজেরাই দেশ ছেড়ে যাচ্ছে। মুহাম্মাদও অবশ্যই হিজরত করবে। সেও মদীনায়ই হিজরত করবে। সেখানে স্বাধীনভাবে নিজেদের দল বাড়াবে। এ প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য নয়।

ওতবা বললো—

ঃ আমার মতে মুহাম্মদকে ঘরের মধ্যেই নজরবন্দী করে রাখা হোক। সেখান থেকে যেনো সে বের হতে না পারে। আবার কেউ যেনো তার সাথে দেখাও করতে না পারে।

www.amarboi.org

সভাপতি বড় শয়তান। এ প্রস্তাবও নাকচ করে দিলো। বললো—

ঃ কতদিন খবরদারী করা যাবে? শিআবে আবু তালেবেও তো বন্দী করে রাখা হয়েছিলো গোটা তিনটি বছর। ফল হয়েছে মক্কার সাধারণ মানুষ তার প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে পড়লো। তাকে মাজলুম মনে করলো। আপনাদের লোকেরাই পরিশেষে আপনাদের বিরুদ্ধে চলে গেলো। তার সাহায্যের জন্য উঠে দাঁড়ালো সকলে।

আবু জেহেল আবার উঠে দাঁড়ালো। বললো—

ঃ আমার মনে একটি চিন্তার উদ্রেক হয়েছে। এটা আপনারাও সমর্থন করবেন। মুহাম্মাদকে হত্যা করলে বনু হাশেম হত্যাকারী হতে প্রতিশোধ নিতে এগিয়ে আসার ভয় আছে। তাই এক ব্যক্তি তাকে হত্যা না করে প্রত্যেক গোত্রের এক এক ব্যক্তিকে হত্যার জন্য নির্বাচিত করতে হবে। এরা সকলে চারিদিক থেকে তাকে অবরোধ করে এক সাথে তরবারির আঘাতে আঘাতে মেরে ফেলতে হবে। এ কাজে সকল গোত্রের অংশগ্রহণের ফলে বনু হাশেম প্রতিশোধ নিতে পারবে না। বরং মৃত্যুপণ গ্রহণ করতে রাজী হবে। তখন সকলে মিলে যত পণ চাইবে আদায় করা হবে।

শয়তানে আজম সভাপতি এবার মাথা হেলে সমর্থন জানিয়ে বললো

ঃ হ্যাঁ! এটাই ঠিক। এ চিন্তাই আমার মাথায় প্রথম থেকে ঘুরপাক খাচ্ছিলো।

সকলে মিলে সর্বশেষ এ সিদ্ধান্তই গ্রহণ করলো।

আবু লাহাব বললো—

ঃ আগামীকাল সকালে মুহাম্মাদ যখন ঘর হতে বের হবে তখনই নির্বাচিত ব্যক্তিরা হামলা করে হত্যা করে ফেলবে।

সভাপতি বৃদ্ধ শয়তান বললো—

ঃ দিনের বেলায়? না হতে পারে না। তাহলে ঐ কিসাসের সম্ভাবনা রয়েই গেলো। সকলের তরবারি একত্রে তার মাথায় পড়বে না। তাই যার তরবারির আঘাতে নিহত হবে সে চিহ্নিত হয়ে যাবে। বনু হাশেম তার থেকেই কিসাস গ্রহণ করবে। রাতের অন্ধকারে ঘটনা ঘটলে হত্যাকারী চিহ্নিত হবার সম্ভাবনা থাকবে না। তাই রাতই উত্তম।

ঃ এখনই গিয়ে হত্যা করে ফেলা হোক।—বললো আবু জেহেল।

ঃ ইচ্ছা করে হত্যা করা হয়েছে এটা যেনো বুঝা না যায়। বরং ঘটনাচক্রে নিহত হয়েছে। এজন্য আজ রাতে এ ঘটনা ঘটানো ঠিক নয়। এখন গভীর রাত। আগামী রাতে প্রথম প্রহরেই সমাধা করে ফেলতে হবে কাজ।

সভা ভঙ্গ করে সকলেই সঙ্গোপনে যার যার বাড়ী চলে গেলো। দারুল নদওয়ার এ ষড়যন্ত্রের খবর কেউ জানতেও পারলো না।

www.amarboi.org

৪১

পরের দিন দুপুরের সময় হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের ঘরে আরাম করছেন। প্রখর রোদ। বাতাস বইছে না। ঘাম ঝরছে। প্রচণ্ড গরমে প্রতিটি প্রাণীর দম বেরিয়ে আসছে। রোদের প্রখরতা হতে বাঁচার জন্য প্রত্যেকে নিজ নিজ ঘরে ঢুকে বসে আছে। বের হবার সাহস কেউ করছে না। এ সময় হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ঘুম ভেঙ্গে গেলো। চোখ খুলে তিনি উঠে বসলেন। পাশেই ছিলো ফাতেমা। অভ্যাসের বিপরীত অসময়ে হুজুর বসে আছেন দেখে ফাতেমা জিজ্ঞেস করলেন—

ঃ আব্বু তুমি বসে ?

পাশে টেনে এনে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, মা ফাতেমা ! আজ আমার হিজরত করার নির্দেশ এসেছে। আজ রাতে যে কোনো সময়েই আমি মদীনার দিকে রওনা দেবো।

ফ্যাল ফ্যাল দৃষ্টিতে ফাতেমা পিতার দিকে তাকিয়ে রইলেন। বললেন—

ঃ আমাকে সাথে নিবে ?

ঃ পরে যাবে তুমি—জবাব দিলেন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

প্রচণ্ড রোদে চোখ খোলা কঠিন। হুজুর ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। মাথা নীচু করে আবু বকরের বাড়ী গেলেন। দরযায় আঘাত করতেই আবু বকর দরযা খুলে দিলেন। হুজুর বললেন—

ঃ হিজরতের হুকুম হয়েছে। কাফেররা ষড়যন্ত্র করেছে। আল্লাহ আমাকে জানিয়ে দিয়েছেন আজ রাতে তারা আমার বাড়ী অবরোধ করবে। ঘর থেকে বের হওয়া মাত্র আমাকে হত্যা করার পরিকল্পনা করেছে। তাদের অবরোধের মাঝ দিয়েই আমাকে বের হয়ে যেতে বলা হয়েছে। তারা যেনো বুঝতে পারে আল্লাহ তার প্রিয় বান্দাদেরকে কিভাবে হিফাজত করেন। আল্লাহ যাকে হিফাযত করেন তার ক্ষতি কেউ করতে পারে না।

ঃ আপনার সাথে কে যাবে ?—জিজ্ঞেস করলেন আবু বকর।

ঃ তুমি।—মুচকী হেসে জবাব দিলেন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

একথা শুনেই সিদ্দিকে আকবরের খুশীর সীমা রইলো না। তিনি বললেন—

ঃ আল্লাহর হাজার হাজার শোকর। তিনি আমার আশা পূরণ করেছেন। আমি কয়েকমাস আগে কয়েকটি উট কিনে জঙ্গলে ছেড়ে দিয়েছি। ঘাস পানি খেয়ে এগুলো এখন বেশ মোটা তাজা হয়ে গেছে। এদের একটি উট আমি আপনার খেদমতের জন্য মান্নত করেছি।

www.amarboi.org

ঃ ঠিক আছে আমি এটা নেবো। কিন্তু আমার থেকে এর মূল্য নিতে হবে। —বললেন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

ঃ এটা কিভাবে হয়?

ঃ আমি খুশী হয়ে দাম দেবো। তুমিও খুশী হয়ে দাম গ্রহণ করবে।

ঃ আপনি খুশী হয়ে দিলে আমার আর কোনো কথা নেই।

বস্তুতঃ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ উটটির দাম পরিশোধ করলেন আবু বকরকে। এরপর হুজুর বললেন—

ঃ আজ রাতেই আমাদেরকে রওনা হতে হবে। পথ দেখানোর জন্য একজন লোকও দরকার। আবু বকর একথাও জানতেন। বললেন—

ঃ হুজুর, এজন্য আমি আবদুল্লাহ বিন আরবাফাতকে ঠিক করে রেখেছি।

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন—

ঃ সে তো মুশরিক। তাকে কি বিশ্বাস করা যায়?

ঃ মুশরিক হলেও সে আরব। ওয়াদা রক্ষা করবে জীবন দিয়ে হলেও।

ঃ আমি যাচ্ছি তাহলে। তৈরি থাকবে।

সূর্য স্তমিত হলো। চারিদিকে ধীরে ধীরে রাতের কালো ছায়া ছেয়ে গেলো। জ্বলতে শুরু করলো আকাশের তারা। সারাদিনের প্রবাহিত লু হাওয়া কিছুটা কমে গেলো।

এশার নামায আদায় করে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বসে আছেন। এ সময় আলী রাদিয়াল্লাহ আনহু হুজুরের কাছে এলেন। সালাম দিয়ে বললেন—

ঃ হে আল্লাহর রাসূল ! মুশরিক কাফেররা আমাদের বাড়ী অবরোধ করে রেখেছে। ব্যাপারটা কি?

হুজুর বললেন—

ঃ আমার উপর হিজরতের নির্দেশ এসেছে। কাফেররা চাচ্ছে আমাকে হত্যা করে ফেলতে। আমাকে মারলে ইসলাম শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু ইসলাম শেষ হয়ে যাবার জিনিস নয়। এরা মনে করছে আমি নতুন কোনো ধর্ম নিয়ে এসেছি। আসলে এটা কোনো নতুন ধর্ম নয়। আদম আলাইহিস সালাম, নূহ আলাইহিস সালাম, হুদ আলাইহিস সালাম, সালেহ আলাইহিস সালাম, লূত আলাইহিস সালাম, ইবরাহীম আলাইহিস সালাম, সুলাইমান আলাইহিস সালাম, ঈসা ও মূসা আলাইহিস সালামের এ একই ধর্ম ছিলো। সকলেই একই ধর্ম প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছেন। হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম এ ধর্মের নাম ইসলাম আর যারা তা গ্রহণ করেছেন তাদের নাম রেখেছেন মুসলমান। আমিও এ দীনেরই মোবাল্লেগ। আদম থেকে আজ পর্যন্ত সকল

www.amarboi.org

কালে কাফেররা ইসলামকে দাবিয়ে রাখার চেষ্টা করেছে। চেষ্টা করেছে ইসলামকে ধ্বংস করে দেবার জন্য। কিন্তু তা করতে তারা পারেনি।

ঃ আপনি তো দেখেননি। বাহিরে অনেক লোক তরবারি হাতে বাড়ী ঘেরাও করে রেখেছে। তারা কখন না তাদের ইচ্ছা পূরণ করে ফেলে।— বললেন আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু।

ঃ তুমি ভয় করো না। নিশ্চিন্ত থাকো। আল্লাহ্ তাদের অনিষ্ট থেকে আমাকে হিফাযত করবেন।

ঃ আপনি কবে হিজরত করবেন।

ঃ কবে নয়। আজ। এখনই রওনা হচ্ছি। রাতে তুমি আমার বিছানায় শুয়ে থাকবে।

ঃ কেনো ? আমাকে সাথে নিবেন না। ?

ঃ না। তোমাকে আমার সাথে নেবো না। আমার কাছে কাফেরদের অনেক আমানত আছে। সকালে উঠে তুমি এসব আমানত মালিকদের কাছে পৌঁছে দিবে। পরে তুমি রওনা হয়ে মদীনা চলে আসবে।

আলী হুজুরের বিছানায় শুয়ে পড়লেন। হযরত ফাতেমা আগেই শুয়ে গিয়েছিলেন। তাকে আর জাগালেন না। হাত দিয়ে মুছে ফাতেমাকে স্নেহ করে রওনা দিলেন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। দরযার কাছে এসে ফাঁক দিয়ে দেখলেন অসংখ্য কাফের খোলা তরবারি হাতে দরযার কাছে দাঁড়িয়ে। তখন প্রায় অর্ধেক রাত অতিবাহিত হয়েছে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাতে বালি নিয়ে সূরা ইয়াসীনের প্রথম দিকের আয়াতগুলো তিলাওয়াত করতে লাগলেন। তারপর বালুতে ফুঁক দিয়ে কাফেরদের দিকে নিক্ষেপ করলেন। এই এক মুষ্ঠি বালি বাতাসের সাথে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে হুজুর আর বালুর মধ্যে আল্লাহর কুদরতে আড়াল হয়ে দাঁড়ালো। হুজুর বেরিয়ে পড়লেন। কাফেরদের সম্মুখ দিয়ে পথ ধরে চলে গেলেন। একজন কাফেরও তাকে দেখতে পেলো না। যেভাবে দাঁড়িয়ে ছিলো সেভাবেই দাঁড়িয়ে থাকলো তারা। হুজুর সোজা আবু বকরের বাড়ীতে গিয়ে উঠলেন। ছোট করে টোকা মারলেন। আবু বকর সাথে সাথেই বেরিয়ে এলেন।

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন—

ঃ এখন উট ও পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবার লোকের প্রয়োজন নেই। আমি দেখে এসেছি পথে পথে কাফেররা দাঁড়িয়ে আছে। আমরা একা একাই রওনা হবো। পথ দেখানোর জন্য নিয়োজিত ব্যক্তি আবদুল্লাহকেও এখন প্রয়োজন নেই। উটের উপর চড়ে মক্কা হতে বের হলে কাফেররা উটের পায়ের চিহ্ন খুঁজে খুঁজে আমাদের সন্ধানে এগুবে। মক্কার পাহাড়ের উঁচু নীচু জমিনের ঢাল

www.amarboi.org

ধরে সাওর পাহাড়ের কোনো গুহায় লুকিয়ে থাকবো আমরা। কাফেররা খোঁজাখুঁজি করে চলে গেলে আমরা মদীনার দিকে রওনা হবো।

ঃ উত্তম সিদ্ধান্ত। কিন্তু একথা বলতে পারছি না, সাওর পাহাড়ের এ গুহায় কতদিন আমাদেরকে থাকতে হবে। আপনি অনুমতি দিলে আমি আমার ছেলে আবদুল্লাহকে বলে আসি রাতের খাবার নিয়ে এ পাহাড়ে চলে আসতে। তাছাড়া সারাদিন কি ঘটেছে তাও আমরা তার কাছ থেকে জানতে পারবো। আমি আমার গোলাম আমের বিন ফাহমিরাকে বকরীর পাল সাওর পাহাড়ের পাদদেশে চরাবার জন্য বলে আসি। আমরা তাতে প্রয়োজনে দুধও পান করতে পারবো। এছাড়া আমার ছেলে আবদুল্লাহ ও মেয়ে আসমার আসা যাওয়ার পদচিহ্ন বকরীর পালের চলাচলে মিশে যাবে।

ঃ উত্তম প্রস্তাব। আবু বকরের এ প্রস্তাব সমর্থন করে হুজুর বললেন।

আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বাড়ীতে গেলেন। তার অমুসলিম পিতা আবু কুহাফা তখনো জীবিত। কিন্তু অন্ধ। ঘুমায়নি তখনো। আবু বকরের পায়ের শব্দ শুনে বললো—কে ?

ঃ আবু বকর পিতাকে হিজরতের খবর শুনাতে চাননি। কিন্তু এখন জানাতে হলো। তার কাছে গিয়ে আস্তে আস্তে বললেন—

ঃ বাবা ! আমিও আজ হুজুরের সাথে হিজরত করছি।

ঃ মক্কাবাসীরা বোধহয় তোমাদেরকে হিজরত করতে দেবে না।—বললো আবু কুহাফা।

ঃ ধরে রাখার শক্তি তাদের নেই।—আবেগে উচ্ছ্বাসিত হয়ে বলে ফেললেন আবু বকর।

ঃ লড়াই বাধিয়ে বসোনা আবার।

ঃ যতটুকু সম্ভব চেষ্টা করবো।

আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু তার ছেলে আবদুল্লাহকে বলে দিলেন—তুমি সাওর পাহাড়ের ওখানেই থাকবে। কাফেরদের সাথে মেলামেশা করে তারা কি করছে তা রাতে গিয়ে আমাদেরকে জানিয়ে আসবে। মেয়ে আসমাকে বললো তুমি খাবার এনে তোমার ভাই আবদুল্লাহর সাথে এখানে আসবে। গোলাম আমেরকে বললেন, তুমি প্রতিদিন আধারাত পর্যন্ত এ পাহাড়ে বকরী চরাবে। যে পথে আবদুল্লাহ ও আসমা যাতায়াত করবে সে দিকে বকরী চরাবে। এরপর আবু বকর ও হুজুর খানায়ে কাবায় গেলেন। তাওয়াফ করলেন। মক্কার শেষ সীমায় পৌছে হুজুর ফিরে তাকালেন মক্কার দিকে। বললেন—

ঃ হে মক্কার মাটি ! তুমি ছিলে আমার বড় প্রিয়। আজ তোমার সাথে আমার সম্পর্কচ্ছেদ হচ্ছে। তোমার সন্তানরা আমাকে থাকতে দিচ্ছে না এ মাটিতে। এ শহর ছিলো হযরত ইবরাহীমেরও বড় প্রিয় শহর।

www.amarboi.org

ঃ আমরা এ মক্কার শহরে কি আর ফিরতে পারবো না।—জিজ্ঞেস করলেন আবু বকর।

ঃ হ্যাঁ ফিরতে পারবো। তবে যখন এ শহর মক্কা, খোদার ইবাদাতকারীদের দেশ হয়ে যাবে এবং তা হবেই। তখন ফিরতে পারবে।

হুজুর এরপর খামুশ হয়ে গেলেন। মক্কা হতে বের হয়ে তারা দু'জনে মদীনার পথে অন্ধকারে ডুবে গেলেন।

৪২

হুজুরের বাড়ী সন্ধ্যা রাত থেকেই অবরোধ করে রেখেছিলো কাফেররা। সারা রাতই খোলা তরবারি হাতে নিয়ে তাঁর বাড়ী পাহারা দিচ্ছিলো তারা। নামায পড়তে বেরুবার সময় আকস্মিক হামলা চালিয়ে তাঁকে হত্যা করে ফেলা ছিলো তাদের ইচ্ছা। কিন্তু হুজুর তাঁর নিত্যদিনের অভ্যাস অনুযায়ী ঐ রাতে যখন ঘর হতে বেরুলেন না, কাফেররা উঁকি দিয়ে দেখলো এক ব্যক্তি চাদর মুড়ি দিয়ে ওখানে শোয়া। তারা ভেবেছিলো ইনিই মুহাম্মাদ। ভোর পর্যন্ত ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে পাহারা দিতেই থাকলো। ভোরে হযরত আলীকে ঐ বিছানা হতে উঠতে দেখে বিস্মিত হয়ে গেলো কাফেররা। যাকে তারা ভেবেছিলো মুহাম্মাদ সে তো মুহাম্মদ না। বরং আলী। রাগ ধরলো তাদের। এ অবরোধে কোনো মামুলী লোকজন উপস্থিত ছিলো না। উপস্থিত ছিলো আবু জেহেল, আবু লাহাব, আবু সুফিয়ান, ওয়ালিদ, ওতবা, আস, জাময়া আবুল জানতারী, নফর, হাকীম শাইবার মত নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ। মুহাম্মাদের জায়গায় আলীকে পেয়ে তারা ঘিরে ধরলো তাকে। জিজ্ঞেস করলো—

ঃ বলো, মুহাম্মাদ কোথায় ?

আলী বয়সে ছোট হলেও বড় সাহসী ছিলেন। কাফেরদের বড় বড় নেতাদেরকে দেখে তিনি ঘাবড়িয়ে যাননি। ভয়ও পাননি। বাহাদুরের মতো দাঁড়িয়ে থাকলেন। বললেন—

ঃ তোমাদের চোখের সামনেই আমি সারারাত শুয়ে ঘুমালাম। তোমরা খুঁজে দেখ তিনি আছেন কোথায় ?

কাফেররা আলীর এই জবাবে রাগ হলো। আবু জেহেল এগিয়ে এসে বললো—তুমি নিশ্চয়ই জানো আলী ! মুহাম্মাদ কখন ও কোথায় গেছে। তার কথাটা আমাদেরকে বলে দিলে আমরা তোমাকে আমাদের শাসক বানিয়ে দেবো।

ঃ আমার শাসক হবার প্রয়োজন নেই। আমি যা আছি তাতেই সন্তুষ্ট। আমাকে বিরক্ত করবে না। ছেড়ে দাও আমাকে। ফজরের নামায পড়বো। নামাযের সময় চলে যাচ্ছে।

www.amarboi.org

থাপ্পড় মেরে আবু লাহাব বললো—

ঃ আলী যতক্ষণ মুহাম্মাদের খবর ঠিক মতো না বলবে, তোমার মুক্তি নেই। তোমাকে গ্রেফতার করা হবে। যদি তুমি জেদ ধরতে থাকো হত্যা করা হবে তোমাকে।

আলী যুবক ছিলেন। নিজের জিদে অটল থেকে বললেন—

ঃ তোমাদের ভাগ্য ভালো, হুজুর যুদ্ধের হুকুম দেননি। তা নাহলে আমার তরবারি কোষমুক্ত করে তোমাদেরকে টুকরো টুকরো করে ফেলতাম।

আবু সুফিয়ান বিগড়ে গিয়ে বললো

ঃ নিজের জীবনের সাথে শত্রুতা করো না আলী ! বলে দাও মুহাম্মাদ কোথায় ? নতুবা তোমাকে হত্যা করা হবে।

ঃ দূর হয়ে যাও হতভাগ্যের দল ! ভয় দেখাচ্ছো আমাকে। তোমরা জানো না, দুনিয়ার কোনো শক্তি আমাকে ভীত করতে পারবে না—বাহাদুরীর সাথে বীর দর্পে বললেন আলী।

ভীষণ রাগ হয়ে গেলো আবু জেহেল। সে আলীর মাথার চুল ধরে টানতে লাগলো। আবু সুফিয়ান ও ওয়ালিদ মারতে লাগলো ঘুষি।

আলী চীৎকার দিয়ে বলতে লাগলো—

ঃ হে নিষ্ঠুর নির্দয়ের দলেরা ! আল্লাহ তোমাদের অত্যাচার দেখছেন। তোমরা যথেষ্ট করেছো। এখন তোমাদের অধঃপতনের সময়। এখন তোমাদের মৃত্যুর পালা। বড় অসহায়ের মৃত্যু। তোমরা এমন মরণ মরবে তোমাদের জন্য এক ফোঁটা চোখের পানি ফেলারও থাকবে না কোনো লোক।

লোকেরা জানতো, আলীর বদদোয়া বেকার যায় না। তারা ভীত হয়ে ছেড়ে দিলো তাকে। তিনি নামায পড়তে চলে গেলেন।

ঃ এটা খুবই খারাপ হয়ে গেলো। মুহাম্মাদ বেঁচে গেলো। সব পরিকল্পনাই আমাদের ভেস্তে গেলো।—আবু জেহেল বললো।

ঃ চলো, আমরা খোঁজ নেই সে একা গেছে। নাকি আবু বকরকেও নিয়ে গেছে।—আবু সুফিয়ান বলে উঠলো।

এখান থেকে সোজা আবু বকরের ঘরে চলে গেলো সকলে। ভিতরে ছিলো শুধু অন্ধ আবু কুহাফা, আসমা ও আয়েশা। আবদুল্লাহ ও আমের বাহিরে ছিলো। আয়েশা বয়সে ছোট হলেও আসমা ছিলো জোওয়ান। আসমাকে জিজ্ঞেস করলো আবু জেহেল—

ঃ তোমার বাবা কোথায় ?

ঃ আমি জানি না। বেপরোওয়াভাবে জবাব দিলো আসমা।

এমন জোরে এক চড় মারলো আবু জেহেল। কানের বালি ছুটে পড়লো আসমার। আসমা রাগে ক্ষোভে বলে উঠলো—

www.amarboi.org

ঃ লজ্জা করে না। পুরুষ হয়ে নারীর গায়ে আঘাত হানো। তোমার জানা নেই বাহাদুর নারী ইটের জবাব পাথর দিয়ে দেয়। তোমার চড়ের জবাব আজ আমি তরবারি দিয়েই দিতাম। যদি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তরবারি ব্যবহার করতে নিষেধ না করতেন।

ঃ এত সাহস।—আবু জেহেল রেগে উঠে বললো।

ঃ সাহস যদি দেখতে চাও তরবারি নিয়ে সামনে আসো। বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করে আসমা তরবারি নিয়ে বেরিয়ে এলো। কার সাহস ! আসো আমার সামনে তরবারি নিয়ে।

এগিয়ে এলো আবু সুফিয়ান। বললো—

ঃ আরবের গর্বিত মেয়ে। তোমার সাহস প্রশংসার যোগ্য। তুমি বাহাদুর আবু বকরের কন্যা। তোমার মতো মেয়েই জাতির প্রয়োজন। আবু জেহেল না বুঝে তোমাকে আঘাত করেছে। আসো আবু জেহেল। আবু বকর বাড়ী নেই। খামাখা সময় নষ্ট করো না। সকলে বের হয়ে আসলো। তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও আবু বকরের খোঁজে রাস্তায় নেমে পড়লো।

গোটা দিন তারা হুজুর ও আবু বকরকে খুঁজে বেড়ালো। কোথাও তাদের খবর পাওয়া গেলো না। সন্ধ্যার দিকে সকলে নিরাশ হয়ে ফিরে এলো।

মক্কার কাফেররা বড় উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলো। চিহ্ন বিশেষজ্ঞ লাগিয়ে তারা পদচিহ্ন ধরে তাদের খোঁজ করতে লাগলো। এভাবে খুঁজতে খুঁজতে তারা সাওর পাহাড়ের কাছে চলে গেলো। গারে সাওরের চারিদিকেও চক্কর দিলো। এরপর আর কোনো দিকে পদচিহ্নের আলামত তারা খুঁজে পেলো না। অনুমান করলো, আশে পাশেই কোথাও লুকিয়ে আছে তারা।

৪৩

মক্কা হতে বেরিয়ে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও আবু বকর নীরবে নিশ্চুপে পথ চলে সাওর পাহাড়ে পৌঁছে গেলেন। মক্কা হতে চার মাইল দূরে এই ছাওর পাহাড়। তারা জানতেন কাফেররা তাদের খোঁজে বেরুবে। তাই খুবই সন্তর্পণে চললেন তারা পথ। গারে সাওরের কাছে যখন পৌঁছল তখন ভোর হয় হয় অবস্থা।

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাওরের এ গুহায় আত্মগোপনের সিদ্ধান্ত নিলেন। আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু হুজুরকে আগে গুহায় ঢুকতে দিলেন না। বিষাক্ত সাপ পোকা-মাকড় আছে ভয়ে নিজে আগে গুহায় নামলেন। ঝাড়-ঝোপ সরিয়ে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করলেন। গুহার অনেক ছোট ছোট গর্ত ভরে দিলেন। একটি গর্ত ছিলো বাকী। সেটির উপর নিজে পা দিয়ে

www.amarboi.org

চাপ দিয়ে রাখলেন। এরপর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গুহায় নামলেন। আবু বকর একটি চাদর বিছিয়ে রেখেছিলেন। তিনি সেই চাদরের উপর বসলেন। এভাবে দিন দুপুর হয়ে গেলো। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবু বকরের হাঁটুর উপর মাথা রেখে একটু শুলেন। যে গর্তটিতে আবু বকর পা দিয়ে চাপ দিয়ে রেখেছিলেন সে গর্তে ছিলো একটি বিষাক্ত সাপ। সাপটি তার পায়ে ছোবল মারলো। সাপের অসহ্য বিষে আবু বকরের চোখ দিয়ে পানি পড়তে লাগলো। হুজুর জেগে গেলেন। কারণ, শুনে তিনি চমকিয়ে গেলেন। মুখ থেকে থু থু বের করে তিনি আবু বকরের সাপে কাটা জায়গায় লাগিয়ে দিলেন। আল্লাহর রহমতে সাথে সাথে বিষ কমে গেলো।

এভাবে গোটা দিন দুই বন্ধু গারে সাওরে কাটিয়ে দিলেন। সন্ধ্যা হয়ে গেছে। অন্ধকার ছেয়ে গেছে চারিদিকে। ঠিক এ সময় আমের আগের কথানুযায়ী বকরীর পাল নিয়ে এখানে এসে উপস্থিত। সারাদিন কিছু না খেয়ে তারা। তাকে দেখে খুশী হয়ে গেলেন। আমের চোখের পলকে দুধ দোহন করে এনে দিলে আবু বকর এবং হুজুর তৃপ্তি সহকারে দুধ খেলেন। এ সময়ে তারা দূর থেকে পায়ের আওয়াজ শুনতে পেলেন। কাফেরদের পিছু ধাওয়া করার সম্ভাবনা ছিলো। তাই তারা তিনজনই চোখ খাড়া করে সতর্ক হয়ে তাকাতে লাগলেন। এরি মধ্যে পায়ের শব্দ খুব কাছে এসে গেছে বলে মনে হলো। নিকষ অন্ধকার কিছু দেখা যাচ্ছিলো না। খুব কাছে এলেই তারা চিনলো—এরা শত্রু নয়। বরং অতিপ্রিয়জন, আপনজন আবু বকরের ছেলে ও মেয়ে আবদুল্লাহ ও আসমা। তারা দু'জন হুজুর ও আবু বকরের জন্য খাবার নিয়ে এসেছিলো।

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু আবদুল্লাহ থেকে কাফেরদের রাসূলকে অনুসন্ধান করার গোটা দিনের কাহিনী শুনলেন। এখনো তারা অনুসন্ধানে ব্যস্ত আছে জানতে পারলেন তারা।

ঃ যাও তোমরা এখন। আগামীকাল ঠিক এ সময় আবার আসবে। কাফেররা আমাদের ধরার জন্য কি কি পদক্ষেপ নিয়েছে সেসব খোঁজ নিয়ে আসবে।—আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু তার ছেলে ও মেয়েকে উদ্দেশ করে বললেন।

তারা দু'জন চলে যাবার পর আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু তার গোলাম আমেরকে বললো—

ঃ তুমি বকরীর পাল নিয়ে এদের পিছে পিছে যাও। যাতে ওদের পায়ের চিহ্ন মুছে যায়।

রাতের বেলা দুই বন্ধু পাথরের উপর চাদর বিছিয়ে এশার নামায পড়লেন। সারারাত এখানেই ঘুমুলেন। পরদিন ভোরে তারা উঠে ফজরের নামায আদায় করলেন। আলো ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে আবার গারে সাওরে আত্মগোপন

www.amarboi.org

করলেন। পরের দিন সূর্য উঠার পর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও আবু বকর দেখলেন, একটি বড় মাকড়সা গুহার মুখে খুব দ্রুত জাল বুনে গোটা গুহার মুখটা ঢেকে দিয়ে একদিকে সরে পড়েছে। সাথে সাথে একটি কবুতর এসে গুহার পাশে তাদের থাকার একটি ঘর বানাচ্ছে। এ দৃশ্য দেখে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবু বকরকে বললেন, "দেখলে আল্লাহর কুদরত ও হিকমাত।" একটু পরেই কবুতরটি আবার উড়ে এলো।

ঠিক এ সময়ই মানুষের পায়ের ধ্বনী শুনা গেলো। হুজুর বুঝতে পারলেন। শত্রু কাছে এসে গেছে। সাবধান হতে বললেন তিনি আবু বকরকে। সময়টা প্রায় দুপুর। লু হাওয়া বইছে বাইরে। গুহায় তখনও অন্ধকার। তারা দু'জনেই চুপচাপ বসে। পদধ্বনী আস্তে আস্তে কাছে আসছে। শত্রুরা প্রায় গুহার মুখে। আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু বললেন, হে আল্লাহর রাসূল ! শত্রুরা শিয়রে। হুজুর বললেন, চিন্তিত হয়ো না। আল্লাহ্ আছেন আমাদের সাথে।

আবু বকর সিদ্দিক একটু মাথা উঠিয়ে দেখলেন—আবু জেহেল ও আবু লাহাব, আবু সুফিয়ান গুহার পাড়ে দাঁড়িয়ে। তাদের পিঠ দেখতে পেলেন তিনি। আবু বকরকে ভীত দেখে বললেন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, "ভয় মোটেও করো না। আমাদের কিছুই করতে পারবে না তারা।" আবু বকর কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, এ সময় কাউকে বলতে শুনলেন—

ঃ হে কুরাইশ নেতারা ! এরপর আর কোনো পদচিহ্ন নেই। হয় মুহাম্মাদ ও তার সাথী এখানেই কোথায় লুকিয়ে আছে। অথবা এখান থেকেই আকাশের দিকে উড়ে গেছে।

ঃ এখানেই খুঁজো। আকাশে উড়ে যেতে পারে না।—আবু জেহেল বললো।

এরপর পদধ্বনী ছাড়া আর কোনো কথাবার্তা শুনা গেলো না। হুজুর ও আবু বকর বুঝতে পারলেন তারা খোঁজাখুঁজি করছে। একটু পরেই আবার কে যেনো বললো

ঃ গোটা পাহাড় তন্ন তন্ন করে খোঁজা হয়েছে। কোথাও পাত্তা মিললো না। জানি না কোথায় লুকালো তারা।

আবু সুফিয়ানের স্বর শুনা গেলো। সে বললো—

ঃ পাহাড়ের কোণায় কোণায় আমরা খুঁজে দেখেছি। তারা এখানে নেই। চিহ্ন পারদর্শীরা আমাদেরকে ধোঁকা দিয়ে থাকবে। অসম্ভব নয়, এদের সাথে হয়তো ওদের দেখা হয়েছে। তারা ধোঁকা দিয়ে আমাদেরকে এখানে নিয়ে এসেছে।

চিহ্ন বিশারদগণ কসম খেয়ে বললো—

আমরা ধোঁকা দেয়নি। আমাদের অভিজ্ঞতা একথা বলেছে। এখান থেকে আর কোনোদিকে পায়ের ছাপ দেখা যাচ্ছে না।

www.amarboi.org

ঃ এদের উপর আমার বিশ্বাস আছে। ধোঁকা দিতে পারে না এরা আমাদেরকে।—আবু জেহেল বললো।

ঃ এ গুহায় তালাশ করো। এখানেও লুকিয়ে থাকতে পারে।—বললো ওয়ালিদ।

আবু বকর বিচলিত হয়ে উঠলেন। হুজুর চোখের ইশারায় শান্ত থাকতে বললেন তাকে।

ঃ এ গুহায় কিভাবে থাকতে পারে। ওয়ালিদ ! একটু বুদ্ধি খরচ করে কথা বলো। কত বছর থেকে এ গুহা অব্যহৃত পড়ে আছে। এখানে ঢুকতে কেউ সাহস পাবে ?—আবু জেহেল বললো।

গুহার উপরে মাকড়সার বাসা দেখা যাচ্ছে। কোনো মানুষ এতে ঢুকলে কি মাকড়সার জাল অটুট থাকতো ? অথচ গোটা জালের একটি টানাও ছিড়েনি। —বললো আবু সুফিয়ান।

ঃ ওয়ালিদের সব বুদ্ধি লোপ পেয়েছে। তার চোখে এ গুহার উপর কবুতরের বাসাও নজরে পড়েনি। আর কবুতরটি বাসার উপর উড়ছে তাও সে দেখছে না। আর না সে কবুতরের ডিম দেখেছে। নষ্ট বুদ্ধিরও তো সীমা আছে।—আবু লাহাব বললো।

ওয়ালিদ বেকুবের মতো দাঁড়িয়ে রইলো। নিরাশ হয়ে সকলেই ফিরে গেলো। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও আবু বকর আল্লাহর শোকর আদায় করলেন।

আমের এ সময় কোথায় ছাগলের পাল চরাচ্ছে, হুজুরের আদেশে তা খুঁজে দেখছেন আবু বকর সিদ্দিক। কোথাও তাকে দেখতে পাওয়া গেলো না। শুধু মদীনার দিক থেকে একটি আরোহী দ্রুত এদিকে আসছে বলে ধু ধু নজরে পড়ছে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শুনে বললেন—

ঃ বোধহয় আমাদের বিলম্ব দেখে মদীনার থেকে খোঁজ নেবার জন্য কেউ এদিকে আসছে। মদীনায় তো আমাদের হিজরতের খবর আগেই পৌঁছে গেছে।

প্রকৃত ব্যাপার জানার জন্য গুহার ভিতরে ঢুকে হুজুর ও আবু বকর অপেক্ষা করতে লাগলেন। একটু পরে আবু বকর উপরের দিকে তাকিয়ে আমেরকে গুহার সামনে দেখতে পেলেন। আমের গুহার ভিতরে ঢুকে বললো—

ঃ মদীনা থেকে একজন দূত এসেছে। তিনি হুজুরের সাথে দেখা করতে চান।

মদীনার দূতও গুহায় প্রবেশ করলো। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন—

www.amarboi.org

ঃ এত গরমে তুমি কিভাবে আসলে ?

ঃ গরমে আর কি করবে। আপনার অপেক্ষায় মদীনাবাসী উদগ্রীব প্রতিদিন সকালে লোকজন মদীনার প্রান্তে জড়ো হয়ে সন্ধ্যা পর্যন্ত অপেক্ষা করছে আপনার। আবার সন্ধ্যার পর ফেরত যাচ্ছে। বিলম্বের কারণ জানার জন্য মদীনাবাসী পাঠিয়েছে আমাকে।

ঃ এখানে অনেক সমস্যা রয়েছে। তাই বিলম্ব হচ্ছে। আগামী পরশু এখান থেকে রওনা দেবো। আর মদীনাবাসীর এ আন্তরিকতার জন্য আমি আল্লাহর কাছে শোকর আদায় করছি।

আমের দুধ দিয়ে আপ্যায়ন করালেন মদীনার দূতকে। তারপর তিনি চলে গেলেন মদীনার দিকে। এ সময়েই আবদুল্লাহ ও আসমা খাবার নিয়ে হাজির। আজও আবদুল্লাহ তাদেরকে কাফেরদের খোঁজাখুঁজির সব কাহিনী বলে শুনালো। বললো—

ঃ মক্কার পাহাড়গুলোর সব বালুকণা সরিয়ে সরিয়ে তারা আপনাদেরকে খুজেছে। না পেয়ে খানায়ে কাবায় গিয়ে ঘোষণা দিয়েছে, আপনাদেরকে ধরিয়ে দিতে পারলে একশত উট পুরস্কার দেয়া হবে।

আল্লাহর রাসূল মুচকি হেসে বললেন—

ঃ আল্লাহ আমাদেরকে হিফাযত করেছেন। কাফেররা সফল হবে না। আমরা কাল এখান থেকে মদীনার পথে রওনা হবো।

আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহ আনহু ছেলে আবদুল্লাহকে আগামী রাতে দু'টি উট নিয়ে আসার জন্য বলে দিলেন। আবদুল্লাহ বিন আরবেকাতকেও এ সময় নিজের উট নিয়ে পথ দেখাবার জন্য চলে আসতে বলে দিলেন তাকে। আমেরও তাদের সাথে যাবে। সেও যেনো আসে উট নিয়ে। খেজুর ও অন্যান্য কিছু খাবার নিয়ে আসার জন্যও কন্যা আসমাকে বলে দিলেন।

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও আবু বকর এ রাতও কাটালেন গুহায়। ভোরে উঠে নামায আদায় করে আবারও প্রবেশ করলেন গুহায়। দুপুরে দুধ নিয়ে এলো আমের। আবার তার কাছে কাফেরদের তৎপরতার কথা শুনলেন উভয়ে। তারা আজও কিছু উষ্ট্রারোহী তায়েফ ও জেদ্দা পাঠিয়েছেন খোঁজ খবর করতে। সাধারণ লোকজন বেশী এতে উৎসাহী নয়।

পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী সকলেই সঠিক সময়ে গারে সাওরের কাছে এলো। যাকিছু আসবাবপত্র ও খাবার দাবার সংগ্রহ ছিলো সাথে নিয়ে মামুলীভাবে দুই বন্ধু—হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও আবু বকর ভোর রাতে পৃথক পৃথক দু'টি উটে আরোহণ করে মদীনার পথে রওনা করলেন। আমের ছিলো আবু বকরের উটে। তৃতীয় উটের উপর আরোহণ করলো আবদুল্লাহ বিন আরবাকাত।

www.amarboi.org

কিছুদূর যাবার পর সম্মুখ দিয়ে একজন আরবীয় লোক তাদের সামনে দিয়ে চলে গেলো। সে কোনো দূরবর্তী স্থান থেকে আসছিলো। খুব কাছে এসে সে উট আরোহীদেরকে দেখামাত্র বলে উঠলো—কে মুহাম্মাদ ! আবু বকর। নিশ্চয়ই তোমরা ভেগে যাচ্ছো। খুব ক্ষীণ স্বরে বললো আরবীয় কথাগুলো। কিছু পথ চলার পর রাতের অন্ধকারে সে অদৃশ্য হয়ে গেলো। দ্রুত চলে সে মক্কার দিকে।

৪৪

পথে দেখা আরবীয় লোকটি অতিদ্রুত মক্কায় পৌঁছে গেলো মধ্যরাতে। কেউ তখন জেগে ছিলো না। মক্কা শহর নিস্তব্ধ। আরবীয় লোকটি একটি বাড়ীতে প্রবেশ করলো। বাড়ীওয়ালা ঘুমে ছিলো অচেতন। সেও শুয়ে পড়লো তার পাশেই। খুব সকালে ঘুম থেকে উঠে সে খানায়ে কাবায় এলো। যথারীতি মূর্তিপূজা সেরে নিলো। এক পাশে কিছু লোক বসে আলাপ করছে। তাদের মধ্যে সুরাকা বিন মালেকও ছিলো। সুরাকা মক্কার লোক। সে ছিলো খুবই বাহাদুর, যুদ্ধকৌশলী ও নির্ভিক প্রকৃতির মানুষ। তাদের পাশে বসে গেলো আরবীয় লোকটি।

সুরাকাকে লক্ষ্য করে বললো—

ঃ আমি এ রাতে এস্তেসেলান হতে আসছিলাম। পথে তিনজন উষ্ট্রারোহীর সাথে দেখা। অন্ধকার রাত হলেও আমি ঐ তিন লোককে চিনে ফেলেছি। তারা মুহাম্মাদ ও তার সাথীরা ছাড়া আর কেউ নয়।

সুরাকা বিলক্ষণ বুঝে গেলো ঘটনা। মুহাম্মাদ ও তার সাথীরাই হবে এরা। আগ থেকেই ঘোষণা ছিলো মুহাম্মাদকে ধরিয়ে দিতে পারলে একশত উট পুরস্কার দেয়া হবে। সে-ই এ পুরস্কার পাবার জন্য প্রলুব্ধ হলো। অন্য লোকদেরকে বিভ্রান্ত করার জন্য বলে উঠলো—

ঃ না, মুহাম্মাদ নয় অন্য কেউ হবে। সে তো কবেই মদীনা চলে গেছে।

ঃ হতে পারে। আমি চিনতে পারিনি।—আরবীয় বললো।

ঃ সুরাকার কথায় বিভ্রান্ত হয়ে মানুষ আরবীয়কে মিথ্যাবাদী মনে করতে লাগলো।

আড্ডা শেষ হলে সুরাকা সোজা বাড়ী গিয়ে কিছু হাতিয়ার সাথে দিয়ে একটি গোলামকে ঘোড়ায় চড়িয়ে শহরের বাইরে পৌঁছে অপেক্ষা করতে বললো। সুরাকা পরে লোক চোখকে ফাঁকি দিয়ে মক্কার বাহিরে গোলামের কাছে গিয়ে পৌঁছলো। সশস্ত্র হয়ে সে গোলামকে চুপচাপ হয়ে এখানে তার ফিরার অপেক্ষা করতে বলে হুজুরের পিছু ধাওয়া করলো। পুরস্কার পাবার বাতিক তার মাথায়। সামান্য পথ যেতেই একটি গাধা সামনে পড়লো। ঘোড়া

www.amarboi.org

হঠাৎ গাধাকে দেখে ভীত হয়ে থমকে দাঁড়ালো। সুরাকা ধড়াস করে ঘোড়া হতে নীচে পড়ে গেলো। গাধাকে গালিগালাজ করে সুরাকা আবার ঘোড়ায় চড়লো। সাওর পাহাড়ে পৌছে সুরাকা উটের পদচিহ্ন ধরে দ্রুত সামনে এগুতে শুরু করলো।

প্রায় দুপুর হয়ে গেছে তিন ঘন্টা অনবরত চলার পর দূর থেকে সুরাকা তিনটি উটকে এগিয়ে যেতে দেখলো। সে বুঝলো আরবীয়ের বলা উটই এগুলো। আরো দ্রুত ঘোড়া চালাতে লাগলো সুরাকা। কিন্তু বেশীদূর না এগুতেই আবার হোচট খেলো সে। ঘোড়ার সামনের পা দু'টো মাটির মধ্যে গেড়ে গেলো। সে হুমড়ী খেয়ে ধপাস করে ঘোড়ার সামনে গিয়ে মাটিতে পড়লো। রাগ ধরলো সুরাকার। চারিদিক তাকিয়ে কোনো কারণ না পেয়ে ঘোড়ার উপরই তার রাগ ধরলো। কিন্তু ঘোড়ার পা মাটিতে ডেবে গেছে দেখে বিস্মিত হয়ে পড়লো সে। ত্রাস পেতে লাগলো তার সাহস হিম্মত। কিন্তু পুরস্কারের লোভ মনে হতেই আবার সুরাকা ঘোড়া টেনে উঠিয়ে চড়লো এর উপর। দ্রুত আর দ্রুত চলতে শুরু করলো সে। দেখলো মুহাম্মাদ ও তার সাথীরা ধীরে-সুস্থে নির্ভয়ে কথাবার্তা বলতে বলতে এগিয়ে যাচ্ছে সম্মুখের দিকে। সুরাকার ঘোড়া প্রায় কাছে পৌছার পর আবারও দুর্ঘটনা ঘটলো। ঘোড়ার পা জেবে গেলো মাটিতে। আর হুমড়ী খেয়ে পড়লো সামনে সুরাকা।

এবার ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়লো সুরাকা। বুঝলো যার পিছু ধাওয়া করছে সে তিনি কোনো মামুলী মানুষ নয়। এ কাজে সফল হওয়া তার পক্ষে সম্ভব হয়ে উঠবে না। আল্লাহ হিফাজাত করছেন তাকে। ইনআম না পাবার আফসোস মনে পীড়া দিলেও সে ছিলো বুদ্ধিমান। হুজুরের কাছে গিয়ে সে বললো, একটু থামুন। একটু কথা শুনুন আমার। হুজুর থামলেন।

সুরাকা বললো, আল্লাহর রাসূল ! আপনাকে ধরার জন্য আমি পিছু ধাওয়া করছিলাম। তিনবার ঘোড়া হতে পড়ে গেলাম। প্রথম দু'বার ঘটনাক্রমে পড়ে গেছি বলে ভেবেছিলাম। কিন্তু তৃতীয়বার ঘোড়ার পেট সহ মাটিতে ডেবে যাওয়াতে আমি বুঝলাম, আল্লাহ আপনাকে শত্রুর হাত থেকে হিফাজত করছে। কেউ আপনাকে গ্রেফতার করতে পারবে না। আমার স্থির বিশ্বাস, শুধু মক্কা নয়, এ আরব একদিন আপনার পদানত হবে। তাই আমাকে আজ একটি পরিচয় পত্র দিন। ভবিষ্যতে যেনো এ পরিচয় পত্র আমাকে বিপদ মুক্ত রাখে। হুজুর সুরাকাকে পরিচয় পত্র দিয়ে বিদায় করলেন। ইসলামের ইতিহাসে এটাই প্রথম পরিচয় পত্র।

সুরাকা মক্কার পথে ফিরে গেলো। বলে গেলো, এদিকে আর কেউকে ধাওয়া করতে আসতে দেখলে সে ফিরিয়ে নিবে।

www.amarboi.org

৪৫

হোমাইরের কাছ হতে রওনা হয়ে হারিস চলে এসেছে। তার গোত্রীয় লোকজনও ছিলো তাঁর সাথে। দুপুর পর্যন্ত তারা পথ চলতো। উটের উপর চড়ে। দুপুরের পর রোদের প্রখরতা তীব্রভাবে যেতো বেড়ে। লু-হাওয়ার তপ্ত প্রবাহ বেড়ে গেলে বাহিরে যাওয়া তখন কারো পক্ষে সম্ভব হতো না। তাই এ সময়ে সফরকারীরা তাঁবু গেড়ে আশ্রয় নিতো। উটগুলোকে ছেড়ে দিতো মাঠে। এরা রোদে শুয়ে শুয়ে জাবর কাটতো। সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়লে আবার শুরু হতো যাত্রা। এ সময় রোদের প্রখরতা ও লু-হাওয়া ক্ষণিক কমে গেলে গভীর রাত পর্যন্ত তারা থাকতো চলতে। বাকী রাত যেতো ঘুম। হোমাইর থেকে যাত্রা করার পর থেকেই তাদের পথ খরচ ও খাবার দাবার ফুরিয়ে গেলো।

এ পথ তাদের কাছে ছিলো একেবারেই নতুন। তাই তারা বলতে পারতো না কখন এ মরুভূমির পথ শেষ হবে। দীর্ঘ চলার পথে খাবার সামগ্রী কম ছিলো বলে কম খেয়ে খেয়ে তারা দিন দিন দুর্বল হয়ে যেতে লাগলো। কিন্তু এরপরও তারা পথ চলার ক্লান্তি ও ক্ষুধার কষ্ট সহ্য করে সফর অব্যাহত রেখেছে। অবশেষে তাদের কাছে কিছু পানি ছাড়া আর কোনো খাবার রইলো না।

শুধু পানি খেয়ে মানুষ আর কতদিন বাঁচতে পারে। কিভাবে শরীরে শক্তি রাখতে পারে। তাই তারা খুবই দুর্বল ও কৃশ হয়ে পড়লো। এমন কি পথ চলাও হয়ে পড়লো কষ্টসাধ্য। উটে আরোহণ করে চলার সময় কোনো ঝাকুনি লাগলে আরোহীদের মাথা চক্কর মেরে উঠতো। দুর্বলতার কারণে উটের পিঠের উপর পা ছেড়ে দিতো। উটের লেগাম দিতো ছেড়ে। উট নিজের ইচ্ছা মতো হাঁটতে থাকতো। এসব উট কোথাও নিজে নিজে বসে গেলে আরোহীরা কোনো রকমে উটের পিঠ হতে নামতো। উটের পা ধরে ধরে কোথাও বসে পড়তো। অথবা উট থেকে দু'এক কদম দূরে গিয়ে বালুতে পড়ে যেতো। ভোর পর্যন্ত পড়ে থাকতো এভাবেই। তারা বুঝলো মৃত্যু তাদের নিকটবর্তী। এর হাত থেকে বাঁচার আর কোনো উপায় নেই তাদের।

মৃত্যু কি ও কেনো হয় জানতো না তারা। তারা জানতো না মৃত্যুর পর মানুষ কোথায় যায় কি হয়। মৃত্যু চিন্তাও তারা করতো না। তাদের মাথায় চিন্তা ছিলো শুধু তারা বনু কাহতান গোত্র হতে প্রতিশোধ গ্রহণ করতে পারলো না। তাদের নেতা আদীর আত্মা প্রতিশোধ প্রতিশোধ চীৎকার ধ্বনী দিয়ে ঘুরছে ফিরছে। মৃত্যুর পূর্বে আদী প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য ছিলো উদগ্রীব। প্রতিশোধ গ্রহণ না করা আরবে খুব ঘৃণ্য ও দোষের ব্যাপার ছিলো।

www.amarboi.org

হারিস বুঝলো সে ও তার গোত্র বড় বিপন্ন। মৃত্যু শিয়রে। সে বললো—

ঃ বড় বিস্ময় ! আমরা অনবরত আমাদের মাবুদদের ডাকছি। তাদের কাছে দোয়া চাচ্ছি। এরপরও তারা আমাদেরকে করছে না কোনো করুণা। আমরা ক্ষুধায় তৃষ্ণায় শেষ হয়ে যাচ্ছি। আমাদের দিকে তাকায় না তারা। আমাদের মাবুদগুলো কি আমাদের উপর অসন্তুষ্টি ও রাগ করেছে।

ঃ রাগের তো কোনো কারণ দেখছি না। আমরা তো সকল অবস্থায় তাদের পূজা করছি। তাদেরকে সেজদা করছি। তারপর তারা কেনো রাগ করবে। হারিস ! হারিস ! আমরা কি না খেয়ে ধড়পড় করে মরে যাবো। আমরা কি বনু কাহতান বংশ হতে প্রতিশোধ গ্রহণ করতে পারবো না ?—একজন আরব বললো।

ঃ এসব মূর্তি কি আমাদের মাবুদ ? আমি এ চিন্তায় আছি। এরা যদি সত্যিই আমাদের মাবুদ হবে, আমাদের সাহায্য করবে না কেনো ? কেনো আমাদেরকে এ ক্ষুৎ-পিপাসা হতে নাজাত দিচ্ছে না।—হারিস বললো।

ঃ এরা মাবুদ না হলে, মাবুদ আবার কে ?—একজন আরব চোখ ছানাবড়া করে বললো।

ঃ তোমরা কি হোমাইরের কথা শুননি ? সে বলছিলো, মক্কায় কে একজন রাসূল হয়েছেন। তিনি বলছেন মূর্তিরা খোদা নয়। তিনিই হলেন খোদা যিনি গোটা জগত সৃষ্টি করেছেন। যিনি খালিক, মালিক ও রিযিকদাতা।—হারিস বললো।

ঃ কিন্তু তিনি আছেন কোথায় ? থাকেন কোথায় ?—আরবীয় বললো।

ঃ আমিও জানি না এসব কথার উত্তর। কিন্তু আমার মন বলে এই আরব দেশ সহ গোটা জগতের রব কেউ হবেন। আমার বন্ধুরা! আমাকে মাফ করবেন। আমার মন মূর্তিদের উপর থেকে উঠে গেছে।

ঃ তুমি কি তাহলে মুরতাদ হয়ে গেলে হারিস ! বাপ-দাদার ধর্ম ছেড়ে দিলে ?—একজন বৃদ্ধ উঠে বললো।

ঃ না, ভাই না। তবে আমার মনে সন্দেহ সৃষ্টি হয়েছে, তা বলে দিলাম মাত্র। আমরা আমাদের গোত্র যে ধরনের মাবুদদের পূজা করছি প্রকৃতপক্ষে এ ধরনের মাবুদরা প্রকৃত মাবুদ হতে পারে না। আমাদের প্রত্যেক গোত্রের প্রত্যেক খান্দানের পৃথক পৃথক খোদা আছে। এ ধরনের খোদা কিভাবে হতে পারে ? নিশ্চয়ই খোদা এক। সারা জগতের খোদা একজনই হতে পারেন। আমার দুঃখ হচ্ছে, আমি তখন ঐ আরবের সাথে কথা বলেনি যিনি ইসলাম ও মুসলমান সম্পর্কে খবর দিয়েছিলেন।

ঃ হারিস ! তুমি আমাদের আকিদা-বিশ্বাসকে সন্দেহ-সংশয়ে ফেলে দিলে।

www.amarboi.org

আমরা তোমার কথায় সন্দিগ্ধ হয়ে পড়লাম। আমাদের ভয় হচ্ছে। আমরা আবার কখন না আমাদের বাপ-দাদার ধর্ম ত্যাগ করি।—কিছু লোক বললো।

হারিস এবার দুঃখ ভরাক্রান্ত স্বরে বললো—

ঃ আমি ও তোমরা সকলে মিলে এ ঘোর বিপদে আমাদের মাবুদদেরকে কতনা ডাকলাম। কত দোয়া করলাম। কই কোনো দোয়া তো কবুল হলো না। আমরা যেসব মাবুদের পূজা করেছি। আমাদের উপর কোনো করুণা করেনি। এখন আসো আমরা সকলে ঐসব মূর্তি খোদাদের ছেড়ে এক খোদার সামনে মাথানত করি। তাঁর কাছেই আমাদের মনের দুঃখ বেদনা অবসানের আকুতি মিনতি জানাই।

ঃ ঠিক আছে। তাই করো। কোনো অসুবিধা নেই। ঐ খোদার কাছেই আরাধনা করো যিনি প্রকৃত মাবুদ, রেযেকদাতা। যে খোদা অদৃশ্য। যাকে আমরা দেখিনি কখনো। সম্ভবত তিনি এ ঘোর বিপদে আমাদের উপর করুণা করবেন। নেবেন আমাদের খোঁজ খবর। নাজাত দেবেন আমাদেরকে ক্ষুধা পিপাসা থেকে।—বৃদ্ধ আরবটি বললো।

হারিস সাথে সাথে সেজদায় লুটিয়ে পড়লো। সকলেই লুটে পড়লো তার সাথে সেজদায়। উচ্চৈস্বরে বলতে লাগলো সে, হে খোদা ! হে মুহাম্মদের খোদা! হে দুনিয়া জাহানের মাবুদ। আমরা বিভ্রান্ত হয়ে গেছি। আসল পথ থেকে দূরে সরে পড়েছি। এখন হোচট খেয়ে তোমার কাছে ফিরে এসেছি। তুমি আমাদের উদ্ধার করো। আমরা ক্ষুধার তাড়নায় মরে যাচ্ছি। আমাদেরকে বাঁচাও। তৃষ্ণার জ্বালায় ছটফট করছি। তুমি আমাদেরকে পানি দাও। আমাদের আর কোনো খোদা নেই। তুমি আমাদের খোদা। তোমার রাসূল মুহাম্মাদের উপর আমরা ঈমান আনছি। আমরা শুধু তোমারই বন্দেগী করবো। হারিসের সাথে সাথে সকলেই এই আরাধনা জানালো। মাথা উঠিয়ে হারিস বললো, ভাইসব! আল্লাহর কাছের এই মিনতি আমার মনে কিছু প্রশান্তি এনে দিয়েছে। আমার বিশ্বাস মুহাম্মদের খোদা আমাদের উপর অবশ্যই দয়া করবেন। আমাদের খবর নেবেন। ক্ষুধায় আমাদেরকে মরতে দেবেন না।

এ কাফেলার অবস্থা ছিলো খুবই করুণ। জীবনের কোনো আশা এদের ছিলো না। এক সপ্তাহের উপর তাদের পেটে কোনো দানা পানি যায়নি। যখন দোয়া হচ্ছিলো তখন ছিলো দুপুর। রোদের তাপ প্রখর। গরম প্রবাহ। এ অবস্থা তাদেরকে আরো বেহাল করে দিয়েছিলো। মাথা হেলে দিয়েছে সবাই। শুধু মৃত্যুর অপেক্ষা। যতক্ষণ এভাবে পড়ে আছে। তাদের খবর ছিলো না। এ সময় এদের কয়েক ব্যক্তির হুঁশ এলো। চোখ খুললো তারা। দেখলো রোদের তাপ কমে গেছে। বাতাসের প্রবাহেও তাপ কম। কিন্তু জোর বাতাসের শব্দ শুনা যাচ্ছে। তারা চারিদিকে তাকালো। বিস্মিত হয়ে দেখলো মনমুগ্ধকর পরিবেশ

www.amarboi.org

সৃষ্টি হয়েছে। ঘুরছে চারিদিকে দলে দলে কবুতর। তাদের সংখ্যাধিক্যে আকাশ ঢেকে ফেলেছে।

আল্লাহর কুদরতের এ লীলা দেখে হারিস নিজে নিজে চীৎকার ধ্বনী দিয়ে উঠলো—

ঃ আল্লাহর সাহায্য এসে গেছে। মুহাম্মদের খোদা আমাদের ক্ষুধা নিবারণের ব্যবস্থা করেছে। তিনি আমাদেরকে বাঁচিয়ে রাখবেন। উঠো, উঠো বনু বকরের সন্তানরা ! উঠো, কবুতর ধরো। ভুনা করো। আর খাও। খোদার শোকর আদায় করো। ঐ খোদার শোকর আদায় করো যার কাছে আমরা এতক্ষণ আরাধনা করেছিলাম।

হারিসের আওয়াজ শুনে সকলে উঠে দাঁড়ালো। অসংখ্য কবুতর তাদের মাথার উপর ঘুরছে। যতখুশী তারা তা ধরতে পারছে। ক্ষুধাতুর তারা অনেক দিনের। তাই ধরছে পাকাচ্ছে আর খাচ্ছে। অনেক দিনের উপবাস। খাবার সাথে সাথে আবার বহুদিনের অনাহারের কারণে বেহুঁশ হয়ে পড়লো তারা। এভাবে ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হয়ে উঠলো কবুতরের গোশত খেয়ে। শত শত কবুতর ধরে জমা করে নিলো। শুকিয়ে নিলো সব রোদে। রাতে কবুতর খেয়ে শুয়ে ঘুমালো তৃপ্তি পুরিয়ে। বেঁচে গেলো বনু বকরের আদম সন্তানেরা।

আল্লাহর কুদরতী সাহায্যে ঈমান বেড়ে গেলো তাদের। মূর্তিপূজা ছেড়ে দিলো চিরদিনের জন্য তারা। আল্লাহর উপর আনলো পরিপূর্ণ ঈমান।

৪৬

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সুরাকাকে আমাননামা বা পরিচয়পত্র দিয়ে আবার রওনা হলেন মদীনার দিকে। এ সময় প্রায় দুপুর। রোদের তাপ ও গরম বাতাসের ঝটকা অসহ্য হয়ে উঠলো। বালু এত গরম হয়ে উঠলো যে বাতাসের ঝটকার বালুকণা গায়ে লেগে ঝলসিয়ে উঠতো। মনে হতো আগুন লেগেছে গায়ে। অনেকক্ষণ ধরে চলতো পোড়ানোর জ্বালা। আরব মরুভূমিতে দুপুর বেলায় খুব বেগে বাতাস বইতে শুরু করে। প্রখর রোদের তাপের কারণে বাতাসও হয়ে উঠে ভীষণ গরম। জায়গায় জায়গায় গরম বাতাস চক্কর মেরে উড়িয়ে নিতো বালু। যারা বাতাসের চক্করে পড়ে যায় তারা শত শক্তি খাটিয়েও এর হাত থেকে বাঁচতে পারে না। বাতাসের তোড়ে দূরে গিয়ে পড়ে যায়।

হুজুর যখন এ উত্তপ্ত পথে সফর করছিলেন তখনও ঝড়ো হাওয়া বইছিলো। বাতাসের চক্কর উঠছিলো মাঝে মাঝে। কিন্তু হুজুরের গায়ে না লেগে চলে যেতো তা আশপাশ দিয়ে।

www.amarboi.org

মক্কার কাফেররা হুজুরের পিছু ধাওয়া করার আশংকা ছিলো। তাই মদীনায় পথপ্রদর্শক আবদুল্লাহ বিন আরবাকাত পরিচিত ও সোজা পথ ছেড়ে দিয়ে সমুদ্রের পাড় দিয়ে ইসকালের দিকের পথ ধরে চলছে। এ রাস্তার চারিদিকে দৃষ্টির শেষ সীমা পর্যন্ত সাদা সাদা বালু বিস্তৃত ছিলো। কোথাও কোনো গাছপালা, কোনো পাহাড় বা আশ্রয় নেবার কোনো স্থান নজরে পড়ছিলো না, যেখানে দুদণ্ড বসে স্বস্থির নিঃশ্বাস ফেলা যেতে পারতো। সবদিকে হয় সমুদ্র অথবা বালুর পাহাড় অথবা টিলার পর টিলা নজরে পড়ছে।

আবদুল্লাহ বিন আরবাকাত বললো—

ঃ হে আল্লাহর রাসূল ! রোদ আর গরম বাতাস পেরেশান করে দিচ্ছে। পিপাসায় আমাদের জীবন বিপন্ন হয়ে যাবার সম্ভাবনা।

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন—

ঃ আবদুল্লাহ ! এত অল্প বিপদে ঘাবড়ালে চলবে না। মুসলমানরা কি বিপদে আছে, কি কষ্ট করছে, কত অত্যাচার নির্যাতন সহ্য করছে তা কি দেখেছো ? মনে হলে আমার দুঃখ হয়। মুসলমানদের নজীরবিহীন ধৈর্য সহ্য দৃঢ়তার কথা মনে হলে আমি তাদের জন্য দোয়া করি। এসব কাফেরদের বদদোয়া করার জন্য আমাকে বলা হচ্ছে। আমি কিভাবে বদদোয়া করবো। তারা অবুঝ। আমাকে বুঝছে না। আমাকে বুঝলে, আল্লাহকে চিনলে এরূপ তারা করতো না। একদিন তারা ইসলামের দিকে ঝুঁকে পড়বে। কালেমা পড়বে। আবদুল্লাহ ! প্রত্যেক দুঃখের পর সুখ। হিরা ঘষতে ঘষতে তা সুন্দর হয়। সোনাকে আগুনে তাপ দিতে দিতে তা ঝকঝক করে উঠে। ঘাবড়াবার কিছু নেই।

সফরকারী কাফেলা বালুর পাহাড় অতিক্রম করে কিছুদূর যাবার পর খেজুর গাছ দেখতে পেয়ে খুশীতে আটখানা। বালুময় মরুভূমিতে শান্তির প্রতীক খেজুর গাছ দেখলে মুসাফিরের খুশীর সীমা থাকে না। অনারবরা এ খুশী অনুভব করতে পারবে না। খেজুর গাছ দেখার পর উটগুলো আরো দ্রুতগতিতে চলে তাড়াতাড়ি ওখানে পৌছে গেলো।

উট আসার শব্দ শুনে খেজুর গাছের তলার তাঁবু হতে এক বৃদ্ধা বেরিয়ে এলো। হযরত আবু বকরকে দেখে আনন্দে চীৎকার দিয়ে উঠে বললো—

ঃ আবু কুহাফার ছেলে সম্মানিত মেহমান ! আজ আমার ঘরে। তোমার সাথে ইনি কে ?

ঃ ইনি আমার দীনের পথ প্রদর্শক।

ঃ ইনি কি মুহাম্মদ ? আমেনার সৌভাগ্য মণি। আরবের সূর্য সন্তান।

www.amarboi.org

আপনাকে শুভেচ্ছা স্বাগতম। বনু খাজয়ায় এ বৃদ্ধা উম্মে মাবাদের সালাম গ্রহণ করুন।

আবু বকর একজন ব্যবসায়ী ছিলেন। এর আগেও তিনি ব্যবসার কারণে মদীনায় এসেছিলেন। মদীনার অনেকেই তাকে চিনতেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের গঠন প্রকৃতি, সুন্দর চেহারা আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব মানুষের উপর দারুণ প্রভাব ফেলতো। মানুষ তাঁকে দেখলেই বুঝতেন ইনি কে? বৃদ্ধা আবু বকরের কথার ইশারায় বুঝে ফেলেছেন ইনি কে?

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও আবু বকর তাদের সকল সফর সঙ্গীসহ সর্বপ্রথম এই বৃদ্ধা উম্মে মাবাদের তাঁবু মেহমান হলেন। সাদামাটা তাঁবু। হুজুর তার তিনজন সফর সঙ্গীসহ এ তাঁবু বসলেন। উম্মে মাবাদ পাল চরাবার ময়দানে গিয়ে তার পাল থেকে দুধ দোহন করে আনতে রওনা দিলে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাধা দিলেন। বললেন—

ঃ এত প্রখর রৌদ্র তাপে বালু ঝড়ের মধ্যে দিয়ে দূরে যাবার দরকার নেই। তোমার ঘরের দরযায় যে ছাগটি আছে এর থেকে দুধ দোহন করে নাও।

ঃ বৃদ্ধা ছাগ হতে দুধ পাওয়া যাবে না। আপনি আমাকে আমার পালের কাছে যেতে অনুমতি দিন।—উম্মে মাবাদ বললো।

ঃ ছাগটি আমার কাছে নিয়ে এসো।

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছাগটির বানে হাত লাগিয়ে বাট ধরে টান দিলে ভাণ্ড পুরে গেলো দুধে। এ দুধ সকলকে পান করালেন উম্মে মাবাদ। উম্মে মাবাদ সহ সকলের চোখের সামনে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ মুজেযা অবলোকন করে সবাই বিস্মিত হয়ে গেলো।

উম্মে মাবাদের তাঁবুতে আরাম করার পর জোহর নামায আদায় করে আবার রওনা হলেন সামনের দিকে। আমাজ নামক স্থানে পৌঁছার পর মক্কার ব্যবসায়ী কাফেলা শাম হতে দেশে ফিরার পথে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে দেখা। এ কাফেলায় জুবাইর ইবনুল আওয়ামও ছিলেন। তিনি ছিলেন আসমার স্বামী আবু বকরের জামাতা। তিনি জিজ্ঞাসু চোখে হুজুরের দিকে তাকালে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন—

ঃ মক্কাবাসীরা আমাকে মক্কায় থাকতে দিলো না। বাধ্য হয়েই আমি মদীনায় হিযরাত করছি।

ঃ আপনারাই যদি মক্কায় না থাকলেন, আমি আর ওখানে গিয়ে কি করবো। আমিও আপনাদের সাথে থাকবো এখানে।—জুবাইর বললো।

ঃ এ কাজ ঠিক হবে না। তুমি মক্কায় যাও। সব কাজকাম ঠিক করে তবে মদীনায় চলে এসো।—হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন।

www.amarboi.org

ঃ আচ্ছা ঠিক আছে। আমি শাম থেকে আপনাদের দু'জনের জন্য কিছু পোশাক এনেছি। এগুলো দয়া করে রেখে দিন।—বললেন জুবাইর। তারপর তিনি রওনা হয়ে গেলেন মক্কার দিকে।

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাথীদের নিয়ে আবার চললেন মদীনার পথে। রাতে এক জায়গায় অবস্থান নিলেন। সকালে আবার রওনা হলেন। মক্কার কাফেররা তাদেরকে খুঁজতে খুঁজতে এদিকে আসবেন আশংকায় সচরাচর চলার পথ বাদ দিয়ে আবদুল্লাহ উন্মুক্ত ময়দান দিয়ে পথ চলতে শুরু করলো। সারাদিন ময়দান দিয়ে চলার পর সন্ধ্যা হয়ে গেলো। ময়দানেই রাত কাটালেন তারা। ভোরে আবার শুরু করলেন সফর। বালুময় স্থান অতিক্রম করে জুল আদওয়াইন এলাকা হয়ে দুপুরের কাছাকাছি সময়ে জুসুলুস বিরাট বালু প্রান্তরে গিয়ে পৌছলেন। এখানে গিয়েই দেখতে পেলেন কিছু তাঁবু। তাঁবুর সামনে কিছুলোক বসে কথা বলছে।

দুপুরের সময়। পিপাসায় কাতর সকলেই। তাই তারা উট চালিয়ে তাঁবুর দিকে গেলেন। তাঁবুর লোকেরা সফরকারী দল দেখে এদিকে এগুলেন। সকলের আগে ছিলো একজন আধা বুড়া লোক। স্বাগত জানিয়ে বললো, হে জুসুলুস অতিক্রমকারী কাফেলা, এসো তোমরা বনি যুলহমের তাবুতে এসে আরাম করো। আবু বকর এ সময়ে বললেন, মুসাফির নিওয়াজ আরব বুদ্দরা। আমরা পিপাসিত। পানি দাও পান করতে। আধা বুড়ো লোকটি আবু বকরকে চিনে ফেললো। হে আবু কুহাফার ছেলে ! আমরা কত ভাগ্যবান। মক্কার শ্রেষ্ঠ ব্যবসায়ী। আজ আমাদের মেহমান। তোমরা আমাদের তাঁবুতে বসো প্রথম। পানি কি ? আমরা দুধের ব্যবস্থা করছি। দুধ এলো। তৃপ্তি সহকারে দুধ পান করলেন সকলে।

তাঁবু হতে আরো অনেক লোক বেরিয়ে এলো। সংখ্যা প্রায় সত্তর। সফরকারী মুসাফির দেখে তারাও খুশিতে আত্মহারা। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও আবু বকর সহ সকলকে কম্বলের ফারাশে বসালেন। সকলেই হুজুরের দিকে তাকাচ্ছেন অপলকনেত্রে। কিছু জানতে চাচ্ছেন তারা। জিজ্ঞেস করতে পাচ্ছে না সাহস। আবু বকর জিজ্ঞেস করলেন তাদের দলপতিকে—

ঃ হে ভাই ! আপনি কে ? কি নাম আপনার ?

ঃ আমি বুরাইদা। এই কাবিলার সরদার আমি। দু' সপ্তাহ হলো আমরা এখানে এসেছি। আমরা সংখ্যায় সত্তরজন।

ঃ কোথায় যাবেন আপনারা।—জিজ্ঞেস করলেন আবু বকর।

ঃ বদ্দু জীবনযাপনের উদ্দেশ্যেই নেমেছি। এখন এ জায়গায় অবস্থানের ইচ্ছা।—উত্তরে বললেন দলপতি।

www.amarboi.org

ঃ ইনি কে ?

ঃ ইনি আল্লাহর রাসূল।—বললেন আবু বকর।

ঃ ইনিই মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।—বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করলো বুরাইদা।

কিছুটা ক্ষেদ প্রকাশ করে বুরাইদা বললো—

ঃ ইনি আমাদের মাবুদদের বদনাম করেন। আমাদের ধর্মকে বাতিল বলেন। আমাদের সম্মানিত লোকদেরকে খারাপ বলেন।

এ সময় হুজুর নিজেই বলে উঠলেন—

ঃ বুরাইদা ! আমি কিছু কথা বলছি। তা শুনো। প্রত্যেকটা হুঁশিয়ার লোকের উচিত প্রথমে মনোযোগ দিয়ে শুনা। ঠাণ্ডা মাথায় এসব কথা চিন্তা-ভাবনা করা। তারপর বিবেক বিবেচনা তাকে যে নির্দেশ দেয় তা-ই তার মানা। এরপর তিনি বুরাইদাকে সহ সকলকে আল্লাহর অকাট্যতা ও মূর্তির অসারত্তা সম্পর্কে মর্মস্পর্শি ভাষায় নাতিদীর্ঘ বক্তব্য শুনাতে লাগলেন।

বুরাইদা ও তার সাথীগণ মনোযোগ দিয়ে হুজুরের কথা শুনতে লাগলেন। তারা হুজুরের যুক্তিতে প্রভাবিত হয়ে পড়লেন। গোত্রের সকলে সহ বুরাইদা মুসলমান হয়ে গেলেন। এত সংখ্যক লোকের একত্রে এক জায়গায় মুসলমান হবার ঘটনা এই-ই প্রথম।

ঃ হুজুর আপনি এখন কোথায় যাচ্ছেন।—জিজ্ঞেস করলো বুরাইদা।

ঃ মদীনা।—জবাব দিলেন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

ঃ সোজা পথ ছেড়ে এ পথে কেনো।

ঃ আমার দেশের লোকেরা আমার ও সাথীদের উপর চরম নির্যাতন চালাচ্ছে। তাই মদীনায় হিযরাত করছি। তারা পেছনে পেছনে আমাদেরকে খুঁজতে আসতে পারে আশংকায় পরিচিত পথ ছেড়ে এ পথে আসছি।

ঃ মদীনাবাসী আপনাকে ও সাথীদেরকে নির্যাতন করবে না এর নিশ্চয়তা কি ?

ঃ সে নিশ্চয়তা পেয়েছি। তাছাড়া আল্লাহও আমাকে মদীনায় হিযরাতের হুকুম দিয়েছেন।—বললেন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

ঃ তাহলে আমরাই আপনাকে মদীনায় পৌঁছিয়ে দিয়ে আসি।—বললো বুরাইদা।

তার প্রস্তাবে হুজুর রাজী হলেন। হলেন খুশীও। অল্প সময়ের মধ্যেই বুরাইদা তাঁবু ভেঙ্গে তৈরি হয়ে সকলকে নিয়ে হুজুরের কাছে এলেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও ইতিমধ্যে তাঁর যা ছিলো সব নিয়ে তৈরি হয়ে গেলেন। একটি সবুজ রঙ্গের চাদর একটি নেজার সাথে বেঁধে বুরাইদা বললো, হুজুর এটাই হলো ইসলামের পতাকা। মুসলমানদের জাতীয় পতাকা।

www.amarboi.org

মুসলমানদের সৌর্যবির্যের প্রতীক এ পতাকা। হুকুম দিলে আমরা পতাকা উড়িয়ে রওনা হবো।

বুরাইদা 'আল্লাহু আকবার' তাকবীর ধ্বনি দিয়ে পতাকা উড়িয়ে হুজুরের সাথে সাথে চলতে শুরু করলেন বিরাট কাফেলা নিয়ে। উটের এক দীর্ঘ বহর। অত্যন্ত শান-শওকতের সাথে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জুল আদওয়াইন এলাকা পার হতে লাগলেন। তাঁর দু' পাশে তার সাথীদের এক বিরাট দল।

৪৭

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনায় আগমন করছেন, এ খবর ঘরে ঘরে ছড়িয়ে পড়েছে। সেখানে কাফের আর ইহুয়াদীদের সংখ্যা যথেষ্ট। মুসলমানও কম ছিলো না। মদীনার লোকেরা দলে দলে হয়েছে মুসলমান। মক্কার মুসলমানরা বেশ সংখ্যক হিযরাত করে এসেছে মদীনায়।

মদীনার মুসলমানরা প্রতিদিন কোবা নামক স্থানে এগিয়ে এসে হুজুরের অভ্যর্থনার জন্য দুপুর পর্যন্ত অপেক্ষা করতো। সূর্য মাথার উপর এলে রোদ আর সহ্য করতে পারা যেতো না। হুজুরকে না দেখে তারা ফিরে চলে যেতো মদীনায়। আবার চলে আসতো পরের দিন সকাল বেলা। এদিকে হুজুরকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য মদীনাকে সুন্দর করে সাজানো হয়েছে। মুসলমানদের ঘরে ঘরে আনন্দের ফোয়ারা। সকল গোত্র, সকল খান্দান, প্রতিটি মানুষ আত্মহারা। সকল জায়গা খুশীর গান গাইছে নারী-পুরুষ ও শিশুরা।

হুজুরকে নিয়ে আসার জন্য পাঠানো দূত ফিরে এসে খবর দিলো শীঘ্রই এসে যাবেন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। ঠিক এ সময় একদিন মক্কার দিক হতে ধূলিবালি উড়িয়ে একটি কাফেলাকে মদীনার দিকে আসতে দেখা গেলো। পাশেই ছিলো ইয়াহুদী বসতি। তাদের একজন কাফেলাকে আসতে দেখে বুঝে গেছে মুহাম্মদ আসছেন। অজ্ঞাতসারেই সে উচ্চস্বরে ঘোষণা দিতে লাগলো, হে মুসলমানরা ! তোমরা দুপুরের সুখ নিদ্রা ছেড়ে দিয়ে উঠো। তোমাদের কামনার মানুষ এসে পৌছেছে। এ কণ্ঠধ্বনী দ্রুত প্রবাহিত বাতাসে গোটা মদীনায় ছড়িয়ে পড়লো। নারী-পুরুষ-যুবক-শিশু সকলেই ধাবিত হলো এদিকে। তাদের দেখাদেখি অনেক কাফের ইয়াহুদীও বেরিয়ে পড়লো রাস্তায়। সকলে এসে পৌছলো কোবায়। কোবা ছিলো মদীনা হতে ২/৩ মাইল দূরে মক্কার দিকে।

হুজুরের উট কাফেলার অগ্রভাগে। কোবাতে প্রবেশ করা মাত্র কিশোরী মেয়েরা শিশুরা দপ বাজিয়ে বাজিয়ে গান গাইতে শুরু করলো।

www.amarboi.org

তালাআল বাদরু আলাইনা–মিন সানিইয়াতিল ওয়াদায়ী
ওয়াজাবাশ শুকরু আলাইনা মাদাআ লিল্লাহি দায়ী।

অর্থাৎ আমাদের উপর পূর্ণ চাঁদ উদয় হলো–ছানিয়াতিল ওয়াদায়ীর ঘাঁটিতে।

সময় ছিলো দিন দুপুর। রোদ ছিলো ভীষণ। প্রবাহিত হচ্ছিলো লু-হাওয়া। রোদ আর গরম সকলকে অস্থির করে রাখলেও এদিকে কারো খেয়াল ছিলো না। সকলেই তাঁর মিছিলের সাথে তাল মিলিয়ে চলছে ধীরগতিতে। কাফের ও ইয়াহুদীরাও জশনে জুলুসকে বিস্ময়ের সাথে অবলোকন করছে। কদমে কদমে শ্লোগান উঠছে নারায়ে তাকবারী—আল্লাহু আকবার। চারিদিকে গুঞ্জরিত হয়ে মুখরিত করে তুলেছে পরিবেশ।

যার হাতে হুজুরের উটের লেগাম ছিলো সে ছিলো হুজুরের নানার গোষ্ঠীর। তার নাম কুলসুম বিন হদম। মদীনা হতে আগতদের মধ্যে সাআদ বিন মাআজও ছিলো। আওস বংশের প্রখ্যাত শাখা আবদাল আশহালের সরদার এবং সামষ্টিকভাবে সমগ্র গোত্রের বড় নেতা। হুজুরের কাফেলার আরোহীদের শান-শওকাত দেখে জোশে ঘোড়া হতে লাফিয়ে পড়লেন। সাথে সাথে হুজুরের উটের লেগাম ধরে হাঁটতে লাগলেন। সায়াদের হুজুরের উটের লেগাম ধরে হাঁটা দেখে তার গোষ্ঠীর লোকদের উপর তার বেশ প্রভাব পড়লো। তারা বুঝলো এখন বড় ছোটের মাঝে থাকবে না আর কোনো পার্থক্য। মালিক চাকর এক হয়ে গেছে।

কোবার মাঝ পথে মিছিল চলছে। এ সময় হাড় গলা এক কাফের আজীব ধরনের আকৃতি নজরে পড়লো। মিছিলের বিশালতা দেখে সে বলে উঠলো, মদীনা হতে আজ থেকে মূর্তিপূজার চির অবসান ঘটলো। মিছিল যত চলছে, বিশালতা ও লোক তত বাড়ছে। এভাবে মিছিল কুলসুমের বাড়ীর কাছে পৌছলে তার দাওয়াতে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওখানে অবতরণ করলেন। কুলসুম মেহমানদারী করলেন। এখানেই সাআদ বিন মায়াজ হুজুরের সাথে পরিচিতি হলেন। অন্যান্য নেতৃস্থানীয় লোকদেরকেও তিনি পরিচয় করিয়ে দিলেন।

৪৮

চৌদ্দ নবুবী সনের আট রবিউল আউয়াল সোমবার হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আগমন করলেন কোবায়। প্রথম দিন পারস্পরিক পরিচয়েই গেলো চলে। দ্বিতীয় দিনও মানুষের আসা-যাওয়া চলতেই থাকলো। কুলসুমের বাড়ী বড় হলেও হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাআদ বিন খামিসার বাড়ীকেই জনসাধারণের সাথে সাক্ষাতদানের জন্য নির্দিষ্ট করলেন।

www.amarboi.org

সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত হুজুরের দরবারে লোক সমাগম হতো। দীনের কথা শুনতো। কুরআন তিলাওয়াত করে মুখস্ত করতো। নামায আদায় করতো। এভাবে সাআদের বাড়ীতে জনসমাগম হতে থাকতো। এ দিনেই হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একখণ্ড প্রশস্ত জমি নির্বাচন করে এখানে মসজিদ তৈরির নির্দেশ দিলেন। কোবাবাসী মসজিদ বানাতে লাগলো। মসজিদে কোবা ইসলামের প্রথম মসজিদ। হুজুর নিজের পবিত্র হাতে এ মসজিদের ভিত্তিস্থাপন করেন। চারদিন পর্যন্ত হুজুর এ মসজিদে অবস্থান করেন। ৪র্থ দিনে জুমাবারে ১২ রবিউল আওয়াল ফযরের নামায আদায় করে মদীনার পথে রওনা হলেন তিনি। কোবাবাসী অনিচ্ছা সত্ত্বেও হুজুরকে বিদায় জানালেন। তাদের সফর প্রস্তুতি গ্রহণের সময়ই হযরত আলী শ্রান্ত-ক্লান্ত হয়ে এখানে এসে পৌঁছলেন। তার কাছে হুজুর মক্কার খোঁজ-খবর নিলেন। আমানতের জিনিস পত্র পৌঁছে দেবার খবর জানলেন। প্রকৃতপক্ষে আলী গারে ছাওর থেকে হুজুরের রওনা হবার পরের দিনই মদীনার পথে যাত্রা শুরু করেন।

এবার এ কাফেলার সাথে নতুন করে যোগ দিলেন হযরত আলী। মদীনাবাসী কোবার চেয়েও বেশী শান-শাওকতে সম্বর্ধনা জানালেন হুজুরকে। পুরুষ-নারী-বালক-বালিকা সকলে অপেক্ষায়। সকলে গজল-গান গাইছে। আনন্দে সকলে মাতোয়ারা। দূর থেকে উটের কাফেলা দেখে বজ্র নিনাদে ধ্বনি উঠলো 'আল্লাহু আকবার'। গোটা মদীনা প্রতিধ্বনীতে উঠলো গুঞ্জরিয়ে। গাছে চড়ে ছাদে উঠে পথের দু' ধারে অগণিত মানুষ দেখছে এ অকল্পনীয় দৃশ্য।

মিছিল শান-শওকাতের সাথে মদীনার বনু সালেমে পৌঁছলো। তখন দুপুর। জুমাবার। মিছিল থামাবার হুকুম দিলেন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। উট থেকে হুজুর নামলেন। একটা বিরাট প্রশস্ত ময়দানে সকলে একত্র হলেন। এ ময়দানেই হুজুর জুমআর নামায পড়ালেন। খোতবায় তিনি আল্লাহর পরিপূর্ণ পরিচয় দিয়ে বক্তব্য রাখলেন। বক্তব্য রাখলেন মুসলমানদের দায়িত্ব কর্তব্য সম্পর্কে হিদায়াত দিয়ে। তিনি বললেন, এ দুনিয়ার জীবন ক্ষণিকের। আসল জীবন পরকালের। যারা ক্ষণিকের জীবনের জন্য প্রাণপাত করেন তারা ক্ষতিগ্রস্ত। যারা অনাদি অনন্তকালের জীবনকে লক্ষ্য রেখে এ দুনিয়ায় কাজ করেন তারা কামিয়াব। মদীনায় এটাই হুজুরের প্রথম জুমআর খোতবা।

এখান থেকে জুমআর নামায আদায়ের পর হুজুরের কাফেলা আবার চলতে শুরু করলো সামনের দিকে। সকল গোত্রের লোক হুজুরের উটের লেগাম ধরতে এলে এক জানজটের সৃষ্টি হলো। সকলে চাইলো হুজুর তাদের গোত্রে গিয়ে অবস্থান নিক। তারা স্ব স্ব অধিকার প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় লিপ্ত। এ অবস্থা দেখে হুজুর বললেন, তোমরা সকলে উটের লেগাম ছেড়ে দাও। আল্লাহর তরফ থেকে উট হুকুম পেয়েছে। যে মহল্লায় উট নিজে নিজে বসে

www.amarboi.org

যাবে সে মহল্লায়ই আমি অবস্থান গ্রহণ করবো। সকলে সরে গেলো। উট চললো আপন গতিতে। পর পর উটের সারি। মানুষ চলছে পিছনে পিছনে মিছিলে মিছিলে। অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে উটের দিকে তাকিয়ে সকলে। চলতে চলতে উট বনু বিয়াজা মহল্লায় পৌছলো। এখানকার সরদাররা দৌড়ে এসে উটের লেগাম ধরে ফেললো। উট ছেড়ে দিতে তাদেরকে বললেন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। চলছে উট আপন মনে তার গতিতে। এভাবে বনু সায়েদায় পৌছলো উট। এখানেও গোত্রীয় সরদারগণ এসে উটের লেগাম ধরলো। হুজুর এদেরকেও বিরত রাখলেন। বললেন, চলতে দাও উটকে। এবার উট পৌছলো বনু হারেস মহল্লায়। এ মহল্লার নেতারাও একইভাবে হুজুরের উটের লেগাম ধরতে চাইলো। হুজুর নিষেধ করলেন। উট চলছেই চলছে। উট পৌছলো এবার বনুল বুখার মহল্লায়। এ গোত্রের লোকজন আবদুল মুত্তালিবের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক আছে দাবীতে এগিয়ে আসলো উটের লেগাম ধরতে। এদেরকেও হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাধা দিলেন। উট ছেড়ে দিলো তারা। এবার কিছুদূর এগিয়ে গিয়ে বনুল মুলক বিন আল বুখার মহল্লায় এসে অনাবাদি ফসলি জমিতে গিয়ে দাঁড়িয়ে গেলো উট। একটু পরেই উটটি বসে পড়লো। ঘাড় মাটির সাথে মিশিয়ে ফেলে লেজ নাড়তে লাগলো। অর্থাৎ মঞ্জিলে মাকসুদে এসে গেছে।

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নেমে পড়লেন। তাকে দেখে সকলেই নেমে পড়লো। এ ভূখণ্ডের সাথেই ছিলো হযরত আবু আইউব আনসারীর বাড়ী। স্বপ্নেও তিনি ভাবেননি হুজুরের বাড়ী তার বাড়ীর পাশে হবার মতো সৌভাগ্য তার হবে। একটু পরেই হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবু আইউব আনসারীর ঘরে গমন করলেন।

৪৯

হারিস ও তার সাথীগণ ছোট ছোট কবুতর যবেহ করে শুকিয়ে শুকিয়ে তাদের থলিতে ভরে নিয়েছিলো প্রচুর পরিমাণে। যে সময় তাদের জীবন ওষ্ঠাগত ছিলো, সে সময় তারা পেয়েছিলো কবুতর দিয়ে আল্লাহর রহমত। তারা কৃতজ্ঞ আল্লাহর কাছে। এসব কবুতর আকারে অন্য সব দেশের কবুতর থেকে বড়। স্ত্রী কবুতরগুলো অনেক ডিম পাড়ে। সূর্যের তাপে এসব ডিম হতে বাচ্চা ফুটে। দু' চার দিনেই এরা উড়তে শুরু করে।

হারিস ও তার সঙ্গীগণ এখন অনেকটা সুস্থ্য। অনায়াসে ভ্রমণ করতে পারে। তাই তারা গন্তব্যের দিকে পথ ধরলো। শুকনা কবুতর জমা রেখে পথে পথে তাজা কবুতর ধরে খেতো। কিন্তু তারা পথের দিশা পেতো না। অনেক সময় তারা ঘুরে ফিরে একই জায়গায় এসে পৌছতো। অনেক দিন এভাবে

www.amarboi.org

হেঁটে হেঁটে যখন তারা এই বালুকাময় প্রান্তর থেকে বেরুতেই পারছিলো না। হারেস একদিন সকলকে উদ্দেশ করে বললো, সাথীগণ! ভাগ্যে কি আছে জানি না। একবার আমরা খাবার না পেয়ে মৃত্যুর পথে যাত্রা করেছিলাম। অগত্যা আমরা না দেখা খোদার উপর ঈমান এনে তার কাছে দোয়া করেছিলাম। তিনি আমাদের ক্ষুত পিপাসার হাত থেকে রক্ষা করেছেন কবুতর পাঠিয়ে। এখন আমরা পথহারা হয়ে একই জায়গায় ঘুরছি বহুদিন থেকে। গন্তব্যে পৌছার পথ খুঁজে পাচ্ছি না এসো আবার আমরা মুহাম্মদের খোদার কাছে দোয়া করি তিনি যেনো আমাদেরকে এ ময়দান থেকে বের হয়ে সঠিক পথ ধরার শক্তি দেন।

তাই হলো। সকলে মিলে আল্লাহর কাছে দোয়া করলো। পথ চলতে শুরু করলো আবার তারা। উট চলছে নিজস্ব মেজাযে। সকলের সামনে হারেসের উট, দুই টিলার মাঝামাঝি দিয়ে চলছে কাফেলা। হারিস উটকে বাম দিকে চলার জন্য ইশারা করলো। ওদিকে না চলে উট দাঁড়িয়ে গেলো। এবার ঢিল দিলে উট ডান দিকে চলতে শুরু করলো।

হারেস বললো, হে বনু বকরের লোকেরা। উটকে আমি বা দিকে চলতে ইশারা করলে, বা দিকে না চলে ডান দিকে চলা শুরু করে। উটকে কি তার ইচ্ছার উপর ছেড়ে দেবো ? সকলে বলে উঠলো, তাই করো। হতে পারে আল্লাহর কুদরতে উট আমাদেরকে মৃত্যু ময়দান থেকে বের করে নিবে।

হারিস উটের লেগাম ঢিল দিয়ে তাকে তার ইচ্ছা মতো চলার জন্য ছেড়ে দিলো। ডান দিকে চলতে শুরু করলো উট। দুই টিলার মাঝখান দিয়ে অনেক দূর পর্যন্ত চললো উট। রাত শেষ হতে বেশী সময় নেই। বাকী ডান দিকের টিলা শেষ হয়ে গেলো। সামনে পড়লো খোলা ময়দান। তার একটু দূরেই নজরে পড়লো খেজুর বাগান। এ বাগানের দিকে দ্রুত চললো উট। বাগানে প্রবেশ করেই তারা কিছু লোককে দেখতে পেলো। এদের শব্দ পেয়ে ওরা উঠে বসলো। উট থামিয়ে দিয়ে হারেস জিজ্ঞেস করলো—

ঃ তোমরা কে ?

ঃ আমরা বিখ্যাত বনু কাহতান বংশের লোক।—উত্তর দিলো একজন।

উত্তর শুনে হারিস সহ সকলের শরীরে যেনো বিদ্যুত চমকে গেলো। কোষমুক্ত তরবারি হাতে নিয়ে লাফিয়ে পড়লো উট থেকে সকলে এক সাথে। গর্জন দিয়ে বলে উঠলে হারিস—

ঃ বনু কাহতান বংশের কাপুরুষ ডাকু, বদমাআশ, লুটেরা কমিনের দলেরা হুঁশিয়ার ! আমরা বনু বকর বংশের লোক। পাঁচ বছর আগে তোমরা আমাদের বংশের লোকের উপর হামলা করেছো। আমাদের ভাইদেরকে করেছো হত্যা। নারী ও যুবতী মেয়েদেরকে করেছো গ্রেফতার। আজ আমরা এর প্রতিশোধ নেবো। এসো আমাদের মুকাবিলা করো।

www.amarboi.org

উভয় পক্ষে শুরু হলো যুদ্ধ। কাহ্তান বংশের লোক সংখ্যায় কম। বকরেরা সংখ্যায় অনেক বেশী। বনু কাহ্তানকে ঘিরে ফেললো তারা। চাঁদ রাত। সাদা তরবারি চমকাতে লাগলো। উভয়ে বেশ জোশে বাহাদুরীর সাথে লড়ছে। কিন্তু কিছু সময়ের মধ্যে কাহ্তান বংশের কয়েকজন লোক নিহত হয়ে গেলো। ভীত হয়ে কাহ্তান আত্মসমর্পণ করলো। তারবারি দিলো ফেলে। হুংকার দিয়ে বললো হারিস—

ঃ কাপুরুষের দল ! নারীদের সাথে তরবারি বেশ পরিচালনা করতে পেরেছো। আর এখন পুরুষের সাথে করছো আত্মসমর্পণ। হে বকরের লোকেরা এদের সকলকে গ্রেফতার করো। সারারাত আমরা সফর করেছি। এখন যুদ্ধ হলো। পরিশ্রান্ত আমরা। তাঁবু গাড়ো। বিশ্রাম নাও।

৫০

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবু আইউব আনসারীর বাড়ীতে অবস্থান নিলেন। তার বাড়ীর সামনে কিছু খালি জমি পড়েছিলো। মুসলমানরা এখানে একত্রিত হতো। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এখানে এসে তাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিতেন। মক্কা হতে আগত মুহাজিরদেরকে মদীনার আনসারগণ ধারণার অতীত সাহায্য সহযোগিতা দিতে লাগলেন। মুহাজির ও আনসাররা হয়ে গেলেন পরস্পর ভাই ভাই।

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদিন আবু আইউব আনসারীর বাড়ীর সামনের খোলা ময়দানে উপস্থিত জনতার উদ্দেশ্যে 'প্রকৃত ভাই' কাকে বলে–এ বিষয়ের উপর দীর্ঘ বক্তব্য পেশ করেন। তিনি বলেন, মানুষ যখন বিভ্রান্ত হয়ে গাছ-পালা, পাথর-মূর্তি, পানি ও জীবজন্তুর পূজা শুরু করে ও আল্লাহকে ভুলে যায় তখন আল্লাহ রাসূল পাঠিয়ে তাদেরকে সিরাতুল মুস্তাকিমে এনে গোমরাহী ও পথভ্রান্তি হতে নাজাত দান করেন। তিনি বলেন ঃ এ মাটি হতে আল্লাহ হাজারও নবী পাঠিয়েছেন। সর্বশেষ নবী হিসেবে পাঠিয়েছেন আমাকে। আমার পর আর কোনো নবী আসবেন না। কুরআন আল্লাহর পাঠানো শেষ আসমানী কিতাব। এরপর কোনো কিতাব নাযিল হবে না। তাই এ কিতাব কিয়ামত পর্যন্ত একটি জের যবর সহ অবিকৃত থাকবে। সকল মুসলমান ভাই ভাই। একজন মুসলমান আর একজন মুসলমানের কাছে তার আপন ভাইয়ের চেয়েও আপন—যদি আপন ভাই মুসলমান না হয়। যে মুসলমান অন্য মুসলমানের সাহায্য করে না—তার বিপদে আপদে শরীক হয় না বা তার সাথে হিংসা ফাসাদ করে, শত্রুতা পোষণ করে তার সাথে অথবা কষ্ট দেয় তাকে সে সঠিক মুসলমান নয়। আল্লাহ তার উপর অসন্তুষ্ট হবেন। তার আমল নষ্ট হয়ে যাবে। বলে চললেন তিনি—

www.amarboi.org

অহংকার হলো শয়তানের প্ররোচনা। কোনো মুসলমান ভাইকে নিজের চেয়ে খাটো জানা, গরীব হবার কারণে কাউকে হেয় মনে করা গর্হিত কাজ। কিয়ামতের দিন বংশ কুলের হিসাব নেয়া হবে না। জিজ্ঞাসাবাদ হবে কৃতকর্ম সম্পর্কে।

হে মুসলমানেরা ! তোমরা পরস্পরের সাথে সম্পর্ক মধুর রাখো। কাউকে ছোট মনে করো না। তা না হলে তোমরা দুর্বল হয়ে যাবে। একজন মুসলমান আর একজন মুসলমান থেকে বড় নয়। বরং সকলে সমান। এভাবে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুসলমানদেরকে তাদের পারস্পরিক সম্পর্কের সবদিক আলোচনা করলেন। আনসার ও মুহাজিরগণ শুনলেন মনোযোগ সহকারে হুজুরের এসব কথা। হুজুরের এ বক্তব্যে সকলের প্রতি সকলের আন্তরিকতা ও ভালোবাসা বেড়ে গেলো আরো অনেক। আনসারগণ মুহাজিরদেরকে তাদের উত্তরাধীকার বানিয়ে নিলো। তাদের কারো অধিক স্ত্রী থাকলে তাকে তালাক দিয়ে মুহাজির এক ভাইকে বিয়ে করিয়ে দিতো। এ ধরনের ভ্রাতৃত্ববোধ সৃষ্টি মুসলমান ছাড়া অন্য কোনো জাতির মধ্যে সৃষ্টি হতে আর দেখা যায় না।

বক্তব্য শেষ করে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন—

ঃ যে জমির উপর বসে আমরা এতক্ষণ আল্লাহর বিধানের কথা শুনলাম, তার মালিক কে ?

উপস্থিত জনতার মধ্য হতে মুআজ বিন নসর বললেন—

ঃ হে আল্লাহর রাসূল দুইজন ইয়াতীম বাচ্চা এ জমির মালিক।

ঃ আমি এখানে মসজিদ তৈরি করতে চাই। তোমরা এর উচিত মূল্য নির্ধারণ করে দাও।

ঘটনাক্রমে ঐ ইয়াতীম বাচ্চারাও মজলিশে ছিলো উপস্থিত। তারা বললো–

ঃ হুজুর আমরা রাজী। আপনি মসজিদ তৈরি করুন। কোনো দাম দিতে হবে না। এ জমি আপনার নেক দরবারে নজরানা হিসাবে পেশ করলাম আমরা।

ঃ আমি এভাবে চাই না। আমি চাই তোমরা এর উচিত মূল্য গ্রহণ করবে। এ মূল্য দিয়ে তোমরা ব্যবসা করবে। তোমাদের ব্যবসায় মায়াজ চালাবে।

তাই হলো। হুজুর পরের দিন থেকেই এ জায়গায় মসজিদ তৈরির কাজ শুরু করলেন। এক পাশে হুজুর বাসস্থানও তৈরি হতে লগালো। এ মসজিদই মসজিদে নববী নামে বিশ্ব ইতিহাসে খ্যাত। প্রাথমিক পর্যায়ে পাথর দিয়ে মসজিদের ওয়াল, খেজুরের পাতা দিয়ে ছাদ, আর খেজুরের কাঠের পালা দিয়ে মসজিদ তৈরি হয়ে গেলো। মদীনার মুসলমানরা এ মসজিদে এসে নামায পড়তে লাগলেন হুজুরের পেছনে।

www.amarboi.org

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরপর তার প্রিয় কন্যা ফাতেমা, কুলসুম, সাওদা বিনতে জামআ, উসামা বিন যায়েদ ও তার মা আয়মানকে সিদ্দিকে আকবরের পরিবারের সদস্য সহ ও অন্যান্য মুসলমানকে মক্কায় রয়ে গেছেন তাদেরকে আনার জন্য যায়েদ বিন হারেস ও আবু রাফেকে মক্কায় পাঠালেন।

মদীনায় ও আশেপাশে মুসলমানদের তুলনায় কাফের ও ইয়াহুদীদের সংখ্যা ছিলো বেশী ও শক্তিশালী। হুজুর বুঝলেন যতদিন মুসলমান, ইয়াহুদী ও কাফেররা এক হয়ে না থাকবে ততদিন এখানে নিরাপত্তা নিশ্চিত থাকবে না। তাঁর জানা ছিলো মক্কার কাফেররা মুসলমানদের বিরুদ্ধে মদীনা আক্রমণ করবে। তাই তিনি এ তিন জাতির মধ্যে একটি সন্ধিপত্র ও একে অপরের বন্ধু চুক্তি করিয়ে নিতে মনস্থ করলেন।

একদিন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনার মুশরিক ও ইয়াহুদীদের মান্যগণ্য ও সম্মানিত লোকদের একটি বৈঠক ডাকলেন। এ বৈঠকে মুশকিরদের পক্ষ থেকে আবদুল্লাহ বিন উবাইও উপস্থিত ছিলো। এ আবদুল্লাহ বিন উবাইকে মদীনাবাসীরা বাদশাহ বানাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলো। কিন্তু দু'দিন পরেই মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনায় আগমন করলে তার এ আশা পূর্ণ হলো না। তাই আবদুল্লাহ বিন ওবাই সবসময় মুসলমানদের বিশেষ করে রাসূলের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকতো।

সকলে উপস্থিত হলে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সকলকে উদ্দেশ করে বললেন, হে মদীনাবাসী ! তোমরা নিশ্চয়ই জানো যে, কোনো জাতির সুখ শান্তি উন্নতি ও অগ্রগতি নির্ভর করে সেই জাতির স্থিতিশীলতা, নিরাপত্তা বিধানের উপর। যুদ্ধ ও অশান্তি উন্নতি ও অগ্রগতির পথে বড় বাধা। যুদ্ধ ও নিরাপত্তাহীনতা একটা জাতিকে দুর্বল ও শক্তিহীন করে দেয়। গ্রাম শহর দেশকে ধ্বংস করে দেয়। মানুষকে রাখে সদা উদ্বিগ্নতার মধ্যে নিমগ্ন। তিনি আরো বলে চললেন ঃ

মদীনায় এখন তিন জাতির বাস। মুসলমান, মুশরিক ও ইয়াহুদী জাতি। এ তিন জাতি পরস্পর শত্রুতায় লিপ্ত থাকলে সকলেই দুর্বল হয়ে থাকবো। এ অবস্থায় কোনো বর্হিশত্রু এসে তিন দুর্বল জাতির উপর আক্রমণ করে তিনটি জাতিকেই তাদের গোলামে পরিণত করবে। আর এ তিন জাতি এক থাকলে কোনো শক্তিই চোখ উঠিয়েও এদের প্রতি তাকাতে পারবে না। ঐক্যই শক্তি। তাই আমার প্রত্যাশা তোমরা তিন জাতি মিলে স্বেচ্ছায় পরস্পর বন্ধুত্বের একটি সন্ধিচুক্তিতে আবদ্ধ হবে।

হুজুরের এ ভাষণ সকলকে প্রভাবিত করলো। যুক্তিসঙ্গত কারণ। তাই সকলে রাজী হয়ে এই সন্ধিচুক্তিতে আবদ্ধ হলো। যদিও আবদুল্লাহ বিন ওবাই

www.amarboi.org

ও ইয়াহুদী নেতারা এতে তেমন সন্তুষ্ট ছিলো না। তবু পরিস্থিতির কারণে চুপ থাকতে বাধ্য হলো।

মদীনার সন্ধিচুক্তি ছিলো নিম্নরূপ ঃ

(১) মদীনার সকল জাতি, সকল গোত্র ও খান্দান একত্রে মিলেমিশে থাকবে।

(২) মদীনাবাসীরা নিজেদের মধ্যে কোনো ঝগড়া-বিবাদ হলে নিজেরা মিলে মীমাংসা করে নেবে। যদি ঝগড়া জাতীয় পর্যায়ে হয় ও জাতীয় নেতৃবৃন্দ ফায়সালা করতে না পারে তাহলে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফায়সালা করে দেবেন। তাঁর ফায়সালা সকলে মেনে নেবেন।

(৩) মদীনাবাসী বাইরের কোনো শক্তির সাথে মদীনার কারো বিরুদ্ধে কোনো ষড়যন্ত্র করতে পারবে না।

(৪) মদীনার উপর হামলা করলে তিন জাতি একত্রে তা প্রতিহত করবে।

(৫) মদীনাবাসী মক্কার কুরাইশ অথবা মুসলমানদের শত্রুদেরকে আশ্রয় দিতে পারবে না।

(৬) যুদ্ধজনিত খরচ তিনজাতি সমপরিমাণ সরবরাহ করবে।

(৭) যুদ্ধের ফলাফলও তিন জাতি সমহারে ভোগ করবে।

(৮) যেসব গোত্র মদীনার ইয়াহুদীদের বন্ধু মুসলমানরাও তাদের বন্ধু। আর যেসব গোত্র মুসলমানদের বন্ধু, মদীনার ইয়াহুদীরাও তাদের সাথে বন্ধুসুলভ ব্যবহার করবে।

(৯) মুসলমানদের সাথে কেউ যুদ্ধ করবে না।

(১০) মদীনায় রক্তপাত করা হারাম।

(১১) মাযলুমকে সাহায্য করা সকলের জন্য ফরয।

(১২) এসব শর্ত অমান্যকারী সকল পরিণামের জন্য দায়ী থাকবে।

সন্ধিচুক্তিতে সকল পক্ষ স্বাক্ষর করলো। সকলে চলে গেলে মুসলমানরা জোহরের নামায পড়ে বসলো। এ সময় সাআদ বিন মাআজ বললেন—

ঃ হে আল্লাহর রাসূল ! সকল জাতি তাদের ইবাদাতের সময় এলে তাদেরকে একত্রিত করার জন্য এমন কিছু বাজায় যাতে তারা বুঝে ইবাদাতের সময় হয়েছে। যেমন ঈসায়ী জাতি ঘন্টা বাজায়। ইয়াহুদীরা টালী বাজায়। মুসলমানদেরও এমন কিছু করা উচিত। যা শুনে নামাযের জন্য সকল মুসলমানগণ একত্রিত হয়ে যেতে পারে।

হযরত আবু বকর সিদ্দিক বললেন—

ঃ আমারও মাঝে মাঝে এই প্রস্তাবের কথা মনে হতো।

www.amarboi.org

ঃ উত্তম প্রস্তাব। এখন সকলে এক জায়গায় আছো। চিন্তা করো কি করা যায়।—হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন।

ঃ একটা বড় ঘন্টা বানিয়ে লটকিয়ে রাখা হোক। নামাযের সময় হলে তা বাজালে সকলে বুঝবে নামাযের সময় হয়েছে।—হযরত আলী বললেন।

ঃ এতে কাফেরদের কাজের সাদৃশ্য হয়ে যাবে। এটা ঠিক হবে না।—হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন।

ঃ দফ কোনো জাতি বাজায় না। আমরা দফ বাজাতে পারি।—হযরত মিকদাদ বললেন।

ঃ খেলাধূলায় ব্যবহার করা হয়। এটা করাও ঠিক হবে না।—হুজুর বললেন, দফ।

ঃ কোনো ব্যক্তি উচ্চৈস্বরে নামাযের সময় হয়েছে বলে চীৎকার দিয়ে বলবে।—হযরত ওমর বললেন।

ঃ হ্যাঁ। এটা হতে পারে। এটার নাম হলো আযান। আর যিনি আযান দেবেন তাকে ময়াজ্জেন বলা হবে।—হুজুর বললেন।

সকলে এ প্রস্তাবে একমত হলেন। সুরালা কণ্ঠে উচ্চৈস্বরে আযান দেবার জন্য কাউকে এখনি ঠিক করে ফেলা হোক। এ দু' গুণই বেলালের। তাকেই মুয়াজ্জেন বানানো হলো। আসরের নামাযের সময় হয়ে গেছে। তাই বিলাল উচ্চৈস্বরে সুরালা কণ্ঠে আযান দিলো। সকলে মুগ্ধ হয়ে গেলো। এ দিন থেকে পাঁচ বেলা নামাযের আগে আযান দেবার প্রচলন শুরু হলো।

মদীনার আনসারগণ প্রফুল্লচিত্তে মক্কার মুজাহিরদের সকল প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রাখতে লাগলেন। মুহাজিরগণও আনসারদের কষ্ট বেশী না হয় তার প্রতি লক্ষ্য রেখে কায়িক শ্রম লাগিয়ে কাজকর্ম করে স্বনির্ভর হতে চেষ্টা করতেন—হয়েছেনও তাই। জীবিকা নির্বাহের ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হয়ে মুসলমান ইসলামের দাওয়াতে বেরিয়ে পড়েন। মুসলমানদের আচরণ পারস্পরিক ব্যবহারিক জীবন ইত্যাদি দেখে মদীনার কাফেররা দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করতে লাগলেন। এদের মধ্যে দু'জনের ইসলাম গ্রহণে মদীনায় ব্যাপক সাড়া পড়ে গেলো। এদের একজন হলেন আবদুল্লাহ বিন সালাম।

আবদুল্লাহ বিন সালাম ছিলেন একজন প্রভাবশালী নামকরা ইয়াহুদী। তাওরাত কিতাবের উপর খুব পারদর্শি তিনি। সমগ্র ইয়াহুদী জগতে তাকে সকলে একনামে চিনতো। ইসলামের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। তার ইসলাম গ্রহণে ইয়াহুদী জাতি বিস্ময় বিমূঢ়।

আর দ্বিতীয়জন হযরত সালমান ফার্সি। সালমান ছিলেন অগ্নিপূজক। পারস্য দেশের লোক। ধর্ম পরিবর্তন করে খৃষ্টান ধর্মে দিক্ষীত হয়েছেন। পারস্য হতে শাম দেশে চলে এসেছিলেন। ওখান থেকে তিনি মোসাল ও নাসিবাইন হয়ে

www.amarboi.org

উমুরিয়া চলে যান। ওখানে একজন বৃদ্ধ বড় পাদ্রী মৃত্যুর সময় সালমান ফার্সিকে বলে গিয়েছিলেন, অচিরেই মক্কায় একজন শেষ জামানার নবী জন্মগ্রহণ করবেন। তিনি দেশবাসীর অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে মদীনায় হিজরাত করবেন। তার ধর্মের নাম হবে ইসলাম। তুমি ইসলাম গ্রহণ করে মুসলমান হয়ে যাবে।

তাই সালমান ফার্সি মদীনায় চলে এলেন। হুজুরের সাক্ষাত প্রতীক্ষায় ছিলেন। সালমান ছিলেন অগ্নিপূজক। ইয়াহুদী নাসারাদের কিতাব পড়ছিলেন। খুব বড় আলেম বলে সকলে তাকে জানতো। প্রত্যেক শ্রেণীর লোকজন তাকে সম্মান করতো। এ সালমান ফার্সিও অবশেষে মুসলমান হয়ে গেলেন। তাঁর ইসলাম গ্রহণেও সকল দলের উপর বেশ প্রভাব বিস্তার করলো।

এরি মধ্যে হুজুরের বাসস্থান তৈরি হয়ে গেলো। মক্কা হতে হুজুর ও আবু বকর পরিবারের লোকজন সহ মক্কার অনেক লোকজনকে নিয়ে যায়েদ মদীনায় এসে গেছেন। তাদের সাথে এসেছেন আরো অনেক লোক।

আবু আইউব আনসারীর বাড়ী হতে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নবনির্মিত বাড়ীতে উঠে গেলেন। মক্কার মুসলমানরা এখানে এসে পরিতৃপ্ত হলেন বটে কিন্তু যে কোনো সময় মক্কার মুশরিকরা মদীনায় হামলা করতে পারে এ সন্দেহও তাদের মনে ছিলো।

মক্কার মুসলমানদের সন্দেহ অমূলক ছিলো না। একদিন সকালে তারা মদীনার কাফেরদের খুশীতে আত্মহারা দেখলো। কারণ, তারা জানতে পেরেছে মক্কার কাফেররা অচিরেই মদীনায় মুসলমানদের উপর হামলা চালাবে। হুজুর বুঝলেন তারা সন্ধিচুক্তি ভঙ্গ করেছে। মদীনার মুসলমানরা চুক্তিভঙ্গের জন্য তাদের উপর আক্রমণ করতে অনুমতি চাইলেন। হুজুর বললেন, এখনো যুদ্ধ করার অনুমতি আল্লাহ দেননি। ধৈর্য ধরো। আল্লাহর ইচ্ছার উপর সব ছেড়ে দাও।

৫১

মদীনার আগের নাম ছিলো ইয়াছরাব। ইয়াছরাবে হুজুরের আগমনের পর থেকেই এ শহরের নাম মদীনাতুন্নবী বা নবীর শহর হিসাবে অভিহিত হতে থাকে।

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনার কাফেরদের আচার-আচরণে বুঝে গিয়েছিলেন তারা চুক্তি ভঙ্গ করবে। মুসলমানদের উন্নতি তাদের কাছে ছিলো অসহ্য। হুজুর চেয়েছিলেন শুধু মদীনা নয়, গোটা আরবে শান্তি ও নিরাপত্তা কায়েম করতে। কারণ শান্তি-শৃংখলা ও নিরাপত্তার সময় ইসলাম যেভাবে প্রচারিত ও প্রসারিত হতে পারে যুদ্ধ-বিগ্রহ ও কলহের সময় তা এভাবে বিস্তার লাভ করতে পারে না।

www.amarboi.org

তাই তিনি কাফেরদের সভা-সমিতিতে চলে যেতেন। তাদেরকে শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে বসবাস করতে ও চুক্তির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের উপদেশ দিতেন। কিন্তু মক্কার কাফেরদের মতো মদীনার সগোত্রিয়রাও একই আচরণ দেখাতে শুরু করলো। সামনে সামনে চুক্তি পালন করে চলতে ও শান্তি নিরাপত্তা বজায় রাখার কথা বললেও, একটু আড়াল হলেই মুসলমানদের ক্ষতিসাধনের চিন্তা ও পরিকল্পনা করতো।

এসব নষ্ট ও দুষ্ট চিন্তার মূল নায়কই ছিলো আবদুল্লাহ বিন ওবাই। সে একান্তভাবে চাইতো মুসলমানরা যেনো মদীনা হতে বেরিয়ে যায়। এ উস্কানীর চিন্তা দিয়ে সে মদীনাবাসীকে অনুপ্রাণিত করতো।

শান্তি চুক্তি সম্পাদনের কয়েকদিন পরেই মক্কার একটি প্রতিনিধি দল তার কাছে এলো। তাদের প্রস্তাব ছিলো তোমরা মক্কা হতে আগত মুসলমানদেরকে জায়গা দিয়েছো। হয় তোমরা সকলে মিলে এদেরকে মদীনা হতে উচ্ছেদ করে দাও। না হয় মক্কাবাসীরা তোমাদের উপর আক্রমণ করে তোমাদের পুরুষ, যুবক ও শিশুদেরকে হত্যা করবে। নারী যুবতী মেয়েদেরকে গ্রেফতার করে মক্কায় এনে বিক্রি করে দেবে।

এ খবর পেয়ে আবদুল্লাহ বিন ওবাই খুশী হলো। ডাকলো পরামর্শ সভা। সকল গোত্রের ও শ্রেণীর প্রতিনিধি এলো এতে। মক্কার প্রতিনিধি দলের খবর শুনালো ওবাই এদেরকে। বললো—

ঃ হে মদীনাবাসী ! আমরা কোনো অবস্থাতেই মক্কাবাসীদের হামলা মুকাবিলা করতে পারবো না। আমাদের উচিত মুসলমানদেরকে মদীনা হতে বের করে দেয়া। যদি তারা সহজে যেতে না চায় তাহলে যুদ্ধ করে বের করে দেয়া।

ঃ কিন্তু ওদের সাথে আমাদের সন্ধিচুক্তি রয়েছে। চুক্তি ভঙ্গ করা তো জাতীয় চরিত্র নয়। দুনিয়া আমাদের চুক্তিভঙ্গকারী বলবে। আমার মনে হয় চুক্তি ভঙ্গ করা সমীচীন নয়।—একজন বৃদ্ধ লোক বললো।

ঃ চুক্তি ভঙ্গ কিছু নয়। শক্তি সঞ্চয় হওয়া পর্যন্ত চুক্তি। দেখো ! আমরা যদি মুসলমানদেরকে আমাদের শহর থেকে এখনই বের করে না দেই তাহলে তারা গোটা মদীনা মুসলমান করে ফেলবে। তোমাদের মাবুদদেরকে ভেঙ্গে চুরে ফেলবে। তোমরা কি এটা সহ্য করতে পারবে ?—বললো আবদুল্লাহ বিন উবাই।

ঃ না সহ্য করতে পারবো না।—আওয়াজ হলো চারিদিকে।

ঃ যদি তাই হয় তাহলে মুসলমানদেরকে এ শহর থেকে বের করে দাও। মাত্র কয়েক ব্যক্তির মুখ দিয়ে বেরুলো—বের করে দাও। আর সকলে খামুশ।

www.amarboi.org

এ সময় সভার সকলে শুনতে পেলো একটি গর্জন বাক্য—কখনো বের করে দিতে পারবে না। সকলে সেদিকে তাকিয়ে দেখলো ওদিক থেকে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আসছেন। আবদুল্লাহ বিন উবাইর কাছে এসে একটু থেমে তিনি উচ্চৈস্বরে বললেন ঃ

ঃ মদীনাবাসী ! মক্কার কুরাইশরা ধোঁকা দিয়ে মুসলমানদের সাথে তোমাদের লড়াই বাধাতে চায়। এখনো চিন্তা করো সন্ধিচুক্তি অনুযায়ী একত্রে সুখে শান্তিতে ও নিরাপত্তার সাথে বসবাস করবে কিনা। যদি তোমরা চুক্তিভঙ্গ করো দুনিয়ার কাছে চুক্তিভঙ্গকারী হিসাবে চিহ্নিত হবে। আর কেউ তোমাদের কথায় বিশ্বাসস্থাপন করবে না। যদি তোমরা যুদ্ধ করো তাহলে তোমরা তোমাদের ভাই, তোমাদের স্বদেশবাসী, তোমাদের গোত্রীয় মুসলমান ভাইদের সাথে যুদ্ধ করবে। তোমরা তাদেরকে অথবা তারা তোমাদেরকে হত্যা করবে। এভাবে তোমরা ধ্বংস হয়ে যাবে। আর মক্কাবাসীরা তোমাদের প্রিয় শহর মদীনা দখল করে বসবে। তোমাদেরকে গোলাম বানাবে। এ অপমান ও লাঞ্ছনা তোমরা সহ্য করবে ? আমার মনে হয় সহ্য করতে পারবে না। তাই তোমরা সন্ধিভঙ্গ করো না। মক্কাবাসী হামলা চালালে তোমরা মুসলমানদের সাথে এক সাথে তাদের মুকাবেলা করো। এক থাকলে বিজয় তোমাদের সুনিশ্চিত।

মনোনিবেশ সহকারে সকলে হুজুরের কথা শুনছিলো। বক্তব্য শেষ হবার পর যুক্তিবাদী মানুষেরা হুজুরের কথাকেই সঠিক মনে করলো। তারা সন্ধিচুক্তি বহাল রাখার পক্ষে তাদের রায় দিলো।

আবদুল্লাহ বিন উবাইর প্রত্যাশায় আবার বাধা পড়লো। তার স্বপ্ন স্বপ্নই রয়ে গেলো তারপরও সে সাহস করে বললো, তোমরা কি পারবে না মুসলমানদের হামলা প্রতিহত করতে ? মাত্র কয়েকটি কণ্ঠ ছাড়া কেউ তার সাথে সাড়া দিলো না। আবদুল্লাহ চুপ হয়ে গেলো। লোকেরা উঠে চলে গেলো। মক্কার মিশন ব্যর্থ হলো।

এর কয়েকদিন পরই যুদ্ধের অনুমতি দিয়ে আল্লাহ অহী নাযিল করলেন। এতদিন মুসলমানরা অনুমতির অপেক্ষায় ছিলেন।

একদিন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার সঙ্গী-সাথীদের নিয়ে বসে ছিলেন। হযরত আমীরে হামযা, আলী, সাআদ বিন মাআজ, উসাইদ সহ অনেকেই তার সাথে। এ সময় একজন আরবীয় মুসলমান হুজুরকে খবর দিলেন, আজ মক্কার বিখ্যাত সরদার কুরজ বিন জাবের আমাদের পাল চরাবার জায়গায় অতর্কিত হামলা করে আমাদের অনেক উট ছাগল নিয়ে গেছে। হুজুর জিজ্ঞেস করলেন—

www.amarboi.org

ঃ তারা কত লোক ছিলো ?

ঃ আরবীয় লোকটি বললো, প্রায় তিনশত অভিজ্ঞ যুবক ছিলো।—আরবীয় লোকটি বললো।

ঃ মক্কাবাসীর বাড়াবাড়ি সীমা ছাড়িয়ে গেছে। তিনশত মাইল দূরত্ব অতিক্রম করে মুসলমানদের পাল চরাবার মাঠে পর্যন্ত আক্রমণ করে যুদ্ধের উস্কানী দিচ্ছে। তারা বুঝাতে চাচ্ছে বিশ্বকে, মুসলমানরা দুর্বল। এটা ঠিক নয়।—হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন।

হুজুরের চেহারা লাল হয়ে গেলো। তিনি হযরত হামযাকে ডেকে বললেন—

ঃ চাচা ! আপনি কি শুনেছেন, আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে একটি দল সিরিয়া থেকে আসছে।

ঃ হ্যাঁ ! মদীনায় একথা বেশ রটেছে।—বললেন হামযা।

ঃ আমি এখনো চাইনা মুসলমানরা কাফেরদের সাথে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ুক। কিন্তু মক্কাবাসীদের বাড়াবাড়ি আমাকে চিন্তিত করে তুলেছে। তারা আমাদের পশু চরাবার জায়গায় এসে পর্যন্ত হামলা করে যুদ্ধের উস্কানী দিচ্ছে। ঘোষণা দিচ্ছে যুদ্ধের। এই ঘোষণা গ্রহণ করা আমাদের উচিত।

অনেক পরামর্শ ও আলোচনার পর আবু সুফিয়ানের কাফেলার উপর হামলা করার জন্য আটজনের একটি ক্ষুদ্র দল পাঠাবার সিদ্ধান্ত দিলেন হুজুর।

আবু সুফিয়ানের সাথে কত লোক ছিলো তা জানা না গেলেও এটা সকলেই বুঝতেন আবু সুফিয়ান জাতির অন্যতম শ্রেষ্ঠ নেতা তার সাথে নিশ্চয়ই নিরাপত্তা বাহিনী থাকবে। থাকবে অস্ত্রশস্ত্র। তাই ওবাইদা বিন হারিসের নেতৃত্বে ষাটজনের এক বাহিনী সবুজ রঙ্গের পতাকা হাতে দিয়ে হুজুর সাল্লাল্লাহু আল-াইহি ওয়া সাল্লাম আবু সুফিয়ানের কাফেলার দিকে পাঠালেন।

মদীনার কাফের ও ইয়াহুদীগণ ঘটনাটি বুঝে ফেললো। আবু সুফিয়ানও পেয়ে গেলো খবর। জানাজানি হয়ে গেলো বিষয়টি তাই আবু সুফিয়ান চলার পথ পরিবর্তন করে অন্য পথ ধরলো। আর যমযম বিন ওমরকে মক্কায় পাঠিয়ে মুসলমানদের হামলার আশংকার খবর জানিয়ে এখনই সাহায্য পাঠাবার খবর দিলো।

রাবেগ নামকস্থানে পৌঁছে মুসলমানরা আবু সুফিয়ানের বিকল্প পথে মক্কায় চলে যাবার খবর পেলো। পিছন থেকে ধাওয়া করার হুকুম ছিলো না বলে মুসলমানরা ফিরে এলো। এ অভিযানে ইসলাম ও মুসলমানদের কোনো উপকার বা ক্ষতি হয়নি। যুদ্ধ পর্যন্ত ঘটনা গড়ায়নি। তবে মুসলমানদের নৈতিক বিজয় এটাই যে, একটা ভীতি কাফের মনে গেড়ে বসলো।

www.amarboi.org

এর কিছুদিন পরই জানা গেলো মক্কার কাফেরদের একটা বড় বাহিনী মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য মদীনায় আসছে। খবর শুনে হুজুর পরামর্শ সভা ডাকলেন। পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করে তিনি মতামত আহ্বান করলেন।

হযরত ওমর বললেন—

ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এতদিন আপনি আল্লাহর হুকুম হয়নি বলে আমাদেরকে যুদ্ধ করার অনুমতি দেননি। আমরা যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুত ছিলাম। এখন আল্লাহর হুকুম এসেছে। এখনতো আর পরওয়া নেই। মক্কাবাসী যুদ্ধের জন্য আসছে। আমাদের তরবারি আমাদের মযবুত কব্জি বলে দেবে মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ করা হাসি তামাশার ব্যাপার নয়।

হযরত আবু বকরও একই ধরনের বীরত্বের কথা প্রকাশ করে যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুত বলে জানালেন। এভাবে মক্কার মুহাজিরগণ একের পর এক যুদ্ধের পক্ষে তাদের মতামত পেশ করেছেন। এবার হুজুর মদীনার আনসার মুসলমানদেরকে লক্ষ্য করে তাদের মতামত আহ্বান করলেন।

হযরত সাআদ বিন মায়ায আনসারী উঠে দাঁড়ালেন। বললেন—

ঃ আমরা আল্লাহর উপর ঈমান এনেছি। আল্লাহর রাসূলের উপর ঈমান এনেছি। এটা কি করে সম্ভব আল্লাহর রাসূল যুদ্ধে যাবেন। আমরা বসে থাকবো বাড়ীতে। মক্কার কাফেররা আমাদের মতোই মানুষ। আমরা ওদেরকে ভয় করি না। তাদের সাথে আমরা লড়বো। আমাদের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত লড়বো।

এভাবে হযরত আবু আইউব আনসারী সহ সকল আনসার নেতৃবৃন্দ একই মত প্রকাশ করলেন। হুজুর বললেন—

ঃ আমরা দুর্বল। সংখ্যায় কম। অস্ত্রশস্ত্র নেই আমাদের। যুদ্ধ সামগ্রীও কম। হাতিয়ার নেই। ঘোড়া নেই। কারো থেকে সাহায্য পাবারও নেই কোনো আশা। এ অবস্থায় আল্লাহর সাহায্য এবং আমাদের শক্তি সাহস ও হিম্মতের উপরই নির্ভর করবে এ যুদ্ধ।

মুহাজিরদের পক্ষে হযরত ওমর আর আনসারদের পক্ষ থেকে হযরত সাআদ বিন মাআজ আবারও আল্লাহর উপর অপরিসীম ভরসা ও নিজস্ব সর্বশক্তি নিয়োগ করে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার দৃঢ় সংকল্পের কথা দৃঢ়তার সাথে ব্যক্ত করলেন।

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যুদ্ধের পরিণাম ফল আল্লাহর কাছে কি ? তার দীর্ঘ ফিরিস্তি বর্ণনা করে মুসলমানদেরকে যুদ্ধের জন্য তৈরি হতে বললেন। বললেন আগামীকাল আমরা যুদ্ধ অভিযানে বেরিয়ে পড়বো। মদীনার মুসলমানরা সর্বশক্তি নিয়োগ করে যুদ্ধ প্রস্তুতি নিতে লাগলেন।

হুজুরের ঘোষণা অনুযায়ী সকল মুসলিম যোদ্ধা একত্রিত হলেন ভোর বেলা। এদের মধ্যে বার তের বছরের কম বয়সের ছেলেও ছিলো কিছু। যুদ্ধের

www.amarboi.org

উত্তেজনায় মা-বাপের কোল ছেড়ে জ্বলন্ত আগুনে ঝাঁপ দেবার জন্য ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে। এদেরকে দেখে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, কম বয়সের ছেলেদেরকে ফিরিয়ে দিন। ওদের যুদ্ধে যাওয়া ঠিক হবে না।

হুজুরের কথা শুনে ছেলেরা ভগ্ন মনোরথ হলো। একজন বলে উঠলো—

ঃ হে আল্লাহর নবী ! আমরা কি যুদ্ধের সওয়াব থেকে বঞ্চিত থাকবো।

ঃ যুদ্ধ ভয়াবহ জিনিস। যুদ্ধ ক্ষেত্রের দৃশ্য দেখলে তোমরা ভীত হয়ে পড়বে।—হুজুর বললেন।

কিন্তু ছেলেরা এসব শুনতে চায় না। তারা যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করার অনুমতির জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠলো। তাদের মনের আগ্রহ দেখে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভাবনায় পড়লেন। কিছুক্ষণ পর তিনি একটি নেজা হাতে নিয়ে একটি নিশান দিয়ে ছেলেদেরকে বললেন—

ঃ হে নবীন ছেলেরা ! তোমাদের যে এ নেজার নিশান সমান উঁচু হবে তাকে যুদ্ধে যাবার অনুমতি দেবো। এসো তোমরা এখানে।

ছেলেদের সংখ্যা ছিলো প্রায় ষাট। ছেলেরা মাপে হচ্ছিল না। এদের মধ্যে একজন ছিলো বুদ্ধিমান। সে মাপে আসার জন্য পায়ের উপর ভর দিয়ে দেখালো। হুজুর দেখে ফেললেন তার এ কাণ্ড। তিনি অবশেষে তাকে অনুমতি দিলেন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে।

সর্বশেষ তিনশত তেরজনের এক বাহিনী নিয়ে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যুদ্ধে রওনা হলেন। তাদের সাথে ছিলো সত্তরটি উট। মাত্র দু'টি ঘোড়া। কারো কাছে যদি নেজা ছিলো তো তরবারি ছিলো না। তরবারি ছিলো তো নেজা ছিলো না। তীর আর কামানও ছিলো কম।

এক একটি উটের উপর তিন তিনজন চার চারজন আরোহী ছিলো। তারপরও অনেককে পায়ে হেঁটে যেতে হয়েছে। ওবায়দার জন্য যে পতাকা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তৈরি করেছিলেন আবু বকর সিদ্দিক সেই পতাকা উড়িয়ে সামনে চললো।

৫২

মুসলমানদের আগমনের কথা শুনে আবু সুফিয়ান যমযম বিন ওমরকে সাহায্য পাঠাবার খবর দিয়ে মক্কায় পাঠিয়েছিলো। তাৎক্ষণিকভাবে মক্কার কাফেররা আবু সুফিয়ানের সাহায্য ও মুসলমানদের মুকাবিলা করার জন্য বিশাল বাহিনী পাঠাবার সিদ্ধান্ত নিলো। এক হাজারের একটি বাহিনী রওনা হলো আবু জেহেলের সেনাপতিত্বে। এ বাহিনীতে অন্যান্য নেতাদের মধ্যে ওতবা, শাইবা, ওয়ালিদ, হানজালা, ওবায়দা, আসি, হারেস তারীসা, জামআ,

www.amarboi.org

আকীলসহ প্রায় সকল নেতাই ছিলো। বাহিনী ছিলো সময়ের সেরা বাহিনী। একশত ঘোড়া, সাতশত উট, হাজারের অধিক ছিলো লৌহবর্ম। প্রায় সকলেরই ছিলো যুগোপযোগী অস্ত্রশস্ত্র। কাফেরদের ধারণা ছিলো খুব অল্প সময়ের মধ্যে মুসলমানদেরকে ধ্বংস করে তাড়াতাড়ি তারা মক্কায় ফিরবে।

মদীনার দিকে প্রায় দেড়শত মাইল অতিক্রম করার পর কাফের বাহিনী শুনতে পেলো আবু সুফিয়ান দলবলসহ অন্য পথ ধরে মক্কায় পৌঁছে গেছে। তাদের উদ্দেশ্য ছিলো আবু সুফিয়ানকে সাহায্য করা। তাই অনেকেই এ খবর শুনে মক্কায় ফিরে যেতে চাইলো। কিন্তু আবু জেহেল সকলকে একমত করে বললো, এবারই মুসলমানদেরকে পিষে মারতে হবে। তারা মদীনার দিকে অগ্রসর হয়ে প্রায় দুইশত মাইল দূরত্বে বদর নামক স্থানে গিয়ে পৌঁছলো। বদর ছিলো একটি কূপের নাম। কূয়ার আশেপাশে ছিলো আবাদী গাও-গ্রাম। এ গ্রামের নামও ছিলো বদর। মক্কা মদীনায় যাতায়াতকারী কাফেলা এ জায়গায় এসে অবস্থান গ্রহণ করতো।

মক্কা বাহিনী বদরের যে জায়গায় অবস্থান গ্রহণ করলো তা ছিলো উঁচু ও প্রশস্ত খোলা জায়গা। কূয়া তাদের সেনা চাউনীর মধ্যে পড়লো। তাদের সাথে ছিলো আরবের সুন্দরী মেয়েরা। যারা বাহিনীকে নেচে গেয়ে গরম রাখতো। মদও পান হতো ওখানে। তারা মক্কা হতে প্রায় সোয়া দুইশ মাইল দূরত্ব অতিক্রম করে এসে স্বাভাবিক কারণে ক্লান্ত হয়ে পড়ে ছিলো। এখানে কয়েকদিন অবস্থান করলো বিশ্রাম নেবার জন্য।

যেদিন মক্কার মুশরিক বাহিনী বদর হতে রওনা হবার প্রস্তুতি নিচ্ছিলো সেদিনই এক উট আরোহী দৌড়িয়ে এসে চীৎকার দিয়ে বললো, "হে কুরাইশবাসী ! মুসলিম সৈন্য বাহিনী এসে গেছে। সতর্ক হও। নিজেদের রক্ষা করো।"

যাত্রা বন্ধ করে দিয়ে কাফেররা টিলার উপর উঠে মুসলিম বাহিনী আগমনের দৃশ্য দেখতে লাগলো। তারা দেখলো মদীনার দিক হতে মুসলিম বাহিনী খুব শান-শওকতের সাথে এদিকে আসছে। উটের সংখ্যা কম হলেও বেশ দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে আছে ও তালে তালে অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে এগিয়ে আসছে। সকলের আগে হযরত আবু বকর। ইসলামী পতাকা উড়িয়ে আসছে। পতাকার অগ্রভাগ প্রভাব বিস্তার করে বাতাসে হেলছে দুলছে। সূর্যের কিরণের সাথে ইসলামী বাহিনীর তরবারি চিক চিক করে উঠছে। কিছু দূর এসে তারা থেমে গেলো। বদরের একটু নীচু ও বালুকাময় স্থানে তাঁবু গাড়লো।

বদরে ছিলো মাত্র একটি কূয়া। তা ছিলো কাফেরদের দখলে। তাই পানির অভাব প্রথমত মুসলমানরাই অনুভব করলো। পানির অভাব দেখে হুজুর বললেন, তাইয়াম্মুম করে নামায পড়ো। আর কায়মন বাক্যে আল্লাহর কাছে

www.amarboi.org

দোয়া করো। মুসলমানরা নামায আদায় করে দরদভরা কণ্ঠে আল্লাহর কাছে সব কাকুতি জানালো। আল্লাহ তাদের মিনতি ভরা দোয়া কবুল করলেন। জোহরের পরই আকাশ ছেয়ে গেলো মেঘে। খণ্ড খণ্ড মেঘমালা যেনো আকাশে সাঁতার কাটছে। আসরের পর থেকে ঠাণ্ডা বাতাস বইতে শুরু করেছে।

হুজুর মুসলমানদেরকে প্রশস্ত জায়গায় একটি পুকুর কাটার নির্দেশ দিলেন। পুকুর কাটা শুরু হতেই ফোটা ফোটা বৃষ্টি পড়তে লাগলো। পুকুর বানাবার পর মুষলধারে শুরু হলো বৃষ্টি। ঈশা পর্যন্ত একটানা বৃষ্টি। সন্ধ্যার পর খাবারদাবার সেরে সকলে ঘুমিয়ে পড়লো। ঘুম থেকে উঠে দেখে আকাশ পরিচ্ছন্ন। আর পুকুর পানিতে ভরা।

ভোর হতে না হতেই মুশরিক বাহিনী যুদ্ধের দামামা বাজিয়ে দিলো। অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে গেলো তারা। মুসলমানরাও ফযরের নামায আদায় করে যুদ্ধের ময়দানে উপস্থিত। হুজুর নামায পড়ে তাঁবুতে প্রবেশ করে আল্লাহর দরবারে সেজদায় পড়ে ফরিয়াদ করতে লাগলেন, "হে আল্লাহ ! মুসলমানরা শুধু ভরসা করছেন তোমার উপর। তোমার হুকুমে ঘর থেকে বেরিয়ে যুদ্ধের ময়দানে এসেছে তারা। হে বারী তাআলা ! তোমার ইবাদাতকারী তোমার নাম উচ্চারণকারী, তোমার নামে মৃত্যুবরণকারীরা সংখ্যায় কম। শক্তিতে দুর্বল। হে খোদা ! এটাই প্রথম যুদ্ধ। এ যুদ্ধে মুসলমানদেরকে পরাজিত ও লজ্জিত করো না। হে মহাপরাক্রমশালী খোদা ! তুমি বালু কণাকে পর্বত ও পর্বতকে বালু কণা বানাতে পারো। মান-সম্মান সব তোমার হাতে। গরীব ও অসহায় মুসলমানদেরকে তুমি ইজ্জত দান করো দান করো বিজয়। এদের তুমি সাহায্য করো। হে পরওয়ারদিগারে আলম ! ইসলামের শত্রুদের শান-শাওকাত, ধন-সম্পদ আছে, এজন্য তারা অহংকার দেখায়। মুসলমানদের আছে শুধু তোমার আশ্রয়। তোমার কাছে আশা, তুমি তাদেরকে নিরাশ করো না। তুমি যদি মুসলমানদের এ ছোট দলকে ধ্বংস করে দাও তাহলে এ মাটিতে তোমার বন্দেগী করার লোক আর কেউ থাকবে না। আল্লাহর কাছে দোয়া করতে করতে হুজুরের মনে প্রশান্তি এলো। তিনি অবচেতন হয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ পর তিনি চোখ খুললেন। মুচকি হেসে তাঁবু হতে বেরিয়ে এলেন।

মুসলমানরা এতক্ষণ হুজুরের অপেক্ষায় ছিলেন। তাঁকে আসতে দেখে তারা 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনী দিয়ে উঠলেন। তিনি বললেন, মুসলমানেরা ! বিজয় তোমাদের। আল্লাহ খবর দিয়ে দিয়েছেন। এ খবরে আরো আত্ম প্রত্যয়ী হয়ে উঠলো মুসলিম বাহিনী। যদিও তারা ছিলো জনশক্তিতে কাফের বাহিনীর তুলনায় তিন ভাগের এক ভাগ। আর অস্ত্র সম্ভারের দিক দিয়ে একশত ভাগের এক ভাগ। এ অবস্থায়ও বিজয়ের শুভসংবাদ আল্লাহর কতবড় মেহেরবাণী।

www.amarboi.org

যুদ্ধের ময়দানে এসে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রথমে সকলকে সারিবদ্ধ করলেন। সকলকে উদ্দেশ করে তিনি বললেন ঃ হে মুসলমানেরা যুদ্ধ আমরা শুরু করবো না। আর শত্রু সংখ্যা দেখে তোমরা ভীতও হয়ো না। আল্লাহ তোমাদের সাহায্যের ওয়াদা দিয়েছেন। বিজয় ইনশাআল্লাহ তোমাদের।

দু' পক্ষই মুখোমুখী। উভয় পক্ষের পতাকা উড়ছে। সূর্য বেশ উপরে উঠে এসেছে। রাতে বৃষ্টি হবার কারণে সূর্য কিরণ সোনালী রং ধারণ করেছে। বাতাস ছিলো ঠাণ্ডা। কাফেররা খুব বাহাদুরীর সাথে দাঁড়িয়ে। সকলেই খামুশ। একপক্ষ অপর পক্ষের দিকে তাকিয়ে আছে। একটু পরেই মুশরিক বাহিনীর তিনজন যুদ্ধবায অভিজ্ঞ যোদ্ধা যুদ্ধের ময়দানে এসে দাঁড়ালো। এরা হলো ওতবা ও শাইবা দুই আপন ভাই—রবিয়ার ছেলে। আর তৃতীয়জন ওয়ালিদ খালেদের পিতা। এরা খুবই বাহাদুর আবেগ প্রবণ যুদ্ধবাজ। এসেই হুংকার ছাড়লো—কার সাহস এগিয়ে আসো।

এদের মুকাবিলা করার জন্য মুসলিম বাহিনীর আনসারের তিন নওজোয়ান আওফ ও মুওয়ায়েজ দু' সহদোর আর তৃতীয়জন আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহা বেরিয়ে এলেন। এদেরকে দেখে ওতবা জিজ্ঞেস করলো—

ঃ তোমরা কে ?

ঃ আমরা আনসার।

ঃ তোমাদের সাথে লড়াই করতে আসিনি আমরা—মুখ ভেংচিয়ে বললো ওতবা।

ঃ বংশীয় গৌরবে আরববাসীর বড় অহংকার। মক্কাবাসী মদীনার লোকদেরকে অবজ্ঞা করতো।

ঃ আমাদের মুকাবিলা করার জন্য আমাদের মক্কার লোক পাঠাও।—হুজুরকে উদ্দেশ করে চীৎকার দিয়ে বললো ওতবা।

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবার মহাবীর হামযা, আবু ওবায়দা, আর আলীকে পাঠালেন ময়দানে। আগের তিনজন ফেরত গেলো তাঁবুতে। যুদ্ধের ময়দানে এসে দাঁড়ালেন এবার এ তিন বিশ্ব যোদ্ধা।

ঃ হাঁ। তোমাদের সাথে আমরা লড়বো। তোমাদের কি বিশ্বাস ? তোমরা আমাদের সাথে যুদ্ধ করে কি জিততে পারবে ? না পরাজিত হয়ে আমাদের গোলাম হবে।—বললো ওতবা।

ওতবার দম্ভোক্তি হামযার গায়ে আগুন জ্বালিয়ে দিলো। তিনি বলে উঠলেন—

ঃ ওতবা ! মানব শক্তি নিয়ে এত বড়াই করো না। খোদার এমন শক্তি যিনি দুর্বলকে শক্তিশালী আর শক্তিশালীকে দুর্বল করে দিতে পারেন। মশার

www.amarboi.org

মতো ক্ষুদ্র জিনিস দিয়ে নমরুদকে ধ্বংস করে দিয়েছেন। তোমাদের আর এমন কি শক্তি। তোমার দম্ভের শাস্তি এখনই স্বচোখে দেখবে।

হামযার কথা শুনে ওয়ালিদের রাগ হলো। রাগত স্বরেই সে বললো—

ঃ খোদার ধারণা একটা আন্দাজ আনুমানের কথা। যাকে কেউ কখনো দেখেনি। এ খোদা আমাদের কি করবে? তোমরা এখনই বুঝবে। পাহাড়ের সাথে মাথা টক্কর খেলে পাহাড়ের কি হয়। মাথা ভেঙ্গে খান খান।

ঃ ওয়ালিদ সীমা ছেড়ে বেশী বেড়ে যেয়ো না। কথার তুড়ী মেরে কিছু হবে না। সাহস থাকে তো তরবারি নিয়ে মুকাবিলায় আসো।—হযরত আলী অসহ্য হয়ে বললেন।

সাথে সাথে ওরা তিনজন খাপ থেকে তরবারি বের করে নিলো। হযরত হামযা, ওবায়দা ও আলীও খাপমুক্ত করে তরবারি হাতে নিয়ে দাঁড়ালো। এক একজনকে এক একজন বেছে নিলো। প্রত্যেকে প্রত্যেকের প্রতিপক্ষের দিকে লাফ দিয়ে এগিয়ে গেলো।

শুরু হলো যুদ্ধ। মুশরিক পক্ষের তিন ব্যক্তি আরবের প্রখ্যাত বাহাদুর ও যোদ্ধা। আলীর প্রতিপক্ষ ওয়ালিদ। ওয়ালিদের তুলনায় আলী অনভিজ্ঞ যুবক —যুদ্ধ বিশারদ ছিলো না। ওয়ালিদ মনে করেছিলো প্রথম আঘাতেই আলীকে কুপোকাত করে হত্যা করে ফেলবে। পূর্ণ শক্তি দিয়ে সে আলীকে আক্রমণ করলো। বীরের মতো সাহসের সাথে আক্রমণ প্রতিহত করলো আলী। আলীর কৌশল ও শক্তি দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেলো ওয়ালিদ।

এ অবস্থায়ই আলী আঘাত হানলো ওয়ালিদের উপর। তরবারির ঝিলিকেই যেনো ওয়ালিদ তার যমদূত দেখতে পেলো। ওয়ালিদের ঢাল অকেজো হয়ে পড়লে তা ফেলে দিয়ে তরবারি দিয়ে তরবারির আঘাত ফিরাতে চাইলো সে। কিন্তু তরবারি উঠাবার আগেই আলীর তরবারি তার গর্দানে গিয়ে পড়লো। কাঁকড়ীর মতো ফেটে ও টুকরো হয়ে দূরে গিয়ে পড়লো মাথা। মাথা বিহীন লাশ চক্কর খেয়ে ঘোড়া হতে পড়ে গেলো মাটিতে। জারী হলো রক্তের ফোয়ারা। লালে লাল যুদ্ধের ময়দান। চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেলো ওয়ালিদের দম্ভ। ইসলাম আর মুসলমানদেরকে ধ্বংস করে মক্কায় ফিরে যাবার সুযোগ তার হলো না। তার জানা ছিলো না আল্লাহর শক্তি তাকে বন্দী করে হত্যার দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে।

আলী যখন যুদ্ধে ব্যস্ত, হামযা ওতবার উপর আক্রমণ করছিলো। ওতবাও ছিলো বাহাদুর ও বিখ্যাত যুদ্ধ বিশারদ। সে পূর্ণ শক্তি দিয়ে আক্রমণ করলো হামযার উপর। দৃঢ়তার সাথে তার হামলা প্রতিহত করে একটু আগে বেড়ে প্রতি হামলা চালালো হযরত হামযা। ওতবা এ হামলার জন্য প্রস্তুত ছিলো না।

www.amarboi.org

তরবারির আঘাত ঘাড়ে গিয়ে পড়লো তার। দূরে গিয়ে পড়লো ওতবার মাথা। দেহ পড়ে গেলো নীচে। রক্তে রঞ্জিত হচ্ছে মাঠ তার রক্তে।

শাইবা আক্রমণ করলো ওবায়দাকে। শাইবাও বড় বাহাদুর অভিজ্ঞ যোদ্ধা। পূর্ণ শক্তি দিয়ে সে ওবায়দার উপর আক্রমণ করলো। ঢাল দিয়ে ওবায়দা এ আক্রমণ ফিরালো। কিন্তু ঢাল কেটে গেলো শাইবার আঘাতে। পেছনে সরে গেলো ওবায়দা। এগিয়ে গিয়ে আবার হামলা করলো শাইবা। এ হামলা প্রতিহত করতে পারেননি হযরত ওবায়দা। শাইবার তরবারি বা দিকের কাঁধ কেটে গর্দানেরও এক-চতুর্থাংশ ফেটে গেলো ওবায়দার। আহত ওবায়দা পড়ে গেলো নীচে। তাকে হত্যা করার জন্য দ্রুত নামছিলো শাইবা। আলী দেখে ফেললেন ব্যাপারটি। খবরদার বলে গর্জে উঠলেন তিনি। আলীকে দেখে শাইবা আহত সিংহের মত গর্জন করে তার দিকে ধাবিত হলো। আক্রমণ চালালো আলীর উপর। তার হামলা প্রতিহত করে পাল্টা হামলা চালালেন তিনি। দু' টুকরো হয়ে গেলো শাইবার দেহ।

কাফের বাহিনীর তিন বাহাদুর তাদের ভাষায় দুর্বল মুসলমানদের হাতে শেষ। মুশরিক বাহিনী এ দৃশ্যে হতভম্ব হয়ে গেলো। আহত ওবায়দাকে কাঁধে তুলে আলী মুসলিম শিবিরে গিয়ে পৌঁছলেন। হুজুর দুঃখ পেলেন। শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন ওবায়দা। বিদায় ! শেষ বিদায় !!

আবার এগিয়ে এলো মুশরিক বাহিনী যুদ্ধের ময়দানে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও ইশারা করলেন মুসলিম বাহিনীকে এগিয়ে যেতে। 'আল্লাহু আকবার' শ্লোগান দিয়ে এগিয়ে গেলো তারা। প্রতিপক্ষও সাহসিকতার সাথে এগুলো সামনে। সংঘর্ষ বেঁধে গেলো। মুসলমানরা কাফেরদের ভিতর, আবার কাফেররাও মুসলমানদের মধ্যে ঢুকে পড়লো। শুরু হলো তুমুল যুদ্ধ। মুসলমানদের যুদ্ধের কৌশল সাহস হিম্মত ও ধরন দেখে বুঝে ফেললো মুশরিকরা এদেরকে পিষে ফেলা চাট্টিখানি কথা নয়।

আবু জেহেল, হানজালা, আসী, হারেস, তায়ীমা, জামিআ, আকীল, আবুল জানতারী, নাওফেল ও সায়েব ইত্যাদি লোকেরা বড়ই বাহাদুর ও মযবুত ও নিখুঁত যোদ্ধা ছিলো। বাহাদুরির সাথে যুদ্ধ করে যাচ্ছিলো। তাদের দেখাদেখি তাদের সাথী মুশরিকরাও জীবনপাত করে যুদ্ধে লিপ্ত ছিলো।

মুসলমানরাও নির্ভিক চিত্তে অটল মনোভাব নিয়ে সাহসের সাথে যুদ্ধ পরিচালনা করে যাচ্ছে। বিশেষ করে আবু বকর, ওমর, ওসমান, আলী, হামযা জীবন পণ করে যুদ্ধ করছে। যেদিকে মুসলিম বাহিনী অগ্রসর হচ্ছে তাদের তরবারির আঘাতে মুশরিক বাহিনীর সৈনিকরা দু' টুকরো হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ছে। এ তুমুল যুদ্ধের সময় হুজুর চারদিকে ঘুরে ঘুরে পরিস্থিতি অবলোকন করছেন।

www.amarboi.org

তিনি মুসলমানদেরকে উচ্চৈস্বরে বলছেন—মুসলমানগণ ইনশাআল্লাহ বিজয়ী। বিজয় তোমাদের ভাগ্যে। ভয়ের কোনো কারণ নেই। যুদ্ধ চালিয়ে যাও। কিন্তু দু'জন লোককে তোমরা হত্যা করবে না। তারা হলো আলে হাশেম ও আবুল জানতারী। আলে হাশেম স্বইচ্ছায় যুদ্ধে আসেনি। আর আবুল জানতারী অঙ্গীকারনামা অক্ষুণ্ন রাখতে চেষ্টা করেছে। মুসলমানদের উপর তার অনেক ইহসান আছে। কিন্তু হুজুরের হুকুম সত্ত্বেও আবুল জানতারী অবশেষে যারা হুজুরের ঘোষণা শুনেনি তাদের হাতে নিহত হয়েছে এ যুদ্ধে।

আবুল জানতারী যখন নিহত হয়েছে তখন উম্মিয়া ও তার ছেলে আলী যুদ্ধের ময়দান থেকে পালিয়ে যাচ্ছিলো। হযরত বিলাল দেখে ফেললো তাদেরকে। তিনি উচ্চৈস্বরে বললেন, হে তাগুতের পূজারীরা! কোথায় যাচ্ছো? যেয়ো না। আজ তোমাদেরকে যেতে দেবো না। থামো ! আমাদের হাত থেকে আজ আর বাঁচতে পারবে না। তোমাদের সাহায্যের জন্য আজ তোমাদের মাবুদদেরকে ডাকো।

হযরত বিলালের মালিক ও তার উপর অমানুষিক নির্যাতনকারী এ উম্মিয়া। বেলালকে দেখেই উম্মিয়া বুঝতে পারলো আজ আর রক্ষা নেই। বেলালের তরবারির আঘাতে উম্মিয়ার জীবনাবসান ঘটলো। আর একজন আনসারী উম্মিয়ার ছেলে আলীকে হত্যা করলো।

চারিদিকে চলছে যুদ্ধ। রক্তমাখা তরবারি চারিদিকে ঘুরছে। রক্তের ছটা এসে লাগছে গায়ে। আবু জেহেল সোৎসাহে যাচ্ছে যুদ্ধ করে। নির্ভীক সে। লৌহবর্ম গায়ে। এক হাতে ঢাল আর এক হাতে তরবারি। পূর্ণ উদ্যমে জিঘাংসার মন নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে যুদ্ধে। সে নিজে বাহাদুর। বাহাদুর বাপের সন্তান। বাহাদুর জাতীর তাজ। পরিপূর্ণ বাহাদুরীর সাথে লড়ছে। হযরত মাআজ রাদিয়াল্লাহ আনহু তাকে দেখলো। সামনে এগিয়ে গিয়ে তিনি তার মুকাবিলায় গিয়ে দাঁড়ালেন।

আবু জেহেল মাআজের উপর হামলা করে বসলো। ঘোড়ার উপর সওয়ার ছিলো সে। মোয়াজ ছিলেন পদাতিক। লাফ দিয়ে তিনি সরে গেলেন। ব্যর্থ হলো আবু জেহেলের আঘাত। সে ছিলো খুবই জোশে। হামলা ব্যর্থ হবার কারণে তার রাগ বেড়ে গেলো। ঘোড়া বাড়িয়ে আবার হামলা করলো সে। ঢাল দিয়ে আবু জেহেলের আক্রমণ প্রতিহত করলো আবার মাআজ। দ্রুত গতিতে হামলা রচনা করলেন তিনি আবু জেহেলের উপর। বিজলী গতি তরবারির আঘাত হতে বাঁচার চেষ্টা করেও আবু জেহেল বাঁচতে পারলো না। হাঁটুতে লাগলো আঘাত। হাঁটু কেটে ঘোড়ার পেট চিরে বেরিয়ে গেলো তরবারি। ঘোড়া হতে পড়ে গেলো সে। ঘোড়াও নিথর। খুশীতে 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনী দিয়ে উঠলেন মাআজ।

www.amarboi.org

খুশীতে টগবগ মাআজ। এরি মধ্যে তাঁর বাম কাঁধে এসে পড়লো তরবারির আঘাত। বাজু কেটে ঝুলতে লাগলো তার। চকিতে তরবারির আঘাত করার জন্য ফিরতেই দেখলো মাআজ আবু জেহেলের ছেলে ইকরামা হাতে তরবারি নিয়ে খাড়া। বললো মাআজ ! আমি তোমার থেকে পিতৃ হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করেছি।

ঃ প্রতিশোধ এভাবে পেছন থেকে চুপে চুপে এসে গ্রহণ করার নাম নয়। কাপুরুষ ইকরামা!—বললেন মাআজ।

ঃ বাহাদুর যদি হতে, সম্মুখ দিয়ে এসে লড়াই বাঁধাতে। কিন্তু তুমি কি মনে করেছো, আমি ছেড়ে দেবো তোমাকে। বলেই মাআজ ঝাঁপিয়ে পড়ে আঘাত হানলো ইকরামার উপর। ঢালের সাহায্যে আঘাত প্রতিহত করতে চাইলেও ঢাল কেটে ইকরামার গর্দানে গিয়ে ঠেকলো তরবারি। উদভ্রান্তের মতো দৌড়িয়ে ভেগে গেলো ইকরামা।

যুদ্ধ চলছে। তুমুল যুদ্ধ। রক্ত পিপাসু তরবারি বিদ্যুত গতিতে তার কাজ করে চলছে। মক্কার কাফেররা মুসলমানদেরকে পিষে ফেলতে চায়। জোশে রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে তারা আক্রমণ করছে। তারা চাচ্ছে মুসলমানদেরকে নিঃশেষ করে ফেলতে। পিছে হটিয়ে দিতে। মুসলমানরাও অত্যন্ত দৃঢ়তা ও ঈমানী জোশ ও বড় বাহাদুরীর সাথে লড়ে চলছে। তাদের রক্ত পিপাসু তরবারি যার মাথার উপর পড়ছে তাকে দুই টুকরো করে দিয়ে যাচ্ছে।

বেলা দুপুর গড়িয়ে গেছে। সূর্য চমকিয়ে রয়েছে ঝলমল করে। রোদও বড় প্রখর। আপাদমস্তক ঘামে বয়ে গেছে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ময়দানের একপাশে দাঁড়িয়ে যুদ্ধের দৃশ্য দেখছেন। বিমলীন চেহারা। উদ্বিগ্নতা টপকিয়ে পড়ছে চেহারা হতে। আকাশের দিকে তাকিয়ে তিনি অত্যন্ত ভারাক্রান্ত আওয়াজে বলছেন, হে আল্লাহ ! তোমার সাহায্য কোথায়, যে সাহায্যের ওয়াদা তুমি করেছো। হে খোদা মুসলমানরা ক্লান্ত শ্রান্ত হয়ে পড়েছে। তোমার সাহায্য না পেলে অসম্ভব নয় তারা পরাজিত হয়ে যাবে। তুমি তাদেরকে সাহায্য করো।

হুজুর দোয়া করে উঠা মাত্র পূর্বদিক হতে মেঘ উঠলো। বদরের পাহাড় করে ফেললো আচ্ছন্ন। ধীরে ধীরে মেঘমালা পাহাড় অতিক্রম করে যুদ্ধের ময়দানের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। মেঘমালার ভিতর থেকে শুনা যায় ঘোড়ার পায়ের আওয়াজ। মক্কার কাফেররা সকলে মেঘমালার দিকে তাকাতে লাগলো। তারা শুনতে পেলো, কে জানি বলছে অগ্রসর হও তাড়াতাড়ি। অগ্রসর হও।

এ আওয়াজ কাফেরদের মধ্যে ত্রাসের সৃষ্টি করলো। ডরে ভয়ে তারা কম্পিত হয়ে উঠলো। ছানাবড়া হয়ে গেলো চোখ। এক ব্যক্তি মেঘমালার

www.amarboi.org

দিকে তাকিয়ে আছে হঠাৎ এক জায়গায় মেঘমালা ফেটে যেতে দেখলো। সে এই ফাটল দিয়ে সবুজ রঙ্গের আরোহীকে সবুজ রঙ্গের ঘোড়ার উপর চড়ে যেতে দেখলো। সে ভয় পেয়ে গেলো। জোরে চীৎকার দিয়ে উঠলো। ভয়ে পড়ে গেলো সে। চীৎকার শুনে তার সাথী তার দিকে দৌড়িয়ে গেলো। নাড়া-চাড়া দিয়ে দেখলো সে শেষ। যুদ্ধ চলছে অবিরাম গতিতে। মানুষ মরছে পড়ছে মাটিতে। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিচ্ছিন্ন হয়ে ছুটে আসছে। জায়গায় জায়গায় রক্ত পড়ে জমে রয়েছে।

মক্কা বাহিনীর অনেক নেতা উপনেতা মৃত্যুর হীমশীতল ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করেছে। কিন্তু তাদের দল এখনো ভারী। এখনো লড়ছে উৎসাহ-উদ্দীপনা নিয়ে তারা। মুসলমানরা কাফেরদের সারিতে ঢুকে গিয়ে জানবাজী লাগিয়ে লড়াইতে লিপ্ত। সারিবদ্ধতার নিয়ম-শৃঙ্খলা আর নেই। যে যেখানে আছে সেখানে দাঁড়িয়েই চালিয়ে যাচ্ছে যুদ্ধ।

হযরত আবু বকর, ওমর, আলী, হামযা, মাআজ—যার হাত কেটে ঝুলছিলো, আবু আইউব আনসারী সায়াদ, উসাইদ জগত সেরা বীরের মতো যুদ্ধ করে চলছেন। যার উপর আক্রমণ, দু' টুকরো করা ছাড়া ছেড়ে দিতেন না। হযরত মাআজ কর্তিত আহত ঝুলে থাকা হাত নিয়েই ঢাল ছাড়া করে চলেছে লড়াই। সে কি অপূর্ব দৃশ্য। কর্তিত হাত যুদ্ধে বাধা বলে এক পায়ের নীচে রেখে ঝটকা টানে ছিড়ে ফেললেন তা।

একবার ঘটনাক্রমে হযরত আবু বকর, ওমর ও আলী যুদ্ধের ময়দানে একত্র হয়ে গেলেন। তিনজনের বাহিনী মিলে এবার শুরু হলো নতুন উদ্দীপনার হামলা। যে-ই সামনে দু' টুকরা। মুশরীকরা জীবনপণ চেষ্টা করলো হামলা প্রতিহত করার। সাধ্যকার এ হামলা প্রতিহত করে। ভয়ে তারা পিছিয়ে যেতে লাগলো।

হযরত বেলাল আর মহাবীর হামযা একত্রে লড়ছে আর এক জায়গায়। সেখানেও অবস্থা বেগতিক দেখে মুশরিকরা হয়ে গেলো পিছ পা। কাফের বাহিনীর মধ্যকেন্দ্রে গিয়ে পৌছেছেন মায়াজ, সাআদ, উসাই সহ কিছু মর্দে মু'মিন। তাদের আক্রমণের ধারও সামলাতে পারলো না তারা। চোখে শর্ষের ফুল দেখতে লাগলো মুশরিক বাহিনী। হতভম্ব হয়ে তারা যেতে লাগলো পালিয়ে।

এবার মুসলমানদের সম্মিলিত বাহিনী পূর্ণ উৎসাহ-উদ্দীপনা নিয়ে সর্বশক্তি দিয়ে 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনী তুলে ব্যাপক হামলা চালালো। সব ক্যাম্প ব্যূহ ছেড়ে তারা দৌড়িয়ে পালাতে লাগলো। পিছন থেকে ধাওয়া করে মুসলিম বাহিনী হত্যা করতে লাগলো তাদেরকে। যারা বেঁচেছিলো তাদেরকে করলো বন্দী। অল্পক্ষণের মধ্যে যুদ্ধ শেষ।

www.amarboi.org

পরিপূর্ণ বিজয় হলো মুসলমানদের। লাঞ্ছিত পরাজয়বরণ করলো কাফেররা। বিস্ময়কর বিজয়। দুনিয়ার ইতিহাসে এর নেই কোনো তুলনা।

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেজদায় লুটে পড়ে আল্লাহর দরবারে হাজারো শোকর আদায় করলেন। তিনি যুদ্ধের ময়দানের দিকে তাকালেন। মুসলমানরা মুশরিক বন্দীদের একত্র করে এদিকে নিয়ে আসছেন।

এ সময় আবদুল্লাহ বিন মাসউদ হুজুরের কাছে ছিলেন। তাঁকে তিনি বললেন, দেখোতো আবু জেহেলের লাশ ময়দানে পাওয়া যায় কিনা। বেশ খোঁজাখুঁজি করে আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রক্তে ডুবা মৃত প্রায় আবু জেহেলকে পেলেন।

উচ্চৈস্বরে আবদুল্লাহ বিন মাসউদ বললেন—

ঃ হে আল্লাহর দুশমন! তুমি দেখেছো খোদা তোমাকে কি লাঞ্ছিত করলেন।

আবু জেহেল চোখ খুললো। ক্ষীণ স্বরে জিজ্ঞেস করলো—

ঃ মুসলমানরা কি পরাজিত হয়েছে ?

আবদুল্লাহ জবাব দিলেন—

ঃ না, আল্লাহ তাদেরকে জয়ী করেছেন।

ঃ মক্কাবাসীরা কি পরাজিত ? না, হতে পারে না। আমাদের সংখ্যা বেশী। আমাদের নেতা বেশী। অস্ত্র সম্ভার বেশী আমাদের। কাজেই বিজয় হবে আমাদেরই।

তরবারি উঁচু করে আবদুল্লাহ বললেন—

ঃ হে দূরাচার ! তোমাদের পরাজয় হয়েছে। নেও, শামলাও এবার। তোমাকে জাহান্নামে পাঠাচ্ছি। তুমি অকারণে মুসলমানদেরকে অপরিসীম যুলুমের শিকার বানিয়েছো। দোযখে গিয়ে এবার আগুনের ইন্ধন হও।

তরবারির এক আঘাতে আবু জেহেলের দেহ টুকরো হয়ে গেলো। মাথাটা কেটে এনে হুজুরের সামনে রেখে দিলেন তিনি।

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সকল শহীদকে একত্রিত করে এক গর্তে দাফন করলেন অত্যন্ত মর্যাদা সহকারে। কাফেরদেরকেও এক গর্তে পুতে রাখা হলো।

অতপর মদীনার দিকে রওনা দিলেন হুজুর।

মুসলিম বাহিনী বিজয় পতাকা উড়াতে উড়াতে মদীনায় রওনা হলো। 'সাকরা' নামক স্থানে পৌঁছে গনিমাতের মাল মুজাহিদদের মাঝে সমানভাবে ভাগ করে দিলেন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

নসর বিন হারিস ছিলো বনি আবদুদদার গোত্রের একজন বিদ্রোহী, মুসলমানের শত্রু। অকথ্য যুলুম নিপড়ীন সে চালিয়েছিলো মুসলমানদের উপর। হুজুরের নির্দেশে সাকরায় তাকে হত্যা করা হলো। এ লোকটি ছিলো

www.amarboi.org

বন্দী। এ অবস্থায়ও সে হুজুরের শানে উদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ করেছে। যুদ্ধবন্দীকে হত্যা করা ছিলো আরবের যুদ্ধ বিজয় আইন।

মক্কার কাফেররা ভেবেছিলো সব যুদ্ধ বন্দীকে হত্যা করা হবে। কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা করেননি। বরং তাদের হিফাজত করা ও পরিচর্যার জন্য তিনি বলে দিলেন।

বদরের মুশরিক রাজবন্দীদের দশজনের একটি গ্রুফের দায়িত্বে ছিলেন আবিল ইয়াসের নামক একজন আনসার। এ দশজনের মধ্যে মাসআবের ভাই আবু আজিজও বন্দী ছিলো। নেতা শ্রেণীর লোক ছিলো সে। মদীনায় মাসআবের দ্বারাই বেশী লোক ইসলামে দিক্ষীত হয়। বন্দীদের পরিদর্শনকালে হযরত মাসআব আবিল ইয়াসেরকে বললেন—

ঃ তোমার হিফাজতে রাখা কয়েদীদের মধ্যে আবু আজিজকে তুমি চিনো ?

ঃ মক্কার বাসিন্দা বলে জানি।—আবিল ইয়াসির বললেন।

ঃ তুমি জানো না। এ একজন ধনী মহিলার ছেলে। খুবই চতুর লোক। পাহারাদারীতে একটু অবহেলা হলেই সে ভেগে যাবে।—মাসআব বললেন।

আবু আজিজ তার আপন ভাই মাসআবের দিকে তাকিয়ে বললো—

ঃ ভাই! একজন আপন ভাইয়ের সাথে আপনার এ আচরণ কি সমীচীন হলো ? আপনার আগমনে আমি তো ভেবেছিলাম, আমার মুক্তির ব্যাপারে কথা বলবেন।

ঃ তুমি আমার ভাই নও। ভাই হলে মুসলমান হয়ে যেতে। তোমার পাহারাদারীতে যে নিয়োজিত, সে আমার ভাই।—মাসআব রাদিয়াল্লাহ আনহু বললেন।

সাকরা নামক জায়গা অতিক্রম করে মুসলিম বিজয়ী বাহিনী সামনে অগ্রসর হলো। এরকে আনতাবা নামক জায়গায় পৌছলে আর এক বিদ্রোহী ওকবা বিন আবু মুয়ীতকে হত্যা করা হলো। সেও বন্দী ছিলো। বন্দী অবস্থায়ই সে মুসলমানদেরকে গালিগালাজ করছিলো।

বিভিন্ন জায়গা অতিক্রম করে মুসলিম বাহিনী মদীনায় পৌছে গেলো। বিজয়ের খবর আগেই পৌছে গিয়েছিলো মদীনায়। জনসাধারণ খুশীতে মুসলিম বাহিনীকে এগিয়ে এসে স্বাগত জানালো। কাফের ও ইয়াহুদী গোষ্ঠী বিমর্ষ হয়ে পড়লো। মনের হিংসা-বিদ্বেষে জ্বলতে থাকলো তারা মনে মনে।

মদীনার গলি দিয়ে মক্কার কাফের বড় বড় নেতারা যখন খেজুরের রসি দিয়ে বাঁধা অবস্থায় যাচ্ছিলো, মদীনার কাফেরা ভয় পেয়ে গেলো। এদের মধ্যে ছিলো আব্বাস বিন আবদুল মোত্তালিব, আকীল বিন আবু তালিব, নাওফিল বিন হারিস, আবুল আছ, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জামাই আবু আজিজ সুহেল বিন ওমর। এরা সব মক্কার সম্মানিত লোক ছিলেন।

www.amarboi.org

উচিত তো ছিলো এদের অতীতের অমানুষিক আচরণ নির্যাতন নিপীড়নের কারণে প্রতিশোধ হিসাবে সকলকে হত্যা করা। কিন্তু ইসলাম তো আরবের এ প্রচলিত বর্বরতাকে বদলিয়ে দিতে এসেছে। ব্যক্তিগত শত্রুতাকে ভুলে গিয়েছিলো তারা। এখন তাদের শত্রুতা শুধু আল্লাহর জন্য রয়ে গেলো।

হুজুর কয়েদীদের সেবা শুশ্রূষা আরাম-আয়েশের জন্য সকল ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছিলেন। মাসআবের ভাই আবু আজিজ বর্ণনা করছেন —"আমাদের রক্ষণাবেক্ষণকারী লোকজন নিজেরা খেজুর খেয়ে আমাদেরকে রুটি খাইয়েছেন। কোনো কোনো সময় একটি রুটি একজন রক্ষীর হাতে দিলে তিনি তার অপর ভাই আর রক্ষীকে দিয়ে দিতেন। তিনি দিতেন আর এক রক্ষীকে। এভাবে তৃতীয় ও চতুর্থ হাত হয়ে আবার আবু আজিজকেই দিয়ে দিতো।

বিজয়ের পর মুসলমানদের প্রতিশোধ গ্রহণের জিঘাংসা না দেখে মদীনায় কাফেরদের অধিকাংশ ইসলাম গ্রহণ করে ফেললেন। এমনকি আবদুল্লাহ ইবনে উবাই অবস্থার প্রেক্ষিতে একশত লোকসহ এসে ইসলাম গ্রহণ করে ফেললো।

কয়েকদিন পর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মসজিদে নববীতে পার্লামেন্ট অধিবেশন (মাজলিসে শূরা) ডাকলেন। এতে সকল নেতৃস্থানীয় মুসলমানরা একত্রিত হলেন। কয়েদীদেরকেও ডাকা হলো। উদ্বোধনী ভাষণে তিনি বললেন—

ঃ সব প্রশংসা আল্লাহর। তিনি সর্ব শক্তিমান। তিনিই তোমাদেরকে বিজয় দান করেছেন। গনিমাতের মাল তোমরা পেয়েছো। কাফের বন্দীরা এখন তোমাদের হাতে। কয়েদীদের ব্যাপারে সিদ্ধান্তের জন্য এ অধিবেশন ডেকেছি।

একপাশে বন্দীরা মাথা নীচু করে বসে চিন্তিত বিমর্ষিত হয়ে কথা শুনছে। তারা জানতো আরবের আইনানুযায়ী তাদের সকলকে নির্মমভাবে হত্যা করা হবে।

হযরত হামযা মত দিতে গিয়ে বললেন—

ঃ যুদ্ধবন্দীরা গোলামের মতো। তাদেরকে গোলামের মতো ইয়াহুদীদের কাছে বিক্রি করে দেয়া হোক। এতে মুশরিকদের উপর মুসলমানদের প্রভাব পড়বে। ভবিষ্যতে তারা মুসলমানদের সাথে হিসাব করে চলবে।

হযরত ওমর বললেন—

ঃ প্রত্যেক বন্দীকে তাদের মদীনার মুসলমান নিকটাত্মীয়কে দিয়ে হত্যা করা হোক। এতে তারা বুঝবে মুসলমানদের হৃদয়ে তাদের চেয়ে আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের ভালোবাসা অনেক বেশী। ইসলামের মুকাবিলায় কোনো আত্মীয়তাই কিছু নয়।

হযরত আবু বকর বললেন—

www.amarboi.org

ঃ আরবের যুদ্ধ আইনানুযায়ী যুদ্ধ বন্দীদেরকে তো হত্যা করাই বিধান। কিন্তু ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখাও একটি ব্যাপার। তাই এদেরকে মুক্তি দিয়ে অনুকম্পার একটি দৃষ্টান্ত কায়েম করা যেতে পারে। এতে কাফেরদের মনে ইসলামের ব্যাপারে একটা নতুন ধারণা ও ভালোবাসা আসবে।

হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন—

ঃ এরা হলো সেই বন্দী যারা মুসলমানদের উপর এমন নিষ্পেষণ চালিয়েছে যার দৃষ্টান্ত দুনিয়াতে নেই। এমন নিষ্ঠুর মনের যালেমদেরকে মুক্তি কোনো অবস্থাতেই দেয়া যায় না। তাদেরকে হত্যা করে ফেলতে হবে।

হযরত মাসআব বললেন—

ঃ একটু চিন্তা করে দেখুন, মুসলমানরা যদি এ কাফেরদের হাতে গ্রেফতার হতো, তারা কি মুসলমানদেরকে হত্যা না করে ছাড়তো ? খোদার কসম তারা এক একজনকে হত্যা করে ফেলতো। অতএব এদেরকে হত্যাই করা উচিত।

সর্বশেষে হযরত আবু বকর আবার বললেন—

ঃ আমার মত, তাদেরকে হত্যা করা নয়। আমাদের উচিত এ যুদ্ধ বন্দীদের কাছ থেকে এদের সাধ্য অনুযায়ী ফিদইয়া—যুদ্ধবন্দী বিনিময় মূল্য নিয়ে এদেরকে ছেড়ে দেয়া। এ বিনিময় মূল্য দিয়ে মুসলমানদেরও একটু সচ্ছলতা আসবে।

পার্লামেন্টের মহামান্য স্পীকার মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সকলের বক্তব্য শুনে হযরত আবু বকরের মতের সাথে নিজের মত প্রদান করে এক রুলিং প্রদান করলেন। সাথে সাথে যুদ্ধ বন্দীদের তালিকা প্রনয়ণের জন্য নির্দেশ দিলেন। আর্থিক অবস্থা অনুযায়ী যার থেকে যা বিনিময় করা সমীচীন, সেভাবে তালিকা তৈরি করালেন। এ তালিকায় হুজুরের চাচা আব্বাস থেকে চার হাজার দেরহাম। মাসআবের ভাই আবু আজিজ থেকে তিন হাজার দেরহাম। সায়েব থেকে দুই হাজার দিরহাম ধার্য করা হলো। এভাবে ধার্যকরা হলো এক হাজার থেকে সর্বোচ্চ চার হাজার দিরহাম পর্যন্ত। যুদ্ধ বন্দীরা একমত হয়ে মক্কায় আত্মীয়দের কাছে খবর পাঠালে তারা স্ব স্ব আত্মীয়কে নির্ধারিত হারে বিনিময় মূল্য প্রদান করে ছাড়িয়ে নিলো। যারা ছিলো নিঃস্ব বিনিময় মূল্য দিতে অপারগ। তাদেরকে এভাবেই ছেড়ে দেয়া হলো। তবে যারা শিক্ষিত ছিলো তাদেরকে বলা হলো মুসলমানদের দশ দশজন বাচ্চাকে লেখাপড়া শিখাবে। এরপর তারা মুক্ত।

৪র্থ হিজরীর একদিন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মসজিদে নববীতে বসে আছেন। এক সাহাবী এসে খবর দিলেন, হে রাসূল ! বদরের

www.amarboi.org

যুদ্ধের প্রতিশোধ গ্রহণ করার জন্য আবু সুফিয়ান সদলবলে মদীনার কাছে পৌছে গেছে। খবর শুনার সাথে সাথে মদীনা নগরী গুঞ্জরিয়ে উঠলো। হুজুরের নির্দেশে প্রায় সকলে মদীনার অলিগলি বেয়ে খেজুরের বাগানে গিয়ে পৌছলেন। এখানে এসেই হুজুর কিছু মুসলমান থেকে শুনলেন, ভীরু আবু সুফিয়ানের বাহিনী খেত খামারে কার্যরত হযরত সায়ীদ বিন ওমর আনসারী ও তার সাথীদেরকে হত্যা করে ফেলেছে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খবর শুনে খুব কষ্ট পেলেন। বললেন ভীরুর দলেরা এখন কোথায়।

তারা বললো, মুসলিম বাহিনীর আগমনের কথা শুনতে পেয়ে মক্কার দিকে পালিয়েছে তারা। মুসলিম বাহিনী পিছু ধাওয়া করলেন তাদের। খেজুরের বাগান অতিক্রম করার সময় তারা অনেক ছাতুর থলী পড়ে থাকতে দেখলেন। পালাবার সময় আবু সুফিয়ান বাহিনীর বোঝা কমানোর জন্য এবং পালানোকে সহজ করার জন্য ছাতুর থলি ফেলে গিয়েছিলো।

কাফের বাহিনী হাতের নাগালের বাইরে চলে যাওয়াতে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুসলিম বাহিনীকে ফিরিয়ে নিয়ে আসলেন। বিনাযুদ্ধে হুজুর এখানেও বিজয় লাভ করলেন। মদীনায় ফিরে এলো মুসলিম বাহিনী। ফেরার পথে আবু সুফিয়ান বাহিনীর ফেলে যাওয়া ছাতুর থলেগুলো কুড়িয়ে নিয়ে আসলো।

সাওয়ীক অর্থ হলো ছাতু। এজন্য এ যুদ্ধকে অভিহিত করা হয়েছে সাওয়ীকের যুদ্ধ হিসাবে।

৫৩

বদরের যুদ্ধে ওতবা নিহত হয়েছিলো মহাবীর হামযার হাতে। সে সময় ওতবার কন্যা আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দা ছিলো মক্কায়। পিতার মৃত্যু সংবাদ শুনে হিন্দা শোকাভিভূত হয়ে পড়লো। প্রতিশোধ গ্রহণ করার জন্য হিংস্র হিন্দা স্বামী আবু সুফিয়ানকে উত্তেজিত ও অনুপ্রাণিত করলো। আবু সুফিয়ান দুই শত ঘোড় সওয়ার নিয়ে রওনা হলো মদীনা আক্রমণ করার জন্য। কিন্তু মুসলমানদের পালটা আক্রমণের খবর শুনে ছাতুর থলে ফেলে রেখে ভেগে এলো মক্কায়।

যুদ্ধ না ঘটলেও মক্কা বাহিনীর ফিরে যাওয়া ও মদীনায় মুসলমানদের তাদের পিছু ধাওয়া করার খবর মদীনার কাফের ও ইয়াহুদীদের কাছে ছিলো দুঃখবহ ঘটনা। তাই তারা বলতে লাগলো মক্কার লোকেরা ভীরু কাপুরুষ। মুসলমানদের কথা শুনলে কেঁপে উঠে তাদের অন্তরাত্মা। আমাদের সাথে যুদ্ধ বাধলে তারা বুঝবে ইয়াহুদীরা কেমন বীরের জাতি।

www.amarboi.org

ইয়াহুদীরা সুদখোর জাতি। আজও তাই। মদীনার সকল লোক তাদের কাছে ছিলো ঋণগ্রস্ত। কিল্লায়ও তাদের অনেক সৈন্য সামন্ত। মুসলমানদের রাতারাতি অগ্রগতির মাত্রা দেখে শংকিত হয়ে পড়েছিলো তারা। ভবিষ্যত বিপদের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য মুসলমানদেরকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলতে চাইলো তারা।

তারা বুঝতো মুসলমানদের অগ্রগতি একমাত্র মুহাম্মাদের জন্য তাই হুজুরের গ্রহণযোগ্যতা ও প্রভাব বিমলীন করার জন্য তার কাছে আসতো। বাজে কথাবার্তা বলতো। মুখ ভেঙ্গিয়ে চেঙ্গিয়ে কথা বলতো। অর্থ বিগড়িয়ে দেয়া কথাবার্তা বলতো। তাদের বুঝাবার জন্য একদিন হুজুর তাদের এক সভায় চলে গেলেন। বললেন—

ঃ হে বনি ইসরাঈল ! তোমরা আহলে কিতাব হবার পরও কেনো আমাকে অবিশ্বাস করছো। অথচ তোমাদের কিতাবে আমার আগমনের বার্তা আছে। এজন্য আমি দুঃখিত। ইসলামের সাথে শত্রুতা তোমাদের উপর আল্লাহর আযাব আবার না এসে যায়। যে পরিণতি হয়েছে আবু জেহেলদের।

ইয়াহুদীরা হুজুরের কথা শুনে হেসে ফেললো। একজন বললো—

ঃ তোমার খোদার কাছে বলো তাড়াতাড়ি যেনো আযাব এসে যায়।

ঃ আযাবের আকাঙ্ক্ষা করা ভালো নয়। যখন আসবে আযাব চোখে মুখে পথ দেখতে পাবে না।

ঃ তোমার খোদার আযাব থেকে বাঁচার জন্য তোমাকে সুপারিশ ধরতে আসবো না।—আর একজন বললো।

ঃ কিন্তু বেকার ফাসাদ করায় কি লাভ। অনাহুত যুদ্ধে কি উপকার ? নিজেরাও সুখে থাকো আমাকেও স্বস্তি থাকতে দাও।

ঃ আমাদের আরাম তুমি ও তোমার জাতি হারাম করে দিয়েছে। তোমাদের উন্নতি আমরা কিভাবে দেখবো ? আমরা চাই—হয় তুমি মদীনা থেকে বেরিয়ে যাও। অথবা আমাদের কথা মতো চলো।—এক বৃদ্ধ ইয়াহুদী বললো।

ঃ দেখো। আমাদের সাথে তোমাদের চুক্তিপত্র আছে। এর বিরোধিতা করো না।—হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন।

ঃ চুক্তিনামা কিছুই না। যতদিন তুমি এখানে থাকবে আমাদের শত্রুতা তোমার সাথে বাড়তে থাকবে।

হুজুর তাদেরকে কিছুই বুঝাতে পারলেন না। তারা খুবই ঔদ্ধত্যপূর্ণ কথা বলছে। ফিরে আসলেন তিনি। হুজুর চাননি খামাখা মদীনায় ইয়াহুদীদের সাথে রক্তারক্তি হোক। কিন্তু যে কোনো ছুতায় তারা যুদ্ধ ঘটাতে বদ্ধপরিকর। হুজুরের কারণে মুসলমানরা খামুশ।

একবার ইয়াহুদী বংশ বনু কাইনুকায় এক মেলা জমছে। বেচাকিনা চলছে। নারী-পুরুষ বাচ্চা সকলেই গেছে বাজারে।

www.amarboi.org

এক আনসারের যুবতী স্ত্রী দুধ বিক্রির জন্য মেলায় গিয়েছিলো। আসার পথে গেলো একজন স্বর্ণকারের দোকানে কিছু কিনতে। মেয়েটি ছিলো বেশ সুন্দরী। দোকানদার লোলুপ দৃষ্টিতে তার প্রতি তাকালো। একটি জিনিস পসন্দ করে সুন্দরী মহিলাটি জিজ্ঞেস করলো—

ঃ এটার দাম কত ?

ঃ জিনিস পসন্দ হলে, এটা আমার প্রেম নিবেদনের প্রথম পুরস্কার। দাম দিতে হবে না।—স্বর্ণকার জবাব দিলো।

ঃ পুরস্কার পরিচিতজন ও আত্মীয়স্বজনকে দেয়। আমি কে আপনার ?

ঃ তোমার রূপ-যৌবন আমাকে পাগল করে দিয়েছে। আমি তোমার প্রেম দৃষ্টির প্রত্যাশী। আমাকে বঞ্চিত করো না। এটা আর কি। আমার সব সম্পদ তোমার জন্য উৎসর্গ।

আর কিছু না বলে সুন্দরী সামনে অগ্রসর হতে লাগলো। স্বর্ণকার দৌড়ে গিয়ে তাঁর আঁচল ধরে বললো—

ঃ হে অনিন্দ সুন্দরী ! আমার হৃদয় হরণ করে আমার বুকে খঞ্জর মেরে দিয়ে তুমি লুকাচ্ছো কোথায় ?

ঃ আমার আঁচল ছেড়ে দাও।—বললো সুন্দরী।

ঃ দিবো। আমার হৃদয় আগে ফিরিয়ে দাও।—বললো স্বর্ণকার।

ঃ অসভ্য বর্বর। এখান থেকে সরে যাও।—গর্জন করে বললো সুন্দরী।

ইয়াহুদী স্বর্ণকার মুখ ঘুরিয়ে দেখলো–একজন আনসার রাগত চোখে এদিকে তাকিয়ে আছে। তিনি বললেন—

ঃ নারীদেরকে উত্যক্ত করা কোনো ভদ্রলোকের কাজ নয়।

ঃ এ সুন্দরী মহিলা আমার জিনিস চুরি করেছে। ছাড়বো না তাকে আমি। স্বর্ণকার বললো।

ঃ মিথ্যা কথা।—সুন্দরী বললো।

এ সময় অনেক ইয়াহুদী একত্র হয়ে গেলো।

ঃ তোমার কি জিনিস চুরি করেছে বলো।—আনসারী লোকটি বললো।

একজন ইয়াহুদী তরবারি দিয়ে হামলা করে বললো—

ঃ তোমার এতবড় সাহস। আমাদের মহল্লায় আমাদের মেলায় এসে আমাদের লোককে ধমকাচ্ছো। আনসার ব্যক্তিও ত্বরিত তরবারি কোষমুক্ত করে দাঁড়ালো। তার পূর্বেই ইয়াহুদী তাকে মেরে বসলো। রক্ত বয়ে পড়ছে আনসারীর মাথা বেয়ে। এবার হামলা করলো তাকে আনসার। প্রথম আঘাতেই তার দফা রফা।

ইয়াহুদীর মৃত্যুতে সকল ইয়াহুদী অনেক তরবারি নিয়ে হামলা করলো আনসারীর উপর। শহীদ হয়ে গেলেন তিনি।

www.amarboi.org

সুন্দরী যুবতী চীৎকার দিয়ে ডাকতে লাগলেন মুসলমানদেরকে। বললেন, মুসলমানরা ! তোমাদের মান-সম্মান বিপন্ন। ধন-সম্পদের জোরে ইয়াহূদীরা তোমাদের নারীদের ইজ্জত হরণ করতে চাইছে। এটা সহ্য করবে তোমরা ?

রমণীর চীৎকারে মুসলমানরা একত্রিত হয়ে গেলো। তারা তাদের এক ভাইকে নিহত ও একজন মুসলিম রমণীকে ইয়াহূদীদের মধ্যে আটক দেখে রাগে গোস্বায় তাদের চোখে রক্ত এসে গেলো। কালক্ষেপণ না করে মুসলমানরাও খাপমুক্ত তরবারি নিয়ে বেরিয়ে পড়লো। জানিয়ে দিলো, আজ তোমরা তো আগুন প্রজ্জ্বলিত করে দিলে আর অবসান ঘটবে তোমাদের অথবা আমাদের ধ্বংস হয়ে যাবার মধ্য দিয়ে।

মুসলমানের সংখ্যা পনের বিশজনের বেশী নয়। ইয়াহূদীদের সংখ্যা সাত শতের উপরে। অভিজ্ঞ বাহিনী। অস্ত্রশস্ত্রেরও কোনো অভাব ছিলো না তাদের। মুসলমান সংখ্যায় কম হলেও যুদ্ধের জন্য তারা প্রস্তুত। ইয়াহূদীরা তাদের বেষ্টনীর মধ্যে নিয়ে প্রচণ্ড হামলা চালালো তাদের উপর।

মেলার অপর প্রান্তের মুসলমানরা শোরগোল শুনে এদিকে দৌড়ে এলো। ইয়াহূদীদের বুহ্য ভেদ করে মুসলমানদের কাছে গিয়ে পৌঁছলো। মুসলমানদের সংখ্যা ও অস্ত্র কম দেখে সাহস তাদের আরো বেড়ে গেলো। নির্বিঘ্নে হামলা করে চলছে তারা।

মুসলমানরাও লড়ে চলছে অকুতভয়ে। যার দিকে হামলা করছে মুসলমানরা তার দেহই মাটিতে লুটে পড়ছে। এক একজনের মৃত্যুর সাথে সাথেই 'আল্লাহু আকবার' শ্লোগান দিচ্ছে তারা। এভাবে বেশ কয়টি ইয়াহূদীর লাশ লুটে পড়লো মাটিতে। ইয়াহূদী বনু কাইনুকা একজন মুসলমানকেও শহীদ করতে পারেনি। যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়লো বনু কাইনুকার বাইরে গোটা মদীনায়।

যুদ্ধের খবর পেয়ে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আফসোস! ইয়াহূদীরা অপরিনামদর্শির মতো কাজ করলো। মদীনার শান্তি নিরাপত্তা আজ মাটিতে লুটিয়ে পড়লো। আমার কোনো উপদেশের কোনো ফল হলো না। আর সহ্য করা যায় না। এসো মুসলমানরা ! তোমাদের ভাইদের সাহায্যে নেমে পড়ো।

সাথে সাথে চারদিক থেকে মুসলমানরা যার যা ছিলো তা নিয়ে বেরিয়ে পড়লো। বনু কাইনুকার মহল্লায় মুষ্টিমেয় তিনশত মুসলমান অসংখ্য ইয়াহূদীদের সাথে লড়ছে। চলছে ভীষণ লড়াই। দু'দিকে সমানে সমান এখনো। কিন্তু একটু পরেই মুসলমানরা দুর্বল হয়ে পড়লো। ইয়াহূদীরা টের পেয়ে গেছে তা। তাই আরো জোর দিলো তারা যুদ্ধে। মুসলমানরাও সর্বশক্তি দিয়ে প্রতিহত করছে। কিন্তু ইয়াহূদীরা এবার হামলা করে মুসলমানদেরকে ছত্রভঙ্গ করে দিয়েছে। এক একজন মুসলমান দশজন বিশজন ইয়াহূদীদের

www.amarboi.org

ঘেরাওতে পড়ে গেছে। কেউ কারো খবর জানতো না। প্রত্যেকে প্রত্যেকের অবস্থায় ব্যস্ত। তারপরও মুসলমান হিম্মতের সাথে লড়ছে। যেদিকেই ফিরতো দুই চারজন ইয়াহুদীকে হত্যা করে ছাড়তো।

তারপরও এক পর্যায়ে মুসলমানরা দুর্বল হয়ে গেলো। তরবারী পর্যন্ত চালনা করতে পারছিলো না তারা। ঐ সুন্দরী মহিলা তখনো যুদ্ধের ময়দানে। তার জন্যই মুসলমানদের এ পরিণতি ভেবে সে আল্লাহর দরবারে দোয়া করতে লাগলো। হে আল্লাহ তুমি মাজলুমকে সাহায্য করো। দুর্বল মুসলমানকে ইয়াহুদীদের হাত থেকে রক্ষা করো।

দোয়া এখনো চলছে। 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনী এলো তার কানে। মুসলমান ও ইয়াহুদীরা পিছনে ফিরে দেখলো, মুসলমানদের এক বিরাট দল এদিকে দৌড়িয়ে আসছে। তাদের শক্তি বেড়ে গেলো। তারা হামলা শুরু করলো যথাশক্তি দিয়ে। ইয়াহুদীরা আগত মুসলিম শক্তিকে বাধা দেবার জন্য পেছনের দিকে বেশ দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়লো।

তারা দেখলো আগত শক্তি মুহাম্মদের নেতৃত্বে এদিকে আসছে। তারাই 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনী তোলে আকাশ-বাতাস গুঞ্জরিত করে তুলছে। কোনো পাহাড় যেনো হামলা করে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেবে তারা। আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে ইয়াহুদীরা পেছনে সরতে শুরু করলো। এগিয়ে চললো মুসলমানরা লড়তে লড়তে সম্মুখ পানে। দু'দিক থেকে আসা মুসলিম শক্তি, মধ্যের ইয়াহুদীদেরকে কাটতে মারতে শুরু করলো।

আবার নতুন উদ্যমে শুরু হলো যুদ্ধ, ভীষণ যুদ্ধ। আবু বকর, ওমর, আলী, হামযা, সাআদ সহ তাদের মতো আরো মুসলমান সাহসের সাথে লড়ছে ময়দানে। সারির পর সারি উজাড় করে দিয়ে সামনে চলছে তারা।

তাদের আক্রমণের প্রথম আঘাতেই দশ বারোজন ইয়াহুদী ক্ষিরা আর কাঁকড়ীর মতো দু' টুকরো হয়ে গেলো। শোরগোল বেড়ে গেলো আরো অনেকগুণ। সকল মুসলমান মিলে সম্মিলিত আক্রমণ ধারা রচনা করলো। ইয়াহুদীরা প্রতিহত করতে পারলো না এ হামলা। পেছনের দিকে ঠেলে নিয়ে ঠেসে ধরলো মুসলমানরা। এতে অনেক ইয়াহুদী নিহত হলো। আর অনেকে পেছনের দিকে ভেগে গেলো। পিছু ধাওয়া করে বনু কাইনুকার দুর্গ পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হলো তাদেরকে। কিল্লায় আশ্রয় নিলো তারা। পাহারাদাররা ফটক বন্ধ করে দিলো। কিল্লায় প্রবেশ করতে চেষ্টা করেও ব্যর্থ হলো মুসলমানরা। কিল্লায় প্রবেশ করে বন্দি শিবিরে আটকে পড়ার মতো হলো তাদের অবস্থা। চারিদিক দিয়ে কিল্লা অবরোধ করে রাখলো মুসলিম বাহিনী। পাহারা নিযুক্ত

www.amarboi.org

করলো কড়াকড়িভাবে। একটি পাখীও কিল্লায় যাতায়াত করতে পারতো না। এত দীর্ঘ অবরোধ হবে ভাবতেও পারেনি তারা। কাজেই দুর্গে তারা কোনো খাবার দাবার যোগাড় করে রাখেনি। রসদ খতম। অবস্থা কাহিল। মরতে শুরু করলো ইয়াহুদী গোষ্ঠী।

অবশেষে ষোল দিনের মাথায় ইয়াহুদীরা দুর্গের ফটক খুলে দিলো। কোনো পূর্বশর্ত ছাড়াই তারা কিল্লা মুসলমানের হাতে ছেড়ে দিলো। বিজয়ীর বেশে দুর্গে প্রবেশ করে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হুকুম দিলেন, কোনো ইয়াহুদী যেনো সশস্ত্র না থাকে। সশস্ত্র পেলে সাথে সাথে তাকে হত্যা করে ফেলবে। তাই রাস্তার দু' পাশে তারা মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে থাকলো।

আজ ইয়াহুদী জাতির সব অহংকার গুড়িয়ে পড়লো। ভয়ে তারা কাঁপছে। আরবের আইন অনুযায়ী তাদের শাস্তি মৃত্যু। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এদের সকলকে গ্রেফতার করার নির্দেশ দিলেন। তারা এদেরকে নিয়ে মদীনার দিকে গমন করলেন।

৫৪

হারিস সাথী সঙ্গীসহ গোটা দিনই ঘুমিয়ে কাটালো। গোধুলী লগ্নে উঠলো তারা। সব কাজ সেরে খাবার দাবারের ব্যবস্থা করতে লাগলো ছোট কবুতর ভেজে নিজেরা খেলো। বন্দীদেরও খাওয়ালো। খাবার পর্ব শেষ হবার পর জিজ্ঞেস করলো তাদেরকে, তোমাদের ঐসব অকৃতজ্ঞ সাথীরা কোথায় ? যারা আমাদের অবর্তমানে আমাদের অবস্থানে লুটপাট করেছে। এর কোনো উত্তর দিলো না তারা। এদের বড় রাগ ধরলো এতে। তেড়ে উঠে বললো তারা—

ঃ কাপুরুষের দল ! বলো, তোমাদের সাথীরা কোথায় ?

ঃ আমরা জানি না। অনেকদিন থেকে আমরা তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন। —একজন বন্দী সাহস করে বললো।

এ উত্তরে রাগ ধরলো হারিসের। চোখ রাঙিয়ে বললো—

ঃ কাপুরুষ হবার সাথে সাথে বনি কাহতান বংশের লোকেরা মিথ্যা বলতেও শুরু করেছে।

বন্দীদের মুখ লাল হয়ে উঠলো। তাদের কেউ বলে উঠলো—

ঃ আমরা মিথ্যা বলি না। মিথ্যুক নই আমরা। সত্যিই, তাদের সাথে অনেকদিন হতে আমাদের দেখা সাক্ষাত নেই। ঘটনাক্রমে আমরা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছি ওদের থেকে।

ঃ কোন্ ঘটনাক্রমে আবার ?—প্রশ্ন করলো হারিস।

আমরা সব এক স্থানেই ছিলাম। আমাদের তাঁবুগুলো বেশ দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে ছিলো। রাতে চাঁদের আলোতে আমরা আনন্দ উপভোগ করছিলাম।

www.amarboi.org

হঠাৎ শুনলাম, বনু বকররা নিকটে এসে গেছে। আমরা হয়রান হয়ে গেলাম। তাড়াতাড়ি তাঁবু উঠিয়ে যে যে দিকে পেরেছে পালিয়ে গেছে। আমরা এসেছি এদিকে। অন্যরা জানি না কোন্ দিকে পালিয়েছে।

বন্দির কথা সত্য বলে মনে হলো হারেসের। তাই হারিসের রাগ কমে এলো। জিজ্ঞেস করলো—

ঃ তোমরা কি জামিলার কোনো খোঁজ খবর জানো ?

ঃ সম্ভবত তুমি ঐ জামিলার কথা জিজ্ঞেস করছো যাকে তার পিতা জীবন্ত দাফন করে ফেলেছিলো। আর তোমরা তাকে উঠিয়ে নিয়ে এসেছো।

ঃ হ্যাঁ, তার কথাই বলছি আমি।

ঃ সে তো রূপ যৌবনের দেবী। তার পটলচেরা ডাগর চোখ হাজারো লোককে পাগল করে দিয়েছে।

ঃ ও কথা আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করছি না। ঐ মেয়ে যে সুন্দরী সন্দেহ নেই।

ঃ কিন্তু ---- ।—কথার প্রসঙ্গ কেটে দিয়ে বন্দী মুখ কালো করে বললো।

ঃ বেশ প্রশংসা করেছেন আপনি।

ঃ জনাব সে খুবই সুন্দরী ! লাত ও ওজ্জার কসম ! চাঁদের টুকরো। না, নয় পূর্ণিমার চাঁদ। তার আলোকিত চেহারা হতে জ্যোতি টপকিয়ে পড়ছে। মুখখানও গোলাপী রঙের।

ঃ আমি প্রশংসা শুনতে চাই না। আমি জানতে চাই সে এখন কোথায়।

ঃ যে তাকে একবার দেখেছে সে ভুলতে পারে না তাকে। অমনি তার প্রশংসা শুরু করে দেয়। একবার প্রশংসা শুরু হলে তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিস্তারিত বর্ণনা এসে যায়।

ঃ আবার ঐসব কথা ! সে আছে কোথায় তা আমি জানতে চাই।

মার্জিত ভাষায় এবার বললো বন্দী—

ঃ এখন তুমি কিছু বুঝেছো। সে আর তোমার স্ত্রী আদী, তোমাদের সরদার আদীর মেয়ে রোকাইয়া তিনজনই আমাদের সরদারের কাছে আছে।

ঃ তোমাদের সরদার কোথায় আছে ?

ঃ তা হোবলেও জানে না।

ঃ তুমিও জানো না।

ঃ না, আমিও জানি না। ওদিনের পর আজ প্রায় এক বছর তারা আমাদের থেকে বিচ্ছিন্ন। আমরা মরুভূমিতে পথহারা হয়ে ঘুরছি। জানি না তারা কোথায় ?

ক্ষণিক চুপ থেকে হারিস চিন্তা করতে লাগলো। কিছুক্ষণ পরে বললো—

ঃ আচ্ছা, আমি ওদেরকে কোথায় আছে খুঁজতে চাই। তোমাকে আমরা আমাদের সাথে কিভাবে রাখতে পারি।

www.amarboi.org

বন্দী একথা শুনে ভয় পেয়ে গেলো। সে বুঝলো হারিস তাকে হত্যা করতে চায়। তাই সে মিনতির সুরে বললো—

ঃ আমার উপর করুণা করো। আমি কসম করে বলছি তোমার বিরুদ্ধে আমি অস্ত্র ধরবো না। তোমার বিরুদ্ধে আমি করবো না কোনো ষড়যন্ত্র।

ঃ আজ তুমি আমার কাছে করুণা ভিক্ষা করছো। কিন্তু যেদিন তোমরা আমাদের গোত্রের লোকদের উপর অত্যাচার করেছো সেদিন তো তাদের উপর তোমাদের কোনো করুণা হয়নি।

ঃ ঐ ঘটনার সাথে আমি জড়িত ছিলাম না। আমি নির্দোষ।

চিন্তা করতে লাগলো হারিস। এ সময় একজন বৃদ্ধ বন্দী বললো—

ঃ আমাদের ব্যাপারে কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবার আগে একটি কথা শুনুন।

ঃ কি তোমার কথা ?

ঃ একথা ঠিক আমাদের কেউ তোমার গোত্রকে লুটপাট করতে যাইনি। জীবন বাঁচাবার জন্য মিথ্যা বলছি না। একবার কিছু বখাটে লোক যৌবন উদ্দীপ্ত জামিলাকে উত্যক্ত করতে চেয়েছিলো। আমরা বাধা দিয়েছি। জামিলা আজ কাছে থাকলে আমার কথার সত্যতা যাচাই হতো। জামিলার উপলক্ষ দিয়ে আমরা তোমার কাছে করুণা চাই।

ঃ তোমাদের করুণা করা হলো। কিন্তু যদি কোনোদিন তোমরা ধোঁকা দেবার চেষ্টা করো, ঐদিনই হবে তোমাদের জীবনের শেষ দিন।

ঃ নিশ্চিন্ত থাকুন। আমরা ধোঁকা দেবো না। দিলে তখন তখনই হত্যা করে ফেলবেন।

ঃ ঠিক আছে। তোমরা চলো আমাদের সাথে।

চললো সকলে এক সাথে। চাঁদনী রাত। উজ্জ্বল চাঁদ ছিলো আকাশে। দৃশ্য ছিলো খুবই মন মাতানো। উটগুলো জাবর কাটতে কাটতে চলতে লাগলো সামনে।

রাত যতো বাড়ছে। গরম তত কমছে। দিনের তপ্ত বালু ঠাণ্ডা হয়ে আসছে।

হারিস ও তার সাথী এবং বনি কাহতানের বন্দীরা উটের পিঠের হাওদায় উঠে বসলো। আধা রাত পর্যন্ত তো তারা ছিলো জেগেই। এরপর সকলে পড়লো ঘুমিয়ে। উটগুলো যেদিকে মুখ উঠিয়ে চলছিলো, সেদিকেই চলতে থাকলো। ভোরের আলো বাড়ার সাথে সাথে চাঁদের আলো মিটে যেতে শুরু করলো।

পূর্ব আকাশে সূর্যের আলো পৃথিবীকে শুরু করলো আলোকিত করতে। ভোরের বাতাসের সাথে ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা ঝটকা চলছে। এ সময়ে আড়মোড় ভেঙ্গে চোখ খুলে উঠলো ভ্রমণকারীরা।

এদিক ওদিক চোখ মেলে তাকিয়ে সামনে একটি পাহাড় দেখতে পেলো তারা। পাহাড়ের পাশে কিছু বসতির চিহ্ন দেখা গেলো। থামিয়ে দিলো উট।

www.amarboi.org

দূর প্রান্তে ছিলো উটের সারি। অনেকদিন পর লোকালয় দেখে তারা খুশীতে টগবগ। সকলে লাফিয়ে পড়লো নীচে উট থেকে। বালুময় জায়গায় দাঁড়ালো তারা। এদের দৃষ্টি পড়লো বালুর দিকে। বালুতে জায়গায় জায়গায় রক্তের লাল দাগ। এসব রক্তের দাগ দেখে এরা সন্ধিহান হলো।

রাতভর ঘুমে থাকার জন্য বুঝতে পারছে না কোন্ জায়গায় এসেছে তারা। চলার পথে দাঁড়িয়েছে মাত্র। তখনই দেখলো বকরীর পাল সামনের পাহাড়ের ঘাঁটি থেকে বেরিয়ে ময়দানের দিকে ছড়িয়ে পড়ছে। শেষ বকরীটি ময়দানে আসার পর একটি কুমারী মেয়েকেও দেখতে পেলো তারা। তারাও ঘাঁটি হতে বেরিয়ে কাফেলাকে দেখতে পেলো। কিন্তু বিস্মিত হলো না।

মেয়েটির দিকে এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলো হারিস। মা এটা কোন্ জায়গা ?

ঃ আপনি কি এ জায়গা চিনেন না !—লজ্জাবনত মস্তকে বিস্ময় প্রকাশ করে জিজ্ঞেস করলো মেয়েটি।

ঃ না মা, আমি জানি না।

ঃ আপনি বোধহয় এ প্রথমবার এখানে এসেছেন ?

ঃ এ রকমই।

ঃ আপনি কোত্থেকে আসছেন ?

ঃ আমি নিজেও জানি না, কোত্থেকে আসছি আমি।

বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে মেয়েটি হারিসের দিকে তাকালো এবং বললো—

ঃ আপনি জানেন না। ------। এটা বড় তাজ্জবের কথা।

ঃ মা, অনেকদিন থেকে আমরা বিরাণ ময়দানে পথ হারিয়ে ঘুরতে থাকি। গোটা পাঁচ বছর ঘুরাফিরার পর আজ এ জনবসতি নজরে পড়লো। তাই এ জনবসতি ও এ জায়গার নাম জিজ্ঞেস করছি।

এ জায়গার নাম বদর।

বিস্ময় প্রকাশ করে হারিস বললো—

ঃ বদর ? --- এখন আমি বুঝে ফেলেছি। আগেও আমি এখানে কয়েকবার এসেছি। কিন্তু বদরের হে কুমারী মেয়ে—এ বালুভূমি রক্তে রঞ্জিত কেনো ? রক্তের লাল দাগ এত কিসের ?

ঃ কিছুদিন আগে এখানে মক্কার মূর্তিপূজারীদের সাথে মদীনার মুসলমানদের এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হয়।

ঃ মুসলমানরা কি পরাজিত হয়েছে ?

ঃ না, চাচা ! মুসলমানরা সংখ্যায় কম থাকলেও মূর্তিপূজারী সংখ্যাধিক্য বাহিনী তাদের কাছে পরাজিত হয়েছে। মক্কার বড় বড় প্রায় নেতারাই নিহত হয়েছে যুদ্ধে।

www.amarboi.org

ঃ আশ্চর্য ব্যাপার !

ঃ এ যুদ্ধ আরবে একটি আলোড়ন সৃষ্টি করে দিয়েছে।

ঃ মক্কাবাসীরা কি এ পরাজয়ের প্রতিশোধ নেয়নি।

ঃ শুনেছি মক্কার নেতা আবু সুফিয়ান মদীনায় হামলা করতে এসেছিলো। কিন্তু মদীনার মুসলমানদের পাল্টা হামলার কথা শুনে পালিয়ে গেছে জান নিয়ে।

হারিস সাথীদের কাছে ফিরে গেলো। তাদের উদ্দেশ করে সে বললো, আমাদের এ জায়গায় অবস্থান করতে হবে। এটা বদরের বিখ্যাত জায়গা। বদরের কথা শুনে সকলে খুশী হলো।

এখানেই হারিস সদলবলে অবস্থান গ্রহণ করলো।

৫৫

বদরের যুদ্ধের পরাজয়ের খবর মক্কায় পৌছলে স্তম্ভিত হয়ে গেলো গোটা মক্কার সকলে। শোকাভিভূত হয়ে পড়লো মক্কানগরী। প্রথম প্রথম তো এ খবর বিশ্বাস করছিলো না তারা। কিন্তু ফেরারী পরাজিত ব্যক্তিরা ফিরে এলে শীর্ষস্থানীয় প্রায় সব নেতাদের মৃত্যুর খবরে তারা শোকাহত ও রাগে ফেটে পড়লো। চল্লিশ দিন পর্যন্ত আরবের রীতি অনুযায়ী শোক করার কথা। ব্যবস্থা করে ফেলে ছিলো সব। কিন্তু আবু লাহাব এসব করতে দিলো না। সে বললো এতে এখানকার মুসলমানরা আনন্দ উপভোগ করবে। কিন্তু শোকে দুশ্চিন্তায় অসুস্থ হয়ে পড়লো সে। এমন কি এ শোকে অসুস্থ্য হয়ে মৃত্যু ঘটলো তার।

হিন্দা ছিলো ওতবার কন্যা। আবু সুফিয়ানের স্ত্রী। তার পিতা ও ভাই এ যুদ্ধে মুসলমানদের হাতে নিহত হয়। তার মনে প্রতিশোধের আগুন জ্বলছিলো সারাক্ষণ। তার অবস্থা দেখে আবু সুফিয়ান একবার দুইশত লোক নিয়ে মদীনা আক্রমণ করতে উদ্যত হয়ে চলেও গিয়েছিলো সে মদীনায়। মুসলিম বাহিনীর ধাওয়া খেয়ে কাল বিলম্ব না করে ফেরত চলেও আসতে হয়েছিলো আবু সুফিয়ানকে।

এরপরও হিন্দার রোষ শেষ হলো না। ওতবার হত্যাকারী হামযার নামও সে জানলো। কবিদের দ্বারা শোকগাথা লিখিয়ে নিয়ে দিনরাত সে শোকের গান গাইতো। আবু সুফিয়ান তাকে অনেক সান্ত্বনা দিলো। কিন্তু কিছুতেই কিছু হচ্ছে না। তার চাই প্রতিশোধ। খাওয়া-দাওয়া ছেড়ে দিলো সে। সাজ-সজ্জা করা দিলো বন্ধ করে। আবু জেহেল, নাওফেল, ওয়ালিদ সহ অন্যান্য নিহত ব্যক্তিদের স্ত্রী-সন্তানদেরও ছিলো প্রায় এ একই অবস্থা।

আবু সুফিয়ানই ছিলো তখন একমাত্র জীবিত শীর্ষ নেতা। গোটা মক্কা তার দিকে তাকিয়ে আছে। সকলের দাবী প্রতিশোধ গ্রহণ। আবু সুফিয়ান পাতি

www.amarboi.org

নেতাদের সকলকে ডাকলো। সিদ্ধান্ত হলো প্রতিশোধের জন্য আবার মদীনা হামলা করতে হবে। এক বিরাট বাহিনী মদীনা হামলা করার জন্য নিলো প্রস্তুতি। হিন্দাও জোর করে যোগ দিলো এ বাহিনীতে। সাথে সংগ্রহ করে নিলো আরো অনেক নারী ও যুবতী মেয়েদেরকে। মিত্র পক্ষ অনেক গোত্রকেও আবু সুফিয়ান শামিল করে নিলো এ বাহিনীতে। সংখ্যায় তিন হাজার গিয়ে দাঁড়ালো মক্কা বাহিনী। সকলেই এবারের বিজয়ে আত্মপ্রত্যয়ী।

প্রস্তুতির এ লগ্নে মদীনা হতে এক ব্যক্তি এসে আবু সুফিয়ানের সাক্ষাতের অপেক্ষায়। যথা সময়ে তাকে আবু সুফিয়ানের কাছে নেয়া হলো।

ঃ তুমি কে ? কি তোমার উদ্দেশ্য ?—জিজ্ঞেস করলো আবু সুফিয়ান।

ঃ আমি দূত। মদীনার মূর্তি পূজারীদের পয়গাম নিয়ে এসেছি আপনার দরবারে।

ঃ কে পাঠিয়েছে তোমাকে ?

ঃ আবদুল্লাহ বিন ওবাই।

ঃ শুনেছি সে মুসলমান হয়ে গেছে।

সাময়িক কল্যাণ লাভের জন্য। আপনি জেনে থাকবেন মদীনাবাসী তাকে বাদশাহ্ বানাবার জন্য সব ঠিকঠাক করে ফেলেছিলো। কিন্তু মুহাম্মদ হিযরাত করে মদীনায় গেলে সব ভেস্তে গেলো তার।

ঃ শুনেছি।

ঃ মদীনায় মুসলমানদের আগমন আবদুল্লাহ অপসন্দ করেছিলো কিন্তু ওখানকার প্রায় সকল নেতৃবৃন্দ মুসলমান হয়ে গেলে ইসলাম দিন দিন শক্তিশালী হয়ে যেতে শুরু করলো। তাই খামুশ থাকা ছাড়া তার আর কোনো উপায় ছিলো না। অবস্থার চাপে তাই তাকেও মুসলমান হতে হয়েছে।

ঃ কিন্তু তোমার আসার কারণ কি ?

ঃ তিনি তিনশত সঙ্গীসহ মুসলমান হয়েছেন। উদ্দেশ্য যখনই সুযোগ পাবেন ইসলাম থেকে ফিরে গিয়ে বাপ-দাদার ধর্মে যোগ দেবেন।

ঃ কিন্তু এতে আমার লাভ কি ?

ঃ যদি আপনি মদীনা আক্রমণ করেন। তিনি আপনাকে সাহায্য করবেন। তখন মুসলমানরা আপনার মুকাবিলা করতে পারবে না। মন ভাঙ্গা হয়ে যাবে। যুদ্ধে পরাজিত হবে।

এ প্রস্তাবে আবু সুফিয়ান খুশী হলো। বললো তোমাদের পরিকল্পনা খুবই উত্তম। তুমি আজ থাকো। কাল সকালে চলে যাবে। আমরা আগামী পরশু মদীনা আক্রমণের জন্য রওনা হবো।

রওনা হলো মক্কার বিরাট বিশাল বাহিনী। তাদের সাথে ছিলো ছোট্ট একটি মহিলা দলও। এদের নেতৃত্ব দিলো আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দা। সামরিক

www.amarboi.org

পোশাকেই ছিলো তারা সজ্জিত। মহিলা বাহিনী পুরুষ বাহিনীকে উৎসাহ উদ্দীপনা যুগিয়ে যাচ্ছিলো। সুন্দরী যুবতীদেরও একটি টিম ছিলো তাদের সাথে। তারা দপ বাজিয়ে গান গেয়ে চলছে। কায়াব বিন আশরাফ বিখ্যাত আরব্য কবির রচিত গান দিয়ে।

৫৬

বনু কাইনুকার ইয়াহুদীদের পরাজয়ের পর মদীনা ও মদীনার আশেপাশে মুসলমানদের প্রভাব প্রতিপত্তি বেড়ে গেলো বেশ। ইয়াহুদীরা হয়ে পড়ে দুঃখিত ও নিরুৎসাহিত। মনের জিঘাংসা কমেনি তাদের। চুপচাপ তারা। বনু কাইনুকার ইয়াহুদী বন্দীদের ব্যাপারে মুসলমানরা কি পদক্ষেপ নেয় দেখার অপেক্ষা করতে লাগলো তারা।

ইয়াহুদী জাতি শত শত বছর থেকে মদীনার আশেপাশের এলাকা দখল করে বসবাস করতো। তারা ছিলো সম্পদশালী ও ধনী। গোটা আরববাসী তাদের কাছে ঋণগ্রস্ত ছিলো। তাই আরবরা তাদের কাছে ছোট হয়ে থাকতো। তারা আবরদেরকে হিসাব করতো না। কিন্তু বনু কাইনুকার যুদ্ধে পরাজিত হবার পর তাদের সে বড়াই ও অহংকার ভাঙ্গলো। বুঝলো আরবদের মুকাবিলা করা সহজ ব্যাপার নয়। তারা মনে করেছিলো মুসলমানদেরকে পরাজিত করে ভাগিয়ে দেয়া কোনো কঠিন কাজ হবে না। কিন্তু বনু কাইনুকা জয় করে সব ইয়াহুদীদেরকে গ্রেফতার করে ফেলার পর বিস্মিত হয়ে পড়লো তারা। পরামর্শ করে আবদুল্লাহ বিন উবাইয়ের কাছে লোক পাঠালো। রাসূলের কাছে সুপারিশ করে তাদের বন্দীদেরকে যেনো মুক্তি দিয়ে দেয়।

আবদুল্লাহ বিন উবাই দৃশ্যত মুসলমান হলেও তার মন ছিলো ইয়াহুদী ও কাফেরদের সাথে। সে মক্কায় খবর পাঠালো মদীনায় হামলা করার জন্য। ইয়াহুদীদের সুপারিশ নিয়েও সে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এলো।

এ সময় বদরের যুদ্ধের কয়েদীদেরকে বন্দী মূল্য নিয়ে ছেড়ে দেবার দিন ছিলো। আবদুল্লাহ বিন উবাই এ মজলিসেই এসে বসলো। বন্দীপণ নিয়ে মুক্তি দেবার কাজ শেষ হবার পর আবদুল্লাহ বিন উবাই বনি কাইনুকার বন্দীদের ব্যাপারটি উত্থাপন করলো। সে বললো খামাখা বন্দীদের বাবত এত খরচ বহন করে লাভ কি ? হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহু বললেন হুজুর সমীচীন মনে করলে তাদের ব্যাপারেও সিদ্ধান্ত নিতে পারেন।

এ সময় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন—

ঃ ইয়াহুদীদের ব্যাপারে কি করা যায় তোমরা পরামর্শ দাও। তাদের সাথে কি আচরণ করা উচিত।

www.amarboi.org

ঃ অনেক বুঝানোর পরও যখন ইয়াহুদীরা অঙ্গীকার ভঙ্গ করলো সন্ধিচুক্তি বাতিল করলো একজন মুসলমান নারীর সম্ভ্রম নষ্ট করার প্রতিবাদে একজন মুসলমানকে বিনা দোষে হত্যা করলো তখন তারা আর কোনো সুবিধা পাবার যোগ্য নয়।—বললেন হযরত আলী, ওমর ও সাআদ বিন মাআজ।

সকলের কথা শুনে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আমার বড় দুঃখ হয় তারা কিভাবে এত অপরিণামদর্শিতার পরিচয় দিলো।

মুনাফিক আবদুল্লাহ বিন উবাই এতক্ষণ সকলের কথা শুনছিলো। এবার বললো—

ঃ হুজুর দয়ার সাগর। তিনি যদি ইয়াহুদীদেরকে বন্দী বিনিময় মূল্য ছাড়া মুক্তি দিয়ে দেন তাহলে তাঁর দয়ার কথা ছড়িয়ে পড়বে চারিদিকে।

ঃ আবদুল্লাহ ! তুমি কি ইয়াহুদীদেরকে বন্দী বিনিময় মূল্য ছাড়াই ছেড়ে দিতে বলো।—হুজুর বললেন।

ঃ আমার এটাই মত।

ঃ ঠিক আছে সব বন্দীদেরকে মুক্তি দেয়া হচ্ছে। কিন্তু তাদেরকে মদীনা হতে বহিষ্কৃত করা হলো। ---------- যাও ওবাদা বিন সামিত ইয়াহুদী বন্দীদেরকে তুমি তোমার অধীনে নিয়ে নাও। তাদেরকে খায়বারের সীমার বাইরে বের করে দিয়ে আসো। তারা যেনো জীবনে বেঁচে থাকতে মুসলমানদের বিরুদ্ধে আর অস্ত্র না ধরে এ অঙ্গীকার তাদের থেকে নিও।

সকল বন্দীদেরকে ডেকে একত্র করা হলো। তারা শপথ করে বললো, মুসলমানদের বিরুদ্ধে আর কোনোদিন ষড়যন্ত্র করবে না। আর মুসলমানদের বিরুদ্ধে কোনো ষড়যন্ত্রে কারো সাথে লিপ্ত হবে না। আর কোনোদিন মুসলমানদের বিরুদ্ধে অস্ত্র তুলবে না। এ শপথ নেবার পর ইয়াহুদী বন্দীদেরকে ওবাদার হাতে সপর্দ করে দেশ থেকে বের করে দেয়া হলো। এরপর হুজুর তার হুজরায় চলে গেলেন। অন্যরাও চলে গেলো তাদের নিজ নিজ বাড়ীতে। আবদুল্লাহ বিন উবাইর গোপন ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হলো।

কিছুদিন পরই মদীনার মুসলমানরা জানতে পারলেন, মক্কার কাফেররা খুব জাকজমকের সাথে বিরাট সেনাবাহিনী নিয়ে মদীনা আক্রমণ করার জন্য এগিয়ে আসছে। সাথে সাথে হুজুর মজলিসে শূরা বা পার্লামেন্ট আহ্বান করলেন। বললেন তিনি, হে মুসলমানেরা ! বদরের প্রতিশোধ গ্রহণ করার জন্য মক্কার কাফেররা মদীনা হামলা করতে রওনা হয়েছে। আমার মনে হয় মদীনায় থেকেই মুকাবিলা করা আমাদের জন্য সমীচীন।

হযরত ওমর ও হযরত হামযাহ হযরত তালহা সহ আহলুর রায় সাহাবীগণ বললেন, মদীনায় থেকে প্রতিরোধ করা যদি আপনার সিদ্ধান্ত হয় তাহলে

www.amarboi.org

কারো বলার কিছু নেই। যদি আমাদের মতামত চাওয়া হয় তাহলে আমরা বলবো মদীনা হতে বেরিয়ে গিয়ে যুদ্ধ করতে।

আবদুল্লাহ বিন উবাই মুনাফিকও এ সভায় উপস্থিত ছিলো। সে বলে উঠলো "মুসলমানরা ! তোমরা আল্লাহর রাসূলের মতের বিরুদ্ধে যেতে চাও ? অবশ্যই এরূপ করবে না। হুজুরের এ মতই সঠিক। মদীনার ভিতর থেকেই মুকাবিলা করতে হবে।

আবদুল্লাহ বিন উবাই মুনাফিক আগ থেকেই দূত পাঠিয়ে মক্কার কাফেরদেরকে বলে রেখেছিলো, সে মুসলমানদেরকে মদীনায় থেকেই যুদ্ধ করার জন্য ব্যবস্থা করার চেষ্টা করবে। কারণ, তারা যেনো মদীনার মুসলমানদের উপর রাতের বেলা অতর্কিত হামলা করতে সুযোগ পায়।

সকলের মতামত দেখে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনা থেকে বেরিয়ে গিয়ে কাফেরদের মুকাবিলা করার ঘোষণা দিলেন। ঘোষণা দিলেন, আজ জুমআর নামায আদায়ের পর আমরা রওনা দেবো। এ ঘোষণায় সকলেই খুশী হলেন। হৃষ্টচিত্তে সকলেই প্রস্তুতি গ্রহণ করলেন।

জুমআর পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সামরিক পোশাক পরে অস্ত্র হাতে বেরিয়ে এলেন। তাঁর সাথে এক হাজার জানবাজ মুসলিম মুজাহিদ রওনা দিলেন। যেতে যেতে মুসলিম বাহিনী কোবা পার হয়ে গেলেন।

এ সময়ে আবদুল্লাহ বিন উবাই মুসলিম বাহিনীকে উদ্দেশ করে বলে উঠলো ঃ হে মুসলিম বাহিনী ! মুসলমানরা তাদের বাহাদুরীর নেশায় এমন বিভোর হয়ে পড়েছে যে, তারা নিজেদের ভালো মন্দ পর্যন্ত বিবেচনা করতে পারছে না। আমি পরামর্শ দিয়েছিলাম মদীনায় থেকেই মুকাবিলা করতে। কিন্তু আমার কথা শুনলো না তারা। মদীনা হতে বেরিয়ে এলো। আমি জানতে পেরেছি কুরাইশদের সৈন্য সংখ্যা অনেক বেশী। তাদের মুকাবিলা করতে যাওয়ার অর্থ নির্ঘাত মৃত্যু। কোনো অবস্থাতেই আমি তা সমীচীন মনে করি না। আমি ফেরত যাচ্ছি। তোমরাও আমার সাথে ফিরে চলো।

আবদুল্লাহ বিন উবাই তার তিনশত সাথীসহ মুসলিম বাহিনী হতে পৃথক হয়ে মদীনায় ফিরে এলো। তার ধারণা ছিলো মুসলমানরা তার দেখাদেখি বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে আসবে। কিন্তু রাসূলের অনুসারী জানবাজ মুসলমানদের একজনও তার প্ররোচনায় পড়েনি। সাড়া দেয়নি তার উস্কানীতে। সাতশত জানবাজ মুসলমান হুজুরের সাথে রয়ে গেলেন। তারাই শরীক হলেন হুজুরের সাথে ওহোদের যুদ্ধে।

www.amarboi.org

৫৭

মুসলিম বাহিনী বীর বিক্রমে হেঁটে যাচ্ছে সামনের দিকে। বাহিনীর সংখ্যা সাতশত। তাও এদের পঞ্চাশ ষাটজনের মতো পনর ষোল বছর বয়সের ছেলে। বাহাদুরীর সাথে শাহাদাতের অদম্য বাসনায় যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে।

গোটা বাহিনীর জন্য ছিলো মাত্র দু'টি ঘোড়া, আশি নব্বইটির মতো উট। মাত্র চার মাইল পথ অতিক্রম করার পর দূর থেকে মক্কার মুশরিক বাহিনীকে নজরে পড়লো। তারা তাঁবু খাটিয়েছে ওখানে। তাঁবুর পর তাঁবু। যেনো দিগন্ত ছড়িয়ে আছে। এ জায়গার নাম হলো ওহোদ। সাথেই একটি পাহাড়। এ পাহাড়টিকেই ওহোদের পাহাড় বলে। মুসলিম বাহিনী ওহোদ থেকে একটু আগে বেড়ে পাহাড়ের পাদদেশে গিয়ে থামলো।

মক্কা বাহিনী মুসলিম বাহিনীকে দূর থেকে আসতে দেখেছিলো। আবু সুফিয়ান ও আবু জেহেলের ছেলে ইকরামা উঁচু টিলার উপর চড়ে মুসলিম বাহিনীর আগমনের দৃশ্য দেখছে। মুসলিম বাহিনীর সংখ্যা ছিলো কম। এ ছোট বাহিনী দেখে তারা খুশী হলো। সাহস ও হিম্মতও কিছুটা বাড়লো। আবু সুফিয়ান বললো—

ঃ হোবলের কসম, এরা আমাদের হাতে নিহত হবার জন্য এসেছে। আমাদের চারভাগের এক ভাগেরও কম তারা। তাদের সৈন্য সংখ্যা আমাদের তুলনায় কিছুই নয়।

ঃ চাচা ! ওদেরকে ছোট ভেবো না। যুদ্ধ শুরু হলে এদের সংখ্যা কোত্থেকে যেনো বেড়ে যায়। এক একজন মুসলিম দশ দশজন, বিশ বিশজন লোকের সাথে লড়াই করে। বদরের যুদ্ধে আমি ছিলাম। ঐ যুদ্ধে তাদের অসম সাহস ও যুদ্ধ পারদর্শিতা ছিলো ধারণার বাহিরে। যুদ্ধের শুরুতে বাহিনী যা থাকে যুদ্ধের মাঝে যেনো সংখ্যা আরো বেড়ে যায়।—ইকরামা বললো।

ঃ ইকরামা ! তারা তো মানুষই। আমাদেরই জাতি। আমাদের থেকে বেশী বড় বাহাদুর তারা তো হতে পারে না। তুমি দেখবে কিভাবে তাদেরকে আমরা সহজে কাবু করে ফেলি। সূর্য ডুবছে। চলো এখন আমরা তাঁবুতে গিয়ে আরাম করি।

মুসলিম শিবিরে সকলে সকলের কাজে ব্যস্ত। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খোলা আকাশের নীচে একটি কম্বল বিছিয়ে বসে আছেন। পূর্বাকাশে বিশ্বকে আলোকিত করে চাঁদ উঠছে। ঠাণ্ডা বাতাস ঝির ঝির করে বইছে। এ সময় একজন আরব্য মেয়ে এসে হুজুরকে সালাম দিলেন। তার দিকে তাকিয়ে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে বললেন—

www.amarboi.org

ঃ উম্মে আম্মারা !

উম্মে আম্মারা ! কাআবের কন্যা। যৌবন বয়সের মেয়ে। সে বললো—

ঃ হে আল্লাহর রাসূল ! যুদ্ধের ময়দানের দিকে আপনাকে আসতে দেখে আর ঘরে বসে থাকতে পারলাম না। বাহিনীর পেছনে পেছনে লুকিয়ে লুকিয়ে এসেছি। আমার অপরাধ মাফ করবেন।

ঃ তোমার একা একা আসা উচিত হয়নি। যখন আসলেই আরো দুই চারজন মহিলা সাথে নিয়ে আসতে। দিন আসবে যখন মহিলাদেরকে পুরুষদের পাশাপাশি যুদ্ধের ময়দানে যুদ্ধ করতে হবে। যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার সওয়াব নারী পুরুষ বাচ্চা সকলেরই সমান। জেহাদের চেয়ে বড় আর কোনো ইবাদাত নেই। তাই শহীদদের সব গুনাহ মাফ করে দেয়া হয়। জান্নাতের অধিকারী হয়। ঠিক আছে তুমি নিজের গোত্রের কাছে গিয়ে থাকো। তোমার সাহস প্রশংসার যোগ্য।

পরের দিন ভোরে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পঞ্চাশজনের তীরান্দাজ বাহিনীকে হযরত আবদুল্লাহ বিন জোবাইর আনসারীর নেতৃত্বে ওহোদের ঘাঁটিতে অবস্থান গ্রহণ করতে বললেন। তাদেরকে বলে দিলেন, অন্য কোনো হুকুম না পাওয়া পর্যন্ত তোমরা এ ঘাঁটি ছেড়ে যাবে না। সুযোগ পেলে এ ঘাঁটি দিয়ে মুশরিক বাহিনী ঢুকে পড়বে। তাই হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্বপ্রথম শত্রু পক্ষের এ সুযোগ লাভের পথ বন্ধ করে দিলেন।

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুসলিম বাহিনীর সারিগুলো ঠিক করলেন। ডান দিকে হযরত জোবাইর বিন আওয়ামকে, বামদিকে হযরত মানজার বিন ওমরকে নির্দিষ্ট করলেন। হযরত হামযাকে অগ্রবাহিনীর নেতা বানালেন। মাসআব বিন ওমাইরের হাতে ছিলো ঝাণ্ডা। হযরত আবু দাজানাকে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের খাস তরবারিটি দান করলেন। আবু দাজানা বীরদর্পে চলতে শুরু করলো।

মুশরিক বাহিনীও তাদের সৈন্যদেরকে সাজালো। আবু সুফিয়ান খালিদ বিন ওয়ালিদকে একশত কি সোয়া শতের একটি বাহিনী ডান দিকে ও ইকরামা বিন আবু জেহেলকে সমসংখ্যক লোকের বাহিনী দিয়ে বামদিকে থাকার জন্য নির্দিষ্ট করে দিলো। তখনো তারা মুসলমান হয়নি। এ বাহিনীর পতাকা ছিলো তালহার হাতে।

এদের পেছনে ছিলো হিন্দা বিনতে ওতবা। পুরুষদের পেছনে নারীদের সারি দাঁড় করেছে হিন্দা। এরপর হিন্দা একটি কালোমুখী ওয়াহশী নামক হাবশী গোলামের কাছে এলো। সে ছিলো হোবাইর বিন মাজান এর গোলাম। সে সময় মুনীব ও গোলাম একই জায়গায় দাঁড়ানো ছিলো।

ঃ তুমি নাকি খুব ভালো হারবা (নেজার চেয়ে ছোট এক রকম অস্ত্র) পরিচালনা করতে পারো।—জিজ্ঞেস করলো হিন্দা।

www.amarboi.org

গোটা দেশে তার এ অস্ত্র পরিচালনার কথা খ্যাত। মাথানত করে ওয়াহ্শী সম্মতি জানালো—

ঃ জ্বি, হাঁ।

ঃ শুনো ! বদরের যুদ্ধে হামযা আমার পিতা ও ভাইকে হত্যা করেছে। প্রতিশোধের আগুন আমার হৃদয়কে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিচ্ছে। আমি শপথ করেছি হামযার কলিজা চিবিয়ে খাবো। তুমি আমার এ আশা পূরণ করবে। তুমি তোমার হারবা দ্বারা হামযাকে হত্যা করবে। দেখো ! আমার শরীরের অলংকারের প্রতি তাকাও। এসব অলংকার আমি তোমাকে দিয়ে দেবো।

চোখ ছানাবড়া হয়ে গেলো ওয়াহ্শীর। খুশীতে ডগবগ হয়ে বললো সে—

ঃ তাহলে তো অনেক সম্পদশালী হয়ে যাবো আমি। আমার সম্পদ দিয়েই আমি আমার মুনীবকে অর্থ দিয়ে স্বাধীন হয়ে যেতে পারবো।

ঃ হামযাকে মারতে পারলে তোমাকে আযাদ করে দেবো আমিই। —বললো মুনীব।

খুশীতে আটখানা হয়ে গেলো ওয়াহ্শী। বললো—

ঃ হামযাকে মারার কোনো সুযোগ আমি হাত ছাড়া করবো না।

অদৃশ্য হয়ে গেলো ওয়াহ্শী মুনীব হোবাইর বিন মাজানের সাথে। যুদ্ধ এখনো শুরু হয়নি। মুশরিক বাহিনীর যুবতী সুন্দরী মেয়েরা সারির সামনে এসে দফ বাজিয়ে যুদ্ধের জন্য তাদেরকে উৎসাহিত করার গান গাইছে। ধীরে ধীরে সামনে এগিয়ে গেলো সশস্ত্র মুশরিক বাহিনী। হিন্দার ইশারায় ওদের পেছনে সরে এলো দফ বাজানো সুন্দরী যুবতী মেয়েরা।

যুদ্ধের বাদ্য বাজছে মুশরিক শিবিরে। কিছুক্ষণের মধ্যে মুশরিক বাহিনীর একজন বেরিয়ে এসে মুসলিম বাহিনীর সামনে এলো। দেখেই মদীনার আনসারগণ চিনে ফেললো তাকে। এ হলো মদীনার বাসিন্দা আবু আমের। আউস বংশের লোক। নিজের জাতি তাকে সম্মানের নজরে দেখতো। মুসলমানরা মদীনায় আসার পর তার বংশের অধিকাংশ লোক মুসলমান হয়ে যাওয়ায় জেদ করে আবু আমের মদীনা ছেড়ে মক্কায় গিয়ে বসবাস শুরু করেছিলো।

মুশরিক বাহিনীর সাথে সে এসেছে বুঝিয়ে শুনিয়ে ভয় দেখিয়ে তার জাতির লোকদেরকে ইসলাম থেকে ফিরিয়ে নেবার চেষ্টা করার জন্য। তাই সে ময়দানে এসে বললো—

ঃ হে আওস বংশের সম্মানিত লোকেরা ! তোমাদের কল্যাণের চিন্তা করে আজ আমি তোমাদের কাছে এসেছি। তোমরা মক্কার বাহিনীর দিকে নজর দিয়ে দেখো। সংখ্যায় তারা তোমাদের চেয়ে কতবেশী। মক্কার ও আশেপাশের সব সম্মানিত বাহাদুর যোদ্ধারা সর্বশক্তি নিয়োগ করে মুসলমানদেরকে চিরতরে

www.amarboi.org

ধ্বংস করে দেবার জন্য এখানে সংকল্পবদ্ধ হয়ে এসেছে। তাদের বিজয় নিশ্চিত। মুসলমানরা পরাজিত হয়ে ভেগে যাবেই। তোমরা মুসলমান ও তাদের রাসূলকে ছেড়ে মক্কার বাহিনীর সাথে এসে এক হয়ে যাও। মদীনার রাষ্ট্র তোমাদেরকে দিয়ে দেয়া হবে।

মুসলিম বাহিনীর সায়াদ বিন মায়াজ হুংকার দিয়ে বলে উঠলো—

ঃ হে আওস বংশের কাপুরুষ সন্তান ! মুসলমানরা সংখ্যার পরওয়া করে না। জয় পরাজয়ের মালিক আল্লাহ্। যাকে চান তাকে দেন। তোমার জাতি তোমাকে কুফরী ছেড়ে ইসলামে আশ্রয় গ্রহণ করার জন্য সুপারিশ করছে। যদি তুমি কাফেরদের সঙ্গ না ছাড়ো তাহলে তোমার লাঞ্ছনা ও করুণ পরিণতি খুব নিকটে।

এভাবে মদীনার আওস গোত্রের মুসলিম নেতা ও যুবকদের সাথে আবু আমেরের তপ্ত বাক্য বিনিময় চললো অনেক্ষণ ধরে। অবশেষে আওস গোত্রের এক যুবক আনসারী উচ্চস্বরে আওয়াজ দিয়ে বললো—

ঃ আবু আমের ! বেশী বাড়াবাড়ি করো না। যদি করো তাহলে এই তীর তোমার গলা ভেদ করে বেরিয়ে যাবে।

ভীত হয়ে পড়লো আবু আমের। তৎক্ষণাত সে মুশরিক বাহিনীর মধ্যে ফিরে গেলো। আবু সুফিয়ান সৈন্য বাহিনীকে আগে অগ্রসর হবার ইশারা দিলো। ডান ও বাম দিকের বাহিনী অনেকদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে পড়ে। অগ্রবর্তীবাহিনী ছিলো সামনে। আবু সুফিয়ান ছিলো সকলের কেন্দ্রস্থলে দাঁড়ানো। মহিলাদের বাহিনী ছিলো কেন্দ্রস্থলের কিছুটা পেছনে। কাফের বাহিনী খুব সুশৃংখলভাবে ধীর স্থীরভাবে সামনে এগিয়ে এলো।

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও মসুলিম বাহিনীকে সামনে অগ্রসর হবার নির্দেশ দিলেন। উৎসাহ-উদ্দীপনা নিয়ে মুসলিম বাহিনী বাড়লো সম্মুখের দিকে। আগে বাড়তে বাড়তে উভয় পক্ষ সম্মুখ সমরে লিপ্ত হয়ে পড়লো। প্রান্তর কেঁপে উঠলো যুদ্ধের তাণ্ডবে।

উভয় পক্ষই করে চলছে যুদ্ধ পূর্ণ উদ্যমে। উভয় পক্ষ উভয় পক্ষের মধ্যে ঢুকে পড়লো। যুদ্ধ চলছে চরমভাবে। সাহস শৌর্যবীর্য দেখাচ্ছে সকলেই। মনের আবেগ আছে উভয় পক্ষেই। মুশরিক বাহিনীর তুলনায় মুসলিম বাহিনীর সংখ্যা এক-চতুর্থাংশ সামরিক সরঞ্জাম এক-দশমাংশ হলেও মুসলিম আবেগ উচ্ছ্বাস ছিলো ওদের চেয়ে অনেক বেশী। ইসলামের প্রেরণাই মুসলিম বাহিনীকে মারতে ও মরতে উজ্জীবিত করছে। মৃত্যুতো তাদের কাছে জীবনের চেয়ে উত্তম।

মুসলিম বাহিনীর আবালবৃদ্ধবণিতা সকলেই মরণপণ হয়ে লড়ছে। তরবারির ঝলসানি চলছে চারিদিকে। আগে বেড়ে বেড়ে আক্রমণ রচনা করছে

www.amarboi.org

তারা। কাফেররাও লড়ছে পূর্ণ শক্তি দিয়ে। যুদ্ধ চলছে বিরামহীনভাবে। মুসলিম বাহিনীর জানবাজ যোদ্ধারা ত্রুটিহীনভাবে করে চলছে লড়াই। হযরত আবু বকর, ওমর, ওসমান, আলী, তালহা, হামযা জুবাইর, সায়াদ, আবু দাজনা সকলেই পূর্ণ বাহাদুরী ও নির্ভিকভাবে দুশমনের সারির ভিতরে ঢুকে পড়ে করছে লড়াই। তারা কেউ জানতো না যুদ্ধ করতে করতে কোথায় তারা এসে পৌছেছে। কার সাথে লড়ছে। কতজন শত্রু সৈন্য তাদের সাথে লড়ছে। এদিকে তাদের ভ্রূক্ষেপ নেই।

হযরত আলীর যুদ্ধগতি ও বাহাদুরী মুশরিকদেরকে বিস্মিত ও ভীত করে ফেলেছে। যার উপর তার তরবারি পড়ছে দু' টুকরো হয়ে পড়ে যাচ্ছে। অসংখ্য কাফের তাঁর হাতে হয়েছে নিহত। আবু দাজনাও হুজুরের বিশেষ তরবারি হাতে হত্যা করে চলছে মুশরিকদেরকে। তাদের ভয় সব সারি ভেদ করে দিয়েছেন তিনি। এভাবে তিনি পৌছে গেছেন নারীদের সারিতে। খবর নেই তার কোথায় এসে পৌছেছেন তিনি। চলছে তার তরবারি। আক্রমণ করছেন তিনি। হিন্দা এসে পড়লো তার তরবারির সামনে। যমদূত দেখলো সে তার চোখে। কাঁপতে লাগলো সে। ভীষণ চীৎকার দিয়ে উঠলো। লক্ষ্য হলো দাজনার নারীরা তার সামনে। ভাবলেন নারীদের সাথে যুদ্ধ করছেন তিনি। পুরুষরা গেলো কোথায়। রাসূলের তরবারি কোনো নারীর রক্তে তো রঞ্জিত হয়নি। চারিদিকে নজর দিয়ে দেখলো নারীরা দৌড়াচ্ছে জীবন বাঁচানোর জন্য।

হিন্দার প্রতি তার দৃষ্টি পড়লো। চিনলেন তিনি তাকে। বললেন, ওতবার কন্যা হিন্দা ! চলে যাও। তোমাকে ছেড়ে দিলাম আমি। আবু দাজনার জীবন বাজির যুদ্ধ যখন এদিকে চলছে হযরত হামজাও তখন তুমুল যুদ্ধে লিপ্ত। মুশরিকদেরকে কাঁকড়ীর মতো কেটে চলছে দু' হাতে। সকল কাফের তার হামলার ভয়ে সরে পড়ছে দৌড়ে। প্রায় ষাটজনের মতো শত্রু এ যুদ্ধে হামযার হাতে নিহত হয়েছে। হামযার লক্ষ্য তাদের পতাকা। পতাকা পর্যন্ত পৌছার জন্য তিনি কেটে সাফ করে চলছেন। কাফেররাও বুঝতে পেরেছেন তার উদ্দেশ্য। বাধ সাধলো মুশরিক বাহিনী। কিন্তু রুখতে পারলো না। পৌছে গেছে হামযা পতাকাবাহীর কাছে।

প্রতিহামলা করলো পকাতাবাহী সৈনিক। কিন্তু টিকতে পারলো না আমীরে হামযার আক্রমণের সামনে। দু' টকুরো হয়ে মাটিতে লুটে পড়লো সে। মুশরিক পতাকা ভুলুণ্ঠিত হলো।

হযরত হামযা ফিরলেন উল্টো দিকে। চলছে তার শামশীর। কিছুদুর এগুলেন তিনি। এ সময় একটি ছোট নেজা ডানদিকে ঢুকে বাম দিক দিয়ে বেরিয়ে গেলো হযরত হামযার। কেঁপে উঠলো হামযার শরীর। ঢলে পড়লেন মাটিতে। শহীদ হয়ে গেলেন তিনি। ওয়াহশী গোলাম হিন্দার পুরস্কার পাবার

www.amarboi.org

আশায় সারাক্ষণ হামযার পিছনে পিছনে লেগে ছিলো। হামযাকে শহীদ করে দিয়ে সে হিন্দাকে খবর দিতে দৌড়ালো। মনের জিঘাংসায় কাফেররা তার দেহের উপর দিয়ে ঘোড়া দৌড়ালো। ক্ষতবিক্ষত করে তারা তার মুছলা করলো।

তখনো চলছে যুদ্ধ। আবু সুফিয়ান সাহসিকতার সাথে লড়ে চলছে। নিজের বাহিনীকে চলছে উৎসাহ যুগিয়ে। হযরত হানজালা দূর থেকে তাকে দেখতে পেলেন। তার দিকে ছুটলেন তিনি। হাজারো মুশরিক সৈন্য পথে অন্তরায়। তাদেরকে দু' হাতে কেটে চলছেন হযরত হানাজালা সামনে। তারাও প্রতি হামলা করছে তাঁকে। কিন্তু কার্যকর হচ্ছে না। এভাবে হামলা করে করে অধিকাংশ মুশরিককে হত্যা করে সব সারি ভেদ করে আবু সুফিয়ানের কাছে পৌছে,গেলো হানজালা।

হানজালার চেহারা দেখে ভয় পেয়ে গেলো আবু সুফিয়ান। হানজালা আঘাত করলেন সুফিয়ানের উপর। তার আঘাত আবু সুফিয়ানকে প্রায় শেষ করে দিচ্ছিলো এ সময়েই পেছন দিয়ে হামলা চালালে শাদ্দাদ বিন আসওয়াদ লাইসী হানজালার উপর। ডান কাধ দিয়ে ঢুকে তরবারি বাম কাঁদ দিয়ে পার হয়ে গেলো হযরত হানজালার। দুই টুকরো হয়ে দূরে গিয়ে পড়লো তার দেহ। ধড়ফড় করছে দেহ হানজালার। ঘোড়া চালালো আবু সুফিয়ান এর উপর দিয়ে।

হযরত আলী যুদ্ধ করে চলছেন এখনো। মেরে কেটে মুশরিকদেরকে তিনি তাদের ভুলুণ্ঠিত পতাকার কাছে গিয়ে পৌছলেন। এক ব্যক্তি তখন সেই পতাকা উঠাচ্ছিলো। হযরত আলী তরবারির আঘাতে দু' টুকরো করে দিলেন তাকে। আবার পতাকা ভুলুণ্ঠিত। পতাকা হলো একটি জাতির শৌর্যবীর্য ও মান-সম্মানের প্রতীক। কাজেই পতাকা উড্ডীন রাখার জন্য মুশরিকরা প্রাণপণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। পতাকা ঠিক রাখার জন্য একটি ছোট বাহিনী ঠিক করলো তারা। হযরত আলীর উপর হামলা চালালো তারা বীরদর্পে। পতাকাবাহীকে হত্যা করা ছিলো হযরত আলীর উদ্দেশ্য। আবার সে কাজ থেকে প্রতিহত করে আলীকে হত্যা করার চেষ্টা চালাচ্ছে কাফেররা। প্রায় ষাট কাফেরকে হত্যা করে তিনি পতাকাবাহীকেও করলেন হত্যা। আবার ভুলুণ্ঠিত হলো পতাকা। কাফেরদের অন্তরে জ্বালা বেড়ে গেলো। আবার তাদের এক বাহাদুর ঝাণ্ডা তুলে ধরলো। ঘিরে ফেললো হযরত আলীকে কাফেররা। এ ঘেরাও করা বাহিনীর প্রতি চালালেন আক্রমণ শেরে খোদা হযরত আলী। আবার শুরু হলো রক্তাক্ত যুদ্ধ। হাত, পা, মাথা, ধড় কেটে কেটে পড়তে লাগলো নীচে। প্রত্যেক হামলাকারীর উপর হামলা করে তাকে হত্যা করে ফেলছেন তিনি। একাধারে আটজন ঝাণ্ডাবাহীকে হত্যা করেছেন শেরে খোদা হযরত আলী।

www.amarboi.org

একই ধরনের যুদ্ধ করে চলছেন হযরত নদর, ইবনে উনস সায়াদ বিন রবি, বেলাল, কায়াব, হযরত আবু বকর, ওমর, যিয়াদ, আম্মার মিলে সকলে। যেদিকে ফিরছে কেটে চলছে সব। চোখের পলকে অসংখ্য মুশরিককে চিরে ফেড়ে মাটিতে লুটিয়ে দিয়েছে। এমন রক্তাক্ত যুদ্ধ। চারিদিকে শুধু লাশ আর লাশ নজরে পড়ছে। গুঞ্জরিত হচ্ছে ময়দানে মানুষের আহাজারী।

সময় প্রায় দুপুর হয়ে এসেছে। রোদের তাপ সকল জিনিসকে তপ্ত করে তুলেছে। উৎসাহ-উদ্দীপনার আবেগে মুসলমানরা আল্লাহু আকবারের শ্লোগান তুলছে। আর মারাত্মক হামলা রচনা করছে। মুশরিক বাহিনীর শিকড় উপড়িয়ে দিয়েছে। পিছু হটতে শুরু করেছে তারা অসংখ্য লাশের উপর দিয়ে। মুসলিম বাহিনী পেছন থেকে ধাওয়া করে তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে ওদেরকে। মুশরিক বাহিনী ভয়ে ভীত হয়ে জীবন বাঁচিয়ে দৌড়ে পালাচ্ছে।

নারী বাহিনীর জেনারেল হিন্দাও পালিয়েছে। যেসব যুবতী নারী দফ বাজিয়ে বাহিনীকে উৎসাহ যুগিয়েছে তারাও বাজনা যন্ত্র ফেলে দিয়ে পালিয়েছে। পূর্ণ পরাজিত মুশরিক বাহিনী। ময়দান ছেড়ে পালিয়েছে তাদের সালারে আজম আবু সুফিয়ানও। মুসলিম বাহিনী এবার মুশরিক বাহিনীর তাঁবুর উপর করেছে হামলা।

মুসলিম বাহিনীর ধরা ছোয়ার বাইরে চলে গেছে তারা। মহিলা বাহিনীও পড়িমরি করে পৌছেছে তাদের কাছে। এক জায়গায় একত্রিত হয়ে পরামর্শ শুরু করেছে এখন।

৫৮

পূর্ণ বিজয় মনে করে মুসলিম বাহিনী মুশরিকদের অবস্থানে হামলা করে গনিমাতের মাল সংগ্রহ করে চলছে। হযরত আবদুল্লাহ বিন জুবাইরের নেতৃত্বে পরিচালিত বাহিনী ওহোদের ঘাঁটি পাহারায় নিয়োজিত ছিলেন রসূলুল্লাহর নির্দেশে। তারা সে অবস্থান ছেড়ে দিয়ে আবদুল্লাহর হুকুম অমান্য করে সামনে অগ্রসর হয়ে গনিমাত সংগ্রহে অংশগ্রহণ করেছে। শুধু পাঁচজন আনুগত্যশীল সৈনিক আবদুল্লাহর সাথে এখানে রয়ে গেলো। মুশরিকদের ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা সৈন্যদেরকে খুঁজে খুঁজে হত্যা করছে মুসলিম বাহিনী। কেউ কেউ জান বাঁচাবার জন্য লাশের আড়ালে পালিয়ে রয়েছে।

সূর্য পূর্ণ কিরণ ছেড়ে আকাশে জ্বলছে। রোদ সব জিনিসকে উত্তপ্ত করে দিয়েছে। আবদুল্লাহ বিন জুবাইর তার চার সাথী সহ ঘাঁটির কিনারে দাঁড়িয়ে রয়েছেন রসূলুল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী। যুদ্ধের ময়দানের দিকে তাকিয়ে আছেন তিনি। হঠাৎ ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ পেলেন। পেরেশান হয়ে এদিক ওদিক তাকালেন তিনি। তাঁর সাথীরাও আওয়াজ শুনে কান খাড়া করে ফেললেন।

www.amarboi.org

ক্ষণিকের মধ্যেই ঘাঁটির কাছাকাছি মুশরিক বাহিনীর একটি ছোট দলকে খালিদ বিন ওয়ালিদের নেতৃত্বে এদিকে আসতে দেখলেন আবদুল্লাহ। খালিদ তখনো ইসলাম গ্রহণ করেনি। খালিদ দূর থেকে ঘাঁটি খালি দেখে রচনা করেছে এ আক্রমণ।

আবদুল্লাহ তিন সাথী সহ পাল্টা আক্রমণ রচনা করেন। তিন সাথী সহ প্রাণপণ লড়ে দশ বারোজন শত্রুসৈন্য হত্যা করে অবশেষে আবদুল্লাহ তার সাথীগণসহ শাহাদাত বরণ করলেন।

কিছু মুসলমান হুজুরের কাছে দাঁড়িয়েছিলেন। তারা খালিদকে কিছু সৈন্য সহ পাহাড়ের নীচের দিকে নামতে দেখলেন। একত্রে তারা নারায়ে তাকবীর আল্লাহু আকবার ধ্বনী দিয়ে উঠলেন। মুশরিক সৈন্যদেরকে ধাওয়াকারী মুসলিম সৈন্যরাও এ শ্লোগান শুনলেন। পেছনে তাকিয়ে তারা কাফের বাহিনীকে আসতে দেখলো।

হুজুর পাহাড়ের পাশে কয়েকজন লোকসহ দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর উপর কাফেররা হামলা করতে পারে আশংকায় তারা তখনই দ্রুত এসে হুজুরের চারপাশে দাঁড়ালেন।

মুসলমানদেরকে ফিরে যেতে দেখেছে ইকরামা। উচ্চস্বরে শব্দ করে নিজের সঙ্গীদের থামিয়ে দিলো সে। সকলে তার কাছে এসে একত্রিত হলে মুসলমানদের উপর হামলা করার জন্য হুকুম দিলো। দ্রুত তারা মুসলমানদেরকে ধাওয়া করার জন্য দৌঁড়ালো।

আবু সুফিয়ান ভেগে যেতে ছিলো। সেও থামলো। কাফেরদেরকে একত্রিত হবার হুকুম দিলো সে। মক্কা বাহিনী তার চারদিকে এসে জড়ো হলো। সকলকে নিয়ে সে নতুন উদ্দীপনা নিয়ে হামলা চালালো আবার। অপ্রত্যাশিতভাবে একের পর এক হামলা শুরু হলো মুসলমানদের উপর। ফলে যুদ্ধের চেহারাই বদলিয়ে গেলো। মুসলমানদেরকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেললো তারা। কোনোদিকে যাবার কোনো পথ নেই। কোনো নিয়ম ও সারিবদ্ধতা ছিলো না তখন। চারিদিক থেকে তরবারির আঘাত আসতে শুরু করলো। রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ শুরু হলো নতুন করে। এ অবস্থায়ও মুসলমানরা হয়রান হয়ে পড়লেও অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে লড়ে যাচ্ছে। যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়েছে চারিদিকে।

যেহেতু খালিদ তার বাহিনী সহ সব মুসলমান ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মধ্যে আড় ও বাধা হয়ে গিয়েছিলো। তারা রাসূলের কাছে পৌছার জন্য চেষ্টা করছে। তাই যুদ্ধ হচ্ছে তুমুল।

হুজুরে কারীমের চারদিকে মাত্র বারজন সাহাবী। হযরত মাসআব ইসলামী ঝাণ্ডা উঁচু করে তাঁর কাছেই ছিলেন দাঁড়িয়ে। খালিদ বিন ওয়ালিদের সঙ্গীরা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তার সঙ্গীদেরকে ঘিরে রেখেছিলো।

www.amarboi.org

হুজুরের চারদিকে ভীষণ যুদ্ধ হচ্ছে। মুসলমানদেরকে ঘিরে হুজুরকে হত্যা করার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করছে ওরা। মুসলমানরাও হুজুরকে রক্ষা করার জন্য জানপ্রাণ দিয়ে লড়ছে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অত্যন্ত দৃঢ়তা সহকারে যুদ্ধের দৃশ্য অবলোকন করছেন আর নির্দেশ দিচ্ছেন।

মাসআব এক হাতে ঝাণ্ডা উঁচিয়ে অন্য হাতে তরবারি চালিয়ে অনেক মুশরিককে জাহান্নামে পৌছে দিয়েছেন। খালিদকে হত্যা করার জন্যও মাসআব বেশ কয়েকজনকে হত্যা করে তার কাছে গিয়ে পৌছলো। তরবারি উঁচিয়ে পূর্ণ শক্তি দিয়ে আঘাত করলেন খালিদের উপর মাসআব। ঢাল দিয়ে তরবারির আঘাত ফিরালো খালিদ। ফেটে গেলো খালিদের ঢাল পিছে হটলো সে। এগিয়ে আসলেন মাসআব। হামলা করতে যাবেন তিনি খালিদের উপর এ সময় অতর্কিত কাফেরদের বিখ্যাত ঘোড় সওয়ার ইবনে কুমাইয়া লাইসা পেছন দিয়ে হামলা করলো। দু' টুকরো হয়ে শহীদ হলেন মাসআব। ঝাণ্ডা লুটিয়ে পড়লো মাটিতে।

মাসআবকে দেখতে অনেকটা রাসূলের মতো মনে হতো। তাই ইবনে কুমাইয়া ভেবেছে রাসূলকে হত্যা করেছে। উচ্চৈস্বরে ঘোষণা দিলো সে মুহাম্মাদকে হত্যা করা হয়েছে। খবর শুনে কাফেরদের খুশীর সীমা রইলো না। মুসলমান বিস্ময়ে বিমূঢ়। লড়তে তারা ভুলে গেছে। পাগলপরা হয়ে রাসূলকে খুঁজতে লাগলো তারা। মুশরিকরা তরবারি যাচ্ছে চালিয়ে।

মুসলমানরা চীৎকার দিয়ে বলতে লাগলেন—আমাদের প্রিয় রাসূলই যদি শহীদ হয়ে গিয়ে থাকেন তাহলে আমাদের বাঁচার স্বার্থকতা কোথায়। মরণ পণ যুদ্ধ করো আর শহীদ হয়ে যাও। যুদ্ধ শুরু হলো আবার নতুন ভাবে। কায়াব বিন মালেক উত্তেজিত হয়ে কাফেরদেরকে মেরে কেটে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে দিকে দাঁড়িয়েছিলেন, সেদিকে বাড়তে লাগলেন। ওখানে হুজুরকে দেখতে পেয়ে চীৎকার দিয়ে বলতে লাগলেন, মুসলমানেরা ! আল্লাহর শোকর, তাঁর রাসূল বেঁচে আছেন। হুজুরের চারদিকে বারজন মুসলমান প্রাণপণ হাজার হাজার কাফেরদের সাথে চলছে যুদ্ধ করে। কায়াব তাদের সাথে শামিল হলেন। চরম উত্তেজনায় যুদ্ধ করে অনেক কাফেরকে হত্যা করে সামনের লোকদেরকে অনেকখানি পিছে হটিয়ে দিলেন।

এবার হুজুর উচ্চৈস্বরে আওয়াজ দিয়ে বললেন, আল্লাহর বান্দারা আমার দিকে চলে আসো। আমি আল্লাহর রাসূল।

রাসূলের আওয়াজ শুনে মুসলমানদের হুঁশ ফিরে এলো। চারিদিক থেকে তাকবীর দিয়ে হুজুরের কাছে আসতে লাগলো সকলে। হুজুর যে জায়গায় দাঁড়িয়ে সেটাই এখন তুমুল যুদ্ধের প্রাণকেন্দ্র। যুদ্ধ চলছে অবারিত। উভয় পক্ষই মরিয়া হয়ে লড়ছে। মুসলমানরা বিচ্ছিন্ন ছিলো। এখন একত্রিত হয়েছে।

www.amarboi.org

হযরত সিদ্দিকে আকবার, ওমর, আলী, আবু দাজানা, সাআদ বিন ওয়াক্কাস, আবু ওবায়দা, আবু তালহা, জোবাইর, আবদুর রহমান বিন আওফ, আম্মারা, জিয়াদ হুজুরের চারপাশে ছিলেন। হযরত উম্মে আম্মারাও হাতে তরবারি উঠিয়ে তৈরি ছিলেন। ছায়ার মতো তিনি ছিলেন হুজুরের সাথে।

খালিদ ও ইকরামা নিজ নিজ বাহিনী নিয়ে সর্বশক্তি নিয়োগ করে মুসলমানদের বেষ্টনী ভেদ করতে চাইলো। কিন্তু মুসলিম বাহিনীর লৌহ প্রাচীরের মত দৃঢ় দেয়াল ভাঙ্গা সম্ভব হলো না। হযরত জিয়াদ ও আম্মার অবিচলতার সাথে তাদের হামলা প্রতিহত করলেন। দশ বারজন কাফেরকে জাহান্নামে পাঠিয়ে দিয়ে আগে বেড়ে গেলেন তরবারি চালনা করে। অনেক কাফেরকে মেরে কেটে অবশেষে তারা শহীদ হলেন মুশরিকদের হাতে।

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হলেন মুশরিকদের লক্ষ্যবস্তু। খালিদ নিজের বাহিনীর পঁচিশ ব্যক্তিকে আলাদা করে তীর নিক্ষেপ করার আদেশ দিলেন। একটি উঁচু জায়গায় উঠে তারা হুজুরের দিকে তীর নিক্ষেপ করতে লাগলো। তীর নিক্ষেপের ফলে মুসলমানরা কাবু হয়ে পড়লো। আহত হলো মুসলিম বাহিনীর অনেকে। হুজুরের গায়ে তীর না পড়ে এজন্য আবু দাজানা হুজুরের দিকে মুখ করে মুশরিকদের তীরের দিকে পিঠ দিয়ে হুজুরকে আড়াল করে দাঁড়ালেন।

আবদুল্লাহ বিন হিশাম জুহরী খালিদ বাহিনীর একজন বিখ্যাত ঘোড় সওয়ার সে মুসলিম বাহিনীর হাত থেকে বেঁচে বেঁচে হুজুর পর্যন্ত পৌছে গিয়েছিলো। হুজুর তখন অন্যদিকে ব্যস্ত ছিলেন। সে হুজুরকে আক্রমণ করে বসলো। হুজুর চেহারায় আঘাত পেলেন।

আবু দাজানা হুজুরের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়েছিলো তাই এই শত্রুকে দেখেননি। তার আঘাত করার পর আবু দাজানা উত্তেজিত হয়ে তার উপর পাল্টা হামলা করলো। সে আহত হয়ে পালাতে লাগলো। আবু দাজানা তার পিছু ছুটলো। সে মুশরিকদের দলে ভিড়ে গেলো। উত্তেজিত আবু দাজানা মুশরিকদের হত্যা করতে করতে আবদুল্লাহর পিছে ছুটলেন। আবদুল্লাহ বিভিন্ন জায়গায় দৌড়াতে দৌড়াতে আবু সুফিয়ানের দলের ভিতর ডুবে গেলো।

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এখানে একা রয়ে গেলেন। তাঁর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লেন সকলে। সকলে স্ব স্ব স্থানে তুমুল যুদ্ধ করে চলছেন। হুজুরের কাছে তখন শুধু ছিলেন উম্মে আম্মারা। একটু দূরেই আবু ওবায়দা বিন জাররাহ লড়ছেন ওদের সাথে। ইবনে কুমাইয়া লাইছী, মাসআব হন্তা তরবারি উঁচিয়ে দ্রুত চললো হুজুরের দিকে। উম্মে আম্মারা তাকে দ্রুত এদিকে আসতে দেখে চীৎকার দিয়ে বললেন, সাবধান কাফের। আর এক পা

www.amarboi.org

আগে বেড়ো না। সাথে সাথে উম্মে আম্মারা ইবনে কুমাইয়ার উপর আক্রমণ করে বসলেন। তার গায়ে ছিলো লৌহবর্ম। কিছু হলো না তার। বার বার আক্রমণ করলেন তিনি। কোনো বারই কোনো কাজ হলো না। পাল্টা আক্রমণ করে কুমাইয়া উম্মে আম্মারাকে আহত করে হুজুরের দিকে এগিয়ে গেলো। আবু ওবায়দা ছিলেন কাফের বেষ্টনীতে যুদ্ধরত। হুজুরের দিকে কুমাইয়াকে এগুতে দেখেই কাফেরদের মেরে কেটে ওদিকে এগিয়ে গেলেন। তিনি উচ্চৈস্বরে বলতে লাগলেন, "মুসলিম ভাইয়েরা আল্লাহর রাসূল কাফেরদের ঘেরাওতে পড়ে গেছেন।

আওয়াজ শুনার সাথে সাথে শত্রু পক্ষকে গাজর কাটা করে মুসলমানরা হুজুরের দিকে এগুতে লাগলো। এরি মধ্যে ইবনে কুমাইয়া তরবারি দিয়ে হুজুরের উপর পূর্ণ শক্তিতে হামলা চালালো। চোখের নীচে আঘাত পেলেন হুজুর। সে আবার আঘাত করতে যাবে, আবু ওবায়দা উত্তেজিত হয়ে তার উপর হামলা করে বসলেন। ইবনে কুমাইয়া আহত হয়ে ভয়ে চীৎকার দিয়ে পালিয়ে গেলো। আবু ওবায়দা তার পিছু ধাওয়া করতে চাইলেন। হুজুর তাকে বিরত রাখলেন। এ সময়ে কাফেরদের এক বদমাইশ হুজুরের দিকে পাথর মারলো। হুজুর ঠোঁটে আঘাত পেলেন। একটি দাঁত শহীদ হয়ে গেলো তাঁর। পেছনে ছিলো একটি গর্ত। হুজুর পিছে হটলে গর্তে পড়ে গেলেন। এ সময় হযরত আবু বকর, ওমর, আলী, তালহা সহ কিছু সাহাবা নিজেদের প্রতিপক্ষকে মেরে ছাফ করে হুজুরের কাছে এসে গেলেন।

হুজুরকে হাত ধরে উঠালেন। তার চেহারা রক্তে ভিজে গেছে। সিদ্দিকে আকবার নিজের কোবার আস্তিন দিয়ে রক্ত মুছে দিলেন হুজুরের। তালহা আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল ! এ হতভাগ্য জাতির জন্য বদদোয়া করুন। হুজুর তা করলেন না। বললেন, "আমি আল্লাহর রাসূল। জাতির অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে বদদোয়া করা নবীর শান নয়।" তখনো চলছে তুমুল যুদ্ধ। সিদ্দিকে আকবারকে উদ্দেশ করে হুজুর বললেন, "যদি পারা যায় ওহোদের পাহাড়ের উপর উঠে যাও।"

সিদ্দিকে আকবার এতে একমত হয়ে বললেন, হুজুর ওহোদের দিকে চলুন। আমরা আপনার সাথে আছি। হুজুর পাহাড়ের উপর উঠতে লাগলেন। সিদ্দিকে আকবার স্বশব্দে আওয়াজ করে মুসলমানদেরকে ওহোদের উপর উঠে আসতে নির্দেশ দিলেন। ঘোষণা শুনা মাত্র সকলে ওহোদের উপর উঠে আসলেন। এভাবে লড়াইয়ের একটা সুবিধাজনক স্থান পাওয়া গেলো।

আবু সুফিয়ান বুঝতে পারলো, মুসলমানরা সুবিধাজনক স্থানে পৌছে গেছে। নতুন উদ্দীপনা নিয়ে যুদ্ধ শুরু করেছে তারা। তারাও এখন পাহাড়ের উপর উঠে আসার চেষ্টা চালাতে লাগলো। হুজুরের নির্দেশে ওমর রাদিয়াল্লাহ

www.amarboi.org

আনহু আরো কয়েকজন সাহাবা নিয়ে তাদেরকে বাধা দিতে লাগলো। তারা সক্ষম হলো না পাহাড়ে উঠে আসতে, হাজারো চেষ্টা সত্ত্বেও। উবাই বিন খালফ নামক জনৈক কাফের, হুজুরকে হত্যা করার দৃঢ় সংকল্প নিয়ে এসেছিলো এ যুদ্ধে সে এ অবস্থায়ই হুজুরের উপর হামলা করে বসলো। হারিছের হাত থেকে নেজা নিয়ে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার উপর প্রতি হামলা চালালেন। নেজার অগ্রভাগ তার হাচলীতে লেগে গর্দানের নীচের হাড় পর্যন্ত পৌঁছে গেলো। উবাই বিন খালফ উদ্ভ্রান্তের মতো চীৎকার দিয়ে দৌঁড়াতে দৌঁড়াতে পালালো। আঘাত তেমন গুরুতর কিছু ছিলো না। কিন্তু এ আঘাতেই বিন খালফের মৃত্যু ঘটলো।

মুসলিম বাহিনী ওহোদ পাহাড়ের উপরে। মুশরিক বাহিনী পাহাড়ের নীচে। যুদ্ধ চালাতে তারা পারছিলো না। তাই যুদ্ধ হয়ে গিয়েছে বন্ধ। আবু সুফিয়ান সজোরে শব্দ করে জিজ্ঞেস করলো, "মুহাম্মাদ কি তোমাদের মধ্যে আছে ?" কেউ তার কথার কোনো জবাব দেয়নি।

আবার জিজ্ঞেস করলো সে, "তোমাদের মধ্যে কি আবু বকর বেঁচে আছে?" এখনো সকলে খামুশ। জিজ্ঞেস করলো আবার সে, "তোমাদের মধ্যে কি ওমর বেঁচে আছে ?" এবার হযরত ওমর চীৎকার দিয়ে বলে উঠলো, "আল্লাহর দুশমনেরা ! আমাদের সকলেই বেঁচে আছে। তোমাদের লাঞ্ছিত হবার সময় খুবই কাছে। আবু সুফিয়ান গৌরব করে বললো, "হুবুলের জয়! হুবুলের জয় !! রাসূলের নির্দেশে ওমর বললেন, "আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ ও সম্মানিত।"

আবু সুফিয়ান আবার বললো, "আমাদের ওজ্জা আছে। তোমাদের কোনো ওজ্জা নেই।"

ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহু রাসূলে নির্দেশে বলে দিলেন, "আল্লাহ আমাদের মাওলা। তোমাদের কোনো মাওলা নেই।"

আবু সুফিয়ান ঘোষণা করলো, "আমাদের আর তোমাদের মুকাবেলা আগামী বছর হবে বদরের প্রান্তরে।

হুজুরের নির্দেশে ওমর চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে বললেন, "ঠিক আছে। আমরা চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলাম।"

আবু সুফিয়ানের হুকুমে মুশরিক বাহিনী মক্কার দিকে ধাবিত হলো। হাঁফ ছেড়ে তারা যেনো বাঁচলো। পাহাড়ের উপর থেকে মুসলিম বাহিনী তাদের নিরাশ ফিরে যাবার দৃশ্য দেখতে লাগলো।

৫৭

মুসলমানরা যখন মুশরিক শত্রুদের ঘেরাওয়ের মধ্যে পড়ে গেলো। কাফেররা চারদিক থেকে তাদেরকে ঘিরে ফেললো। প্রতিটি জায়গায় রক্তক্ষয়ী

www.amarboi.org

যুদ্ধ চলছিলো। এ সময় মক্কার মুশরিক নারীরা মুসলমান শহীদদের নাক কান কেটে কেটে নিচ্ছিলো। এভাবে তারা তাদের ঘৃণা ও জিঘাংসা চরিতার্থ করে প্রতিশোধ নিচ্ছে।

হযরত হামযার শাহাদাতের খবর পেয়ে আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দা তার গায়ের সব অলংকার খুলে ওয়াহ্‌শী গোলামকে দিয়ে দিলো। সাথে সাথে সে শহীদদের নেতা হামযার লাশের কাছে গেলো। প্রতিশোধ জিঘাংসায় সে হামযার নাক, কান, কেটে লাশের মুছলা করে নিলো। তাঁর সিনা ফেড়ে সে কলিজা কেটে নিলো। নিজের কসম পুরা করার জন্য সে কলিজা চিবাতে লাগলো। কিন্তু চিবাতে পারেনি। উগলিয়ে ফেলে দিলো সে। এ ঘটনার পর থেকেই হিন্দা বিশ্বের ইতিহাসে কলিজা খেকো হিসাবে খ্যাত।

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যুদ্ধের ময়দানে নেমে সকল শহীদদের লাশ একত্র করার হুকুম দিলেন। অনেক মুসলিমের লাশ টুকরা টুকরা হয়ে গিয়েছিলো। আমীর হামযার লাশ ছিন্নভিন্ন করে ফেলা হয়েছিলো। যা কষ্ট করে একত্র করা হলো।

শহীদদের লাশ তালাশ করে করে একত্র করছেন মুসলমানগণ। মদীনায় যুদ্ধের ফলাফলের খবর আগেই চলে গিয়েছে। ওখানকার নারী পুরুষ স্ব স্ব আত্মীয়-স্বজনের বিশেষ করে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খোঁজ-খবর জানার জন্য উদগ্রীব হয়ে এদিকে দ্রুত ছুটছে। এদের মধ্যে সকলের আগে যুদ্ধ ময়দানে পৌঁছলেন হযরত আমীরে হামযার বোন হযরত জুবাইরের মা সফিয়া। হযরত হামযার শাহাদাতের খবর আগেই শুনেছেন তিনি। শহীদ ভাইয়ের লাশ দেখার জন্য এসেছেন তিনি।

হুজুর সফিয়াকে দেখে তার ছেলে যুবাইরকে ডেকে বললেন—

ঃ তোমার মাকে ফিরিয়ে রাখো। আমীরে হামযার লাশের কাছে নিয়ে যেও না।

হুজুরের হুকুম সফিয়াকে জানালে তিনি বললেন—

ঃ আমি জাহেলী যুগের মাতম করার জন্য আসিনি। আমি শুনেছি, আমার শেরদেল ভাইয়ের লাশকে টুকরো টুকরো করে ফেলা হয়েছে। চোখ বের করে নিয়েছে। নাক কান কেটে ফেলা হয়েছে। বুক ফেড়ে কলিজা বের করে চিবানো হয়েছে। আমি এসেছি তার জন্য মাগফিরাতের দোয়া করার জন্য। আমি এসেছি দেখতে আমার ভাই পিঠে কোনো জখম খাননিতো।

ঃ তুমি একটু থামো। আমি হুজুর হতে অনুমতি নিয়ে আসি।—জুবাইর বললেন।

ঃ আমাকেও সাথে নাও। আমি নিজে তার থেকে অনুমতি আনি।—সফিয়া বললেন।

www.amarboi.org

উভয়ে গেলেন হুজুরের কাছে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সফিয়ার শোকাভিভূত চেহারা দেখে চিন্তিত হলেন। অবশেষে অনুমতি দিলেন। সফিয়া ভাইয়ের ক্ষতবিক্ষত ও বিচ্ছিন্ন লাশ দেখে কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন। বললেন—

ঃ আমার শেরদিল ভাই ! তুমি আমার আগে এ দুনিয়া ছেড়ে চলে গেলে। তুমি আরামের ঘুম ঘুমাতে থাকো। হাত উঠিয়ে তিনি ভাইয়ের জন্য দু' চোখের পানি দিয়ে দোয়া করলেন।

মুসলিম ও শহীদদের লাশ একত্র করে এক কবরে দুই লাশ রেখে দাফন করা হলো। হুজুর দাঁড়িয়ে তাদের জন্য মাগফিরাতের দোয়া করলেন। সদলবলে মদীনার দিকে রওনা হলেন।

মদীনার দিক থেকে নারী-পুরুষ বাচ্চারা দলে দলে এদিকে আসছিলেন। প্রথম যার সাথে দেখা হলো তিনি মাসআবের স্ত্রী হাসনা। মুসলিম বাহিনীর পতাকাবাহক ছিলেন মাসআব। যুদ্ধে তিনি শহীদ হয়েছেন। হাসনা পথে একজন আরবীয়ের কাছে যুদ্ধের খবর জানতে চাইলেন। আরবীয় বললো—

ঃ তোমার মামা হামযা শহীদ হয়েছেন।

ঃ আল্লাহ তাকে মাফ করে দিক।—হাসনা বললো।

ঃ তোমার ভাই আবদুল্লাহও শহীদ।—এরপর আরবী বললো।

ঃ ইন্নাল্লিাহ ----।—হাসনা বললো।

ঃ তোমার স্বামী মাসআবও শহীদ হয়েছেন।—এরপর আরবী বললো।

এ খবর শুনে হাসনা কাঁদতে লাগলেন। হুজুর সান্ত্বনা দিলেন হাসনাকে।

মুসলিম বাহিনী ওহোদ হতে ধীরে ধীরে চলছে মদীনার দিকে। খোঁজ-খবরের জন্য মদীনা হতে আগত লোকজন এসে মুসলিম বাহিনীর সাথে শামিল হয়ে যাচ্ছে। পথে আনসারের এক মহিলাকে হয়রান হয়ে আসতে দেখা গেলো। বাহিনীর কাছে এলে এক ব্যক্তি তাকে চিনে বললো—

ঃ আফসোস তোমার বাপ শহীদ হয়ে গেছেন।

ঃ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভালো আছেন তো ?—মহিলা জবাবে বললেন।

ঃ তোমার ভাইও শহীদ হয়েছেন।—সেই ব্যক্তি বললো।

মহিলার চেহারায় শোকের ছায়া দেখা গেলো না। সে বললো—

ঃ হুজুর ভালো আছেন কিনা এ খবর দাও আমাকে।

ঃ তোমার স্বামীও শহীদ হয়ে গেছেন।—লোকটি ফের বললো।

এবার মহিলার চেহারা কিছুটা বিবর্ণ হলো। তারপরও সে বললো—

ঃ আল্লাহর রাসূলের খবর কি তা আমাকে শুনাও।

www.amarboi.org

এরি মধ্যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাহন এসে গেলো লোকটি বললো, ঐ দেখো হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এদিকে আসছেন। হুজুরকে দেখে মহিলাটি খুশী হলেন। বললেন—

ঃ আল্লাহর শোকর। হাজার শোকর তাঁর কাছে। হুজুর নিরাপদে আছেন। এটাই সবচেয়ে বড় খুশী। আপনজন যারা শহীদ হয়েছেন আল্লাহ জান্নাতবাসী করুন তাদেরকে।

৬০

ওহোদের যুদ্ধেও মুসলমানরা অবশেষে কাফেরদেরকে পরাজিতই করেছেন। বিজয় মুসলমানদেরই হয়েছে। আবদুল্লাহ বিন জুবাইরের বাহিনী নেতার নির্দেশ অমান্য করে কাফেরদের পলায়নপর অবস্থা দেখে চূড়ান্ত বিজয় হয়ে গেছে মনে করে নিজের অবস্থান ছেড়ে দিয়ে মুসলিম বাহিনীর সাথে ওদেরকে ধাওয়া করার কাজে শামিল হয়ে গেলেন। খালিদ ঘাঁটি খোলা পেয়ে এ পথে মুসলিম বাহিনীর উপর হামলা চালিয়ে তাদেরকে ঘিরে ফেললো। বিজয় ধরলো পরাজয়ের পথ। মুসলমানরা ক্ষতিগ্রস্ত হলো। কিন্তু মুসলমানদের অটল অবিচল ঈমানী যযবা ও মযবুতির কারণে যুদ্ধে অবশেষে মুসলমানদেরই বিজয় হলো। ইসলামী বাহিনীর প্রায় সকলেই আহত হয়ে থাকলেও কাফেররা পরিশেষে ধনমাল অস্ত্র সম্ভার সব ছেড়ে মক্কার দিকে পালালো।

মসুলিম বাহিনীর প্রায় সকলেই আহত হয়েছেন। এমনকি প্রিয় নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও আহত হয়েছেন। যারা মদীনায় রয়ে গেছেন তারা দৃঢ়প্রত্যয় ব্যক্ত করে ভবিষ্যতের যুদ্ধে অংশগ্রহণের সংকল্প করলেন। এর প্রতিশোধ অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে।

মুনাফিক আবদুল্লাহ বিন উবাই প্রচার করতে শুরু করলো, "আমি পরামর্শ দিয়েছিলাম মদীনায় থেকেই যুদ্ধ করতে। আমার কথা না শুনার কারণে এখন এ ক্ষতি হলো। ভালোই হয়েছে আমি যাইনি। গেলে আমারও সর্বনাশ হতো।" তার কথা মুসলমানদের মনে বড় কষ্ট দিয়েছে। কিছু সাহাবী হুজুরের কাছে অনুমতি চাইলো এ মুনাফিককে হত্যা করতে। নতুবা এ মুনাফিক আস্তিনের সাপ হয়ে কামড়াবে।

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ অনুমতি দিলেন না। বরং বললেন, "আবদুল্লাহ বিন উবাই নিজকে মুসলমান বলে দাবী করে। যতদিন সে এ দাবী করতে থাকবে তাকে হত্যা করা যাবে না। হুজুরের একথার পরও সাধারণ মুসলমানরা তার সাথে ঘনিষ্ঠতা কমিয়ে দিলো।

কিছুদিন পর হুজুর শুনতে পেলেন তালহা ও সালমা বিন খুওয়াইলেদ দু' ভাই 'কুতন' নামক স্থানে মুশরিকদেরকে একত্রিত করেছে। মুসলমানদের উপর

www.amarboi.org

হামলা করার জন্য। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবু সালমা মাখজুমীকে দেড় শত মুজাহিদ দিয়ে তাদেরকে উচিত শিক্ষা দেবার জন্য পাঠিয়ে দিলেন। বলে দিলেন, যতক্ষণ তারা যুদ্ধ না করে তোমরা নিজেরা যুদ্ধ শুরু করবে না। কিন্তু 'কুতনে' পৌছে তারা খবর পেলো মুজাহিদদের আগমনের খবর শুনে তারা ভেগে চলে গেছে। যাবার সময় তাদেরকে যুদ্ধের জন্য ব্যবহৃত জীব-জানোয়ারগুলোও নিয়ে যেতে সময় পায়নি।

আরো কিছুদিন পর হুজুর জানতে পারলেন সুফিয়ান বিন খালিদ হজরী ওয়াদিয়ে আরাফাতের কাছে 'আরফা' নামক স্থানে মুশরিকদেরকে একত্রিত করছে। মুসলমানদের উপর মদীনা হামলা করার জন্য। হুজুর আবদুল্লাহ ইবনে উনাইসকে একা ওখানে পাঠালেন। বলে দিলেন সুফিয়ানকে বুঝাবে যুদ্ধ না করার জন্য। যুদ্ধ ভালো জিনিস নয়। আমরা তাদের উপর হামলা করতে চাই না। আমাদের উপরে হামলা তারাও না করুক।

চার হিজরী সনের পাঁচ মহররম আবদুল্লাহ বিন উনাইস রওনা হলেন। ওখানে গিয়ে দেখলেন বেশ সংখ্যক মুশরিক যোদ্ধা একত্রিত হয়েছে। আবদুল্লাহ তাকে বেশ করে বুঝালেন। কিন্তু সুফিয়ান এসব কথায় কান দিলো না। আর বললো, "আমি ইচ্ছা করেছি মদীনা বিজয় করবো। একজন মুসলমানকেও জীবিত রাখবো না।" খামুশ হয়ে গেলেন আবদুল্লাহ বিন উনাইস।

রাতে ফিরে আসার সময় আবদুল্লাহ আবার তার কাছে গেলেন। আবু সুফিয়ান আবারও একই কথা বললো—

ঃ আমাদের রক্তের সাথে যুদ্ধ মিশে আছে। তোমাদের নবী কাপুরুষ। যুদ্ধ এড়িয়ে চলতে চায়। শুনো আবদুল্লাহ ! তোমাদের নবীকে আমি হত্যা করার শপথ নিয়েছি। তাকে কতল করার আগে কোনো কথা শুনবো না। তোমার পেছনে পেছনে আমি আসছি। এমন এক জবরদস্ত বাহিনী আনবো। যারা সকল মুসলিম বাহিনীকে নিঃশেষ করে দিবে।

আবদুল্লাহ বিন উনাইস তার কথা শুনে এবার অগ্নিশর্মা হয়ে উঠলেন। তার চোখ মুখ হয়ে উঠলো লাল। কপালের রগ হয়ে গেলো টান টান। রাগত স্বরেই বললেন—

ঃ মূর্তিপূজক দুনিয়ার কুত্তা ! হুজুরের শানে তোমার এতবড় কথা। একজন মুসলমানের সামনে এত উদ্ধত্যপূর্ণ কথা ! তোমার সাহস থাকে তরবারি নিয়ে এসো।

শত্রুর ঘরে শত্রুর বেষ্টনীতে আছে আবদুল্লাহ একা। একথা তাঁর মনে নেই। তরবারি কোষমুক্ত করে দাঁড়িয়ে গেলেন তিনি। সুফিয়ান দ্রুত তরবারি হাতে আবদুল্লাহর সামনে এসে দাঁড়ালো। শুরু হলো যুদ্ধ। সুফিয়ান নিহত হলো। চুপে চুপে আবদুল্লাহ সুফিয়ানের মাথা কেটে ঘর থেকে বেরিয়ে মদীনায়

www.amarboi.org

চলে এলেন। সকালে সুফিয়ানের মাথা বিহীন দেহের দৃশ্য দেখে তার সাথীরা ভয়ে পড়িমরি দিলো দৌড়। পালিয়ে গেলো তারা।

আবদুল্লাহ মদীনায় ফিরে আসার দিন মক্কা হতে কিছু লোক মদীনায় এলেন। তারা সাতজন কবিলায়ে আফল য়েকারার সাত ব্যক্তি।

আসেম বিন ছাবেতের বাসায় উঠলেন। কয়েকদিন পর আসেম তাদেরকে এখানে আসার কারণ জিজ্ঞেস করলেন। তাদের একজন বললেন, বদর ও ওহোদের যুদ্ধের পর অনেক মানুষ ইসলামের প্রতি ঝুঁকে পড়েছে। আমাদের গোত্রের লোকেরা ইসলাম গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আমরা এসেছি কিছু মোবাল্লেগ নেবার জন্য। তারা সাধারণ মানুষকে দাওয়াত দিবে।

আসেম মক্কার এ দলকে নিয়ে হুজুরের কাছে মসজিদে নববীতে গেলেন। তাদের কাছে হুজুর আবু সুফিয়ান ও ইকরামার কার্যক্রম সম্পর্কে জানতে চাইলেন। তারা বললো, ওরা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন উপস্থিত সকলকে ডেকে বললেন—

ঃ তোমরা এই মক্কার প্রতিনিধি দলের আগমনের উদ্দেশ্য জেনেছো। এ বিষয়ে তোমাদের পরামর্শ কি ?

হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহু বললেন—

ঃ তাদের কথাবার্তায় আমার সন্দেহ হয়। তারা কোনো ষড়যন্ত্র পাকানোর জন্য এসেছে। মুসলমানদেরকে কোনো নতুন বিপদে ফেলাতে চায় এরা। তাদের গোত্র মুসলমান হতে চাইলে তারা চলে আসুক মদীনায়।

ঃ কসম, আমরা কোনো ষড়যন্ত্র করছি না। আমাদের জাতির মদীনায় আসতেও কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু একটা গোটা কাওম একত্রে চলে আসা কঠিন ব্যাপার নয় কি ?—দলপতি বললো।

হযরত আবু বকর ও আলী একই মত প্রকাশ করে বললেন—

ঃ এত দূরের পথ অতিক্রম করে একটা গোটা গোত্র সফর করে আসা দুরূহ কাজ। কোনো মুবাল্লেগ পাঠানোই ঠিক। তবে আবু সুফিয়ান ও ইকরামার ব্যাপারে ভয় আছে।

ঃ কোনো সন্দেহ নেই। মোবাল্লেগদের হিফাজতের জিম্মাদারী আমাদের। আবু সুফিয়ান আর ইকরামা যদি কোনো ষড়যন্ত্র করে আমাদের গোটা জাতি তাদের সাথে লড়বে।—দলপতি বলে উঠলেন।

সকলের মতামত শুনে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর উপর ভরসা করে বললেন—

ঃ মোবাল্লেগ পাঠিয়ে দাও।

ঃ হুজুর অনুমতি দিলে আমি মক্কায় যেতে রাজী।—হযরত আসেম বললেন।

www.amarboi.org

হুজুর অনুমতি দিলেন। আসেম তার সাথে মজিদ বিন আবু মজিদ, আবদুল্লাহ বিন তারিক, খালিদ ইবনুল কবীর, মুআক্কেব ইবনে ওবায়দা, যায়েদ ইবনে দাছনা সহ আরো তিন ব্যক্তি মোট দশজনের একটি মোবাল্লেগ প্রতিনিধি নির্বাচন করলেন। হুজুর অনুমোদন দিয়ে বললেন—

ঃ একটি উত্তম দল ঠিক করেছো।

তারা সফরের প্রস্তুতি নিতে লাগলো। ঠিক এ সময়ে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাআদকে জিজ্ঞেস করলেন

ঃ তুমি কি আবুল বাররাকে চিনো ?

ঃ জানি। তিনি জাফরের ছেলে। নাজদের বড় ধনী। তিনি তো এখন মদীনায় আছেন।—সাআদ জবাব দিলেন।

ঃ আজ সে আমার সাথে দেখা করতে আসবে। তাকে আমি ইসলামের দাওয়াত দেবো।

ঃ যদি আবুল বাররা মুসলমান হয়ে যায়, গোটা নাজদ মুসলমান হয়ে যাবে। কারণ, আবুল বাররার ভাতিজা আমের বিন তোফায়েল। নাজদবাসীদের উপর আমেরের বেশ প্রভাব। আবুল বাররা মুসলমান হলে আমেরের দলবল সহ মুসলমান হয়ে যাবার সম্ভাবনা।—সায়াদ বললেন।

এরি মধ্যে আবুল বাররা পৌঁছে গেছে। তার সঙ্গীরাও সাথে। প্রাথমিক আলপ-আলোচনার পর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবুল বাররার কাছে ইসলামের দাওয়াত পেশ করলেন। এক আল্লাহর বন্দেগীর গুরুত্ব, দেব-দেবীর পূজায় অসারতা বুঝালেন। আবুল বাররা মনোযোগ দিয়ে হুজুরের কথা শুনে বললো—

ঃ আমি ইসলামের শিক্ষাকে পসন্দ করি। আমি নাজদের সরদার। আমার ভাতিজা আমের বিন তোফায়েলও সরদার। নাজদের লোকেরা খুববেশী কঠিন ও অহংকারী। আমি একা মুসলমান হয়ে গেলে আশংকা আছে তারা আমার পেছনে গেলে যাবে। তাই আমার সাথে আপনি কিছু লোক দিন যারা নাজদবাসীকে ইসলামের দাওয়াত দেবে। তাহলে গোটা কাওম মুসলমান হয়ে যেতে পারে। আমি এদের নিরাপত্তার গ্রান্টি দিচ্ছি।

সত্তরজন লোক বাচাই করে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নাজদে পাঠাবার ব্যবস্থা করলেন। এদের মধ্যে ওমর বিন উমাইয়া খামীরাও ছিলো। যিনি সবদিক দিয়েই যোগ্য ছিলেন। মুনজার বিন ওমরকে প্রতিনিধি দলের নেতা বানালেন।

পরের দিন সত্তরজনের প্রতিনিধি নাজদে ও দশজনের প্রতিনিধি দল মক্কায় রওনা হয়ে গেলেন।

www.amarboi.org

সকল মুসলমান, গোটা আরব, সমস্ত আরবী গোত্র ভালো করে জানে সাধারণভাবে মক্কা—বিশেষ করে কুরাইশরা মুসলমানদের ঘোরতর দুশমন। বদর ও ওহোদের যুদ্ধে তাদের শ্রেষ্ঠ নেতারা মারা গেছে। এ কারণেই এ ঘৃণা বিদ্বেষ ও শত্রুতা আরো বেশী বেড়ে গেছে। মক্কার কোনো মুসলমানের জান-মাল নিরাপদ ছিলো না। প্রতিটি মুহূর্তেই মুশরিকদের তরফ থেকে যে কোনো বিপদের আশংকা লেগেই থাকতো। এসব কথা জানা থাকার পরও দশজন মুসলমানের প্রতিনিধি দল জীবন হাতে নিয়ে ইসলাম প্রচারের জন্য দুশমনের শহর মক্কায় রওনা করে দিয়েছে।

দশজনের প্রতিনিধি ভোরে রওনা হয়ে প্রচণ্ড রোদ ও গরমে ঝলসে যাওয়ার মতো গরম বাতাস সহ্য করে সফর করছে। একটি বালুর টিলায় রাত কাটালেন তারা। ভোরে নামায পড়ে খাওয়া সেরে আবার সফর শুরু করতে যাচ্ছে তারা। এ সময় দলের একজনকে পাওয়া গেলো না। অনেক খোঁজাখুজির পরও ফল হলো না। সে ফিরে আসবে আসবে আশায় দুপুর পর্যন্ত অপেক্ষা করা হলো। কিন্তু এলো না। এভাবে অপেক্ষা করতে করতে সন্ধ্যা হয়ে আসলো। সকলে তার আশা ছেড়ে দিলো। ঝটকা বাতাসের জোরে কোনো রাস্তা ভুলে চলে গেছে বলে সকলে সন্দেহ করলো।

কিন্তু বিস্ময়ের ব্যাপার হলো তার উটটিও পাওয়া গেলো না। তাতে মনে হলো যে দিকেই সে গিয়েছে উটসহই গিয়েছে। একা যায়নি। সকলে মনে করলো, হয় সে বালুতে দেবে গেছে। অথবা উট পথ ভুলে তাকে কোথাও নিয়ে গেছে। তারা আবার রওনা হলো।

এ ছোট কাফেলা সারাদিন সফর করতো। রাতে কোনো টিলায় অবস্থান নিয়ে আরাম করতো। এভাবে কয়েকদিনের সফরের পর রবি নামক স্থানে গিয়ে পৌঁছলো তারা। এখানে কবিলায়ে হোজাইল বসবাস করতো। এখানে ছিলো পাথর ভূমি। এর একটু পরেই পাহাড় শুরু।

কাফেলা এখানে এসে পৌঁছলে সম্মুখ দিক থেকে একজন লোককে আসতে দেখা গেলো। কাছে আসার পর বুঝলো এইই হারিয়ে যাওয়া ব্যক্তি। আসেম তাকে খুশী হয়ে বললো—

ঃ হে ভাই ! তুমি কোথায় চলে গিয়েছিলে। আমরা তোমার জন্য অস্থির হয়ে গিয়েছিলাম।

লোকটির চোখে মুখে ধোঁকাবাজীর ছায়া ফুটে উঠলো। সে বললো—

ঃ আমি প্রয়োজনীয় একটি কাজে আগে ভাগেই চলে এসেছিলাম।

ঃ বলে আসলেই হতো।—আসেম বললো।

www.amarboi.org

লোকটি একটু হাসলো, আর বললো—

ঃ তোমাদের সব হয়রানীই দূর হয়ে যাবে।

আসেম তার কথা থেকে ষড়যন্ত্রের গন্ধ পেলো। তার দিকে তিনি অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন। এ সময়ই সম্মুখ দিয়ে প্রায় দু'শত নওজোয়ান তরবারি হাতে তাদের দিকে আসতে দেখলো। তাদের সাথে একজন মহিলাও ছিলো। সে খুব দ্রুত দৌড়ে আসছে। আসেম সহ সকল মুসলমানই এক নজরে তাদেরকে দেখলো।

খোবাইব ইবনে আদী বলে উঠলো—

ঃ আসেম ! তোমার মেহমান তোমার সাথে ধোঁকাবাজী করলো।

ঃ তাইতো। আসো আমরা এখন এ পাহাড়ের উপরে উঠে যাই।—বললেন আসেম।

সকলে পাহাড়ের উপর উঠে গেলো। সামান্য পথ পার হবার পরই মক্কার প্রতিনিধি দল মুসলমানদের উপর হামলা করে বসলো।—দলপতি বললো।

ঃ কোথায় যাচ্ছো ? তোমাদের মৃত্যু তোমাদেরকে এখানে টেনে এনেছে।

মুসলমানরা তরবারি হাতে মুকাবিলার জন্য তৈরি হয়ে গেলেন।—আসেম বললো।

ঃ নিরাপত্তা দিয়ে তা ভঙ্গ করা আরবের রীতি নয়। তোমরা আজ আরব জাতির ইতিহাসে দাগ লাগিয়েছো। এসো ! শামলাও। তোমাদের মৃত্যু খুব কাছে।

একথা বলেই আসেমের সাথী মুসলমানরা মক্কার প্রতিনিধি দলের উপর আক্রমণ করে বসলো। তারা তো আগেই হামলা করে বসেছিলো। তরবারি চলতে শুরু করলো। হয়ে গেলো যুদ্ধ শুরু।

অতর্কিত হামলা করেই দু'জন মুশরিক হত্যা করে ফেললো মুসলমানরা। বাকীরা মারাত্মক আহত হয়ে পিছে হটে গেলো। এ সুযোগে মুসলিম বাহিনী দ্রুত উঠে গেলো পাহাড়ের উপর।

এরি মধ্যে মুশরিকদের সাহায্যকারী দুইশত নওজোয়ান এসে পৌঁছে গেলো। এরা নিজেদের দুইজনকে নিহত ও অবশিষ্টগুলোকে আহত দেখতে পেয়ে রেগে ফেটে পড়লো। মুসলমানদের দিকে এগুতে লাগলো এরা। কিন্তু এরা বুঝতে পারলো মুসলমানদেরকে সহজে কাবু করা যাবে না। লড়তে হবে এবং শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত হবে লড়তে। তাই তারা প্রতারণার আশ্রয়ে কাজ করার পরিকল্পনা নিলো। এদের একজন বললো—

ঃ মুসলমানেরা ! তোমাদের উপর আক্রমণ করা অথবা হত্যা করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। বরং আমরা তোমাদের পরীক্ষা করছিলাম, মক্কাবাসীরা হামলা করলে তোমরা টিকে থাকতে পারবে কিনা। বাহাদুর জাতির বাহাদুরেরা!

www.amarboi.org

এসো, পাহাড় থেকে নেমে এসো। আমাদের সাথে চলো। আমরা তোমাদের সহযোগী ও সাহায্যকারী।

ঃ তোমাদের প্রতারণা ও ধোঁকা আমাদের কাছে এখন স্পষ্ট। আর আমরা ভুল করবো না। আমরা লড়াই করবো। মরবো। তোমার ফাঁদে পা দেবো না।

এ সময় দুইশত যুবকের সাথে আগত মহিলাটি এগিয়ে আসলো। উচ্চৈস্বরে সে বললো—

ঃ মুসলমানেরা ! শুনো ! এরা যারা আমার সাথে আছে তোমাদেরকে গ্রেফতার করে মেরে ফেলতে চায় না। তারা শুধু আসেমকে চায়। আসেমকে আমাদের হাতে দিয়ে দাও। আর তোমরা সকলে চলে যাও। আমরা কোনো আপত্তি তুলবো না। আমার নাম সুলাকা। সায়াদের কন্যা আমি। আমার দুই পুত্র সন্তান ওহোদের যুদ্ধে আসেমের হাতে নিহত হয়েছে। আমি এর প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য এ প্রতিনিধি দল মদীনায় পাঠিয়েছি। আসেমকে ভুলিয়ে ভালিয়ে মক্কায় আনার জন্য। আসেমকে আনতে পারলে আমি একশত উট প্রদান করার ঘোষণা দিয়েছি। এখন আসেমকে আমার হাতে ছেড়ে দিয়ে তোমরা ভালো ভালো চলে যাও। যদি না করো, সকলকে হত্যা করে ফেলা হবে।

আসেম মুসলমানদেরকে উদ্দেশ করে বললেন—

ঃ আমার ভাইয়েরা ! সুলাকা ধোঁকাবাজী করে আমাকে হত্যা করার জন্য এ জাল পেতেছিলো। সে আমাকে চায়। তোমরা আমাকে তার হাতে সপর্দ করে জীবন বাঁচিয়ে চলে যাও।

ঃ আসেম ! তুমি আমাদের কাছ থেকে এ ব্যবহার প্রত্যাশা করো ? আমরা জীবন বাঁচিয়ে চলে যাবো তোমাকে সুলাকার হাতে ছেড়ে দিয়ে ? আল্লাহর কসম ! আমরা তা করতে পারবো না। একজন মুসলমান তা করতে পারে না। আমরা আছি, থাকবো এখানে, শেষ রক্তবিন্দু দেয়া পর্যন্ত।—খুবাইব উত্তেজিত হয়ে বললেন।

ঃ আমরা মাত্র দশজন। শত্রু দুইশত। যদি যুদ্ধ শুরু হয় একজনও বাঁচবো না। কাজেই ভালো করে চিন্তা করো। কেনো তোমরা আমাকে তার হাতে ছেড়ে দিয়ে জীবন বাঁচিয়ে যাবে না।

ঃ ভাগ্য নিয়ন্তা ভাগ্যে যা রেখেছেন তা-ই হবে। মৃত্যুর পরওয়াতো মুসলমানরা করে না।—নয়জন সাথীই একমতে এক স্বরে বললেন।

ঃ সুলাকা এটা কখনো সম্ভব নয়। আমরা তোমার হাতে আসেমকে সোপর্দ করবো না। জীবনকে আমরা মৃত্যুর উপর অগ্রাধিকার দেই না।—খুবাইব উচ্চৈস্বরে বলে দিলেন।

সুলাকা এবার পিছিয়ে গিয়ে মুশরিকদেরকে উদ্দেশ করে বললো—

www.amarboi.org

ঃ বাহাদুরেরা ! আগে বাড়ো। হাতেগণা কয়জন লোককে যারা পাহাড়কেই তাদের কবর বানাতে চায় তাদেরকে হত্যা করে ফেলো। আবার ঘোষণা করছি যে ব্যক্তি আসেমের মাথা কেটে এনে আমার হাতে দেবে তাকে আমি একশত উট পুরস্কার দেবো।

ঘোষণার সাথে সাথে মুশরিকরা পাহাড়ের দিকে বেশ দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়লো।

মুসলমানরা একটি ছোট সারি দাঁড় করালো। আত্মরক্ষার জন্য তৈরি হয়ে গেলো তারা। মুশরিকরা ধরমার কাট করে পাহাড়ের উপর উঠছে। তারা জানতো মুসলমানরা লড়বে আর মরবে। বদর আর ওহোদের যুদ্ধে মুসলমানদের সাহসিকতা, বাহাদুরী, যুদ্ধকৌশল ও অবিচলতার পরিচয় তারা পেয়েছে। তাই ওদিকে তারা সতর্কতার সাথে এগুচ্ছে।

যুদ্ধ হলো শুরু। মুসলমানদের উপর প্রচণ্ড হামলা চালিয়েছে তারা। মুসলমানরাও দৃঢ়তার সাথে প্রতিহত করে চললো তাদের আক্রমণ। প্রতি একজন মুসলমান বিশজনের সাথে লড়াই করে চলছে। যে দিকেই ফিরছে তারা দু' চারজন মুশরিককে ধরাশায়ী করে ছাড়ছে।

আবদুল্লাহ বিন তারিক জীবন পণ যুদ্ধ করতে করতে এক পর্যায়ে সাথী হতে একটু আগে বেড়ে গেলো। ঘেরাও করে ফেললো তাকে কাফেররা। তরবারির আক্রমণ বৃষ্টির মতো পড়তে লাগলো তার উপর। তিনি পরিণতি বুঝে গেছেন। তাই প্রাণপণ যুদ্ধ শুরু করেছেন তিনি। অসংখ্য মুশরিককে হত্যা করে অবশেষে শাহাদাত বরণ করলেন তিনি।

মুসলমানদেরকে বিচ্ছিন্ন করে প্রত্যেককে ঘিরে ফেলে যুদ্ধ তুমুলভাবে শুরু করলো মুশরিকরা। আক্রমণ প্রতিহত করে চলছে ক্ষীপ্রতার সাথে মর্দে মুজাহিদরা। এক একবার পাঁচ সাতজনকে হত্যা করে অগ্রসর হয়ে চলছে তারা।

নাটের গুরু সুলাকা নাম্নী মহিলা একটি উঁচুস্থানে উঠে মুশরিক বাহিনীকে উদ্দীপনা যুগিয়ে যাচ্ছে। আসেমকে কতল করে তার মাথা তার কাছে উপস্থিত করার জন্য নির্দেশ দিয়ে যাচ্ছে। বলছে আসেমের মাথার খুলীতে শরাব ভরে আমি তা পান করবো। এটা আমার শপথ। আমার শপথ যেনো ভঙ্গ না হয়।

আসেমও সুলাকার এ ঘোষণা শুনলেন। তিনি আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন, "মাবুদ ! শাহাদাতের জন্য আমার আগ্রহ আছে। কিন্তু আমার মাথা যেনো মুশরিকদের হাতে লাঞ্ছিত না হয় সেই ব্যবস্থা তুমি করে দিও।"

একথা বলেই আসেম প্রাণপণ লড়াই শুরু করে দিলেন। প্রথম আক্রমণেই দুই কাফেরের মাথা দেহ হতে আলাদা করে ফেললেন। একটু পেছনে হটতে গিয়ে তার পা গেলো পিছলিয়ে। পড়ে যেতে যেতে আবার উঠতে লাগলেন

www.amarboi.org

তিনি। কিন্তু দাঁড়িয়ে উঠার আগেই চারদিক থেকে অসংখ্য তরবারির আঘাত পড়তে লাগলো তাঁর উপর। তারপরও তিনি উঠতে চেষ্টা করছিলেন। এ সময়ই একটি তরবারি তার ঘাড়ে এসে পড়ে। মাথা কেটে পড়ে গেলো। মাটিতে পড়ে ধড়পড় শুরু করলো মাথাহীন লাশ। সাথে সাথে এক ঝাঁক মৌমাছি হযরত আসেমের মাথা ঘিরে ফেললো। হযরত আসেমের দোয়া অনুযায়ী তাঁর মাথার খুলীতে অভিশপ্ত সুলাকা আল্লাহ্ তাআলা মদ পান করার সুযোগ দেননি।

মুসলমানরা আর পেরে উঠতে পারলেন না। জীবনপণ যুদ্ধ করে এক একজন করে আটজন মুসলমান শহীদ হয়ে গেলেন। আর গ্রেফতার হলেন দু'জন। কাফের বাহিনীর নিহত হলো একাশিজন। চব্বিশজন হলো মারাত্মক আহত।

এরপর বইতে শুরু করলো ঝড়ো হাওয়া। মনে হচ্ছিলো মানুষ আর পাথর টুকরো টুকরো হয়ে বাতাসের সাথে উড়ছে। আকাশ কালো রং ধারণ করছে। এরপর শুরু হয়েছে ভীষণ কড়ক কড়ক শব্দ। সাথে সাথে মুশলধারে বৃষ্টি। বাতাসের গতিবেগ আরো গেলো বেড়ে। মনে হচ্ছিলো মুসলমানদের দুঃখবহ শাহাতাদের কারণে উর্ধ আকাশের বাসিন্দারা তাদের মনের ব্যথা প্রকাশ করে অঝোরে কাঁদছে।

বৃষ্টির পানি নদীর স্রোতের মতো বইতে শুরু করলো। এ স্রোতে মৃতদের লাশ ও ছিন্ন ভিন্ন দেহ মাথা পানিতে ভেসে যেতে শুরু করলো।

বৃষ্টি থামলো অনেক সময় পর। ঝড়ো বাতাসও থেমেছে। পথ ধরেছে সকলে বাড়ীর দিকে। ঝড়ের তাণ্ডবতার জন্য সুলাকার আর আসেমের মাথায় শরাব খাবার শপথের কথা মনে নেই।

আবার ঝড় ও বৃষ্টি এসে যায় ভয়ে তারা বন্দী মুসলমানদের নিয়ে চললো মক্কার দিকে। আল্লাহ্ আসেমের দোয়া কবুল করেছেন। আসেমের মাথা মুশরিকদের বেইজ্জতি হতে রক্ষা পেলো।

৬২

মক্কা হতে আবুল বাররা সত্তরজন সাথীসহ নাজদে রওনা হচ্ছিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবুল বাররার পরামর্শে এ সময় তার ভাতিজা আমের বিন আল ফাসিলের কাছে চিঠি লিখে হারাম ইবনে মালজানকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। উদ্দেশ্য ছিলো আমেরকে জানানো যে, মুসলমানরা আসছে। তাদেরকে ও চাচাকে যেনো সহযোগিতা করা ও নিরাপত্তা দেয়া হয়।

আমের যুবক বয়সের ছেলে। বড্ড অহংকারী। মুসলমানদের সাথে ভীষণ শত্রুতা। ইসলামের উন্নতি অগ্রগতি ও বিজয়ের খবর তার শরীরে আগুন জ্বালিয়ে দিতো। মদীনা আক্রমণ করার মতো তার শক্তি ও সাহস কোনোটাই

www.amarboi.org

ছিলো না। কিন্তু মুসলমানরা কিভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে এ চিন্তা বরাবরই সে করতো।

একদিন সে বিরে মাউনার কাছে দাঁড়িয়ে ছিলো। সাথে আরো দশ বারজন সঙ্গীও আছে। ওখান থেকে আমের একজন উট আরোহীকে দেখতে পেলো।

ঃ তোমরা ঐ উট আরোহীকে দেখেছ ?—প্রশ্ন করলো আমের।

ঃ সম্ভবতঃ সে মদীনা থেকে আসছে।—উত্তর দিলো সাথীগণ।

ঃ আমারও একই ধারণা। অসম্ভব নয় সে মুসলমান হয়ে গেছে। এখন আমার কাছে কোনো পয়গাম নিয়ে আসছে।—বললো আমের।

ঃ মনে করো সে মুসলমান হয়ে গেছে ----

কথা শেষ করার আগে আমের বলে উঠলো—

ঃ হোবলের কসম, যদি সে মুসলমানই হয়ে থাকে। কোনো কথা বলা ছাড়াই তাকে হত্যা করে ফেলবো। ইশারা করার সাথে সাথে তোমরাও ঝাঁপিয়ে পড়বে। শুনেছি তারা খুবই বড় বাহাদুর। কাজেই সুযোগ পাবার আগেই হত্যা করে ফেলতে হবে তাকে। যেনো কাউকে সে জখম করারও সুযোগ না পায়।

উট আরোহী এরই মধ্যে কাছে এসে গেলো। সে-ই হারাম বিন মালজান। রাসূলের পত্রবাহক। সে আমেরকে জানতো। কিন্তু আমের তাকে জানতো না।

ঃ আমি আপনার কাছে এসেছি।—আমেরকে লক্ষ্য করে বললো হারাম বিন মালজান।

ঃ আমার কাছে ?

ঃ আপনি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নাম শুনে থাকবেন।

ঃ হাঁ শুনেছি। যাকে দেশবাসী মক্কা থেকে বের করে দিয়েছে। আর মদীনাবাসীদের সাথে নিয়ে নিজের জাতি খান্দান আর গোত্রের সাথে যুদ্ধ করছে।—কথার রেশ কেটে দিয়ে মুখ কালো করে বললো আমের।

ঃ আপনি সম্ভবত জেনেছেন এ যুদ্ধ কেনো হয়েছে ? বাড়াবাড়ি কে করেছে? —বললেন হারাম বিন মালজান।

ঃ তা আমি জানি না। তবে আমি এতটুকু জানি মুহাম্মদ একটি নতুন ধর্ম প্রচার করে দেশ ও জাতির মধ্যে ফেতনা-ফাসাদের সৃষ্টি করে দিয়েছে।

ঃ আপনি ভুল শুনেছেন। মুহাম্মদ যে ধর্মের প্রচার করছেন তা নতুন কোনো ধর্ম নয়। এটা সেই ধর্ম যা আমাদের সকলের পিতা আদম আলাইহিস সালাম, নূহ আলাইহিস সালাম, ইবরাহীম আলাইহিস সালাম, মূসা আলাইহিস সালাম ও ঈসা আলাইহিস সালাম সহ সকলের প্রচারিত ধর্ম। ইবরাহীম আলাইহিস সালাম এ ধর্মের নাম রেখেছেন ইসলাম। যারা এ ধর্ম গ্রহণ করেছেন তাদের

www.amarboi.org

নাম দিয়েছেন মুসলমান। ইসলাম আল্লাহর বন্দেগী করার প্রতি আহ্বান জানায়। মূর্তিপূজা হতে বিরত রাখে।—বললেন হারাম।

ঃ তুমি কি মুসলমান হয়েছো ?

ঃ হাঁ। আমি একজন মুসলমান। তোমার কাছে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চিঠি নিয়ে এসেছি।

আমের সাথীদের দিকে ইশারা করলো। দ্রুত তারা তার দিকে এগিয়ে এলো। হারাম বিন মালজান ব্যাপারটা আঁচ করে ফেলেছেন। তাঁকে ইতিমধ্যেই ঘিরে ধরেছে তারা।

ঃ হে কুত্তা মুসলমান ! তোমার নাম কি ?—জিজ্ঞেস করলো আমের।

ঃ কাপুরুষ বর্বর ! আমার নাম হারাম। আমি মালজানের পুত্র। যদি নিজেকে বাহাদুর বলে মনে করো তাহলে এসো। মুকাবিলা করো।

অট্টহাসি দিয়ে বলে উঠলো আমের—

ঃ তোমার বাহাদুরীর অহংকার আছে আমি তা মানি। কিন্তু তুমি মুসলমান হলে কিভাবে তা বলো। বললো আমের। মুসলমানরা নির্ভীক হয়ে দাম্ভিক হয়। আমি চাই না তুমি এমন কোনো কথা বলো, যাতে আমি আহত হই। তুমি ইসলাম ত্যাগ করো। পিতৃ পুরুষের ধর্মে ফিরে আসো। তুমি ফিরে আসলে মুসলমানদের তরফ থেকে কোনো হুমকি আসলে আমি সামাল দেবো। আমার নিরাপত্তায় থাকলে দুনিয়ার কোনো শক্তি তা ব্যহত করতে পারবে না। দুইশত উট পাঁচশত বকরী দুইজন গোলাম তোমাকে দেবো। আমার গোত্রের যাকে চাও বিয়ে করবে। আমীরানা জীবনযাপন করবে। আশা করি তুমি এমন দান প্রত্যাখ্যান করবে না।

ঃ আমের ! যদি তুমি মনে করো আমি বা কোনো মুসলমান, লোভে বা ভয়ে ইসলাম ছেড়ে দেবে। তবে তুমি ভুল করবে। কোনো মুসলমান তা করবে না। দুনিয়া অস্থায়ী। মাত্র কিছুদিনের। স্থায়ী জীবন শুরু হবে মৃত্যুর পরে। মৃত্যুর পরের সুখ শান্তিই আসল সুখ শান্তি। ঐ সুখ শান্তি যে পেলো, সে সবই পেলো। মৃত্যুর পরের জীবনে যে সুখ শান্তি পাবে না, সে কিছুই পেলো না। চাকর কাজ না করলে মুনীব যেমন খুশী থাকে না। তেমনি আমরা আল্লাহর গোলামরাও তার বন্দেগী না করে দেব-দেবীর পূজা করলে তিনি খুশী হবেন না। হতে পারেন না। এ ধরনের লোকেরা আল্লাহর গযবে নিপতিত হবে।—দীর্ঘ বক্তব্য পেশ করলেন হারাম।

ঃ আমি তোমার অত কথা শুনতে চাই না। ইসলাম ত্যাগ করবে কি করবে না তাই বলো।—বললো আমের।

ঃ ত্যাগ করবো না ইসলাম।—জবাব দিলো হারাম।

ঃ তোমাকে হত্যা করে ফেলা হবে।

www.amarboi.org

ঃ কোনো পরওয়া নেই।

রাগান্বিত হয়ে আমের কোষমুক্ত করে নিলো তলোয়ার। রুষ্টস্বরে বললো—

ঃ হারাম ! ইসলাম ছেড়ে দাও। নতুবা এ তরবারি তোমার মাথা উড়িয়ে দেবে।

ঃ অস্বীকার করছো ? না কোনো দিন না।—বললেন হারাম।

ঃ সারাজীবন অস্বীকার করবো।

তরবারির আঘাত হানলো আমের। হারাম মাথা ঝুঁকিয়ে ফেললো। তরবারি গিয়ে পড়লো হারামের গর্দানের উপরে। শহীদ হয়ে গেলেন তিনি। সাথীদের উদ্দেশ করে বললো আমের। এ বদবখতের লাশ সামনের ময়দানে ফেলে দাও। চিল আর কুকুরের খোরাক হবে। তাই করা হলো। তরবারি পরিষ্কার করে আমের হারামের পাগড়ী খুললো। এতে একটি চিঠি পেলো। আমের চিঠিটি পড়তে লাগলো। এতে লেখা আছে ঃ

"বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম। এ চিঠি মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্‌র নিকট হতে আমের ইবনুত তোফায়েলের নামে যাচ্ছে। সালাম জানাবার পর সমাচার এই, আমি আল্লাহর রাসূল। তিনি সমগ্র বিশ্বের একমাত্র সৃষ্টিকর্তা। তিনি চিরদিন আছেন। চিরদিন থাকবেন। কিয়ামতের দিনের মালিক। দুনিয়ার রব। তিনি উপাসনা ও ইবাদাতের যোগ্য। আমি তোমাকে ও তোমার গোত্রকে ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছি। ইসলাম গ্রহণ করে আমাদের ভাই হয়ে যাও। আল্লাহর বন্দেগী করা শুরু করো। জীবনের সকল স্তরের খারাপ কাজ ছেড়ে দাও। তোমার চাচা আবুল বাররা এখানে এসেছিলো। আমি তার সাথে সত্তরজন সাহাবা পাঠিয়ে দিয়েছি। তোমাদের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব তাদের কাছে জিজ্ঞেস করে সামাধান করে নিও। তাতেও সন্দেহমুক্ত না হলে মদীনায় চলে এসো।"

ঃ কি ঔদ্ধত্যপূর্ণ চিঠি ? হোবলের কসম আমার চাচার সাথে যেসব মুসলমান আসছে, সকলকে আমি হত্যা করে ফেলবো। তোমরা কি আমার সাথে একমত ?—চিঠি পড়ে আগুনের মতো গরম হয়ে সাথীদের উদ্দেশ্যে বললো আমের।

ঃ আপনি জানেন আপনাদের গোত্রের উপর আপনার চাচার বেশ প্রভাব আছে। তিনি মুসলমানদেরকে নিরাপত্তা দিয়ে এখানে আনছেন। তাই তার আসার আগেই আপনি গোত্রের গণ্যমান্য লোকদেরকে ডেকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে উস্কিয়ে দিয়ে উত্তেজিত করে রাখুন।—বললো সাথীরা।

গোত্রের গণ্যমান্য লোকেরা আমেরের প্রস্তাব শুনে বললো—

ঃ আমের তুমি বললে, তোমার চাচা মুসলমানদেরকে নিরাপত্তা ও সাহায্যের অঙ্গিকার দিয়ে এখানে আনছে। আমরা তো তা ভঙ্গ করতে পারি

www.amarboi.org

না। তোমারও তা করা উচিত নয়। আবুল বাররা সম্মানিত ব্যক্তি। নিরাপত্তার কথা দিলে তা মেনে চলা আরবের প্রচলিত নিয়ম।

আমের বুঝতে পারলো, তার জাতি তার সাথে একমত নয়। সে ভয় পেলো। উঠে চলে গেলো বনি সালিমের তাঁবুতে। এখানে একত্রে এক জায়গায় পেলো সব গোত্রাধিপতিদের। তাদের সব ঘটনা বললে তারা উত্তরে বললো—

ঃ আবুল বাররার এ অঙ্গীকার তোমার ভাঙ্গা ঠিক হয়নি। তবে তুমিও আমাদের সম্মানিত ব্যক্তি। তোমার আবেদনও আমরা ফেলতে পারি না। কিন্তু মুসলমানদের সাথে লড়াই বেঁধে গেলে খুবই বিপদের সম্ভাবনা। তারা শান্তিপ্রিয় বাহাদুর জাতি। অন্যায় সহ্য করে না। আবুল বাররার কারণে তোমার জাতিও তাদেরকে সাহায্য করবে।—আমের বললো।

ঃ তার চেয়ে বরং ভালো হবে ধোঁকা দিয়ে মুসলমানদেরকে মেরে ফেলা।

আমেরের একই ইচ্ছা। মুসলমানদেরকে যে কোনো ধোঁকায় ফেলে হত্যা করাই হলো সিদ্ধান্ত।

কিছুদিনের মধ্যেই আবুল বাররার সাথে মুসলমানরা এখানে এসে পৌঁছলো। ধোঁকার প্রাথমিক সোপান হিসাবে বনু আমের মুসলমানদের খুব খাতির তোওয়াজ, আদর-আপ্যায়ণ করতে লাগলো। আমের বনি সালেমকে মুসলমানদের আগমনের খবর জানালো। পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী ধোঁকায় ফেলার জন্য জিয়াফাতের কিছু সামগ্রীও পাঠিয়ে দিলো তাদের কাছে।

একদিন বনু সালেমের তিন নেতা মুসলমানদের দাওয়াত দিয়ে ওদের ওখানে নিয়ে যাবার জন্য এলো। সন্ধ্যার পর আবুল বাররা ও আমের মুসলমান মেহমানদের নিয়ে বনু সালেমের তাঁবুতে গিয়ে পৌঁছলো।

একটি প্রশস্ত ময়দানে ছিলো তাদের তাঁবু। চাঁদনি রাত। সাদা চাদর বিছিয়ে বনু সালেমের দুইশতের মতো মানুষ বসে বসে খোশ গল্প করছে। মুসলমানদেরকে নিয়ে আবুল বাররা ও আমেরকে আসতে দেখে উঠে দাঁড়ালো তারা।

নেতারা অভ্যর্থনা জানিয়ে বললো, বনু সালেমের লোকেরা আজ কত সৌভাগ্যবান ! তাদের মধ্যে আজ নাজদের সমাজ অধিপতি আবুল বাররা ও আমের তাদের মেহমান বৃন্দ সহ উপস্থিত। আমরা এজন্য ধন্য। কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

গানের সুন্দর মজলিস বসালো তারা। সুন্দরী সুন্দরী মেয়েদের সুরালা কণ্ঠের গান শুরু হলো। একটি কবিতা আবৃত্তি করতে গিয়ে লাত হুবল ওজ্জা ইয়াযুফ মূর্তির বন্দনা করতে লাগলো। সুরের মুর্ছনায় সকলে মাতাল হয়ে উঠলো। মুসলমানরা এতে আপত্তি জানালো।

www.amarboi.org

গান বন্ধ হলো। মুসলমানদের মধ্যে মানজার বিন ওমর বললেন—

ঃ বনি সালেমের লোকেরা ! নিজের হাতে বানানো মূর্তির বন্দনা করা প্রশংসা করা ঠিক নয়। যত প্রশংসা এক আল্লাহর। তারই বন্দেগী করবে। তিনি সব করেন। হাওয়া প্রবাহিত করান বৃষ্টি বর্ষণ তারই কাজ। বাগ বাগানে গাছ-পালা লতা-গুল্ম জন্ম হয়। ফল ফুল তিনিই জন্মান।

ওদের এক নেতা জাকওয়ান উঠে বললো—আর একদিন তোমাদের কথা শুনবো। এখন গান শুনি। গান ধরলো মেয়েরা। ফুজ্জারের যুদ্ধের উল্লেখ ছিলো এতে। রং চং লাগিয়ে ফুজ্জারের যুদ্ধের ঘটনা বলে উত্তেজিত করছে লোকজনদেরকে। তাদের বাহাদুরদের। বাহাদুরীর প্রশংসা শুনে বেশ প্রভাবিত হয়েছে তারা।

এশার নামাযের সময় হলো। মুসলমানরা নামাযের প্রস্তুতি নিচ্ছে। আমের বনি সালেম গোত্রের লোকজন নিয়ে এ সময়ই নামাযে মুসলমানদের হত্যা করার সিদ্ধান্ত নিলো। মুসলমানরা সেজদায় গেলে সম্মিলিতভাবে সকলে উন্মোক্ত তরবারি নিয়ে তাদের উপর আক্রমণ করে বসলো। সারিতে সারিতে ঢুকে তারা হত্যা করতে লাগলো মুসলমানদেরকে। সত্তরজনের সকলকেই তারা হত্যা করে ফেললো। রক্তের স্রোত বইছে চারিদিকে। ওমর বিন উম্মিয়া উঠেই একজন আরবকে ঝাপটে গলা টিপে ধরলো। প্রাণ বায়ু উড়ে গেলো তার। ওমরকে মেরে ফেলার জন্য উদ্ধ্যত হলে আমের দিলো বাধা। বললো ওকে মেরো না। আমার মা মান্নত করেছিলো একজন গোলামকে আযাদ করে দিবে। আমি ওমরকে মাথার চুল কেটে দিয়ে আযাদ করে দেবো।

আবুল বাররারকে আগেই চক্রান্ত করে কৌশলে এখান থেকে সরিয়ে রাখা হয়েছিলো দূরে। ফিরে এসে এ দৃশ্য দেখে হতবাক তিনি। বললেন, তোমরা আমার আশ্রয়ে নিরাপত্তা দেয়া মুসলমানগণকে এভাবে মেরে ফেললে ? কলংকিত করলে আরবের ইতিহাস ঐতিহ্য। কলংকিত করলে আমার গোত্রকে।

তারা মিথ্যা প্রবোধ দিলো আবুল বাররারকে। বললো—

ঃ কোনো চিন্তা করো না। ইতিহাস প্রশংসা করবে আমাদের। বলবে, বনি সালেম ইসলাম ও মুসলমানদেরকে মিটিয়ে ফেলার পূর্ণ চেষ্টা চালিয়েছে। এটা আমাদের জন্য মঙ্গল হবে।

আবুল বাররা বললো—

ঃ তোমরা বনু সালেম নয় বরং আমার ভাতিজা আমের এ চক্রান্তের মূল নীল নক্‌সা প্রণয়নকারী। সে-ই আমার নিরাপত্তায় দেয়া এ অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছে। আমাকে দুনিয়াবাসীদের চোখে লাঞ্ছিত করেছে। তবে একটা কথা

www.amarboi.org

বলে রাখি মনোযোগ দিয়ে শুনো—যে লোকদেরকে আজ তোমরা নির্দয় নিষ্ঠুর-ভাবে মারলে ইতিহাসের আইন ভঙ্গ করে তারা একদিন শুধু আরব নয়, গোটা দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়বে। তোমাদের এ সালেম গোষ্ঠীর সব লোক একদিন মুসলমান হয়ে যাবে। তোমরা ভালো কাজ করলে না।

আবুল বাররা মনের দুঃখে কষ্টে এখান থেকে উঠে চলে গেলেন।

৬৩

ইসলাম ও মুসলমানদের দুর্নাম করার জন্য শত্রুদের তরফ থেকে বলা হয়ে থাকে তরবারির জোরে ইসলাম প্রচারিত হয়েছে। বিশ্ব জাতিকে তরবারিই মুসলমান বানিয়েছে। মনে হচ্ছে ইসলাম প্রচারের শুরুতে যেনো মুসলমানরাই বিশ্ব শক্তিতে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলো। যা তেজ হওয়ার মতো উত্থিত দানবের মতো গোটা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে।

ইসলামের উত্থান সব ধর্মের অনুসারীদেরকে খড় কুটার মতো ভাসিয়ে দিয়েছে। আরবদের তরবারি দুনিয়ার সকল বাহাদুরকে ধূলিস্মাত করে দিয়েছে। এসব ভুল ধারণা অবুঝ ও অনবহিত মূর্খরা ছাড়া আর কে পোষণ করতে পারে?

ইতিহাস সাক্ষী ও সর্বজন সমর্থিত সত্য, ইসলামের প্রচার প্রসার যুগে মুসলমান ও ইসলামকে যত বাধা-বিপত্তি নির্যাতন নিগ্রহের ও পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়েছে আর কোনো ধর্ম বা জাতিকে দুনিয়ায় এত বাধা-বিপত্তি নির্যাতন নিগ্রহের ও পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়নি। জাতীয়তার অন্ধ পূজার নিগড়ে আবদ্ধ লোকেরা এসব জানলে বুঝলেও মুখে তারা স্বীকার করছে না।

ইতিহাসের পাঠকরা একথাও জানে, ইসলামের উষালগ্নে যারা মুসলমান হয়েছে তারা ছিলো সমাজের সবচেয়ে অবহেলিত দুর্বল, গরীব, দুঃখী কর্মচারী মেহনতি মানুষ ও দাস। এজন্যই এদের উপর এতো বর্বর আচরণ অমানুষিক নির্যাতন নীপড়ন বাধা-বিপত্তি চালানো ঐ সমাজের শক্তিধর ক্ষমতাশালী নেতা-সরদারদের পক্ষে সম্ভব হয়েছে। সেখানে তরবারির প্রশ্নই উঠে না। যে ধর্মের শুরু হয়েছে ক্ষমতাধর ব্যক্তি বা রাজা বাদশাদের মধ্য দিয়ে সে ধর্মের প্রচার বাধা পেলে তা তরবারি বা অস্ত্রের জোরে প্রতিষ্ঠা হওয়া স্বাভাবিক। মুসলমান তরবারি হাতে নিয়েছে শুধু তখন, যখন তাদেরকে পিষে মারার জন্য তাদেরই বাড়ীতে এসে আক্রমণ করেছে। তাও আবার নবুওয়াতের ১৩+৩=১৬ বছর পর বদরের যুদ্ধে। তবে তখন তারা মরিয়া হয়ে লড়াই করেছে। শাহাদাত লাভের জন্য করেছে যুদ্ধ। জীবনে বেঁচে থাকার আসায় লড়াই করেনি। করেছে জীবনের মায়া ত্যাগ করে আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের জন্য। এ ত্যাগ প্রতিপক্ষের ছিলো না বলেই প্রায় পাঁচ গুণবেশী শক্তি হবার পরও মুসলমানদের কাছে

www.amarboi.org

হেরেছে। এটাই প্রকৃত ইতিহাস। আর এ যদি হয় ইতিহাস তবে বলো—হে দুনিয়াবাসী ! ইসলাম কি প্রচারিত হয়েছে তরবারির জোরে ?

মুসলমানদের চরিত্র মাধুর্যে, সুন্দর আচরণে, বিজয়ী হয়েও নির্যাতনের পরিবর্তে সাধারণ লোক ও মা-বোনদের প্রতি সম্মানবোধ দেখানোর কারণে, মানুষে মানুষে ভেদা-ভেদহীনতার কারণে দলে দলে মানুষ ইসলামের সুশীতল পতাকা তলে এসে আশ্রয় নিয়েছেন। তরবারির ভয়ে নয়। আর যারা একবার ইসলাম গ্রহণ করেছেন, কোনো ভয়, কোনো লোভ, কোনো পদ, আর তোহফা তাদেরকে ইসলাম থেকে ফিরিয়ে আনতে পারেনি। আর ইসলাম প্রসারে তাই কারো কোনো বাধা কার্যকর কোনো ভূমিকা পারেনি রাখতে। মৃত্যুকে তারা জীবনের চেয়ে বেশী প্রধান্য দিয়েছে। আজ পৃথিবীতে এমন কোনো ভূখণ্ড নেই কোনো দেশ নেই যেখানে মুসলমান নেই। আজও পৃথিবীতে মুসলমানরা ইসলামের প্রতি যতো আনুগত্যশীল ইসলামের জন্য ত্যাগ ও কুরবানী ও ইসলামের প্রতি পাগলপারা, তা আর কোনো জাতি বা ধর্মে নেই। এটাই ইসলাম অপ্রতিরোধ্য হিসাবে দুনিয়ায় প্রতিষ্ঠিত হবার মূল কারণ।

হযরত আসেমের হাতে ওহোদের যুদ্ধে মক্কার মুশরিক রমণী সুলাকার দুই ছেলে নিহত হয়। প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য সুলাকা তার গোত্রের সাত ব্যক্তিকে মদীনায় পাঠিয়ে কোনো কৌশলে আসেমকে মক্কায় আনার পরিকল্পনা করলো। সাত ব্যক্তির এ কাফেলা ইসলামের দাওয়াত দেবার অজুহাত দেখিয়ে হযরত আসেম সহ দশজন মুসলমানকে সাথে নিয়ে এলো। রাজি নামক স্থানে হোযায়েল গোত্রের দুইশত পুরুষ এদের উপর আক্রমণ করে আসেম সহ আটজন মুসলমানকে শহীদ করে ফেললো। বাকী দু'জন মুসলমান খুবাইব ও যায়েদকে গ্রেফতার করে মক্কায় নিয়ে এলো। সুলাকার শপথ ছিলো আসেমের মাথার খুলীতে শরাব পান করার। আল্লাহ তার এ আশা পূরণ করতে দেননি, মৌমাছির ছায়া আর বানের পানি ভাসিয়ে নিয়ে হিফাজত করেছে। এ শুধু তাঁরই লিলাখেলা।

প্রবল শত্রুতার কারণে তারা দুই কয়েদীর গ্রেফতারকারীকে উপযুক্ত মূল্য দিয়ে হারিস বিন আমেরের বাড়ীতে আটক করে রাখলো। হারিসকে বলে দিলো না খাওয়ায়ে দাওয়ায়ে যত রকমের যত কষ্ট দেয়া যায়, তা করবে, যে পর্যন্ত ইসলাম ছেড়ে না দেয়। হারিস তাই করতে শুরু করলো। হযরত খুবাইব ও যায়েদ পানাহার ছাড়া দিনাতিপাত করতে লাগলেন। অবস্থা তাদের খুব খারাপ হয়ে পড়লো। শুকাতে শুকাতে শরীর হাড্ডিসার। চোখ কোঠরাগত। হয়ে পড়েছে দুর্বল ও কৃষ।

www.amarboi.org

একদিন হারিস ও সাফওয়ান বিন উম্মিয়া তাদের কাছে এলো। তারা বললো—

ঃ মুসলমানেরা ! আমরা কুরাইশদের কাছ থেকে এসেছি। তোমরা ইসলাম ছেড়ে দিয়ে নিজেদের বাপ-দাদার ধর্মে ফিরে এসো। এরপর তোমরা যা চাও তা-ই দেয়া হবে।

খুবাইব রাদিয়াল্লাহু আনহু জিজ্ঞেস করলেন—

ঃ যদি আমরা ইসলাম না ছাড়ি।

ঃ তাহলে এক একটি দানা এক কাত্‌রা পানির জন্য ছটফট করতে করতে মরে যাবে।—হারিস বললো।

ঃ এ মৃত্যু আমাদের কামনার বিষয়।—খুবাইব উত্তর দিলেন।

ঃ বোকামী করো না। মুহাম্মাদের কাছে কি আছে ? ঘর-বাড়ীহীন ব্যক্তি। গরীব কর্পদকহীন। তোমাদেরকে কিছুই দিতে পারবে না। বেহুদা কেনো জীবনের এ ভোগ-বিলাস, ফিরে না আসা যৌবনের কামনা-বাসনা জলাঞ্জলী দিচ্ছো।

তোমরা যদি মনে করে থাকো, মুসলমানরা কোনো লোভে মুসলমান হয়েছে তাহলে ভুল করবে। তাই তারা ভয়, পীড়ন, নিষ্পেষণের সামনে মাথানত করে ইসলাম ত্যাগ করবে না। আমরা বুঝে শুনেই তা গ্রহণ করেছি। শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত এর উপরই অটল থাকবো। বিপদাপদ দিয়ে আল্লাহ মানুষের ঈমানের পরীক্ষা নেন।—বললেন খুবাইব ও যায়েদ।

সাফওয়ান ও হারিস তেড়ে উঠে বললো—

ঃ তাহলে তোমরা মৃত্যুকে জীবনের চেয়ে অগ্রাধিকার দাও। আচ্ছা ঠিক আছে অপেক্ষা করো। আগামীকালই তোমাদের জীবনের অবসান ঘটবে।

মযলুম কয়েদীদের কাছ থেকে তাদের চলে যাবার একটু পরেই হারিসের একটি ছোট বাচ্চা ছুরি হাতে খেলতে খেলতে খুবাইবের কাছে এসে দাঁড়ালো। খুবাইব তাকে কোলে নিয়ে আদর-সোহাগ করতে শুরু করেছে। ছুরিটি রেখে দিয়েছেন পাশে।

ঃ চাচ্চু! তুমি জিঞ্জির পরে বসে আছো কেনো ?—জিজ্ঞেস করলো ছেলেটি।

ঃ তোমার আব্বু আমাকে জিঞ্জির দিয়ে বেঁধে আটক করে রেখেছে তাই। —উত্তর দিলেন খুবাইব।

ঃ কেনো ?

ঃ আমরা মুসলমান। আল্লাহর বন্দেগী করি এজন্য।

ঃ আল্লাহ কি ? কোথায় ?

ঃ তিনি সবখানে আছেন। ওখানে আসমানে থাকেন।

www.amarboi.org

ঃ চলো আকাশে আমাকে নিয়ে।

ঃ তুমি তো আকাশে যেতে পারবে না।

ছেলেটি আরো কিছু বলতে যাবে—এমন সময় একজন মহিলার চীৎকারের আওয়াজ শুনা গেলো। খুবাইব, যায়েদ আর ছেলেটি একত্রে ওদিকে তাকালো।

হারিসের স্ত্রী অর্থাৎ ছেলেটির মা ভয়ে ভীত হয়ে কাঁপছে।

ছেলেটি জিজ্ঞেস করলো—

ঃ কাঁদছো কেনো তুমি মা।

মহিলাটি কাঁপতে কাঁপতে দু' চোখে পানি ঝরিয়ে এদিকে এগিয়ে এসে মিনতির সাথে বললো—

ঃ হে খোদাভীরু মুসলমানেরা ! আমার এই একটিই সন্তান ! ওকে মেরে ফেলো না। আমার জীবনটা অর্থহীন করে দিও না।

ঃ তোমরা আমাদের পরম শত্রু। আমাদেরকে উপোষ রেখে তিলেতিলে মারতে চাচ্ছো। আর আমরা মুসলমান। আমাদের হৃদয়ে মায়া মততা আছে। কোনো ভয় নেই। এ বাচ্চাকে আমরা মেরে ফেলবো না। তোমার মনে কষ্ট দেবো না। তুমি নিশ্চিন্ত থাকো। এরা বাচ্চা। এদের সাথে আমাদের কোনো শত্রুতা নেই। আমাদের শত্রুতা তোমার জাতির বড়দের সাথে।

মহিলা বিশ্বাসই করতে পারছিলো না—জীবনের শত্রুদের কোনো সন্তানকে তারা হাতে পেয়ে না মেরে ছেড়ে দিবে। আঁচলের কাপড় মেলে ধরে বাচ্চাটিকে এতে নিক্ষেপ করার জন্য সে অনুরোধ করছে ওদেরকে। ছেলেটি খুবাইবের দিকে তাকিয়ে বলছে

ঃ চাচ্চু আম্মু কাঁদছে কেনো ?

ঃ তোমার মার ভয়, আমরা তোমাকে মেরে ফেলি কিনা ?

ঃ তোমরা আমাকে কেনো মারবে ?

ঃ তোমার পিতা ও এ জাতি মুসলমানদের দুশমন। হতে পারে প্রতিশোধ নেবার জন্য তারা তোমাকে হত্যা করে ফেলতে পারে। হায় তুমি এদের কাছে কিভাবে চলে আসলে।—বললো মা।

ঃ যাও আব্বু ! যাও। তুমি মার কাছে চলে যাও।

ঃ ছুরিটি ছেলের হাতে উঠিয়ে দিয়ে খুবাইব মার কাছে পাঠিয়ে দিলো ছেলেকে।

বাচ্চা মার কাছে চলে যাবার পর পরই সাফওয়ান, হারিস, আবু সুফিয়ান, ইকরামাসহ কিছু কুরাইশ খুবাইব ও যায়েদের কাছে এলো। সাফওয়ান বললো–

ঃ আমার পিতা উম্মিয়া বদরের যুদ্ধে নিহত হয়েছে। আজ আমি আমার পিতৃ হত্যার প্রতিশোধ নেবো। তোমাদের দু'জনকে হত্যা করবো।

www.amarboi.org

ঃ শাহাদাতের মৃত্যুর চেয়ে বেশী কামনীয় কোনো জিনিস মুসলমানদের নেই।—উভয় মুসলমানই বলে দিলেন।

ঃ এক শর্তে বাঁচতে পারো। তা ইসলাম ত্যাগ করে।

ঃ কোনো দিন সম্ভব নয়।

যায়েদকে হত্যা করার জন্য প্রথম উঠিয়ে নিলো কাফেররা। খুবাইব যায়েদকে জড়িয়ে ধরলেন। দিলেন শেষ বিদায়। বললেন আমিও তোমার পিছে পিছে আসছি ভাই। একদিন আমরা আল্লাহ্‌র কাছে একত্রে মিলিত হবো।

হোবলের লাতের জয় ধ্বনী দিতে দিতে তারা হেরেমের বাইরে চলে গেলো। হাজারো লোক একত্রিত হলো শোরগোল শুনে। আবু সুফিয়ান এগিয়ে এসে যায়েদকে বললো—

ঃ তোমার জীবনের শেষ মুহূর্ত নিকটবর্তী। তুমি যদি এ সময় নিজের বাড়ীতে বসে ছেলে মেয়েদের সাথে হাসিতে খুশীতে থাকতে আর আমরা তোমার জায়গায় মুহাম্মদকে তরবারি দিয়ে হত্যা করতাম কতোই না ভলো হতো।

ঃ আমি আরামে আয়েশে ঘরে থাকবো আর আল্লাহ্‌র রাসূলের পায়ে একটা কাঁটা বিধবে তাও তো আমাদের কাছে অসহ্য। তার গায়ে আঘাত আসার চেয়ে উত্তম আমাদের গায়ে রক্ত বয়ে যাওয়া। তাঁর কুৎসা আমাদের বরদাশত হয় না।

ঃ হোবলের কসম দুনিয়ায় আমি মুহাম্মদের সাথীদের মতো কোনো সাথী দেখিনি। শুধু আমি কেনো দুনিয়ার কেউ দেখেনি।—আবু সুফিয়ান বলে উঠলো।

সাফওয়ান জল্লাদের দিকে তাকিয়ে ইশারা করলো। জাল্লাদ কোষমুক্ত করলো তরবারি। হযরত যায়েদ মাথা নুইয়ে দিলেন। গর্দান কেটে দেহ দুই টুকরো তাঁর। শহীদ হয়ে গেলেন যায়েদ।

কিছুক্ষণ পরই খোবাইবকে খেজুরের রশি দিয়ে বেঁধে নিয়ে আসা হলো। আবু সুফিয়ান খুবাইবকে বললো—

ঃ খুবাইব ! ফাঁসির শূলি তোমার জন্য প্রস্তুত। তোমার সাথী যায়েদের লাশ পাশে পড়ে আছে। এখন তোমার পালা। যদি ইসলাম ছেড়ে দাও ; হোবলের আশ্রয়ে আসো তাহলে তুমি যা চাও তা-ই পাবে।

ঃ আমার কিছু পাবার প্রত্যাশা নেই। আমার প্রত্যাশা জান্নাত। তোমরা যতো তাড়াতাড়ি সে কাজটি সারবে, আমার প্রত্যাশা ততো তাড়াতাড়ি পূরণ হবে।—বাহাদুরের মতো উচ্চারণ করলেন খুবাইব।

আবু সুফিয়ানের নির্দেশে খুবাইবকে নিষ্ঠুর নির্যাতন করে নেজা মেরে মেরে শহীদ করা হলো।

www.amarboi.org

যালেম সাককাফ জানোয়াররা এভাবে দুইজন মুসলমানের জীবন লীলা সাঙ্গ করে দিলো।

৬৪

আমের বিন তোফায়েলের কথায় বনু সালেমের লোকেরা সত্তরজন নির্দোষ মুসলমানকে নামায আদায় অবস্থায় শহীদ করে দিয়েছে। শুধু বেঁচেছিলেন ওমর বিন উম্মিয়া। তার মাথার চুল কেটে দিয়ে ছেড়ে দিয়েছে মুশরিকরা। সাথী হারা ব্যথা মন নিয়ে চলতে চলতে দুর্বল হয়ে গিয়েছিলো ওমর। তারপরও পথ চলছেন ওমর। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এ নির্মম ঘটনার খবর দিতে। তার স্বস্তি নেই। ঘুম নেই। খাবার-দাবার কিছু নেই।

এভাবে চলতে চলতে একদিন ওমর এমন এক জায়গায় গিয়ে পৌঁছলেন যেখানে বালুর টিলা আঁকাবাঁকা হয়ে গেছে। টিলার পাশ দিয়ে চলছেন ওমর। হঠাৎ মানুষের কণ্ঠস্বর শুনা গেলো। কান লাগিয়ে শুনছেন তিনি কিছু লোকের কথা। তারা বলছে—

ঃ মুসলমানদের সংখ্যা দিনদিন বেড়ে চলছে। এখন তারা আমাদের জন্য একটা বড় বিপদ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বদর ও ওহোদের যুদ্ধের ফলাফলে তাদের খ্যাতি বেড়ে গেছে। সাহসী হয়ে পড়েছে তারা বেশ। তাদের অগ্রগতি এভাবে বাড়তে থাকলে সব ধর্ম ও জাতিকে তারা হজম করে ফেলবে। আমাদের জাতি ধর্ম আর কিছুই টিকে থাকবে না।

আরো একজন বললো—

ঃ এতে কোনো সন্দেহ নেই। জানি না আরবদের কি হয়েছে। তারা নিজেদের পিতৃ পুরুষের ধর্ম ছেড়ে দিয়ে কেনো করছে ইসলাম গ্রহণ। এখন তো যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়েছে। যদি মুসলমানরা নিরাপত্তা ও প্রচারের সুযোগ পেতো তাহলে তো কয়েকদিনের মধ্যে গোটা আরবকে মুসলমান বানিয়ে নিতো। অবশেষে আমাদের জাতিকেও মুসলমান হয়ে যেতে হতো।

ওমর ওদের কথা শুনে দাঁড়িয়ে গেলেন। তিনি বুঝতে পেরেছেন দুই ব্যক্তি আসছেন। আর এরা মূর্তি পূজক। ওমর টিলার উপর দিয়ে সামনের দিকে বেড়ে আসা জায়গার আড়ালে নিজেকে লুকিয়ে ফেললেন। তাদের একজন ওমরকে অতিক্রম করে যাবার সময় বলছে—

ঃ সৌভাগ্য যে আমাদের গোত্র বনি সায়াদ পর্যন্ত ইসলামের প্রভাব এসে পড়েনি।

ঃ বনি নজিরের শাখাই তো আমরা।—দ্বিতীয়জন বললো।

ঃ তারা তো কষ্ট করে নিজেদের বাপ-দাদার ধর্মে টিকে আছে। মুসলমানদের সাথে চুক্তি করে তাদের মিত্রতে পরিণত হয়েছে, সে কথা ভিন্ন।

www.amarboi.org

ঃ তাতে কি ? তলে তলে তো তারা মুসলমানদেরকে চিরতরে খতম করে দেবার চেষ্টায় আছে।

তারা উভয়ে কথা বলতে ওমরকে পার হয়ে যাবার পর ওমর কি যেনো ভাবলো। পা চেপে চেপে হেঁটে দ্রুত গতিতে গিয়ে আক্রমণ করে কিছু টের পাবার আগেই তাদেরকে হত্যা করে ফেললো। দু'জনের হাতিয়ার হাত করে ওমর আরো একদিন একরাত হেঁটে মদীনায় পৌঁছে সোজা মসজিদে নববীতে হুজুরের দরবারে হাজির হলো।

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন কিছু সাহাবা সহ বসেছিলেন। ওমরকে দেখে একটু হকচকিয়ে গেলেন। জিজ্ঞেস করলেন তুমি একা কেনো ? তোমার সাথীরা কোথায় ? ওমর চোখের পানিতে বুক ভাসিয়ে সব খবর জানালেন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে। এ খবরে হুজুর মর্মাহত হলেন ভীষণভাবে।

আলী রাদিয়াল্লাহ আনহু উত্তেজিত হয়ে বললেন, হুজুর এ বর্বর ঘটনায় প্রতিশোধ গ্রহণ করার অনুমতি আমাকে দিন। হযরত ওমরও একই কথা বলে অনুমতি চাইলেন। হুজুর দুঃখ কষ্টকে স্বাভাবিক করার চেষ্টা করছিলেন। অন্যান্য সাহাবারাও তা-ই চাইছেন।

ওমর তখনও বসেছিলেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার কাছে সফরের বর্ণনা শুনছেন। কথা প্রসঙ্গে ওমর পথে বনি সায়াদ বংশের দুই লোককে হত্যা করার কাহিনীও বর্ণনা করলেন। হুজুর বললেন, এ দু'জন লোককে মারা ঠিক হয়নি। কারণ, তাদের গোত্র আমাদের সাথে সন্ধিচুক্তিতে আবদ্ধ। তবে তুমি জানতে না এ চুক্তির কথা। তাই রক্তমূল্য দিয়ে দিলেই হবে। বনি নজিরের একটি শাখা হলো বনি সায়াদ। চলো বনি নাজিরের সাথে আলাপ করে এর সুরাহা করি।

তখন তখনই হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বনি নাজির গোত্রে গেলেন। সাথে ছিলেন হযরত আবু বকর, ওমর, আলী ও ওসমান রাদিল্লাহ আনহুমা। মক্কা হতে হিযরাত করে মদীনা আসার পরই হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অমুসলিমদের সাথে একটি শান্তিচুক্তি সম্পাদন করেছিলেন। কিন্তু অমুসলিমরা এ চুক্তির কোনো মূল্য দেয়নি। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চুক্তিভঙ্গ করেননি। বরং চুক্তি কায়েম রাখার সব চেষ্টা করেছেন। অন্যদেরকে এতে কায়েম থাকার জন্য অনুরোধ করেছেন।

এ শান্তিচুক্তির কারণেই হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বনু সায়াদের রক্তমূল্য পরিশোধের জন্য বনু নাজিরের কাছে এসেছিলেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এসেছেন শুনে বনু নাজিরের নেতৃস্থানীয়

www.amarboi.org

ইয়াহুদীরা বেরিয়ে আসলো। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে বললেন; তোমাদের সাথে আমাদের চুক্তিপত্র আছে। একথা শুনেই তারা ভীত হয়ে পড়লো। কারণ, চুক্তিবদ্ধ থাকলেও ইহুদীরা এ চুক্তির বিরুদ্ধে কথা বলতো। দিনরাত মুসলমানদের ক্ষতি করার পরিকল্পনা করতো। তারা মনে করেছিলো একথাই বুঝি তিনি বলবেন। মুসলমানদের শক্তি দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে। বনি নাজির এ উত্থিত শক্তির মুকাবিলা করতে পারবে না। তাই ভয় পেয়ে গেলো।

কিন্তু বনু সায়াদের রক্তপণ আদায়ের কথা শুনে তারা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো। কথা বলতে বলতে সকলে দুর্গের দরযার কাছে এসে গেলেন। এ সময় ওদের মাথায় ভিন্ন চিন্তা প্রবেশ করলো। হুজুরকে এমন মাওকা মতো পাওয়া খুবই কঠিন। তাই তারা এ সুযোগে তাঁকে মেরে ফেলার চিন্তা করলো। খাতির তোওয়াজ করে দাওয়াত দিয়ে তাকে একটি বাড়ীতে নিয়ে বসালেন। হুজুর দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসলেন। এ সময় তারা অন্য একটি বাড়ীর ছাদ থেকে হুজুরের উপর এক বিরাট ভারী পাথর ছেড়ে দিয়ে মেরে ফেলার সব ব্যবস্থা করে ফেললো। এক নওজোয়ান ইয়াহুদী আমর বিন জাহাশ ইবনে কায়াব আনন্দিত চিত্তে পাথর ফেলার জন্য আগে বেড়ে গেলো।

বাধ সাধলো এক বয়স্ক ইয়াহুদী। নাম সালাম বিন মাশকাম। বললো—

ঃ এমন কাজ করা ঠিক হবে না। একটু চিন্তা করো। একজন মুসলমানের হাতে অজান্তে দু'জন অমুসলিম মারা গেছে। এ দু'জনের রক্তমূল্য আদায়ের জন্য নিজ থেকে এখানে এসেছেন তিনি। অঙ্গীকারের প্রতি কত সম্মানবোধ তাদের। এমন লোকদের সাথে ধোঁকা দেয়া ঠিক হবে না। এ ধোঁকাবাজীর ফল উল্টো আমাদের উপর এসে পড়তে পারে।

ওমর বিন মাহাসিন নামক এক শক্তিশালী যুবক বললো—

ঃ সালাম ভীতু কাপুরুষ। তার কথা ছাড়ো এমন মোক্ষম সুযোগ হাতছাড়া করা যায় না। মুসলমানরাই আমাদের বড় শত্রু।

ঃ আমাদের ধর্ম গ্রন্থেও একজন নবী আসার ভবিষ্যদ্বাণী আছে। ইনি সেই নবী হতে পারেন।—বললো সালাম।

ঃ যদি ইনি নবীই হবেন তাহলে আল্লাহ তাকে কোনো না কোনোভাবে খবর জানিয়ে দেবেন। তিনি বেঁচে যাবেন। আর নবী না হলে ধ্বংস হয়ে যাবেন।—আবার বললো ওমর বিন মাহাসিন।

ঃ যদি নবী হন আর তিনি বেঁচেই যান তাহলে এ কিল্লায় আমাদের থাকাটা সম্ভব হবে কিনা—একথার প্রতিও লক্ষ্য রেখো।—বললো সালাম।

ঃ এত কথা চিন্তা করলে হবে না। আবদুল্লাহ বিন উবাই সহ কিছু লোক জাহেরী মুসলমান। আসলে তারা আমাদের সাথে। ভয় করো না। বেঁচে

www.amarboi.org

গেলোও তারা আমাদের সাহায্য করবে। আমরা একাও যুদ্ধ করে মুসলমানদেরকে মদীনা হতে বের করে দিতে পারবো।—বাহাদুরের মতো বললো ওমর বিন মাহাসিন।

ঃ যাও তোমাদের ভাগ্য পরীক্ষা করো।—অবশেষে বললো সালাম।

ঃ ওমর বিন মাহাসিন প্রস্তুতি শেষ করলো। পাথর উপর থেকে ছাড়ার পূর্ব মুহূর্তে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঝট করে উঠে চলে এলেন। সাহাবাগণ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে হুজুরের খোঁজে বেরিয়ে আসলেন। মদীনায় এসে সব খবর শুনলেন হুজুরের মুখে। তখনই হুজুর বনি নাজিরের উপর আক্রমণের হুকুম দিলেন। ইয়াহুদীরা উপায়ান্তর না পেয়ে দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করলো। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবীদেরকে খেজুর গাছ কেটে ফেলতে ও তা জ্বালিয়ে দিতে নির্দেশ দিলেন। এভাবে লড়াই চললো পনর দিন পর্যন্ত। দুর্গে আটকা পড়ে তাদের সব রসদ শেষ হয়ে গেলো।

এদিকে আবদুল্লাহ বিন উবাই ইবনে সুলুল সহ কয়েক ব্যক্তি বনি নাজির গোত্রকে খবর পাঠালো, খবরদার তোমরা ভয় পেয়ো না। আত্মসমর্পণও করো না। দৃঢ়তার সাথে যুদ্ধ করতে থাকো। আমরা কিছুতেই তোমাদেরকে মুসলমানদের হাতে পরাজিত হতে দেবো না। আমরা তোমাদের সাথে থেকে যুদ্ধ করবো। কিন্তু তারা কিছুই করতে এগিয়ে এলো না। বনি নাজিরের মনোবল অবশেষে ভেঙ্গে গেলো। আত্মসমর্পণের প্রস্তাব দিলো তারা।

হুজুর এ শর্তে প্রস্তাব গ্রহণ করলেন—তোমরা দুর্গ ছেড়ে বহিষ্কার হয়ে যাবে। প্রচলিত হাতিয়ার, নগদ অর্থসহ যতটুকু সামান বহন করা সম্ভব তা নিয়ে যাবে। ইয়াহুদীরাও হুজুরের এ প্রস্তাব মেনে নিলো। বন্ধ হলো যুদ্ধ। চলে গেলো ইয়াহুদীরা। যাবার সময় দুর্গে অবশিষ্ট যা ছিলো সব ধ্বংস করে দিয়ে গেলো। মুসলমানরা যেনো এগুলো ভোগ করতে না পারে। খায়বারের দিকে চলে গেলো তারা।

বনি নাজিরের যুদ্ধও অভিশপ্ত ইয়াহুদী জাতির বেঈমানীর ইতিহাস।

৬৫

হারিস তার সাথী ও কয়েদীদেরকে নিয়ে বদর নামক জায়গায় এসে পৌছলো। এখানে কয়েকদিন থাকলো হারিস। বনি কাহতান বংশের সন্ধান করছে। কেউ তাদের সঠিক খবর দিতে পারছিলো না। এ কাহতান গোত্র তার স্ত্রী আদী, মুখ বোলানো কন্যা জামিলা, গোত্রাধিপতি নেতা আদীর কন্যা রোকাইয়া সহ অন্যান্যদেরকে নিয়ে গিয়েছিলো। অনেকদিন পর জানতে পারলো কাহতানের লোকেরা হামরাউল আসাদে অবস্থান করছে। খুশী হলো তারা।

www.amarboi.org

একদিন তারা হামরাউল আসাদের দিকে রওনা হলো। মদীনা হতে আট মাইল দূরে হামরাউল আসাদ। বদর থেকে আরো দূরে। বেশ কয়েকদিন চলার পর এখানে গিয়ে পৌছলো তারা।

বনি কাহতানরা ওদের আগমনের কোনো খোঁজ যেনো না পায় এজন্য হারিস গোপনভাবে সতর্কতার সাথে সামনে এগিয়ে চলছে। হঠাৎ একটি মেয়েলী কণ্ঠের আওয়াজ শুনতে পেলো সে। সকলেই শুনতে পেলো এ আওয়াজ। কাফেলা থেমে গেলো। উট থেকে লাফিয়ে পড়ে খুঁজতে লাগলো মেয়েলী কণ্ঠ ভেসে আসার স্থান।

হারিস দ্রুতগতিতে উঠছে টিলার উপর। উঠতে উঠতে টিলার শেষ সীমায় গিয়ে পৌছলো সে। বালুতে পা না টিকার কারণে পিছলে নীচে পড়তে পড়তে কারো মাথার খুলীতে গিয়ে ঠেকলো পা। কোনো রকমে শামলিয়ে নিলো নিজেকে। কিন্তু সাথে সাথেই কে যেনো হাত দিয়ে ঝটকা মেরে সরিয়ে দিলো পা। আবার সে পিছলিয়ে পড়তে শুরু করলো। পরে এবার সমতল জায়গায় এসে ঠেকলো হারিস। এখানে এসে শুনছে খুব রাগান্বিত হয়ে কে যেন বলছে—

ঃ মূর্খ ! পাজি ! পা পিছলে আমারই মাথার উপর এসে পড়লে ?

এরি মধ্যে হারিস নিজেকে পরিপূর্ণভাবে শামলিয়ে নিয়েছে। সে বলে উঠলো—

ঃ মাফ করবেন। হঠাৎ করে পা পিছলিয়ে পড়ে গেছি।

ঃ কি মাফ করবো। তুমি যদি শামলিয়ে উঠতে না পারতে তাহলে আসমানে চড়েছো কেনো ? পাজি। তোমার পায়ে আমি কিনা ব্যথা পেয়েছি। রাখো ! আমি এখনই তোমাকে মজা দেখাচ্ছি।—কে জানি আবার রাগান্বিত হয়ে বললো।

ঃ আমার বিশ্বাস তুমি তেমন ব্যথা পাওনি।—হারিস বললো।

লোকটি তেড়ে উঠে বললো—

ঃ ব্যথা কেনো পাবো ? পেয়েছি আরাম।

একথা বলেই লোকটি হারিসের কলার চেপে ধরে নিজের দিকে টানতে লাগলো। হারিস নুইয়ে পড়লো। হারিস বললো—

ঃ আমার ভুল হয়ে গেছে। ভুলই বা বলবো কি ? পায়ের নীচের বালু সরে গেলে পা পিছলিয়ে আপনার উপর গিয়ে পড়েছি।

আরো রুষ্ট হয়ে সে বললো—

ঃ কমবখত ! তোকে কে বলেছে আমারই উপর গিয়ে পড়তে।

ঃ আর আপনাকেই বা কে বলেছে একেবারে এ টিলার নীচে দাঁড়িয়ে থাকতে। এটা কি দাঁড়িয়ে থাকার জায়গা।

www.amarboi.org

একথায় আরো রাগ ধরলো লোকটির। সে বললো—

ঃ একেতো করলে অপরাধ আবার আমারই উপর দোষ। আমার সাথে ঠাট্টা করছো ? নাও সামলাও তোমার জীবন শেষ।

একথা বলেই লোকটি হারিসের কলার ছেড়ে দিয়ে তরবারি উঁচিয়ে ধরলো। ভয়ে মাথা পেছনের দিকে সরাতেই হারিসের দিকে নজর পড়লো লোকটির। হকচকিয়ে উঠে বললো—

ঃ আরে হারিস যে।

হারিসও লোকটিকে চিনতে পারলো। তার নাম আজল।

ঃ এত রাতে এখানে তুমি কি করছো ?—বললো হারিস।

ঃ তুমি জানো হারিস ! আমি প্রেম-মনা মানুষ। প্রেম আমার অস্থি মজ্জার সাথে আছে মিশে। যার সৌন্দর্য দেখে আকর্ষিত হয়ে পড়ি ----------

আজল অনেক কথা শুনাতে চেয়েছিলো হারিসকে। হারিসের এতসব কথা শুনার সময় ছিলো না। প্রসঙ্গ কেটে দিয়ে তাই হারিস বললো—

ঃ আসল উদ্দেশ্য কি, তাই বলো।

ঃ একটি রূপসী কন্যার রূপে আমি মোহিত। কিন্তু ওখানে পৌছা সম্ভব হচ্ছে না আমার। সেই চাঁদের টুকরার সাথে কথা বলার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছি। তুমি তাঁকে দেখলে চাঁদের দিকে আর তাকাবে না।

ঃ কোন্ গোত্রের মেয়ে সে। কোথায় থাকে তারা ?—জিজ্ঞেস করলো হারিস।

ঃ সেসব জানি না কিছুই। শুধু জানি বনু কাহ্তানের অধীনে আছে সে। তার নাম জামিলা।—বললো আজল।

ঃ জামিলা !—সচকিত হয়ে উঠলো হারিস বললো।

ঃ হাঁ। জামিলা তুমি কি তাকে চিনো বন্ধু ? সে তো এখন গোটা আরবের সৌন্দর্যের মৌরাণী।

ঃ সে এখন কোথায় ?—বললো হারিস।

সামনের দিকে ইশারা করে বললো—

ঃ ওখানে বন্দী অবস্থায় পড়ে আছে। বড় জিদি মেয়ে। আমার কথা শুনছে না। তুমি আমার সাথে চলো। তাকে একটু বুঝাও।

উদ্ভ্রান্তের মতো ওদিকে ছুটলো হারিস। উভয়ে গিয়ে পৌছলো একটি গভীর সুড়ঙ্গে। জামিলা বন্দী ওখানে। তাড়াতাড়ি বন্ধন খুলে দিলো হারিস। উঠে দাঁড়ালো সে।

ঃ আমার প্রিয় কন্যা জামিলা। চিনেছো আমাকে ?—বললো হারিস।

ঃ চিনেছি ! আমার জীবন রক্ষাকারী। আমার পিতা। আমার জীবন।

www.amarboi.org

মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অথবা মুসলমানদের কেউই লড়াই করতে চাইতেন না। অনেক নির্যাতন অত্যাচার সহ্য করে চলতেন। যুদ্ধ এড়িয়ে চলতেন। মানুষ যদি প্রকৃতই মানুষ হয় তাহলে এ মানুষ যুদ্ধ পসন্দ করতে পারে না। যুদ্ধবাজরা না নিজে শান্তিতে থাকে আর না কাউকে শান্তিতে থাকতে দেয়।

মুসলমানরা যুক্তিসঙ্গত কারণ ছাড়া যুদ্ধে অবতীর্ণ হয় না। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সঙ্গী-সাথীগণ কোনো সময় নিজ থেকে যুদ্ধ শুরু করেননি। যুদ্ধ চালিয়ে দেয়া হলে আত্মরক্ষার জন্য যুদ্ধে অংশ নিয়েছেন। এ বাস্তবতা ইসলাম ও মুসলমানের সাথে আজও চলছে।

বনি নাজিরে যুদ্ধ হতে ফিরে আসার পর মুসলমানরা শুনতে পেলো গাতফান কাবিলার শাখা-প্রশাখা বনু মাহারিব, বনু সায়ালাবার গোত্রসমূহ অশান্তি সৃষ্টি ও বাড়াবাড়ি করছে। এমন কি মদীনার উপর আক্রমণের পাঁয়তারাও করছে। এসব এলাকা নজদের অন্তর্গত। নজদের গোত্র বনু সালেমের হাতে যেহেতু সত্তরজন নির্দোষ মুসলমান প্রতারিত হয়ে নির্মমভাবে শাহাদাত বরণ করেছেন। এজন্য এদের বিরুদ্ধে সকল মুসলমানদের অন্তরে দাউ দাউ করে দাবানল জ্বলছিলো।

এদের আক্রমণের প্রস্তুতির কথা শুনে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যুদ্ধের প্রস্তুতির জন্য নির্দেশ দিলেন মুসলমানদেরকে। মদীনা তখন পরিপূর্ণভাবে ইসলামী রাষ্ট্র। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত ওসমানকে মদীনার দায়িত্ব দিয়ে একটি ক্ষুদ্র বাহিনী নিয়ে নজদে প্রবেশ করে একটি পাহাড় অতিক্রম করে যাচ্ছিলেন। পাহাড়ের পাথরগুলো কেমন জানি ছিলো, এতে চলতে গিয়ে বাহিনীর পায়ের জুতা সব টুটে ফেটে গেলো। মুজাহিদ বাহিনী খালি পায়ে চলতে লাগলেন। এতে আহত হতে লাগলো পা। এরপর পা মুড়িয়ে কোনো রকমে পাহাড় অতিক্রম করে খেজুরের বাগানে গিয়ে পৌঁছলো তারা। এখানে পাওয়া গেলো কিছু আরব মুশরিককে। তারা যেন কিসের সন্ধান করছে। মুসলমানদেরকে দেখে ভয় পেলো। পালাতে চাইলে তাদেরকে ধরে ফেলা হলো। জিজ্ঞাসাবাদ করা হলো তাদেরকে। তারা বনু সালিমের লোক যারা সত্তরজন মুসলমানকে একেবারেই বেকসুর হত্যা করেছে।

এখানে কি করছে জিজ্ঞেস করলে তারা বললো—

ঃ হুজুর, বনু মাহারিব ও বনু সায়ালাবা বাহিনী এখানে ঘুরাফিরা করছিলো। মুসলিম বাহিনীর আগমনের কথা শুনে জীবন নিয়ে পালিয়েছে।

www.amarboi.org

কোনো জিনিস তারা ছেড়ে গেলে তা কুড়িয়ে নেবার জন্য আমরা এখানে এসেছি। আমরা নির্দোষ। আমাদেরকে ছেড়ে দিন।

ঃ মুসলমানদের সত্তরজন মযলুমকে যখন হত্যা করা হয়েছিলো তখন তোমরা ছিলে কোথায়

ঃ আমরা কিছুই জানতাম না। সব আমেরের বদমাশী। আমাদের গোত্রকে উত্তেজিত করেছে সে। তাই না বুঝে আমরা নির্দোষ মুসলমানদেরকে হত্যা করেছি। যারা এ হত্যাকাণ্ড চালিয়ে ছিলো তাদের প্রত্যেকেই গলগণ্ড মহামারীতে মারা গেছে। এমন কি দুরাচারী আমেরও। আল্লাহই প্রতিশোধ গ্রহণ করেছে তাদের কাছ থেকে।

বড় বড় সকল সাহাবা এ বন্দীদেরকে হত্যা করতে চাইলে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে হত্যা না করে ছেড়ে দেবার হুকুম দিলেন। প্রতিপক্ষ মাহারিব ও সায়ালাবা ভয়ে পালিয়ে গেছে। মুসলিম বাহিনী তাই ফিরে এলো। চার হিজরী সনের জমাদিউল আউয়াল মাসে সংঘটিত হয় এ ঘটনা।

পাঠক বৃন্দ ! নিশ্চয় আপনাদের মনে আছে ওহোদের যুদ্ধের পর আবু সুফিয়ান আগামী বছর প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য বদরের প্রান্তরে যুদ্ধের ঘোষণা জানিয়েছিলো। তারা প্রস্তুতিও নিয়েছে। হুজুর এ খবর পেয়ে প্রস্তুতি নিতে শুরু করেছেন। তিনি খবর পেলেন আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে বড় বড় যোদ্ধাদেরকে সে বদরের দিকে রওনা করে দিয়েছে। সমর সরাঞ্জাম ও জনশক্তি, বড় বহর তার সাথে। এবার চিরতরে স্তব্ধ করে দেবে মুসলমানদেরকে মনে এ প্রত্যাশা। ছড়িয়ে পড়েছে গুজব মদীনার অলিতে গলিতে। আবদুল্লাহ বিন উবাইও মুসলমানদেরকে ভয় দেখাচ্ছে। ইয়াহুদীরাও খুশীতে বগল বাজাচ্ছে। এতসব জাকজমকের কথা শুনে মুসলমানরাও কিছুটা চিন্তিত।

হযরত ওমর মুসলমানদের এ অবস্থা দেখে হুজুরের কাছে গেলেন। সব অবস্থা বর্ণনা করলেন। হুজুর তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, মানব স্বভাব এমনই হয়। দুশ্চিন্তা করো না। আল্লাহ সাহায্য করবেন অবশ্যই। যুদ্ধ প্রস্তুতের ঘোষণা দিয়ে দাও। মুসলমানদের মধ্যে সাজ সাজ রব। এত মানুষ অতীতের দুই যুদ্ধেও একত্রিত হয়নি। প্রায় পনর শত মুসলিম বাহিনী ইসলামী পাতাকা বহন করে চলছে। মদীনার কাফের ও ইয়াহুদী গোষ্ঠী মুসলমানদের সংখ্যা দেখে বিস্মিত হলো। আবদুল্লাহ বিন উবাই এ যুদ্ধেও গেলো না। বরং বললো বদরের প্রান্তরে জীবন দিতে কে যাবে ?

মূলতঃ আবদুল্লাহ বিন উবাই বদরের যুদ্ধে আসার জন্য আবু সুফিয়ানকে আড়াল থেকে উস্কিয়েছিলো। এবার মুসলমানদের অতীত রেকর্ডের চেয়ে বেশী

www.amarboi.org

সৈন্য ও সরঞ্জামের খবর আবু সুফিয়ান পেয়েছে। মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ কত বড় বিপদের আহ্বান সেই অভিজ্ঞতাও আছে তার। গাস্‌সান নামক স্থান পর্যন্ত এসে সামনে পা বাড়াতে তার সাহস হলো না। ফিরে গেলো মক্কার দিকে। মক্কার মহিলারা অভিসম্পাত বর্ষণ করলো আবু সুফিয়ান বাহিনীর উপর। মুসলিম বাহিনী গাস্‌সানে এক সপ্তাহ মুশরিকদের অপেক্ষা করে যুদ্ধ ছাড়াই মদীনায় ফিরলেন। চতুর্থ হিজরীর রযব মাসের শেষ দিকে সংঘটিত হয়েছিলো এ ঘটনা।

৫ম হিজরী সনের রবিউল আউয়াল মাসে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খবর পেলেন শাম সীমান্তের দাওমাতুল জানদাল নামক স্থানে ঈসায়ী বাদশা মদীনা আক্রমণ করার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। এতদিন পর্যন্ত যারা মুসলমানদের বিরোধিতা করেছে তারা ছিলো আরবের মুশরিক ও মদীনার ইয়াহুদীগণ। এখন তৃতীয় শক্তি হিসাবে উত্থিত হলো সীমান্ত এলাকার ঈসায়ী বাদশাহর। অথচ মুসলমানরা ঈসায়ীদের উপর কোনো হস্তক্ষেপ করেনি। তাদের কোনো এলাকায় আক্রমণও রচনা করেননি। আর না তাদের উপর কিছু করার ইচ্ছাও হুজুরের কোনো সময় ছিলো।

শাম দেশের সীমান্তে মদীনা হতে দশ মাইল দূরে ছিলো দাওমাতুল জানদাল। ওখান থেকে দামাশক ছিলো পাঁচ মঞ্জিল দূরে। তাই হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এতদূরে সামরিক অভিযান পরিচালনা করা ঠিক মনে করেননি। মুসলমানরা শাম সীমান্তে চলে গেলে আরবের কাফেররা আশে-পাশের ইহুদীরা মদীনা দখল করে নেবার আশংকা আছে।

এসব ভাবনা-চিন্তার মাঝেই হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শুনলেন আরবের যেসব ব্যবসায়ী কাফেলা দাওমাতুল জানদালে ঈসায়ী বাদশাহর রাষ্ট্রের কাছ দিয়ে অতিবাহিত হচ্ছে তাদের উপর রাহাজানি ও লুণ্ঠন করছে। এ নতুন শত্রু বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে ও মুসলমানদের অধিক ক্ষতিসাধন করে ফেলতে পারে আশংকায় হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সামরিক বাহিনী প্রস্তুত করতে লাগলেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাবা বিন আরতকা গাফরীকে মদীনার গভর্নর বানিয়ে এক হাজার সৈন্য নিয়ে দাওমাতুল জানদালের দিকে রওনা হলেন।

শত্রু পক্ষ হতে মুসলিম বাহিনীর আগমনের খবর গোপন রাখার জন্য হুজুর খুবই সতর্কতার সাথে রাতে পথ চলতেন দিনে থেমে থাকতেন। দাওমাতুল জানদাল এক মঞ্জিল দূরে থাকতে হুজুর জানলেন এখানে ঈসায়ী বাদশার ছাগ মেষ চরাবার মাঠ আছে। শত্রুর উপর প্রভাব বিস্তার করার জন্য হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঈশার নামাযের পর ওদিকে বাহিনী

www.amarboi.org

চালাতে শুরু করলেন। রাখালগণ হঠাৎ মুসলিম বাহিনী দেখে হকচকিয়ে গেলো। গোটা মাঠ পশুগুলো সহ দখল করে নিলেন মুসলিম বাহিনী।

দুপুরের দিকে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সঙ্গীসহ দাওমাতুল জানদাল পৌঁছে গেলেন। একজন দাওমাতুল জানদালবাসীও শহরের মধ্যে পাওয়া গেলো না। হুজুর শুনতে পেলেন বাদশাহ দামাশকের দিকে পালিয়ে গেছে। পলাতক একজন ঈসায়ীকে ধরে এনে হুজুর জিজ্ঞেস করলেন—

ঃ তুমি পালিয়ে যাওনি কেনো ?

ঃ হুজুর পালাবার সুযোগ পাইনি। মুসলমানরা ওদের ঘর-বাড়ী, আসবাব-পত্র দখল করে নিলেন।

এখান থেকে ছোট ছোট বাহিনী পাঠালেন হুজুর চতুর্দিকে। ঈসায়ীরা এমন ভয় পেয়েছিলো যে, সব ছেড়ে দামাশকে চলে গিয়েছিলো তারা। কোনো মোকাবিলাই সংঘটিত হলো না এখানে। কাজেই মুসলমানদের প্রতাপ প্রতিপত্তি বেড়ে গেলো এখানে অনেক। নিরাপদ হয়ে গেলো এ সীমান্ত অঞ্চল মুসলমানদের জন্য।

৬৭

দাওমাতুল জানদালে মুসলমানদের সাথে মুকাবিলা হয়নি। মুশরিক আরবরা আর মুসলমানদের জন্মগত শত্রু ইয়াহুদীদের মনে এ খবরে বড় কষ্ট হয়েছে। তাদের ধারণা ছিলো ঈসায়ীরা চিরতরে উৎখাত করে ছাড়বে মুসলমানদেরকে। ফল ধারণার বিপরীত। একেবারেই উল্টো।

ইয়াহুদীদের আসমানী কিতাবে যদিও একজন নবী আসার ভবিষ্যদ্বাণী আছে, তাতে তাদের বিশ্বাস ছিলো। কিন্তু সে নবী ইহুদী বংশের বাইরে কুরাইশে জন্মগ্রহণ করবে তা তারা জানতো না। শত্রুতার মূল কারণ এটাই।

আরবের লোকেরা মূর্তি পূজারী ছিলো। খোদাকে জানতো তারা। এ মূর্তি পূজারীরা তাদের মূর্তিদের বিরুদ্ধে কিছু শুনতে রাজী ছিলো না। এদের সাথেও এখানেই শত্রুতা। উভয় গোষ্ঠীর শত্রুতা মাথায় করে এক আল্লাহর আনুগত্য শুনাবার ও মানাবার জন্য হাজার ধরনের বিবাদ মুসিবত মুকাবিলা করে চলছে এক আল্লাহয় বিশ্বাসী তাওহীদবাদীরা শেষ নবীর নেতৃত্বে।

ঈসায়ী ও ইয়াহুদীদের পরস্পরে মতপার্থক্য অনেক থাকার পরও মুসলমানদের সাথে শত্রুতার ব্যাপারে তারা এক। ইয়াহুদীদের বিখ্যাত গোত্র বনি নাজির বহিষ্কৃত হয়ে শাম ও খায়বারের দিকে চলে যাবার পরও তারা ষড়যন্ত্রের জাল বিছিয়ে রেখেছিলো।

একবার ইয়াহুদী নেতা হুয়াই বিন আখতাব, সালাম বিন আবুল হাকিক, সালাম বিন কামানাহ সহ একটি প্রতিনিধি দল মক্কায় গেলো। মদীনার উপর হামলা করার জন্য তাদেরকে উস্কানী দিলো।

www.amarboi.org

দাওমাতুল জানদাল হতে ফিরে এসে এখনো স্বস্তির নিঃশ্বাস নিতে পারেনি মুসলমানরা। কখনো শুনতে পেতো মুশরিকরা আক্রমণ করতে আসছে। ঈসায়ীরা আক্রমণ করতে আসছে। ইয়াহুদীরাও আসছে আক্রমণ করতে। ইয়েমেন ও নাজদীদের আসার কথা শুনতো।

মুসলমানরা দৃঢ় চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব নিয়ে থাকতেন। এতে ভীত হতেন না। বরং প্রশান্তির সাথে দীন প্রচারের কাজে নিমগ্ন থাকতেন। মদীনা ও আশেপাশের লোকদের অনবরত মুসলমান বানিয়ে চলছেন। এ দৃশ্যও শত্রুদের কাছে অসহনীয়। পরিবেশ ভালো থাকলে, নিরাপদ সমাজ হলে মুসলমানদের কাজ করতে সুবিধা। যুদ্ধ বিগ্রহ ও অশান্তি নিরাপত্তাহীনতা তাই লাগিয়ে রাখতো তারা।

তারা বনি মুস্তালিকের ইয়াহুদীদের উত্তেজিত করে তুললো। বনু মুস্তালিকের বাদশাহ হারিস বিন দররার ছিলো একজন অভিজ্ঞ ও চতুর রক্ত পিপাসু লোক। তার গোষ্ঠীকে সংগঠিত করে আরবের লোকদেরকে তার সাথে কাজ করার জন্য আহ্বান জানালো।

বেশ কয়েকটি গোত্র তার সাথে এসে মিশলো। অল্পদিনের মধ্যে অনেক লোক সংগঠিত করে নিলো। এসব খবর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সংগ্রহ করলেন। এরপরও বুরাইদা বিন হাসিবকে প্রকৃত ঘটনা জানার জন্য পাঠালেন। তিনি ফিরে এসে সব খবরের সত্যতা জানালেন। জানালেন অচিরেই তারা মদীনার উপর আক্রমণ করার জন্য আসছেন।

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুসলিম বাহিনীকে তৈরি করলেন। যায়েদ রাদিয়াল্লাহ আনহুকে মদীনার গভর্নর বানিয়ে হারিসকে দমন করার জন্য রওনা হলেন।

মুসলিম বাহিনীর মোট ত্রিশটি ঘোড়া। এর মধ্যে বিশটি ছিলো আনসারদের আর দশটি ছিলো মুহাজিরদের। এবারই হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুহাজির ও আনসারদের পতাকা ভিন্ন ভিন্ন করে দিয়েছিলেন। আনসারদের পতাকা ছিলো সায়াদ বিন ওবাদার হাতে। মুহাজিরদের ঝাণ্ডা ছিলো আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুর হাতে। অগ্রবর্তীবাহিনীর নেতা ছিলেন হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহু। এ যুদ্ধে হুজুরের সাথে হযরত আয়েশা সিদ্দিকা সফর সঙ্গী ছিলেন।

অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক ব্যক্তিকে মালে গনিমাত দেয়া হবে। মালে গনিমাত পাবার লোভে এ যুদ্ধে আবদুল্লাহ বিন উবাইও শরিক হয়েছিলো। আবদুল্লাহ বিন উবাইয়ের এ অভিযানে অংশগ্রহণ কেউ পসন্দ করেনি। এমন কি তার ছেলে আবদুল্লাহ তার অংশগ্রহণকে করেননি পসন্দ। যেহেতু এখনো

www.amarboi.org

তাকে মুসলমানদের মধ্যে গণ্য করা হচ্ছে। তাই তার সব ইসলামী অধিকারই ছিলো। যুদ্ধে অংশগ্রহণ হতে ফিরিয়ে রাখা যায় না।

মুসলিম কাফেলা যেদিক দিয়েই যাচ্ছে অমুসলিম ভয় পাচ্ছে। এদের আগমনের খবরে আরবের বদ্দুরা তাঁবু ভেঙ্গে এদিক ওদিক সরে যাচ্ছিলো। সব খেজুরের বাগান খালি হয়ে পড়েছিলো।

বনি মুসতালিক ছিলো মদীনা হতে নয় মঞ্জিল দূরে। মঞ্জিলের পর মঞ্জিল অতিক্রম করে যাচ্ছিলো। একদিন আসরের নাযাযের সময় ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহু একজন আরবকে টিলার পেছনে লুকিয়ে থেকে থেকে এগুতে ও মাঝে মাঝে এদিকে উঁকি মারতে দেখতে দেখলেন। ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহু কৌশলে তাকে ধরে ফেললেন।

ঃ তুমি কে ? কি দেখছিলে লুকিয়ে লুকিয়ে ?—জিজ্ঞেস করলেন ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহু।

ঃ আমি একজন পথিক। সৈন্যবাহিনী দেখে ভয় পেয়ে এখানে লুকিয়ে ছিলাম।

ঃ ভয়ের কারণ ?

ঃ মুসলমানরা আমার কোনো ক্ষতি করবে ভয়ে।

ঃ কারণ ছাড়া মুসলমানরা কারো কোনো ক্ষতি করে ?

ঃ না।

ঃ তারপরও কেনো ভয় ?

ঃ আমার ভুল হয়েছে।

ঃ ভুল নয়। চালাকী। তুমি বনি মুস্তালিক গোত্রের লোক নও ?—গভীর দৃষ্টি দিয়ে বললেন ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহু।

ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহুর অন্তরদৃষ্টি বুঝে সে ভয় পেলো এবং বললো—

ঃ জি, আমি বনি মুস্তালিকের লোক।

ঃ হারিসের গোয়েন্দা ?—চোখ রাঙ্গিয়ে বললেন ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহু।

হযরত ওমর তাকে নিয়ে হুজুরের কাছে গেলেন।

ঃ গোয়েন্দাগিরির সাজা মৃত্যুদণ্ড। তবে মুসলমান হলে রক্ষা আছে। —বললেন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

সে অস্বীকার করলো মুসলমান হতে। ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহু একজনকে ইঙ্গিত দিলে তিনি তাকে দু' টুকরো করে ফেললেন।

এক সপ্তাহ চলার পর মুরাইসী নামক ঝর্ণার দুই কিনারে দুই দল একত্রিত হলো। হুজুরের নির্দেশে ওমর ঝর্ণা পার হয়ে হারিসকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। হারিস এ দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করলো। ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ফিরে এলেন। সামরিক বাহিনীকে ঝর্ণা পার হয়ে যাবার হুকুম দিলেন হুজুর সাল্লাল্লাহু

www.amarboi.org

আলাইহি ওয়া সাল্লাম। পতিপক্ষও সামনে এগুলো। শুরু হলো যুদ্ধ। তুমুল যুদ্ধ। বনু মুস্তালিক পরাজিত হলো। শোচনীয় পরাজয়। তাদের অনেক লোক নিহত হলো। তাদের সন্তান সন্ততী, রমণী ও সম্পদসমূহ গনিমাতের মাল হিসাবে গণ্য করলেন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

এ যুদ্ধ মুস্তালিকের যুদ্ধ বা মুরাইসীর যুদ্ধ নামে খ্যাত। পাঁচ হিজরী সনে এ ঘটনা সংঘটিত হয়।

৬৮

বনু মুস্তালিকের যুদ্ধ শেষে মুসলিম বাহিনী ঝর্ণার এপারে প্রথম অবস্থানের কাছে এলেন। গনিমাতের সম্পদ বণ্টিত হলো এখানে। হারিসের কন্যা জুয়াইরিয়াকে গ্রেফতার করেছিলেন সাবিত বিন কয়েস। তাই গনিমাত হিসাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জুয়াইরিয়াকে তার বন্টনে ফেললেন। মুনাফিক আবদুল্লাহ বিন উবাইয়ের তা খুব খারাপ লাগলো। তার ইচ্ছা ছিলো জুয়াইরিয়াকে পাওয়া। তাহলে অনেক মূল্য আদায় করে সে তাকে তার পিতাকে দিয়ে দিতো। উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হবার কারণে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলো সে। গনিমাতের সম্পদ বন্টনের ব্যাপারে বেশ আপত্তি উঠালো। মুসলমানদের কাছে এ কাজ খারাপ মনে হলেও তারা চুপ রইলো। হুজুর এখনো এ মুনাফিকের ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্ত দিচ্ছেন না।

ঈশার নামাযের পর আবদুল্লাহ বিন উবাই তার সাঙ্গপাঙ্গদের নামকরা কয়েকজনকে তার তাঁবুতে ডেকে নিয়ে গোপন পরামর্শ সভায় বসলো। সে বললো—

ঃ মুসলমানরা যে দ্রুতগতিতে উন্নতি করে সামনে অগ্রসর হয়ে চলছে। যুদ্ধের পর যুদ্ধে বিজয় লাভ করছে। গোটা আরবই মনে হচ্ছে দখল করে নিবে। আমরা হবো লাঞ্ছিত ও বঞ্চিত। কি করে এদেরকে রোখা যায় সে চিন্তা করো। নতুবা ভবিষ্যত অন্ধকার।

ঃ ওদের মধ্যে নিফাকের বীজ ছড়ানো ছাড়া আর কোনো পথ দেখছি না। একজন অভিজ্ঞ বুড়া মুনাফিক দিলো পরামর্শ।

ঃ কিভাবে ?—প্রশ্ন করলো উবাই।

কিছু লোক আনসারদের কাছে যাবে। তাদের বাহাদুরী প্রশংসা করে বলবে আজ এ বিজয় লাভ হয়েছে তাদের জন্যই। কিন্তু মুহাজিররা দাবী করছে এ জয়ের কৃতিত্ব তাদের। কথাটা ঠিক নয়। এভাবে আর কিছু লোক যাবে মুহাজিরদের কাছে। বাহবা জানাবে তাদেরকে। বিজয় তাদের কারণেই হয়েছে। অথচ আনসাররা দাবী করছে বিজয়ের কৃতিত্ব তাদের। এভাবেই ওদের মধ্যে নিফাকের মাধ্যমে বিবাদের সৃষ্টি হয়ে যাবে।—পরামর্শ দিলো বুড়ো।

www.amarboi.org

আবদুল্লাহ বিন উবাইর মনপূত হলো পরামর্শ। আর একটু বাড়িয়ে সে বললো—

ঃ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রী আয়েশার ব্যাপারে এ সুযোগে বদনাম আনতে পারলে ব্যাপারটি জমবে আরো ভালো। ভেঙ্গে যাবে মুহাজির আনসার ঐক্য।

পরেরদিন থেকেই মুনাফিকদের চালবাজী শুরু হলো। তারা যুদ্ধের কৃতিত্বের ব্যাপারে মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে ভুল বুঝাবুঝির অবস্থা সৃষ্টি করে দিলো।

মদীনার পথে দুই তিন মঞ্জিল এগুবার পর একটি খেজুর বাগানে অবস্থান নিলেন সকলে। রাতে ঈশার নামায আদায় করে খাবার দাবারের কাজ সেরে আবার পথ চলা শুরু হলো।

ঘটনাক্রমে হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহ আনহা প্রকৃতির ডাকে খেজুর বাগানের বাইরে গিয়েছিলেন। তখনো তিনি ফিরে আসেননি। আড়ালে থেকে তিনি দেখেছিলেন বাহিনী যাত্রা শুরু করেছে। হযরত আয়েশার জন্য ভিন্ন উটের হাওদা (বাহন) ছিলো। তিনি ভেবেছিলেন বাহন উটের উপর রাখার সময়ই তারা টের পাবেন তিনি নেই বাহনে। তাঁর জন্য অপেক্ষা করবেন তারা।

কাজ সেরে উঠতে যাবেন বিবি আয়েশা এ সময় ঝাড়-ঝোপের সাথে গলার মালা টান খেয়ে ছিড়ে গেলো। সব মতি ঝর ঝর করে গেলো পড়ে মাটিতে। তিনি বসে বসে মতিগুলো কুড়িয়ে তুলতে লাগলেন। চাঁদনী রাত। ঝকঝক করে জ্বলছে চাঁদ আকাশে। বালুময় ভূমিতে মনে হচ্ছে সাদা ধবধবে চাদর বিছিয়ে রয়েছে।

হযরত আয়েশা চাঁদের আলোতে কুড়িয়ে তুলছেন মতি। বেশ সময় লেগে গেলো এতে। সব মতি তুলে তিনি খেজুর বাগানে এলেন ফিরে। দেখলেন কেউ নেউ কাফেলার সব চলে গেছেন। ভাবনায় পড়লেন মা আয়েশা। পায়ে হেঁটে তিনি চলতে শুরু করলেন মদীনার দিকে। মনে করেছিলেন পায়ে হেঁটেই পৌছে যাবেন কাফেলার কাছে। বেশ কিছুদূর চলার পরও কাফেলার সন্ধান পেলেন না। বিমর্ষিত হয়ে পড়লেন তিনি।

বেশী বেশী রোযা রাখতেন তিনি। তাই পাতলা হয়ে পড়েছিলেন। শরীরও একহারা গঠনের দুর্বলতাও ছিলো কিছু। আর সামনে চলতে পারলেন না। আয়েশা রাদিয়াল্লাহ আনহা পথের মাথায় একটি টিলার উপর বসে পড়লেন। বাহনের (হাওদা) বাহকরা তা উঠিয়ে উটের উপর বসিয়ে দিলেন। অথচ একবারও দেখলেন না! টেরও পেলেন না তিনি ওতে আছেন কি নেই—একথা ভেবে ওদের উপর রাগ ধরলো তাঁর। মনে মনে কষ্ট পেলেন তিনি। আসলে

www.amarboi.org

ওজনে পাতলা হবার কারণে বাহকেরা বুঝতেই পারেননি তিনি হাওদায় নেই। ভুলটার এটাই মূল কারণ। তাঁর আশা ছিলো তাঁকে না পেয়ে কাফেলা তাঁর জন্য ফিরে আসবেন।

অপেক্ষা করতে করতে ঘুমিয়ে পড়লেন চাদরে মোড়া মা আয়েশা। ঘুম ভাঙ্গলে তিনি শুনলেন কে যেনো বলছেন, 'ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্নাইলাহি রাজেউন। হায় ! ইনি তো উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা'।

আওয়াজ শুনে মা আয়েশা ঘাবড়িয়ে গেলেন। চাঁদ চেহারা আঁচলে ঢাকলেন। দেখলেন সাফওয়ান বিন মুআত্তাল সুলামী। তিনি তার উপর ন্যস্ত দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে কাফেলা হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলেন। হযরত আয়েশা তার সাথে কোনো কথা বললেন না। সাফওয়ান লেগাম ধরে নীচে দাঁড়িয়ে মা আয়েশাকে উটে আরোহণ করতে মিনতি জানালেন। মা আয়েশা চুপচাপ গিয়ে উটে আরোহণ করলেন। সাফওয়ান উটের লেগাম ধরে পায়ে হেঁটে হেঁটে সামনে চলছেন। সারাদিন পথ চলে আসরের নামাযের সময় তারা কাফেলার কাছে গিয়ে পৌছলেন।

কাফেলার এক পাশে মুনাফিকদের তাঁবু ছিলো। আবদুল্লাহ বিন উবাই উট থেকে মা আয়েশাকে একা নামতে দেখে সুযোগের সদ্ব্যবহার করলো। তার সাথেই বসা কবি হাসসান বিন সাবিত, মেসতাহ বিন উসাসাকে দেখিয়ে বললো, দেখেছো—

ঃ আয়েশা, যাকে তোমরা উম্মুল মু'মিনীন বলো, সাফওয়ানের সাথে এক বাহনে এসে নামলো।

ঘটনা দেখে এরা দু'জনেই বিস্মিত হলো। নিশ্চিয়ই তারা জেনে বুঝে কাফেলা থেকে পিছে পড়েছে।

আবদুল্লাহ বিন উবাই বললো—

ঃ আমিও তো ভাবছি একথাই। নবীর স্ত্রীর এ কাণ্ড ? (নাউযুবিল্লাহ) দুনিয়া আর থাকবে কিভাবে।

ছড়িয়ে দিলো মুনাফিকরা ঘটনা চারিদিকে।

হাসসান ও মেসতাহ নিজে হুজুরের কাছে গেলো। বললো—

ঃ হে আল্লাহর রাসূল ! বাইরে এসে দেখুন ! উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা, বাহিনীর পেছনে রয়ে গেছেন। আর এখন সাফওয়ানের সাথে এসে পৌছলেন ক্যাম্পে।

কথাগুলো শুনার পর হুজুর মনে কষ্ট পেলেন। বললেন—

ঃ হাসসান ! সম্ভবত ও আয়েশা নয়। আর তুমি ভুল বুঝেছো।

ঃ আল্লাহর কসম। ও আয়েশাই ছিলো। গিয়ে দেখে আসুন না।

www.amarboi.org

ঃ একা একা পিছে থাকা ও আবার সাফওয়ানের সাথে আসার অর্থ কি ? বড়ই শরমের কথা। নবীর স্ত্রীর এমন কাজ সাজে না।—বললো হাসসান।

সাথে সাথে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উঠলেন, তাঁবু হতে বেরিয়ে আসলেন। সে সময় সাফওয়ান উটকে বসাচ্ছিলেন। হযরত আয়েশা উটের হাওদায় বসেছিলেন। হাসসনাও পিছে পিছে তাঁবু হতে বেরিয়ে এসেছিলো। সে বললো—

ঃ দেখলেন হে আল্লাহর রাসূল ! এই হলো উম্মুল মু'মিনীনের শান। আল্লাহর কসম এটা খুবই খারাপ কথা। সব আনসার ও মুহাজিরদের মধ্যে ব্যাপারটি নিয়ে চর্চা শুরু হয়ে গেছে।

হযরত আয়েশাকে এভাবে আসতে দেখে ও হাসসান কমিনের কথা শুনে তার মনে বড় কষ্ট হলো। চিন্তিত হয়ে মাথা নত করে তাঁবুতে চলে গেলেন তিনি। হাসসানও সাথে সাথে তাঁবুতে ফিরে এলো। সে হুজুরকে সান্ত্বনা দিয়ে বললো—

ঃ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুঃখ করবেন না। নারী নারীই। এমন নারীর সম্পর্ক ত্যাগ করাই ভালো।

হাসসান আমাকে একা থাকতে দাও। বললেন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

হাসসান চলে গেলো। হুজুর চিন্তিতভাবে বসে রইলেন।

৬৯

সারাদিন প্রখর রোদ ও গরম হাওয়ায় সফর করার কারণে উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা রাতে জ্বরে আক্রান্ত হলেন। এমন কি অচেতন হয়ে গেলেন জ্বরে। রাতে বাহিনী যখন রওনা হলো তখন অবচেতন অবস্থায়ই তাকে শুইয়ে রেখে ভ্রমণ শুরু হলো।

আবদুল্লাহ বিন উবাই তার মুনাফিক বন্ধু হাসসান ও মেসতাহ গোটা বাহিনীতে ব্যাপারটি রটনা করে দিলো। উম্মুল মু'মিনীনের ব্যাপারে সন্ধিগ্ধ হয়ে গেলো সকলে। অন্যরা তো অন্য, স্বয়ং প্রিয় স্বামী মুহাম্মদের উপরও এর প্রতিক্রিয়া হলো। আয়েশার ব্যাপারে খারাপ হয়ে গেলো তাঁর মন।

দ্বিতীয় দিনই মদীনার কাছে পৌঁছে গেলেন মুসলিম বাহিনী। মদীনায় প্রবেশ পথেই আবদুল্লাহ বিন উবাইর ছেলে আবদুল্লাহ পথ রোধ করে দাঁড়িয়ে গেলেন। বাপকে উদ্দেশ করে বললেন—

ঃ হে মুনাফিকের নেতা, তুমি মদীনায় প্রবেশ করতে পারবে না।

অগ্নিশর্মা হয়ে গেলো আবদুল্লাহ বিন উবাই। বললো—

www.amarboi.org

ঃ বদতমিজ ! কেনো মদীনায় আমি প্রবেশ করতে পারবো না ?

ঃ তুমি মুনাফিক—এ কারণে। বললো ছেলে। "তুমি ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। তোমার কারণে খুব বড় কোনো অশান্তি সৃষ্টি হবার সম্ভাবনা আছে।

ঃ বদবখত ! তুমি যদি আমার ছেলে না হতে এখনই তোমাকে এ তরবারি দিয়ে দু' টুকরো করে ফেলতাম।

ঃ যদি কতল করতে চাও করো। তবু ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে কোনো চক্রান্ত করতে পারবে না। এমন কাজ করবে না যা হুজুরের মনে পীড়া দেয়। তুমি আনসারও ও মুহাজিরদের সম্পর্কে চিড় ধরিয়ে দিয়েছো। তুমি ও তোমার দলকে অবশ্যই মদীনায় প্রবেশ করতে দেয়া হবে না।

ঃ হে আমার বিপথগামী ছেলে ! তুমি জানো মদীনাবাসী আমার মাথায় রাজ মুকুট পরাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিলো। বানানোও হয়েছিলো মুকুট। ক্ষমতা আমার হাতে আসার সময়ই মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এসে পড়ার কারণেই আমার রাজ অভিষেক হতে পারেনি। এ রাজ ক্ষমতা ফিরে পাবার চেষ্টা না করলে দুনিয়া আমাকে কাপুরুষ বলবে।—হতোদ্যম আবদুল্লাহ বিন উবাই বললো।

ছেলে আবদুল্লাহ একথা শুনে রাগান্বিত হয়ে পড়লেন। তেজোদীপ্ত কণ্ঠে বললেন—

ঃ ইসলাম আর মুসলমানদের ক্ষতিসাধন করে রাষ্ট্রক্ষমতা অর্জনের দুশ্চিন্তায় ভোগছো তুমি ?

ঃ রাষ্ট্রক্ষমতা প্রাপ্তির জন্য কোনো প্রচেষ্টা দোষের হতে পারে না।—বললো আবদুল্লাহ বিন উবাই।

এর মধ্যে অনেক মুসলমান একত্র হয়ে গেলেন। মুনাফিকের এক দলও আবদুল্লাহ বিন উবাইর পাশে দাঁড়লেন। ঘটনা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কানেও গিয়ে পৌছলো। তিনি এলেন এখানে। সব ঘটনা শুনলেন। অতপর ছেলেকে বললেন—

ঃ আবদুল্লাহ ! তুমি এদেরকে মদীনায় প্রবেশ করতে বাধা দিও না। তারা সকলে মুসলমান।

ঃ হে আল্লাহর রাসূল ! এরা মুনাফিক। ক্ষমতা লোভী। স্বার্থপর বিশ্বাসঘাতক। ইসলামের অধিকার এরা পেতে পারে না। কারণ, এরা ইসলাম ও মুসলমানের কল্যাণকামী নয়। এরা কালেমা পড়ে নামায আদায় করে। নিজেদেরকে মুসলমান দাবী করার জন্য মুসলমানদের মধ্য থেকে শত্রুদের সব কাজ করে দেবার সুযোগ পাবার জন্য।—ছেলে বললেন।

www.amarboi.org

ঃ যতক্ষণ তারা নিজেদেরকে মুসলমান দাবী করবে, নামায পড়বে, কালেমা পড়বে, আল্লাহর কোনো সুস্পষ্ট নির্দেশ আসবে না। ততক্ষণ এদের পথ আটকাতে পারো না।—বললেন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

এরপর কিছু মুসলমান ছেলে আবদুল্লাহকে সমর্থন করে মদীনায় থাকার অধিকার মুনাফিকদের নেই বলে দাবী জানালেন। কিন্তু হুজুর তা করতে দিলেন না। হুজুর মদীনার দিকে চললেন। মুনাফিকরাও হুজুরের পিছে পিছে চললো। হযরত আয়েশা তখনো জ্বরে ভুগছেন। তার উট আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুর বাড়ীর সামনে গিয়ে থামলো।

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে গিয়ে আয়েশার অসুখে বিসুখের আর বেশী খোঁজ খবর নিলেন না। খোঁজ খবর জিজ্ঞেস করতেন সিদ্দিকে আকবরের কাছে। তখনো মা আয়েশা জানতে পারেননি কি ঝড় বয়ে যাচ্ছে মদীনায় তাঁকে নিয়ে। তার অসুখ কমছে না। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে দেখতে আসছেন না—এ দুঃখেও তার অবস্থা আরো খারাপ হতে লাগলো। তিনি ভাবতেন—কি অপরাধ তাঁর। কি কারণে হুজুর এত নারাজ তাঁর উপর। তাকে একবার দেখতেও আসছেন না। কারো কাছে কিছু মুখ খুলেও তিনি পারছেন না জিজ্ঞেস করতে।

এক রাতে বিবি আয়েশা প্রকৃতির ডাকে ঘরের বাইরে এলেন। তার সাথে ছিলো উম্মে মেসতাহ। ফিরার পথে উম্মে মেসতাহর পা চাদরে পেছিয়ে গেলে সে পড়ে গেলো মাটিতে। মাটি হতে উঠতে গিয়ে সে আনমনে বলে উঠলো—

ঃ মেসতাহ ধ্বংস হোক।

কথাটি শুনার সাথে সাথে আয়েশা রাদিল্লাহ আনহা প্রতিবাদের সুরে বললেন—

ঃ উম্মে মেসতাহ ! একজন বদরী সাহাবী সম্পর্কে এমন অভিশাপ দিচ্ছো তুমি ?

ঃ আয়েশা রাদিয়াল্লাহ আনহা তুমি দেখছো না হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তোমার কাছে আসছেন না। তিনি তোমার উপর রুষ্ট ও অসন্তুষ্ট।

ঃ হাঁ। তা তো দেখছি। কিন্তু কারণ কি ? আর এর সাথে মেসতাহর কি সম্পর্ক।

আবদুল্লাহ বিন উবাই ও মেসতাহ আয়েশা সম্পর্কে সেসব কথাবার্তা রটাচ্ছে সেসব ঘটনা বলে শুনালেন উম্মে মেসতাহ হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে। বিদ্যুত চমকিয়ে গেলো তাঁর সারা দেহে। অঝোরে কাঁদতে লাগলেন তিনি। দু' রাত একদিন কেঁদে কাটালেন। বললেন, "হে আল্লাহ ! তুমিই আমার সাক্ষী। আমি যদি দোষী হই আমার শাস্তি দাও। আর তা না

www.amarboi.org

হলে আমাকে তুমি মুক্তি দাও।" বলেই অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন আয়েশা মাটিতে। উম্মে মেসতাহ কিংকর্তব্যবিমূঢ়।

অনেক পরে আয়েশার জ্ঞান ফিরে এলো। তিনি আবার তাঁর নির্দোষিতার কথা মিনতি করে জানালেন আল্লাহকে। এর থেকে পরিত্রাণ পাবার পথ বের করার জন্য তার কাছেই নিবেদন করলেন তিনি। উম্মে মেসতাহ সহ সকলে তার শিয়রে বসা। এ সময় হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কণ্ঠস্বর শুনা গেলো। এ কয়দিনের ব্যতিক্রমে তিনি ভেতরে ঢুকলেন। দরযার কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "উম্মে মেসতাহ তোমার রুগীর অবস্থা কি ?" কণ্ঠস্বর শুনে আয়েশার চোখের পানি বাধ মানলো না। হুজুর তাড়াতাড়ি উঠে চলে এলেন মসজিদে নবুবীর দিকে।

পথে হুজুরের সাথে হযরত আলী ও উসামার দেখা। তাদেরকে নিয়ে মসজিদে ঢুকলেন তিনি। এক কোণে বসে তিনি উসামাকে জিজ্ঞেস করলেন—

ঃ আয়েশা সম্পর্কে তোমার ধারণা কি ?

ঃ এসব মিথ্যা কথা। মুনাফিকদের রটানো অপবাদ। হযরত আয়েশার ব্যাপারে ভালো আর ভালো ছাড়া কোনো খারাপ আমি কল্পনাও করতে পারি না।

হযরত আলীকেও তাই জিজ্ঞেস করলেন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। একই জবাব দিলেন তিনিও। তবে প্রশান্তি লাভের জন্য তার দাসী বুরাইরার কাছে আপনি কিছু জানতে পারেন। বুরাইরাকেও তিনি ডাকলেন। বুরাইরাও আয়েশার শুধু প্রশংসাই করলেন। গালাগাল করলেন মুনাফিকদের। এভাবে ওমর, ওসমান সহ সকলের কাছে আয়েশা সম্পর্কে মতামত চাইলেন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। সকলেই আয়েশার পূত-পবিত্রতা সম্পর্কে একমত। তারা বললেন, মুশরিক-মুনাফিকরা ছাড়া এ ষড়যন্ত্র আর কারো নয়।

কিছুদিন পর হযরত জিবরাঈল আমীন আল্লাহর তরফ থেকে হযরত আয়েশার পূত-পবিত্রতার সনদ অহী নিয়ে এলেন। অহী হলো আয়েশার পবিত্রতার সংবাদ দিয়ে।

এ সময়েই হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সকল সাহাবাকে ডাকলেন মসজিদে নবুবীতে। শুনালেন আয়েশার পবিত্রতার উপর অবতীর্ণ কুরআনের আয়াত সরল-প্রাণ কিছু মু'মিন, মুনাফকিদের প্ররোচণা বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন। তারা লজ্জিত হলেন। তখনই সেজদায় লুটে পড়লেন তারা। মাফ চাইলেন আল্লাহর কাছে। এখানেও আবদুল্লাহ বিন উবাই, তার সাথী কবি হাসসান ও মেসতাহ উপস্থিত ছিলো। তারা অহীর আয়াত শুনে মু'মিনদেরকে

www.amarboi.org

লজ্জিত হতে দেখে পেরেশান হয়ে উঠলো। ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত ব্যর্থ। হাসসান উঠে ধীরে ধীরে বললো—

ঃ হীতে তো বিপরীত হয়ে গেলো। প্রচার করে যে বালুর পাহাড় বানিয়েছিলাম তাতো বালুর প্রাচীরের মতোই ঝর ঝর করে পড়ে গেলো।

আবদুল্লাহ বিন উবাই মুনাফিক বললো—

ঃ চিন্তার কারণ নেই। আমাদের প্রত্যাশার প্রাসাদ ভেঙ্গে পড়েনি। পড়তে পারে না। অভিজ্ঞ নির্মাতার মতো তা আবার বানাও। সব পড়ে যাবে না। দেড় মাস পর অহী এসে প্রকৃত সত্য প্রকাশ করে দিলেও তাতে কি ? এর মধ্যে কত লোক সন্দেহে পড়ে গেছে। এ সময় ইসলামেরও তো কোনো প্রচার হতে পারেনি।

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আয়েশার পূত-পবিত্রতা সম্পর্কিত কুরআনের আয়াত তেলাওয়াতের পর মিথ্যা অপবাদকারীদের শাস্তি সম্পর্কিত আয়াতটিও শুনালেন। হযরত ওমর সহ সকল সাহাবা মিথ্যা অপবাদ রটনাকারীদের উপর শরীয়তের শাস্তি বিধানের দাবী জানালেন।

আর আল্লাহর রাসূল মেসতাহ ইবনে উসাসা, হাসসান ইবনে সাবিত ও হাসনা বিনতে জাহ্হাসের উপর অপবাদ রটনার শাস্তি কার্যকর করা হলো। এরাই ছিলো এ অপবাদ রটনার অন্যতম। হযরত আয়েশা আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করলেন।

৭০

বনি নাজিরের ইয়াহুদীরা মদীনা হতে বহিষ্কৃত হবার পর শাম দেশে চলে গিয়েছিলো। কিছু লোক বসতিস্থাপন করেছিলো খায়বারেও। বহিষ্কার হবার জ্বালা তারা ভুলতে পারেনি। মুসলমানদের উপর প্রতিশোধের প্রচেষ্টায় ছিলো তারা। জানতো তারা, সাধারণভাবে আরবের মুশরিক ও বিশেষভাবে মক্কার কাফেররা মুসলমানদের বড় শত্রু। একটু নাড়া দিলেই তারা মুসলমানদেরকে ধ্বংস করে দেবার জন্য এক পায়ে দাঁড়িয়ে যাবে।

তাই বনু নাজিরের প্রধানরা বিশেষ করে হুয়াই বিন আখতাব, সালাম বিন মাশকাম, কানানা বিন রবি, আবু আম্মারা সহ প্রায় বিশজন সরদার একত্র হয়ে মক্কার দিকে রওনা হলো। তারা জানতো মক্কার কুরাইশরা একমত হলে গোটা আরবই তাদের কথা শুনবে। মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে তৈরি হবে। তাহলেই মুসলমানদের চিরদিনের জন্য ধ্বংস করে দেয়া সহজ হবে।

তারা ধারণা করেছিলো মুসলমানদের সংখ্যা কম। মুশরিকরা সহ সকলে একত্র হয়ে লড়াই করলে মুসলমানদের পরাজয় সুনিশ্চিত। তাদের অভিযান সফল হলো। মক্কার কাফেররা লুফে নিলো প্রস্তাব। খানায়ে কাবায় সকলে

www.amarboi.org

একত্র হয়ে শপথ নিলো। হোবল ও ওজ্জার কাছে দোয়া চাইলো। তারপর মদীনার দিকে যাত্রা শুরু করলো। মক্কার কোনো গোত্রের লোক বাকী থাকলো না। মাররাজ্জাহরান নামক জায়গায় পৌঁছতে পৌঁছতে মুশরিক বাহিনীর সৈন্য সংখ্যা দাঁড়ালো চব্বিশ হাজারে।

এ অভিযানের খবর মুসলমানরা না জানুক এটাই ছিলো মুশরিকদের ইচ্ছা। কিন্তু মদীনায় এ খবর পৌঁছে গেছে আগেই। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বড় বড় সাহাবাদের ডাকলেন। পরামর্শ করা হলো। খায়বারের ইয়াহুদীরা সহ মক্কার কুরাইশরা সকল শক্তি একত্র করে মদীনা হামলা করার জন্য আসছে। বোধহয় এটাই ওদের সর্বশেষ চেষ্টা ও সিদ্ধান্তকারী যুদ্ধ। হযরত আবু বকর সহ অনেকে হুজুরকে যুদ্ধ কৌশলের ব্যাপারে পরামর্শ দিলেন। হযরত সালমান ফার্সি বললেন, "হে আল্লাহর রাসূল ! আপনি জানেন আমি পারস্যের লোক। ওখানকার লোকেরা কারো সাথে যুদ্ধে নামলে সেনাবাহিনীর অবস্থানের চারিদিকে গর্ত খুড়ে নেয়। এতে বাহিনীর জন্য এক প্রকার নিরাপত্তার ব্যবস্থা হয়ে যায়। এ অবস্থায় হঠাৎ করে আক্রমণও রচনা করতে পারা যায় না। এ কৌশলও আরবের কারো জানা নেই। খন্দক অতিক্রম করে আসা সহজ কাজ নয়।

এমতই গ্রহণ করা হলো। সকলে মিলে মদীনার চারিদিকে গর্ত করা শুরু হয়ে গেলো। সন্ধি অনুযায়ী মদীনার মুশরিক ও ইয়াহুদীদেরও আসার কথা। কিন্তু কেউ এলো না। খবর পাঠালো মুসলমানদের কোনো সাহায্য করবে না তারা। তারা ধরে নিয়েছিলো এবার চূড়ান্ত বিজয় কাফেরদেরই হবে। প্রকাশ্য ওয়াদা ভঙ্গে তাই তারা কোনো ভয় করেনি। কঠোর পরিশ্রম করে মুসলমানরা পাঁচ গজ চওড়া ও পাঁচ গজ গভীর করে গর্ত খুড়তে লাগলেন। স্বয়ং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গর্ত খোড়ার কাজে অংশ নিলেন।

গর্ত খোড়ার কাজ চলছে অবিরাম গতিতে। সালমান ফার্সি, হোযাইফা, নোমান রাদিয়াল্লাহ আনহুমা সহ আরো তিনজন সাহাবা গর্ত খুড়ে চলছেন, এমন সময় সামনে একটি বড় পাথর পড়লো। তারা ছয়জন একত্রে এ পাথরটি সরাবার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হলেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খবর পেয়ে এখানে আসলেন। সালমান রাদিয়াল্লাহ আনহু অগত্যা পাথরটিকে স্বস্থানে রেখে পরিখা একটু বাঁকা করে পাথর এড়িয়ে গর্ত খুড়ে সামনে বাড়াবার পরামর্শ দিলেন। হুজুর তা করলেন না। কোদাল হাতে তিনি পরিখার ভিতরে নামলেন। প্রচণ্ড আঘাত হানলেন কোদাল দিয়ে বড় পাথরটির উপর। প্রথম আঘাতেই পাথরে ফাটল দেখা দিলো। আঘাতের সময় পাথর থেকে এক উজ্জ্বল দ্যুতি চমকিয়ে উঠলো অদ্ভূতভাবে। 'আল্লাহু আকবার' শব্দ বেরিয়ে

www.amarboi.org

পড়লো হুজুরের মুখ দিয়ে। সাথে সাথে সকল সাহাবা 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে উঠলেন।

হুজুর দ্বিতীয় আঘাত হানলেন পাথরে। ফাটল আরো বেড়ে গেলো। আবার পাথর থেকে দ্যুতি চমকালো। হুজুর তাকবীর ধ্বনী দিলেন। সাহাবারাও দিয়ে উঠলেন তাকবীর। আবার তৃতীয় আঘাত হানলেন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। পাথর টুকরো টুকরো হয়ে গেলো। এবারও পাথর থেকে দ্যুতি চমকিয়ে উঠলো। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকবীর ধ্বনী দিয়ে উঠলেন। সাহাবারাও সগোতোক্তি করে তাকবীর দিলেন।

গর্ত হতে বেরিয়ে আসলেন হুজুর। খুশীতে তার চেহারা হয়ে আছে উজ্জ্বল। দ্যুতির ছটার ব্যাখ্যা দিয়ে হুজুর বললেন, প্রথম বিদ্যুৎ ছটা বেরুবার সময় জিবরাঈল আমীন এসে আমার হাতে চাবি দিয়েছেন ইয়েমেনের। দ্বিতীয় বার দিয়েছেন শাম দেশের চাবি। আর তৃতীয় আঘাতের সময় দিয়েছেন চাবি পারস্যের। তিনি বলেছেন, এ তিনটি দেশই আপনি বিজয় করবেন।

পরিখা কাটার কাজ এগিয়ে চলছে। মুসলমানরা দিনরাত পরিখা খননে লিপ্ত। পরিখা খনন শেষ হয়ে যাবার পর এটাকে মনে হচ্ছিলো যেনো একটা দুর্গ।

মদীনার মুশরিক ও ইয়াহুদীরা খন্দক দেখে বিস্মিত হয়ে গেলো। সে সময় তিনটি দেশ বিজয়ের খবর শুনেও হাসাহাসি করলো তারা। তারা বললো চব্বিশ হাজার সৈন্য নিয়ে যেখানে মক্কার বাহিনী আসছে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বপ্ন দেখছে ইয়েমেন, শাম ও পারস্য দেশ জয় করার। সাধারণ মুসলমানদেরকে বেকুফ বানাবার জন্য আর কত কথা বলবে এরা। মুহাম্মাদের জানা থাকা দরকার বিজয় এবার তাদের ভাগ্যে জুটবে না।

তারা অবিশ্বাস যতই করুক ; দুনিয়া সাক্ষী হুজুরের ভবিষ্যদ্বাণী সত্যে পরিণত হয়েছে। এ তিনটি দেশই অল্প কিছুদিন পরেই মুসলমানদের পতাকাতলে এসেছে।

মুশরিকদের বিশাল বাহিনী আসার সংবাদ প্রতিনিয়ত পাচ্ছে মুসলমানরা। সাথে সাথে আরো শুনা যাচ্ছে—যত সামনে তারা এগুচ্ছে ততই তাদের বাহিনীর সংখ্যা বেড়ে চলছে। কিন্তু এরপরও মুসলমানরা ভীত হয়নি এতটুকুন।

একদিন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শুনলেন ইয়াহইয়া বিন আখতাব বনি কুরাইজার দুর্গে এসে তাদেরকে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার জন্য অনুপ্রেরণা দিচ্ছে। আর কাআব বিন আসআদ অংশগ্রহণ করার কথাও তাকে দিয়েছে। তখন তখনই হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাআদ বিন মাআজ ও সাআদ বিন ওবায়দাকে কাআবের কাছে পাঠালেন। এ দু'জন বুঝিয়ে শুনিয়ে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করা হতে বিরত থাকার জন্য বনি কুরাইজায় গেলেন।

www.amarboi.org

কাআবের সাথে দেখা করলেন। তাদের সাথে কাআব খারাপ ব্যবহার করলো। সাআদ বিন মাআজ বললেন—

ঃ কাআব এটা কোথাকার নিয়ম ও ভদ্রতা যে, তোমরা প্রতিবেশীর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে অন্যদের সহযোগিতা করবে। এমন কাজ করো না।

ঃ ব্যাপারটা তুমি বুঝছো না। মুসলমানরা আমাদের ধর্মের বিরুদ্ধে। আমরা যদি যৌথভাবে তাদের মুকাবেলা না করি তাহলে দিন দিন তাদের সংখ্যা বেড়ে যাবে। গোটা আরব তাহলে তারা সহজে তাদের দখলে নিয়ে যাবে। শাসন কাজ চালাবার জন্য আমাদের সৃষ্টি। মুসলমানদের অগ্রগতির মধ্যে আমাদের অবনতি নিহিত। কাজেই আমরা কি করে তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র হাতে না নিয়ে থাকতে পারি।—কাআব বললো।

ঃ কিন্তু তোমরা তো তাদের সাথে চুক্তি করেছো। তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করবে না বলে। বাইরের শত্রু মদীনা আক্রমণ করলে তোমরা মুসলমানদের সাথে মিলে যুদ্ধ করবে। এখন কেনো অঙ্গীকার ভঙ্গ করছো।

ঃ শক্তি সঞ্চয় না হওয়া পর্যন্ত চুক্তি ঠিক। শক্তি হয়ে গেলে ওটা আর কিছু না।

ঃ চিন্তা করে দেখো এখনো। তোমাদের অঙ্গিকার ভঙ্গকে দুনিয়া কিভাবে নেয়।

অনেক বুঝালো সাআদ। কিন্তু কাআব কিছুই বুঝতে চাইলো না। বরং মুসলমানদের সাথে বৈরিতাই ঘোষণা করলো। অগত্যা এরা দুইজন ফিরে এলেন।

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সব কথা শুনে বললেন—

ঃ তারা স্বেচ্ছায় নিজেদের পায়ে নিজেরা কুঠার মারলো। তখনো তারা কথায় লিপ্ত এমন সময় সম্মুখ দিয়ে মুশরিক বাহিনীকে আসতে দেখা গেলো। ঘোড়া, উট, পদাতিক বাহিনী প্লাবণের মতো এদিকে আসছে। তাদের পাতাকা উড়ছে পত পত করে বাতাসে। মুসলমানরা ঘরের ছাদে উঠে ওদের আগমনের দৃশ্য দেখছেন।

৭১

মক্কার মুশরিকরা জাকজমকের সাথে খন্দকের কাছে এসে থেমে গেলো। আরবরা যুদ্ধ কৌশল হিসাবে এভাবে পরিখার ব্যবস্থা আর কখনো দেখেনি। তাই এখানে পরিখা দেখে তারা বিস্মিত। অনেকক্ষণ ধরে তারা এর দিকে বিস্মিতভাবে তাকিয়ে থাকলো। প্রধান সেনাপতি আবু সুফিয়ান সহ প্রত্যেক সেনাপতি স্ব স্ব পতাকা হাতে দাঁড়িয়ে। মুসলমানদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা তাদের কাছে এক অভিনব ও বিস্ময়কর কৌশল।

www.amarboi.org

আবু সুফিয়ান ঘোড়ায় চড়ে মদীনার চারদিকে একবার প্রদক্ষিণ করলো। মদীনায় প্রবেশ করার কোনো পথ সে দেখতে পেলো না। বাধ্য হয়ে সে মদীনা অবরোধ করে থাকার নির্দেশ দিলো। বিপুল সৈন্য নিয়ে তারা মদীনার চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লো।

এ আক্রমণ সর্বশক্তি নিয়োগ করে তারা করেছিলো। ইসলামকে নিঃশেষ করে দেবার জন্য এটা ছিলো তাদের সর্ববৃহৎ প্রচেষ্টা ও আয়োজন। মুসলমানরা তাদের পরিবার-পরিজনকে এক জায়গায় একটি দুর্গের মধ্যে এনে হিফাজতের জন্য রাখলেন। আর সেনাবাহিনীকে নির্দিষ্ট করে রাখলেন খন্দকের পাড়ে, বাড়ী-ঘরের ছাদে, পাহাড়ের মোর্চায়। মুশরিক বাহিনী কয়েকদিন পর্যন্ত ফন্দি-ফিকির আটতে থাকলো মুসলমানদের উপর আক্রমণ রচনার জন্য। পাঁচ গজ প্রস্থ ও পাঁচ গজ গভীর পরিখা অতিক্রম করে ভিতরে ঢোকা ছিলো এক দুঃসাহসিক ব্যাপার। কয়েকদিন চিন্তা ধান্দা করে খন্দকের এ পাড়ে থেকেই তীর মেরে মেরে আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত করলো তারা।

একদিন ভরা দুপুরে মুশরিক বাহিনী সশস্ত্র হয়ে খন্দকের পাড়ে এসে সারিবদ্ধ হলো। তাদের যুদ্ধ প্রস্তুতি দেখে মুসলিম বাহিনীও খন্দকের অপর পাড়ে এসে মোতায়েন হলো। উভয় পক্ষ তীর বর্ষণ শুরু করলো। গোটা দিনই চললো তীর বর্ষণের আক্রমণ। কোনো পক্ষেরই তেমন কোনো ক্ষয়-ক্ষতি হয়নি। দিনের শেষে উভয় পক্ষই স্ব স্ব অবস্থানে ফিরে গেলো।

প্রচণ্ড শীত। হাড় কাঁপানো শীত। মুশরিকদের অসংখ্য তাঁবু। মুসলমানদের খিমা বা তাঁবু কিছুই ছিলো না। খন্দক বা পরিখা হিফাজতের জন্য রাত জেগে পাহারার ব্যবস্থা করা হলো। যে জায়গা দিয়ে উভয় পক্ষেরই রাতে অতর্কিত হামলা করার সম্ভাবনা ছিলো, সেখানে উভয় পক্ষই পাহারা লাগালো। সকালে আবার যুদ্ধ শুরু হলো। আজ তারা খন্দকের সামনে তীরন্দাজ বাহিনী দাঁড় করিয়ে কিছু জানবাজকে খন্দকের দিকে অগ্রসর হবার নির্দেশ দিলো। তাদেরকে বলে দিলো বুকের উপর হামাগুড়ি দিয়ে অগ্রসর হতে। মুসলমানরা তাদের এ কৌশল দেখে ফেললেন। ওদিকে ছিলেন দুই মহাবীর হযরত ওমর ও আলী।

হযরত ওমর ত্বরিত গতিতে মুসলিম বাহিনীকে দু'ভাগ করে ফেললেন। এক ভাগকে পরিখার কাছে মাটির ঢেলার আড়ালে চুপ করে বসে থাকতে বললেন। আর দ্বিতীয় ভাগকে তীর আর কামান নিয়ে এগিয়ে যেতে বললেন। অল্পক্ষণ পরেই আবু সুফিয়ান তার বাহিনীকে তীর নিক্ষেপ করার নির্দেশ দিলো। মুসলমানরাও এর জবাব দিলেন।

একদিকে মুশরিকরা মারছে তীর। অন্যদিকে ক্রলিং করে কিছু আসছে সামনের দিকে। মুসলমানদের দৃষ্টির আড়ালে তারা খন্দকের কাছে নামতে শুরু

www.amarboi.org

করলো ওতে তাদেরকে দেখেও না দেখার ভান করে মুসলমানরা তাদেরকে ফাঁদে ফেলার অপেক্ষায়। খন্দকে নামা শেষ হলে মাটির ঢেলার আড়াল থেকে মুসলমানরা এমনভাবে এক সাথে তীর ছুড়লো যেনো একই কামান থেকে তা বেরিয়ে আসছে। দিশেহারা হয়ে পড়লো শত্রু পক্ষ। তারা বিভিন্ন স্থানে জঘন্যভাবে আহত হয়ে পিছু হটলো। তারা পিছু হটার সাথে সাথে ঢেলার আড়ালে বসা বাহিনী উঠে দাঁড়ালো। ত্বরিত গতিতে তীর নিক্ষেপ করে ঘাবড়িয়ে উঠা মুশরিক বাহিনীকে তীরের নিশানা বানানো শুরু করলো।

মুশরিক বাহিনী দিশেহারা হয়ে পড়লো। বেহুঁশের মতো তারা পেছনের দিকে দৌড়াতে লাগলো। সুবর্ণ সুযোগ পেয়ে মুসলমানরা তীর মেরে তুমুল আক্রমণ করলো। এতে মুশরিকদের অনেকে নিহত ও বিপুলভাবে আহত হয়ে গেলো। ভয় পেয়ে পিছিয়ে গেলো মুশরিক বাহিনী।

পরের দিন আবার মুশরিকরা সশস্ত্র হয়ে ময়দানে অবতীর্ণ হলো। মুসলমানরা সারিবদ্ধ হয়ে দুপুর পর্যন্ত তাদের আক্রমণের অপেক্ষায় থাকলো। বাহ্যতঃ মুসলমানরা দুপুরের পর থেকে একটু ঢিল দিলো। আসলে তারা আছেন খুবই সতর্ক অবস্থায়। কারণ, মক্কার কাফেররা ছাড়াও মদীনায় মুনাফিক, মুশরিক ও ইয়াহুদীরাও ওদের সাথে চক্রান্তে লিপ্ত। তাছাড়া হাজার হাজার সৈন্য নিয়ে মুশরিকরা মদীনা অবরোধ করে আছে। এদিকে সাজ-সরঞ্জাম ও লোক সংখ্যার দিক দিয়েও মুসলমানরা কম। ওদিকে মদীনার ব্যবসা-বাণিজ্য, ধন-সম্পদ সব ইয়াহুদীদের হাতে। মুসলমানরা পড়ে আছে খোলা ময়দানে প্রচণ্ড শীতে।

তারা হুজুরের তিন দেশ বিজয়ের ভবিষ্যদ্বাণী নিয়েও হাসাহাসি করছে। বলছে তিন দেশ জয় করবে বলে মুহাম্মদ মুসলমানদেরকে প্রতারিত করছে। অন্যদিকে সকলকে নিয়ে এখন মদীনার ভিতর অবরুদ্ধ হয়ে আছে। এ অবস্থায় মুসলমানরা তাদের দুর্বিসহ জীবনের সাথে সাথে আমাদের জীবনকেও দুর্বিসহ করে তুলেছে।

মক্কার মুশরিকরা প্রায় এক মাস যাবত মদীনা অবরোধ করে রাখলো। মুসলমানদেরকে পদানত করার জন্য এ দীর্ঘ সময়ে তারা সব প্রচেষ্টা চালিয়েছে। সফলতা লাভ করতে পারেনি। বাধ্য হয়ে মুশরিকরা প্রস্তাব পাঠালো বহিষ্কৃত বনু কাইনুকা, বনু নাজিরকে যদি আবার মদীনায় বসতিস্থাপন করতে মুসলমানরা অনুমতি দেয় এবং মদীনার বাগানসমূহের উৎপাদনের বিশ ভাগের এক ভাগ অংশ যদি মক্কাবাসীদেরকে দিতে রাজী হয়। আর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যদি আমাদের মূর্তির বদনাম না করে তাহলে তারা অবরোধ উঠিয়ে নেবে।

www.amarboi.org

অপরিসীম কষ্ট হলেও মুশরিকদের এসব শর্ত মুসলমানরা ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করলো। এ খবর পেয়ে মুশরিকরা ভীষণ ক্রোধান্বিত হলো। তারা সংকল্প করলো আগামীকাল ভোর হতে না হতেই আরোহী বাহিনী দিয়ে মুসলমানদের উপর হামলা চালাবে। চেষ্টা করবে ঘোড়াগুলোকে তাড়া করে খন্দকের পাড়ে নিয়ে যাবার। পরিকল্পনা অনুযায়ী দিনের সকালেই মুশরিক বাহিনী নতুন জোশ নিয়ে ময়দানে বের হয়ে এলো। সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়ালো যুদ্ধের ময়দানে। মুসলমানরাও সশস্ত্র হয়ে খন্দকের পাশে এলো। অত্যন্ত আবেগ-অনুভূতি দিয়ে মুশরিকরা তীর বর্ষণ করতে করতে সামনে এগিয়ে আসতে লাগলো।

মুসলমানরা যথাসাধ্য চেষ্টা করেও মুশরিক বাহিনীর তীর নিক্ষেপের বান রোখতে পারলো না। মুশরিক বাহিনী খন্দকের পাড়ে পৌছে গেলো। এবার ঘোড়া দৌড়িয়ে খন্দক পার হয়ে ঐ পাড়ে পার হবার চেষ্টা চালালো তারা। এখানে ছিলেন হযরত ওমর, আলী। খন্দকের পাশ ছিলো এখানে কিছুটা কম। তিনটি ঘোড়া দৌড়িয়ে ভেতরে পৌছে গেলো। এরা ছিলো আমর বিন আবদ, ইকরামা বিন আবু জেহেল, যাররার ইবনে খাত্তাব। অন্যান্য দিকে বেশী সংখ্যক আরোহী খন্দকে পতিত হলো। অনেকের ঘোড়ার পা উল্টিয়ে গেলো। আরোহীরা খন্দকে পড়ে পড়ে আহত হলো। অনেকে ঘোড়ার নীচে পড়ে মারা গেলো। ঐ তিনজন আরোহী যে জায়গায় দিয়ে প্রবেশ করেছিলো সে পথ নিয়ন্ত্রণে এনে প্রত্যাবর্তনের পথ বন্ধ করে দিলেন মুসলমানরা। একজনকে তো হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহু তরবারির এক আঘাতেই হত্যা করে ফেললেন। দ্বিতীয়টিকে শেষ করে দিলেন একজন আনসার। তৃতীয়জন ছিলো খুবই বাহাদুর যোদ্ধা। সে ছিলো আমর ইবনে আবদ। তাকে একাই দু' হাজারের সমকক্ষ বলে মনে করা হতো। হুংকার দিয়ে সে আহ্বান জানালো আলীকে। শেরে খোদা আলী রাদিয়াল্লাহ আনহু এমন কথা বললেন—এতে আমরের রাগের সীমা রইলো না। ঘোড়া হতে লাফিয়ে পড়ে আলী রাদিয়াল্লাহ আনহুর মুখোমুখী হলো সে। প্রচণ্ড সংঘর্ষ বেঁধে গেলো উভয়ের মধ্যে। একে অপরকে কাবু করার জন্য আক্রমণ চালাচ্ছে। পরিশেষে হযরত আলী আমরকে হত্যা করে ফেললেন। অন্যান্য মুশরিকরা পরিখার অন্য প্রান্ত হতে পালিয়ে ছুটলো জীবন নিয়ে। আবু জেহেলের পুত্র ইকরামা নিজের বর্শা ফেলে দিয়ে পালালো প্রাণপণে দৌড়িয়ে। এরপর মুশরিকদের আর হামলা করার সাহস হলো না।

সন্ধ্যা পর্যন্ত বিচ্ছিন্নভাবে দু' পক্ষই তীর যুদ্ধ চালালো। সূর্যাস্তের পর যুদ্ধ বন্ধ হলো। দু' পক্ষই স্ব স্ব দুর্গে ফিরে যাবার সময় বেশ জোরে ঝড়ো হাওয়া বইতে শুরু করলো। আকাশ ছিলো মেঘলা। তুফানের পূর্বভাষ। প্রকৃতই তা-ই

www.amarboi.org

ঘটলো। তুফান ছুটলো ভীষণভাবে। খিমা তাঁবু সব ঝড়ে উড়ে গেলো। বৃষ্টিও শুরু হলো তুমুলভাবে। খিমার রসদপত্র সরঞ্জামাদী বৃষ্টির পানিতে বয়ে গেলো। মুশরিকরা এ অবস্থা দেখে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লো।

মুসলমানরাও এ অবস্থায় খন্দকের রক্ষণাবেক্ষণ ছেড়ে দিলো। নিজ নিজ ঘরে ঢুকে গেলো সকলে। বনু কুরাইজা ও মুনাফিকরা তাদের প্রত্যাশার বিপরীত ফল ঘটে যাচ্ছে দেখে ভয়ে কাঁপতে লাগলো। পরের রাত বৃষ্টি কমছে বটে। শীত বেড়ে গেছে ভীষণভাবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবু বকর ও আলীকে নিয়ে বের হলেন। রাস্তা-ঘাটে নদীর স্রোতের মতো বইছে পানি। ঘটনাক্রমে এ সময় হোজাইফা বিন আল ঈমানও ঘর থেকে বেরিয়েছেন। তিনি এ তিনজনকে দেখে বললেন, এ সময় কোথায় যাচ্ছেন আপনারা।

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন—

ঃ হোজাইফা ! আল্লাহ আমাকে খবর দিয়েছেন, কাফেররা বেহুঁশ হয়ে ভেগে গেছে। তাই খবর নেবার জন্য আমি যাচ্ছি।

ঃ আপনি যাবেন কেনো ? আমরা খবর নিয়ে আসছি।

বৃষ্টি তখন নেই। ভোর হয় হয় অবস্থা। হোজায়ফা খন্দকের পাড়ে গিয়ে তাকিয়ে দেখলেন ওখানে মুশরিকদের নামগন্ধও নেই। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খবর শুনে বললেন

ঃ মুসলমানরা ! কাফেরদের তরফ থেকে আর কোনো বিপদের আশংকা নেই। আর কোনোদিন তারা আমাদের উপর হামলা করতে সাহস করবে না।

সকালে মুসলমানরা গিয়ে দেখলো—খন্দক পানিতে ভরা। মুশরিকদের পাত্তাও নেই। তাদের তাঁবু সব আলুথালু পড়ে আছে। খুশীতে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করলেন মুসলমানরা।

বনু কুরাইজার ইয়াহুদী, মদীনার মুশরিক ও মুনাফিকরা হতবাক হয়ে বসে রইলো।

৭২

গোটা মদীনাবাসী যখন মুসলমানদের সাথে শান্তি সন্ধিচুক্তিতে আবদ্ধ হয় তখন ইয়াহুদীদের তিনটি গোত্র সেখানে প্রসিদ্ধ ছিলো। তারা হলো বনু কাইনুকা, বনু নাজির ও বনু কুরাইজা। এদের মধ্যে প্রথম দুই গোষ্ঠীকে অঙ্গীকার বা চুক্তি ভঙ্গের অপরাধে আগেই মদীনা হতে বহিষ্কার করা হয়েছে। এখন বাকী শুধু বনু কুরাইজা। এবার তারাও বিশ্বাসঘাতকতা করলো।

তারা জানতো মুসলমানরা তাদেরকে এভাবে ছেড়ে দেবে না। তাই বনু কুরাইজা তাদের দুর্গ মেরামত করতে লাগলো। প্রকৃত ব্যাপারও তাই।

www.amarboi.org

ইয়াহুদী জাতি শেষ নবীতে বিশ্বাস করতো। কিন্তু সেই নবী তাদের বংশে না হয়ে কুরাইশ বংশে জন্মগ্রহণ করার কারণেই তারা মুসলমানদের বড় শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছে।

মুসলমানরা খন্দক থেকে যখন ফিরে এলেন তখন ছিলো জোহরের নামাযের সময়। নামায আদায় করার পর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘোষণা দিলেন—খন্দকের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীরা আসরের নামায আদায় করবে বনি কুরাইজার দুর্গে।

এক মাস অবরুদ্ধ অবস্থায় থেকে মুসলমানরা খন্দকের যুদ্ধ অবসানের পর হুজুরের এ ঘোষণায় তৈরি হয়ে গেলেন বনু কুরাইজা আক্রমণ করতে। তারা যেভাবে যে অবস্থায় যুদ্ধের ময়দান থেকে ফিরে এসেছিলেন ঠিক সেভাবেই রওনা হলেন। তারা এজন্য কোনো বিনিময় পেতেন না। শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টিই তাদের মূল লক্ষ্য।

এবার পতাকা দিলেন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আলীর হাতে। তিনি দুইশত মুজাহিদের একটি দল নিয়ে ঝাণ্ডা হাতে অগ্রবর্তীবাহিনী হিসাবে রওনা দিলেন। তাঁর পেছনে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাকী সব বাহিনী নিয়ে রওনা হলেন। গোটা মদীনা গুঞ্জরিত হয়ে উঠলো মুসলিম সেনাবাহিনীর অভিযানে। মদীনার মুশরিক ও মুনাফিকরা বিস্মিত হয়ে তাদের অভিযানের দিকে তাকিয়ে রইলো। তারা ভেবেছিলো খন্দকের যুদ্ধের পর কিছুদিন মুসলমানরা বিশ্রাম নেবে। এরপর ধীরে সুস্থে বনু কুরাইজার উপর পদক্ষেপ নেবে। বনু কুরাইজাও তাই ভেবেছিলো। কিন্তু সব ধারণা ভণ্ডুল করে খন্দকের জন্য পরিহিত যুদ্ধের পোশাকেই প্রতিশোধ নিতে অভিযান পরিচালনা করেন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

বনু কুরাইজা আগেই খবর পেয়েছিলো। তারা কিল্লার দরযা বন্ধ করে দিয়ে সৈন্য বাহিনীকে প্রাচীরের উপর উঠিয়ে দিলো। প্রাচীরের উপর তারা তীর ধনুক ও পাথর সরবরাহ করতে লাগলো।

সন্ধ্যার সময় আলী রাদিয়াল্লাহ আনহু তার অগ্রবর্তীবাহিনী নিয়ে কিল্লার সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। বনু কুরাইজার লোকেরা তাঁকে দেখতে পেলো। তাদের অনেক বেআদব বদমাইশ মুসলমান ও হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে গালি দিতে লাগলো। মুসলমানরা এসবকে এড়িয়ে চললো।

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরাইজার কিল্লার কাছে গেলেন। তার সাথীরাও তাঁর সাথে পৌছলেন। সব মুসলমান এখানে পৌছতে প্রায় এশার সময় হয়ে গেলো। ঈশার নামায আদায়ের পর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইয়াহুদীদের কিল্লা অবরুদ্ধ করার হুকুম দিলেন। মুসলিম

www.amarboi.org

মুজাহিদগণ কিল্লার চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো। রাতের মধ্যেই তারা তাঁবু বানিয়ে নিলেন। সকালে উঠেই যুদ্ধের ময়দানে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন।

ইয়াহুদীরা দুর্গের ভেতর হতে পাথর নিক্ষেপ করতে শুরু করলো। মুসলমানরা ঢাল আড়াল দিয়ে কিল্লার দিকে অগ্রসর হতে লাগলো। পাথর ঢালে লেগে পায়ে ও অন্যান্য স্থানে পড়ে মুসলমানরা কিছু আহত হতে লাগলো। কিন্তু তারপরও সামনে অগ্রসর হওয়া থামিয়ে দেয়নি। মুসলমান তীরের আওতার ভিতর প্রবেশ করার পর ইয়াহুদীরা পাথর নিক্ষেপ বন্ধ করে তীর নিক্ষেপ করতে শুরু করলো।

মুসলিম বাহিনী তীরের জবাব তীর দিয়ে দিতে শুরু করলো। কিন্তু উঁচু প্রাচীরের কারণে তীর প্রাচীরের গায়ে লেগে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে যেতো। তীর বর্ষণ অতিবেশী মাত্রায় হচ্ছে। তাই মুসলিম বাহিনীর অগ্রসরতার গতি খুবই শ্লথ হয়ে গেলো। সন্ধ্যা পর্যন্ত যুদ্ধ এভাবেই চলতে থাকলো।

হযরত আলী রাদিয়াল্লাহ্ আনহু কিল্লার উত্তর দিকে তার বাহিনী নিয়ে যুদ্ধে মগ্ন। পাথর কি তীর বর্শা নিক্ষেপ হচ্ছে সেদিকে আলীর লক্ষ্য নেই। সব উপেক্ষা করে তিনি সামনে অগ্রসর হয়েই চলছেন। কিল্লার কাছে পৌঁছেই তবে তিনি থামলেন—এ সংকল্প নিয়েই তিনি কাজ করছেন। আলী রাদিয়াল্লাহ আনহুর পদক্ষেপের ধরন থেকে ইয়াহুদীরাও একথা বুঝে গিয়েছিলো। তীর নিক্ষেপ তারা আরো বাড়িয়ে দিলো। কিন্তু আলী রাদিয়াল্লাহ আনহুর বাহিনী দমবার পাত্র ছিলো না। ঢাল দিয়ে আড়াল করে তীর ফিরিয়ে ফিরিয়ে পতাকা হাতে এগিয়ে চলছেন তিনি।

গোটা দিনই যুদ্ধ চললো। হযরত আলী চাইছিলেন কোনো রকমে দুর্গের কাছে পৌঁছে যেতে। ইয়াহুদীরা মুসলমানদেরকে দুর্গের কাছে যেতে দিচ্ছেন না। দিন শেষ হয়ে রাতের আঁধার ছেয়ে যেতে শুরু করেছে। হযরত আলী 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনী দিয়ে দ্রুত দুর্গের দিকে ধাবিত হতে লাগলেন। 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনী শুনে এক সাথে সকল মুসলিম বাহিনী 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনীতে মুখরিত করে তুললেন গোটা এলাকা। হযরত আলীকে রোখা সম্ভব হলো না ইয়াহুদীদের পক্ষে। প্রায় কাছেই পৌঁছে গেলেন তিনি।

সূর্য অস্ত গেলো হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যুদ্ধ বন্ধের হুকুম জারী করলেন। বাহিনীকে স্ব স্ব অবস্থানে চলে যেতে নির্দেশ দিলেন। হযরত আলী দুর্গের খুব কাছাকাছি গিয়ে পৌঁছলেও হুজুরের আদেশ পেয়ে ফেরত চলে এলেন। আলীকে ফিরে যেতে দেখে ইয়াহুদীদের খুশীর সীমা রইলো না।

পরের দিন সকালে আবার যুদ্ধ শুরু হলো। গোটা দিনই যুদ্ধ চললো। এভাবে পনর দিন যুদ্ধ চললো। এ পনের দিনের মধ্যে না কেউ দুর্গের ভিতর

www.amarboi.org

যেতে পেরেছে আর না কেউ দুর্গ হতে বের হয়ে আসতে পেরেছে। ইয়াহুদীদের কাছে রসদ পত্র যথেষ্ট থাকলেও তীর বর্শা পাথর ইত্যাদি যুদ্ধাস্ত্র কমে গেলো। এ কারণে তাদের সাহস হিম্মত কমতে শুরু করলো। তীর তৈরির কারখানাও তারা দুর্গের ভিতর বানিয়ে ফেলেছিলো। কিন্তু তীর তৈরির মাল সরঞ্জামের অভাব দেখা দিলো।

এ অবস্থা দেখে ইয়াহুদীরাদের শ্রেষ্ঠ নেতা কায়াব বিন আসাদ পরামর্শ সভা আহ্বান করলো। হুয়াই বিন আখতাব ইহুদী সহ সকলে এলো। কায়াব বললো—

ঃ হে বনি ইসরাঈলের গর্বিত সন্তানেরা ! যা আশংকা করেছিলাম তা-ই হলো। মুসলমানদের সাথে শান্তিচুক্তি ভঙ্গ করা আমাদের বড় ভুল হয়েছে। আসলে মক্কা বাহিনীর সৈন্য সংখ্যা দেখে আমরা ধোঁকায় পড়েছিলাম। আমরা ভেবেছিলাম তারা বিজয় লাভ করবে। আর মুসলমানরা যাবে ধ্বংস হয়ে। কিন্তু মক্কা বাহিনীর কাপুরুষতার কারণে পরিস্থিতিটাই সব পাল্টে গেলো। আমাদেরকে বিপদের মুখে ফেলে দিয়ে তারা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পালিয়ে গেছে। যে বীর বিক্রমে মুসলমানরা যুদ্ধ করে যাচ্ছে তার মুকাবিলা দীর্ঘ সময় পর্যন্ত আমরা করতে পারবো না। যে কোনো সময়ই তারা দুর্গ দখল করে নিতে পারার অবস্থায় পৌঁছে গেছে। এ অবস্থায় জাতিকে বাঁচাবার পথ বের করতে হবে।

নেতার দীর্ঘ বক্তৃতা শুনার পর ইয়াহুদী জাতির আর এক সম্মানিত ব্যক্তি সালাবা বিন সাঈদ বললো—

ঃ আমরা আমাদের পায়ে কুঠার মেরেছি। বিপদ আমাদের মাথার উপর আমরা নিজেরা ডেকে এনেছি। মুসলমানদেরকে যুদ্ধের চ্যালেঞ্জ দিয়েছি। শান্তিচুক্তি লংঘন করেছি। মুসলমানদের বিরোধিতা করা কোনো অবস্থাতেই ঠিক হয়নি আমাদের। তখনও আমি এসব কথা বলেছিলাম। আমার কথা কারো ভালো লাগেনি। করুণ পরিণতি সামনে অপেক্ষা করছে। জাতির কল্যাণের জন্য খুব ভেবে চিন্তে পদক্ষেপ নিতে হবে, একথা আমি এখনো বলছি।

হুয়াই বিন আখতাব বললো—

ঃ সব জাতি, প্রত্যেক মানুষ নিজের কল্যাণ চায়। চুক্তি ভঙ্গে আমরা আমাদের কল্যাণ মনে করেছিলাম। কুরাইশদের কাপুরুষতার কারণে আমাদের সে আশা পূরণ হয়নি। এর আগে মুসলমানরা আমাদের অপর গোত্র বনু কাইনুকা, বনু নাজিরকে মদীনা হতে বহিষ্কার করে তাদের দুর্গ দখল করেছে। সে সময় আমরা আমাদের ইয়াহুদী ভাইদের সাহায্য করিনি। চুপচাপ বসেছিলাম। সে সময় যদি আমরা তিন গোত্র একত্র হয়ে মুসলমানদের

www.amarboi.org

মুকাবিলা করতাম, তাহলে সকল গোত্রই বহিষ্কারের মতো আজীবনের শাস্তি লাঞ্ছনা ও গঞ্জনা থেকে বেঁচে যেতাম। মুসলমানরা আজ আমাদেরকেও মদীনা হতে বহিষ্কার করবে। আমরা যদি এখনো দৃঢ়তার সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যাই, সন্ধির দিকে ঝুঁকে না পড়ি তাহলে, মুসলমানরা অবরোধের কষ্টে অসহ্য হয়ে বাধ্য হয়ে ফিরে যাবে। তাই যুদ্ধ চালিয়ে যাও। হতোদ্যম হয়ো না। বশ্যতা স্বীকার করে সন্ধির দিকে ঝুঁকে পড়ো না।

আসাদ ইবনে ওবায়েদ বললো—

ঃ তুমিই শান্তিচুক্তি ভঙ্গের জন্য উস্কানী দিয়েছো। তোমার কারণেই আমাদের কাছে শান্তি চুক্তি অক্ষুণ্ন রাখার জন্য অনুরোধ করতে আসা মুসলিমাদের ফেরত যেতে হয়েছে। তোমার কথায়ই আমরা মুসলমানদেরকে ক্ষেপিয়ে তুলেছি। তুমি মনে করছো অতিষ্ঠ হয়ে তারা অবরোধ তুলে নিবে। কখ্খনো নয়। যারা তাদের ইতিহাস জানে তারা বিশ্বাস করবে না তোমার এসব কথা। দুর্গ জয় করার আগে অবরোধ তারা উঠাবে না। এখনো যদি সন্ধির দিকে না যাই আমরা, আরো বড় দুর্দিন আমাদের জন্য হাতছানি দিয়ে আসছে।

আসাদের কথার প্রতিবাদ করে হুয়াই আবার বলতে লাগলো

ঃ তোমার ধারণা ভুল। মুসলমানরা একান্ত পারলে দু' এক মাস অবরোধ করে রাখতে পারবে। এর বেশী নয়।

উসাইদ বিন সাঈদ হুয়াইয়ের কথায় প্রতিবাদে বললো—

ঃ তোমার ধারণাও ঠিক নয়। মুসলমানরা যে সংকল্প একবার করে তা পূরণ না করে ছাড়ে না। হয় তারা এ দুর্গ জয় করবে। না হয় সারাজীবন তা অবরোধ করে রাখবে। ধ্বংসাত্মক আর কোনো পরিকল্পনা না করে তাদের কাছে চুক্তি ভঙ্গের জন্য ক্ষমা চাওয়া হোক। আর যেভাবেই হোক নতুন সন্ধি করা হোক।

ঃ মুসলমানরা সন্ধিই বা কেনো করবে।—বলে উঠলো হুয়াই।

ঃ এটা মুসলমানদের মাহাত্ম। কেউ যদি তাদের কাছে দয়া চায়, ক্ষমা ভীক্ষা করে তাহলে তারা তা করার জন্য তৈরি থাকে। তাদের নেতা মুহাম্মদ খুবই দয়াবান। করুণাশীল। রক্তারক্তি তারা কোনোদিন পসন্দ করে না। তোমরা সম্মত থাকলে আমি দায়িত্ব নিয়ে সন্ধি করিয়ে দেই।—বললেন সাআলাবা বিন সাঈদ।

ঃ আমরা কোনোদিন সন্ধি করবো না।—অন্য এক ইহুদী বললো।

হুয়াই ইবনে আখতবা উপস্থিত লোকদেরকে জিজ্ঞেস করলো—

ঃ আপনারা কি সন্ধি করতে প্রস্তুত?

চারদিক থেকে সমস্বরে আওয়াজ হলো—

ঃ কখনো না, কখনো না।

www.amarboi.org

ঃ যদি সন্ধি করতে সম্মত না হও, তাহলে নিজ হাতে তোমাদের নারী ও শিশুদেরকে হত্যা করে ফেলো। এরপর দুর্গ হতে বের হয়ে ময়দানে গিয়ে যুদ্ধ করো। যদি যুদ্ধে জয়ী হও, আরো নারী ও শিশু পাবে। আর যদি পরাজিত হও তাহলে লাঞ্ছনার হাত থেকে বাঁচবে।—বললো ইয়াহুদী নেতা কাআব।

উপস্থিত কিছু লোক বলে উঠলো—

ঃ এটা হবে আহ্বানকারীর কাজ। এমন নিষ্ঠুর লোক আমরা নই, আমাদের নিজ হাতে আমাদেরই মহিলা ও শিশুদেরকে হত্যা করতে পারবো।

এভাবে তাদের সপ্তাহের পবিত্র দিন শনিবারে মুসলমানদের উপর অতর্কিত আক্রমণের প্রস্তাব এলো। কিন্তু শনিবার পবিত্র দিন। এ দিনের মর্যাদা ক্ষুণ্ন করে অতর্কিত আক্রমণ করা ঠিক হবে না বলে তা-ও গৃহীত হলো না।

অবশেষে আবার হুয়াই বিন আখতাব বললো—

ঃ আমার মতে হিম্মত ও সাহস হারা হবার কোনো কারণ নেই। দৃঢ় মনোবল নিয়ে অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে মুসলমানদের মুকাবিলা করা উচিত।

সকলে এ প্রস্তাবের সাথে একমত হয়ে গেলো। পসন্দ করলো না শুধু সায়ালাবা, আসাদ ও উসাইদ। তারা এ সময়েই দুর্গ হতে বেরিয়ে সোজা হুজুরের কাছে চলে গেলেন। অবরোধ অব্যাহত থাকলো। যুদ্ধ চলতে থাকলো প্রতিদিন।

আরো দশদনি অতিবাহিত হলো এভাবে। তীর পাথর কমে গেলো। আর দু' চারদিনও চলা কঠিন হয়ে উঠলো। সকল ইয়াহুদী ঘাবড়িয়ে উঠলো। তারা কাআবকে সন্ধি করার প্রস্তাব দিলো। কাআব হুজুরের কাছে প্রস্তাব পাঠালো, আমরা আত্মসমর্পণ করছি। সায়াদ বিন মায়াজ আমাদের ব্যাপারে যে শাস্তি প্রস্তাব করবে আমরা তা মেনে নেবো।

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ শর্ত গ্রহণ করলেন। দুর্গের দরযা খুলে দেয়া হলো। মুসলমানদের কথাকে বিশ্বাস করে নারী-পুরুষ শিশু সকলে দুর্গ হতে বেরিয়ে এলো। তাদেরকে গ্রেফতার করা হলো। কিছু মুসলমানরা দুর্গে প্রবেশ করে এর নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নিলো। যুদ্ধ বন্ধ। সকল মুজাহিদ হুজুরের কাছে এসে জমা হলেন। এ সময় 'আওস' বংশের কিছু আনসার হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আসলেন। তাদের একজন হুজুরের কাছে নিবেদন জানালেন—

ঃ হে আল্লাহর রাসূল ! জাহেলিয়াতের যুগে খাজরাজ বংশের সাথে যখন আমাদের যুদ্ধ হতো বনু কুরাইজা আমাদের পক্ষে থাকতো। এজন্য আমাদের বিনীত অনুরোধ আমাদের আউস বংশের কাউকে এ ফয়সালার জন্য সালিস নিয়োগ করুন।

www.amarboi.org

মুচকী হেসে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন—

ঃ তা-ই করা হয়েছে। তোমাদের নেতা সাআদ বিন মাআজের হাতে বিচারের ভার দেয়া হয়েছে। বনু কুরাইজাও তাকেই সালিস করার প্রস্তাব দিয়েছে।

মুজাহিদগণ বন্ধীগণকে নিয়ে মদীনার দিকে রওনা হলেন। মদীনার মুশরিক ও মুনাফিকরা এ দৃশ্য দেখে হিংসার জ্বালায় জ্বলতে লাগলো।

মসজিদে নববীর সামনের প্রশস্থ ময়দানে সকলে একত্র হলেন। হযরত সায়াদ বিন মাআজের জন্য লোক পাঠানো হলো। খন্দকের যুদ্ধে তিনি আহত হয়েছিলেন। চলতে ফিরতে কষ্ট হতো তাঁর। মসজিদের কাছে একটি তাঁবুতে তিনি থাকতেন। হযরত সায়াদ বিন মাআজ এলেন। তাঁকে উদ্দেশ করে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ

ঃ সায়াদ তোমাদের মিত্র বনু কুরাইজার ব্যাপারে ফায়সালা দেবার ভার তোমার উপর ন্যস্ত করলাম। তুমি যে সিদ্ধান্ত দেবে তা-ই মানা হবে।

কায়াবও বললো —

ঃ হে আউস গোত্রের নেতা ! আমরাও তোমাকে আমাদের তরফ থেকে সালিস নিযুক্ত করলাম। যে ফায়সালা তুমি দেবে তা আমরা মেনে নেবো।

সায়াদ তখন উভয় পক্ষ থেকে তাঁর ফায়সালা মানার স্বীকৃতি আদায় করলেন। তারপর ধীরে ধীরে সুস্থ চিন্তা-ভাবনা করে রায় দিলেন।

বনু কুরাইজার ব্যাপারে আমার সিদ্ধান্ত হলো—

ঃ বনু কুরাইজার সব পুরুষকে হত্যা করা হবে। তাদের সব ধন-সম্পদ মুসলমানদের মধ্যে বণ্টন করে দেয়া হবে। তাদের স্ত্রী ও সন্তানগণ মুসলমানদের হাতে বন্দী থাকবে।

এ ফায়সালা শুনে বনু কুরাইজা, মুনাফিক ও মুশরিকরা হতভম্ব হয়ে গেলো। ফায়সালা ছিলো তাদের প্রত্যাশার বাইরে। এমন কঠিন রায় তারা আশা করেনি।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সায়াদ রাদিয়াল্লাহ আনহুকে বললেন—

ঃ সাত আসমানের উপর আল্লাহর যে ফায়সালা ছিলো অবিকল তাই হলো তোমার ফায়সালা।

এ রায়ের কথা শুনে বনু কুরাইজার ইয়াহুদী পুরুষগণ কাঁদতে লাগলো। নারী ও শিশুরাও চীৎকার দিতে শুরু করলো। আজ তারা বুঝলো শান্তিচুক্তি শুধু একটি কাগজ নয়। চুক্তি ভঙ্গ করলে কত বড় অশান্তির সৃষ্টি হয়। আর এর ফলাফল হয় কত ভয়ংকর। শাস্তি হয় কত ভয়াবহ।

www.amarboi.org

বস্তুত সায়াদের এ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বনু কুরাইজার সব পুরুষকে হত্যা করা হলো। নারী ও শিশুদের দাস-দাসী বানিয়ে মুসলমানদের মধ্যে বন্টন করে দেয়া হলো। তাদের সকল ধন-সম্পদ দখল করে মুসলমানদের মধ্যে ভাগ করে দেয়া হলো।

এভাবে বনু কুরাইজার আহাম্মকীর ক্ষতিপূরণ তাদেরকে দিতে হলো। আজ মদীনার পবিত্র ভূমি এ চির বিদ্রোহী অহংকারী ইসলামের শত্রুদের হাত হতে মুক্ত ও পবিত্র হলো।

৭৩

জামিলা হারিসের কোলে এসে পড়লো। এ সেই জামিলা যাকে বনু কাহতান বংশের লোকেরা তার কিশোরী বয়স পার হবার পর যৌবন বয়সে পা রাখার সময় ছিনিয়ে নিয়ে এসেছিলো। এখন সে পূর্ণ যৌবনা। এখন আর সে সেই ছোট্ট খুকী জামিলা ছিলো না।

ছোট বয়সেই সে ছিলো সুন্দরী। যৌবন সেই সুন্দরকে বাড়িয়ে দিয়েছে আরো বেশী। তার চেহারা সৌন্দর্যের কিরণের সাথে মিশে চকমক করে উঠছে। এজন্য তাকে দেখলে যে কেউ নিজেকে সামলিয়ে রাখতে পারতো না। তাই হারিস তাকে দেখে হয়ে গিয়েছিলো হয়রান পেরেশান। অনেকক্ষণ পর্যন্ত সে তার সুন্দর চেহারা ও লজ্জাবনত চোখের প্রতি এক নেত্রে তাকিয়ে থাকলো। বিস্ময়ভাব কেটে উঠার পর হারিস বললো—

ঃ জামিলা ! তুমি কি সেই ছোট্ট জামিলা ! যে কিছুদিন আগেও দোলনায় খেলা করতে। আমার আশ্রয়ে এসে প্রতিপালিত হয়েছিলে।

ঃ হাঁ আমি সেই জামিলা। যাকে আপনি বাঁচিয়েছিলেন। যখন আমার নিষ্ঠুর পিতা আমাকে জীবন্ত পুঁতে ফেলেছিলেন। আপনি --------- হাঁ আপনিই কবর থেকে উঠিয়েছিলেন আমাকে। আমি আপনার পালিত কন্যা জামিলা। ------- আমিই ঘোর কুয়াশাচ্ছন্ন বিপন্ন জামিলা।

একথাগুলো বলার পরই চোখ দিয়ে বাঁধ ভাঙ্গা নদীর স্রোত বইতে লাগলো জামিলার।

হারিস হতভম্বের মতো দাঁড়িয়ে রইলো। সে বললো—

ঃ কেঁদো না আমার মা ! তুমি কেঁদো না। তোমাকে কে উত্যক্ত করেছে ? তোমার উপর উৎপীড়ন করেছে কে ? বলো আমাকে।

আঁচল দিয়ে মুখ মুছলো জামিলা। আর বললো—

ঃ আমাকে আমার নসিবই করেছে যুলুম। করেছে উত্ত্যক্ত। বনু কাহতানে আসা থেকে একদিন এক লমহার জন্য শান্তিতে থাকতে পারিনি আমি। না পেরেছে রোকাইয়া। আর না আমার হতভাগিনী মা সালমা। মা তো দুঃখে

www.amarboi.org

দুঃখে রঞ্জিত হতে হতে নিজেকে হারিয়েই ফেলেছে। এখন তো আর তাঁকে চিনা যাবে না। বনু কাহতান তো আমাদেরকে বাদী দাসী মনে করছে। শ্রম করাতে করাতে তারা আমাদের জীবন দুর্বিসহ করে তুলেছে। রাত দুপুরে জাগিয়ে তুলে। শ্রমে লাগিয়ে দেয়। ভোর পর্যন্ত এভাবে শ্রম করতে হয়। ভোরের পর তুলো ধুনার কাজে লাগিয়ে দেয়। দুপুর পর্যন্তই এ কাজ করে যেতে হয়। এরপর খাবার পাকাবার কাজে নিয়োগ করে। গোটা বনু কাহতানের খাবার পাক আমাদের তিনজনকেই করতে হয়। তৃতীয় প্রহরে খেজুরের শাখা কাটার কাজে লাগানো হয়। সন্ধ্যার সময় খেজুরের রশি পাকাবার নির্দেশ দেয়। দিনের আলো শেষ হবার পর অন্ধকারের ছায়ায় আবার পাকাতে হতো খাবার। বলুন তো একটা মানুষ এত কষ্ট কত সইতে পারে ? তারপর যদি কোনো কাজে একটু আধটু ত্রুটি ধরা পড়তো, দোররার মার ভাগ্যে জুটতো। "হে আমার পালিত পিতা ! আমরা ঘন-ঘোর বিপদে। তোমরা কোথায় চলে গিয়েছিলে। হায় ! এতদিন পরে তোমার সাথে দেখা ? তোমরা আমাদের কোনো খবর নেওনি কেনো ?"

হারিস রাগে জ্বলে উঠলো। বনি কাহতানের উপর প্রতিশোধ স্পৃহা জেগে উঠলো তার মনে। দাঁতে দাঁতে পিষে সে বললো—

ঃ বনি কাহতানের লাঞ্ছিত সন্তানরা ! তোমাদের কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করবো।

কন্যা জামিলা আমি মহাবিপদে পড়ে গিয়েছিলাম। মৃত্যুর দুয়ার থেকে প্রায় ফিরে এসেছি। বলো সেই লাঞ্ছিত কবিলা কোথায় আছে এখন ?

ঃ আমি জানি না তারা কোথায় ? এই লোক আমাকে ধোঁকা দিয়ে গ্রেফতার করে উঠিয়ে নিয়ে এসেছে।

হারিস জামিলাকে দেখে আজলকে ভুলেই গিয়েছিলো। জামিলার কথা শুনে খেয়াল হলো তার কথা। চারিদিকে তাকিয়ে দেখলো। আজলকে কোথাও খুঁজে পাওয়া গেলো না। পালিয়েছে সে। শয়তান পালিয়েছে। যাক যেতে দাও তাকে। সম্ভবত সে কাহতান বংশের লোক। নিকটেই কোথাও লুকিয়ে আছে।

ঃ হাঁ। আমারও তাই ধারণা। যে লোকটি আমাকে বেঁধে এনেছে সে বলছিলো, কাহতানের লোকেরা নাকি আমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে।

ঃ সে তোমাকে কখন কিভাবে পাকড়াও করেছে।

ঃ আমি প্রকৃতির ডাকে খেজুর বাগান থেকে বেরিয়েছিলাম। ভুলে দূরে সরে পড়েছিলাম। টিলার প্যাচগোচে রাস্তা হারিয়ে ফেললাম। পথ খুঁজছি এমন সময় হঠাৎ করে সে কোত্থেকে এসে পড়লো। ও আমাকে ধরে ফেলে হাত পা বেঁধে নিয়ে চললো। আমি নিজকে মুক্ত করার জন্য কতনা চেষ্টা করলাম। পারলাম না। বেহুঁশ হয়ে পড়েছিলাম আমি। যখন হুঁশ এলো তখন অনেক

www.amarboi.org

রাত। সে সর্বক্ষণ আমাকে জ্বালাতন দিয়েছে। আর একটু দেরীতে তুমি আসলে আমাকে মেরে ফেলতো এই লোকটি।

ঃ বদমাইশ বেঁচে গেছে।—রাগে দাঁতে দাঁতে পিষে বললো হারিস।

এ সময় হারিস ইয়াহ ! ইয়াহ ! আওয়াজ শুনতে পেলো। কান খাড়া করে চুপচাপ সে শব্দগুলোর প্রতি লক্ষ্য করলো।

রাত গভীর। চারিদিকে নিস্তব্ধ। নিঝুম রাতের চাঁদ নিঃশব্দে মঞ্জিলের পর মঞ্জিল অতিক্রম করে যাচ্ছে আর বালুময় ময়দানকে উজ্জ্বল করে তুলেছে।

প্রাকৃতিক নিস্তব্ধতা ভেঙ্গে আবার ইয়াহ! ইয়াহ! মানুষের আওয়াজ হলো। হারিস জামিলাকে নিজের কোল থেকে সরিয়ে দিতে দিতে বললো—

ঃ জামিলা সম্ভবত বনু কাহতানের লোকেরা উট হাঁকিয়ে নিয়ে আসছে। খুবই উত্তম সুযোগ। আজ আমি তাদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করবো।

দূরে সরে দাঁড়িয়ে জামিলা বললো—

ঃ একা একা তাদের মুকাবিলা করা কি তোমার পক্ষে সম্ভব হবে। না, না, এ হায়েনাদের সামনে আমি তোমাকে একা একা যেতে দেবো না। বলেই জামিলা হারিসের জামা চেপে ধরলো।

হারিস সান্ত্বনা দিয়ে তাকে বললো—

ঃ হে আমার কন্যা তুমি চিন্তা করো না। আমি একা নই। অনেক লোক আমার সাথে। চলো তাড়াতাড়ি চলো।

একটি কদমও এগুলো না জামিলা। বললো—

ঃ তারা কোথায় ?

ঃ টিলার ঐ পাড়ে আছে তারা। আমার পৌঁছার আগে না আবার তাদের সাথে যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়।

জামিলা হারিসের সাথে চললো। উভয়ে টিলার পর টিলা পার হয়ে হারিসের জন্য অপেক্ষমান লোকদের কাছে পৌঁছলো। সাথীকে পেয়ে তারা খুব খুশী। কিন্তু জামিলাকে দেখে তারা বিস্মিত।

তাদেরকে কোনো কথা বলার সুযোগ না দিয়ে হারিস বললো—

ঃ আগত লোকদেরকে দেখেছো ?

ঃ দেখেছি। মনে হচ্ছে তারা শত্রু বনু কাহতানের লোক। আপনি না থাকার কারণে তাদেরকে দেখে আমরা কৌশল হিসাবে এদিকে সরে এসেছি। —তাদের কেউ কেউ বললো।

ঃ আমরা কি তাদের মুকাবিলা করতে পারবো না ?—হারিস আবার জিজ্ঞেস করলো।

ঃ কেনো পারবো না। আমাদের সামনে তারা কি ?

ঃ আমি দূর থেকে দেখেছি—তাদের সংখ্যা অনেক।

www.amarboi.org

ঃ দুই গুণেরও বেশী। কিন্তু পরওয়া কি ? তারা হলো কাপুরুষ লুটেরার দল। আমরা আক্রমণ করলে ভেগে পালাবে।—একজন বললো।

ঃ তাহলে উটগুলোকে ছেড়ে দাও। হাতিয়ার শামলিয়ে নাও। এবং সামনে চলো।

ঃ একে কি করবে ? এ আমার মেয়ে। উটের কাছে থাকবে এ। জামিলার দিকে ইশারা করে।—হারিস বললো।

বেঁকে বসলো জামিলা। বললো—

ঃ না। আমি আপনাদের সাথে যাবো। ঐ কাপুরুষদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করবো আমি।

ঃ না মা। তোমাকে যেতে দিতে পারি না। শত্রুপক্ষে অনেক লোক। যুদ্ধের ফলাফল কি দাঁড়ায় তা তো বলা যায় না। তুমি এখানেই উটগুলোর কাছে থাকো। আমাদেরকে পরাজিত হতে দেখলে তুমি উটে উঠে মদীনায় চলে যাবে। মদীনায় একজন নবী আছেন। তাঁর নাম মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর কাছে গিয়ে তাঁর ধর্ম গ্রহণ করবে। তিনি শত্রুদের হাত থেকে তোমাকে রক্ষা করবেন। অসম্ভব নয় যে, হয়তো আমাদের পক্ষ হয়ে প্রতিশোধ নিয়ে দিতে পারেন।—হারিস বললো।

ঃ আমি সব শুনে রাখলাম। এ গোত্রের কিছু লোক মক্কার কুরাইশদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য মদীনায় গিয়েছিলেন। পরাজিত হয়ে ফিরে এসেছে। তারা মুহাম্মদের প্রশংসা করেছে।—বললো জামিলা।

ঃ আমরা যখন ঘোর বিবাদে ছিলাম, তাঁর খোদাকে আমরা ডেকেছি। তিনি আমাদেরকে সাহায্য করেছেন।—হারিস বললো।

-------- জামিলা উটের কাছে দাঁড়িয়ে রইলো। হারিস সাথীদের সহ চলে গেলো। তারা দেখলো সামনে উটের দীর্ঘ সারি। কিছু লোক উটের উপর আরোহণ করে আসছে। আর কিছু উটের লেগাম ধরে ইয়াহ! ইয়াহ! শব্দ করে কদমে কদমে চলছে। টিলার পথ ধরে তারা আসছিলো। এর নীচে গিয়ে হারিস সদল বলে লুকিয়ে রইলো।

বনু কাহতানের কাফেলা তাদের সামনে আসার সাথে সাথেই তাদের উপর আক্রমণ চালালো হারিস ও তার সাথীরা। হারিস চীৎকার দিয়ে বলতে লাগলো, "বনু কাহতানের অযোগ্য সন্তানেরা বনু বকরের সাথে যুদ্ধ করতে আসো।"

যুদ্ধ বাঁধলো কাহতানের সাথে। কিছু বুঝে উঠার আগেই বনু কাহতানের কিছু লোক মারা গেলো। বনু বকর প্রতিশোধ স্পৃহায় যুদ্ধ করছে। বনু কাহতান অপ্রস্তুত। তবু তারা পাল্টা আক্রমণ রচনা করলো। কিন্তু পেরে উঠলো না। অল্প সময়ের মধ্যে বনু কাহতান গোত্রের সব পুরুষ নিহত হলো। বাকী রইলো

www.amarboi.org

মহিলা ও শিশুরা। তারা 'নিরাপত্তা চাই' 'নিরাপত্তা চাই' বলে চীৎকার দিতে লাগলো। এসব মহিলাদের মধ্যে রোকাইয়া ও সালমাও ছিলো।

হারিসকে দেখে সালমা প্রিয় মালিক বলে ঝাঁপিয়ে পড়লো। হারিস ও বনু বকরের সব লোক সহ সালমা, জামিলা ও রোকাইয়াকে নিয়ে মদীনার পথে চলে এলো।

৭৪

পাঠকদের স্মরণ থাকতে পারে, দাওমাতুল জানদালের যুদ্ধ হতে ফিরে আসার সময় উআইনা সাথে হুজুরের একটি চুক্তি হয়। উআইনা হুজুরের কাছ থেকে মদীনার ছাগ-মেষ চরাবার মাঠে নিজের উট চরাবার অনুমতি নিয়েছিলো।

পুরা এক বছর উআইনা সেই মাঠে প্রশান্তির সাথে পশু চরিয়েছে। কোনো বিনিময় সে দেয়নি। তারপরও মুসলমানরা তার সাথে ভালো আচরণ করেছে। নিজের পশু অন্য খারাপ মাঠে চরিয়েছে। উআইনাকে ভালো মাঠ ছেড়ে দিয়েছে। তাছাড়াও তার প্রয়োজনীয় সব জিনিস তাকে সরবরাহ করেছে। তার উটেরও দেখাশুনা করতো তারা। বিভিন্ন খাবার তার জন্য পাঠাতো।

উআইনা ছিলো মুশরিক। মূর্তিপূজা করতো। মুসলমানদের উন্নতি অগ্রগতি তার সহ্য হতো না। মুসলমানদের উট হাকিয়ে নিয়ে যাবার সুযোগের আশায় সে দিন গুনছে। পশু চরাবার জায়গায় পশুদের দেখাশুনার জন্য অনেক মুসলমান থাকতো। জুমার দিন তারা সকলে জামায়াতে নামায পড়ার জন্য চলে যেতো। এ জুমাবারকেই উআইনা মোক্ষম সুযোগ হিসাবে গণ্য করলো।

একদিন জুমার দিনে সকলে নামাযে চলে গেছেন। জনৈক ব্যক্তি বনু গাফফার তার স্ত্রীসহ শুধু এখানে ছিলো। গাফফার তার কাছে এলো। ধোঁকা দিয়ে তাকে হত্যা করে তার স্ত্রীকে পাকড়াও করে সমস্ত উট একত্র করে রওনা দিলো সে।

চরাবার মাঠ পার হয়ে যাবার পর ওমর ইবনুল আকওয়া তাকে চলে যেতে দেখলো। ওমর তাকে ডেকে বললো—

ঃ হে উআইনা মুসলমানরা তোমাকে অনেক অনুগ্রহ করেছে। তাদের সব উট নিয়ে এখন চলে যাচ্ছো। এ ঝুবি অনুগ্রহের প্রতিদান।

ঃ ওমর এটা হতে পারে না। অমুসলিমরা যখনই সুযোগ পাবে তোমাদের ক্ষতি করবে। মদীনার এসব পশু চরাবার জায়গাগুলো ছিলো আমাদের। তোমরা জবর দখল করেছো। তোমাদেরকে এক বছর কাল ধোঁকা দিয়ে পশু চরিয়েছি এসব মাঠে। এখন উট নিয়ে চলে যাচ্ছি। আমার পেছনে পেছনে এসো না। বিপদ ঘটবে।—উআইনা জবাব দিলো।

www.amarboi.org

ঃ অকৃতজ্ঞ কাফের ! তোমার সব অপকর্মের প্রতিশোধ নেয়া হবে।— বললেন ওমর ইবনুল আকওয়া।

উআইনার সাথী ছিলো প্রায় দু'শ কাফের। দ্রুত ওমর মসজিদে নববীতে গিয়ে এ খবর দিলেন। খবর শুনে হুজুর উপস্থিত লোকজনসহ উআইনার পেছনে ছুটলেন। তার সাথে পরে আরো কিছু সাহাবা যেমন মিকদাদ ইবনুল আসওয়াদ, ইবাদ ইবনুল বাশার, সায়াদ ইবনুল জায়েদ, ওক্কাশা ইবনে মহজ, সাহারাজ ইবনে ফজলা, আবু কাতাদাহ ইত্যাদি হুজুরের সাথে গিয়ে মিলিত হলেন। আসলামা বিন ওমর দ্রুত চলা উটে সওয়ার হলেন।

উআইনাও বেশ দ্রুত চলছে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পেছনে ধাওয়া করে জুকারদ নামক কুয়ার কাছে সায়াদ ইবনুজ জায়েদকে সরদার বানিয়ে সাহাবাদের একটি দলকে উআইনার পেছনে ছুটতে বললেন। তিনি এখানে কুয়ার কাছে রয়ে গেলেন।

পিছন থেকে ধাওয়া করে আসলামা বিন ওমর উআইনার কাছাকাছি প্রায় চলে গিয়ে হাঁকিয়ে বললেন, "যাচ্ছো কোথায় ধোঁকাবাজ। দাঁড়াও মজা দেখাচ্ছি।"

উআইনা পিছনে ফিরে আসলামকে একা দেখে নিজের লোকদেরকে বললো, থামো মাত্র একজন লোক আসছে। একেও হত্যা করে যাই। উআইনার সকল সাথী থেমে গেলো। তাদের সকলে উট থেকে নেমে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত। আসলামা বিন্দুমাত্র ভয় না করে প্রায় দু'শ লোকের সাথে লড়াই শুরু করলো। অকুতভয়ে আসলামা তরবারি চালাতে লাগলো। তার সাহস দেখে উআইনা অবাক। আসলামার তরবারির প্রথম আঘাতে সে ভীষণভাবে আহত হয়ে ভয়ে সাথীদের ভিতর ঢুকে গেলো। তখন তার সাথীরা এগিয়ে এসে আসলামার উপর হামলা চালালো। আসলামা একাই চললো লড়াই করে।

এবারও প্রথম আঘাতে এক কাফের নিহত হলো। সাথে সাথে আর একজন। বড় জোশ উঠে গেলো তাদের। রাগান্বিত হয়ে আসলামার উপর অনেক তরবারির আঘাত আসতে লাগলো। বড় সঙ্গীন সময় ছিলো এটা আসলামার জন্য। রক্ত পিপাসু শত্রুগণ চারিদিক থেকে তাকে ঘিরে ধরলো। এ অবস্থায় কোনো বড় বাহাদুরের পক্ষেও স্বাভাবিক থাকা সম্ভব ছিলো না। কিন্তু আসলামা ছিলো স্বাভাবিক। নির্ভীক। একটুও ঘাবড়ালো না। অত্যন্ত ধীরস্থিরভাবে সকলের মুকাবেলা করে চলছে। ঘেরাও থেকে বাহাদুরের বেরিয়ে আসতে বেশ কয়জনকে হত্যা করে ফেললেন।

উআইনার আহত স্থান থেকে তখনো রক্ত ঝরে পড়ছে। কাতরাতে কাতরাতে আসলামার উপর হামলা করার জন্য সাথীদের আহ্বান করলো।

www.amarboi.org

কিন্তু চোখের পলকেই আসলামা আর একজন শত্রুর ভবলীলা সাঙ্গ করলো। আসলামাকে ঘিরে ধরার জন্য আবার জোট পাকালো তারা। কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না। নির্ভীক আসলামা আবার হামলা চালালো নির্মমভাবে। নিহত হলো আর একজন। এবার আবার আক্রমণের কৌশল খুঁজছেন তিনি এ সময় মুসলিম বাহিনী এসে পৌঁছে গেলেন।

দূর থেকেই নারায়ে তাকবীর আওয়াজ তুললেন মুসলিম বাহিনী। হৃদকম্পন শুরু হলো শত্রুদের। তাদের ময়দানে পৌঁছার সাথে সাথে উআইনারও সাহায্য পৌঁছে গেলো ওখানে। উভয় পক্ষে আবার শুরু হলো তুমুল যুদ্ধ। মাথা কেটে কেটে কেবল নীচে পড়ছে। রক্ত সাগর বইতে শুরু করেছে।

মুসলমানরা ছিলো সংখ্যায় কম। শত্রু পক্ষ অনেক বেশী। এক আর চারের ছিলো পার্থক্য। তারপরও মুসলমানদের প্রতি হামলায় অন্ততঃ একজন করে নিহত হতে লাগলো। কাফেররাও পূর্ণ উদ্যমে যুদ্ধ করে যাচ্ছিলো। কিন্তু মুসলমানদের সমান নয়।

প্রায় এক ঘন্টার যুদ্ধে ষাট সত্তরজন কাফের নিহত বা আহত হয়ে পড়ে গেলো। মুসলমানরাও আহত হয়েছে বেশ কিন্তু শহীদ হননি কেউ। মুসলিম আহত সেনারাও এগিয়ে এগিয়ে হামলা করছে। এ দৃশ্য দেখে কাফের বাহিনী ভড়কে গেলো। তারা শুরু করলো ভাগতে। এমন কি উআইনা পিছে পিছে দৌড়াতে শুরু করলো। পিছনে ধাওয়া করে মুসলিম বাহিনী অনেক দূর পর্যন্ত তাদেরকে দৌড়িয়ে নিয়ে গেলেন। উদ্ধার করলেন বন্দী মুসলিম রমণী শহীদ গাফফারের স্ত্রীকে।

একত্র করলেন সব উট। শত শত উট ছিলো উআইনার। এসব উট নিয়ে মুসলিম বাহিনী রওনা দিলো মদীনার দিকে। এসব উটের মালিক এখন মুসলমানগণ।

এসব উট তথা মালে গানিমাত নিয়ে হুজুরের কাছে আসলে হুজুর মহাখুশী। জিয়াফাত খাওয়ালেন মুজাহিদদেরকে উট যবেহ করে। দ্বিতীয় দিন বিজয়ীর বেশে গনিমাতের মাল নিয়ে মদীনাতুন্নবীতে সকলে প্রস্থান করলেন।

৭৫

মক্কার কুফুরী শক্তি, মদীনার ইয়াহুদী ও মুনাফিক শক্তি সাথে সাথে মদীনার মুশরিকরা তাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করেও মুসলমানদের অগ্রযাত্রাকে রহিত করতে পারেনি। এমন কোনো প্রচেষ্টা তারা বাদ দেয়নি যা করা সম্ভব ছিলো তাদের জন্য।

মূর্তি পূজার চির অবসান ঘটেছে আরব ভূপৃষ্ঠ থেকে। তাওহীদ পরিপূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত আরবে। মুসলমানরা প্রতিদিন উন্নতি ও অগ্রগতির দিকে

www.amarboi.org

ধাবিত। ইসলামের শান-শওকত চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। এ সময় হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাবশায় হিযরাতকারী মুসলমানদের কথা স্মরণ করলেন তারা মক্কায় নির্যাতিত হয়ে হাবশা হিযরাত করেছিলেন। তাদের ফেরত আনার জন্য তিনি ওমর বিন উম্মিয়াকে হাবশা পাঠালেন। তিনি আলী রাদিয়াল্লাহ্ আনহুকে ডেকে হাবশার বাদশার নামে একখানা পত্র লিখালেন ঃ

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম

“এ চিঠি আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পক্ষ থেকে হাবশার বাদশাহ নাজ্জাশীর কাছে পাঠানো হচ্ছে। আপনার উপর আল্লাহর রহমাত বর্ষিত হোক।

আমি আল্লাহর প্রশংসা করছি। তিনি সমগ্র দুনিয়ার মালিক। মানুষকে ঈমানদানকারী। যার কাছে দুনিয়ার কারো গোপন কথা অজানা নেই। তিনি তার সৃষ্টিজগতের প্রতি বড়ই করুণাশীল। অদৃশ্যের সব খবর তার জানা। হযরত ঈসা (আ) মরিয়মের পুত্র। আল্লাহর বান্দা। আল্লাহর হুকুমে বিবি মরিয়াম গর্ভধারণ করেছেন। যেভাবে হযরত আদম মা-বাপ ছাড়া আল্লাহর কুদরতে জন্মগ্রহণ করেছেন। ঠিক একইভাবে আল্লাহ হযরত ঈসাকে পিতা ছাড়া সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর জন্য এটা কোনো বিস্ময়কর ব্যাপার নয়। বরং সহজ কাজ। তিনি যখন এ পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, তখন কাউকে মা কিংবা বাপ ছাড়া সৃষ্টি করা তাঁর কাছে কি আর কঠিন কাজ।

হে বাদশাহ ! আল্লাহ সবকিছু করতে পারেন। হযরত ঈসা আল্লাহর বান্দাহ ও রাসূল ছিলেন। খোদার পুত্র ছিলেন না। খোদার কোনো সন্তান হয় না। আর তার কোনো পুত্রের প্রয়োজন পড়ে না।

হে বাদশাহ ! আল্লাহ আমাকে রাসূল করে পাঠিয়েছেন। এক আল্লাহর উপর ঈমান আনার আমি দাওয়াত দেই। যার কোনো শরীক নেই। আল্লাহর উপর ঈমান আনো। চুরি, ব্যভিচার, গীবত, খিয়ানত, তোহমোদ সহ সব খারাপ কাজ ত্যাগ করো। ভালো কাজ করো। ভালো কাজের জন্য উৎসাহ যোগাও। মিলেমিশে একত্রে থাকো। ঝগড়া ফাসাদ করো না। মানুষের উপর করুণা করো। প্রতিবেশীকে উত্যক্ত করো না। যত ভালো কাজ আছে করো।

হে বাদশাহ ! আমি তোমাকে ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছি। এক আল্লাহর উপর ঈমান আনো। আমার আনুগত্য করো। খাঁটি মনে আমার শিক্ষাগ্রহণ করো। আমার রিসালাত স্বীকার করো। আমি আল্লাহর রাসূল।

আল্লাহ আমার উপর কুরআন মজীদ নাযিল করেছেন। এতে তিনি বলেছেন, “হে নবী ! আমি তোমাকে দুনিয়ায় রহমাত হিসাবে পাঠিয়েছি।”

www.amarboi.org

হে বাদশাহ ! আমি আল্লাহর কাছে শোকর আদায় করছি। আপনি আমার চাচাতো ভাই জাফর তাইয়ারকে অন্যান্য মুলসমান সহ আপনার দেশে আশ্রয় দিয়েছেন। তাদের উপর কোনো বিপদাপদ আসতে দেননি।

সর্বশেষ আমি আপনাকে আল্লাহর দীন—ইসলাম গ্রহণ করার দাওয়াত দিচ্ছি। আপনাকে এ দাওয়াত দেয়া ছিলো আমার উপর ফরয। এখন আপনি আপনার ফরয দীন গ্রহণ আদায় করুন। আমার নসিহত গ্রহণ করুন। মুসলমান হয়ে যান। সালাম বর্ষিত হোক তাঁর উপর যিনি সত্য পথে চলেন।"

চিঠিতে সিলমোহর লাগিয়ে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওমর বিন উম্মিয়াকে হাবশায় পাঠিয়ে দিলেন। ওমর চলে যাবার পর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদিন স্বপ্নে দেখলেন, তিনি সাহাবাদের নিয়ে খানায়ে কাবায় প্রবেশ করছেন। অথচ পাঁচ বছর পূর্বে তিনি মক্কা ছেড়ে মদীনায় চলে এসেছেন। এ সময় কোনো মুসলমানের পক্ষেই মক্কা যাবার ও খানায়ে কাবা তাওয়াফ করা সম্ভব ছিলো না। অথচ এ বাসনা তাদের মনে উদগ্রভাবে জাগতো।

এ স্বপ্ন মুসলমানদের সুপ্ত বাসনাকে জাগিয়ে তুললো। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওমরাহ্ আদায় করার নিয়ত করে ফেললেন। সাহাবাদেরকে প্রস্তুতি গ্রহণের নির্দেশ দিলেন। এ খবরে মুসলমানদের খুশীর সীমা ছিলো না। সকল প্রস্তুতি শেষ করার পর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহ ওয়া সাল্লাম চারশত সাহাবাকে সাথে নিয়ে ৬ষ্ঠ হিজরী সনের জুলকাদ মাসে মক্কার দিকে রওনা হলেন।

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনা হতে রওনা হবার সময়ই ইহরাম বেঁধে ফেলেছিলেন। কুরবানীর জন্য নেয়া সত্তরটি উট, ওমরা কাফেলার আগে আগে চলছে। দেখলেই বুঝা যাচ্ছে এরা লড়াই নয় বরং ওমরা পালনের জন্য যাচ্ছে।

মক্কার মুশরিকরা এ খবর আগেই পেয়ে গিয়েছিলো। তারা মনে করেছে মদীনা বাহিনী যুদ্ধ করার জন্যই মক্কায় আসছে। মক্কায় এ নিয়ে হৈ হুল্লোড় পড়ে গেলো। মদীনার বাহিনীকে বাধা দেবার সকল প্রকার প্রস্তুতি গ্রহণ করলো তারা।

জুল হুলাইফা নামক স্থানে পৌঁছে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খাজায়া গোত্রের এক ব্যক্তিকে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে গোয়েন্দা বানিয়ে মক্কাবাসীদের অবস্থা জানার জন্য পাঠিয়ে দিলেন। কাফেলা ধীরে ধীরে চলতে থাকলো সামনে।

আসফান নামক স্থানে পৌঁছার পর গোয়েন্দা ফিরে এসে হুজুরকে মক্কার সব খবর জানালো। সে বললো, মক্কাবাসী বুঝে নিয়েছে মুসলমানরা যুদ্ধ করার জন্য আসছে। তাই মুকাবিলা করার জন্য বেশ বড় প্রস্তুতি নিচ্ছে তারা।

www.amarboi.org

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত সিদ্দিকে আকবার সহ বেশ কয়জন সাহাবার সাথে ব্যাপারটি নিয়ে পরামর্শ করলেন। সকলেই একমত হয়ে বললেন, "আমরা ইহরাম বেঁধে কুরবানীর জন্য উট সাথে নিয়ে ওমরা করার জন্য চলছি। যদি কেউ আমাদেরকে বাধা দেয় আমরা ইহরাম খুলে লড়বো। খানায়কাবা জিয়ারাত থেকে রুখবার অধিকার কারো নেই।

কাফেলা চলছে সম্মুখ পানে। মক্কার কাছাকাছি গিয়ে পৌছলে জানা গেলো, খালিদ বিন ওয়ালিদ একটা বাহিনী নিয়ে মুসলমানদেরকে বাধা দেবার জন্য কুররায়ে নাঈম স্থানে এসে পৌছছে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সোজা পথ ছেড়ে দিয়ে কিছু ডাইনে সরে ভিন্ন পথ ধরে কুররায়ে নাঈম গিয়ে পৌছলেন। মুসলিম বাহিনীর হঠাৎ ওখানে পৌছে যাওয়াতে খালিদ তার বাহিনী সহ সকলে হতভম্ব হয়ে গেলো। তারা ভয়ে উল্টা মক্কার দিকে ভেগে চলে গেলো।

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সদলবলে চলতে থাকলেন সামনে। এভাবে তারা মক্কার পাশে একটি ময়দানে পৌছে গেলেন। এ ময়দানেই জাহেল মুশরিকরা তাদের নিষ্পাপ কচি মেয়েদেরকে জিন্দা দাফন করতো। এরপর চলতে চলতে হুজুরের বাহিনী হোদাইবিয়া নামক স্থানে পৌছলেন। এখানেই হুজুর অবস্থান গ্রহণ করে তাঁবু খাটাবার হুকুম দিলেন।

নামাযের সময়। মুসলমানরা পানি খুঁজে একটি কুয়ার কাছে গেলেন। পানি বেশ কম। কয়েকজনের ওজুর পরই পানি শেষ। হুজুরের কাছে খবর গেলে তিনি দ্রুত একটি তীর বের করে হযরত বাররা বিন আযেবের হাতে দিলেন। বললেন তীরটিকে কুয়ায় ফেলে দাও। বাররা তাই করলেন। তীর পড়ার সাথে সাথে উথলিয়ে পানি উঠতে লাগলো কূয়ায়। মুসলমানরা তা দেখে অবাক হয়ে গেলো।

কুররায়ে নাঈমে অবস্থানের দ্বিতীয় দিন মক্কাবাসীর পক্ষ হতে বুদাইল বিন ওয়ারাকা হুজুরের কাছে এলো। জিজ্ঞেস করলো হুজুরকে, কি উদ্দেশ্যে তিনি এসেছেন। হুজুর বললেন, উটগুলোকে কি তুমি দেখছো না ? এদের গলায় কি কালাদা বা কুরবানীর চিহ্ন নেই। ইহরাম বেঁধে কুরবানীর উট সাথে নিয়ে আমরা ওমরা করতে এসেছি। তবে আমাদেরকে ওমরা করতে বাধা দিলে লড়াই অবধারিত। আর এর দায়-দায়িত্ব বর্তাবে বাধাদানকারীদের উপর। বুদাইল বুঝতে পারলো ব্যাপারটি। মক্কায় ফিরে এসে সব খুলে বললো কাফের নেতাদের। ওমরা পালনই উদ্দেশ্য এ ব্যাপারে নিশ্চিত হলো তারা।

কুরাইশের বুঝদার মানুষেরা ওমরার উদ্দেশ্যে হুজুরের আসাকে দোষের মনে করলো না। কিন্তু চরম বিদ্বেষীরা মুসলমানদেরকে ওমরা পালন করার জন্য আসতে দিতেও নারাজ।

www.amarboi.org

মক্কাবাসীরা ব্যাপারটিকে আরো পরিষ্কার করার জন্য আবার হুজুরের কাছে হোলাইস বিন আলকামাকে পাঠালো। সে ছিলো কেনানা গোত্রের বড় নেতা। মক্কার বাইরে এসে কুরবানীর উটের সারি দেখে রাস্তা হতেই ফিরে গেলো সে। বললো—

ঃ তোমাদের সন্দেহ অমূলক। হতেই পারে না। তারা ওমরা করার জন্যই এসেছে। অন্য কোনো উদ্দেশ্যে নয়।

ঃ তুমি মুসলমানদের সাথে দেখা করেছো ?—একজন জিজ্ঞেস করলো।

ঃ কি প্রয়োজন। উটের সারি ও গলায় কুরবানীর চিহ্ন হতেই সব বুঝা যায়।—উত্তরে সে বললো।

ঃ তুমি তো জঙ্গলী মানুষ। ওমরার উদ্দেশ্যে আসলেও আমরা তাদেরকে মক্কায় প্রবেশ করতে দিবো না।—ক্ষেপে উঠে আবু সুফিয়ান বললো।

হোলাইস একথা শুনে রেগে গেলো। বললো—

ঃ তোমরা যদি মুসলমানদেরকে ফিরিয়ে দাও তাহলে আমি আমার গোত্রকে সাথে নিয়ে তোমাদের সাথে লড়বো।

হোলাইসের একথায় আবু সুফিয়ান ভয় পেলো। সে প্রভাবশালী লোক তাকে ঠিক রাখার জন্য বললো—

ঃ তুমি ঠাট্টাও বুঝো না। তুমি যদি চাও আমাদের লাঞ্ছনা আরো হোক তাহলে মুসলমানদেরকে তুমি নিজে গিয়ে নিয়ে আসো। তোমার কারণে কেউ কোনো কথা বলবে না।

ঃ অবশ্যই আমি এটা চাই না। আমি কাউকে যেমন লাঞ্ছিত করতে চাই না, নিজেও তেমনি লাঞ্ছনা বরদাশত করি না।—হোলাইস বললো।

এভাবে আবু সুফিয়ান ও হোলাইসের মধ্যে একটা আপোষ হয়ে গেলো।

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কায় আগমনের উদ্দেশ্য বুঝিয়ে বলার জন্য হযরত খাররাশ বিন উম্মিয়া খাজায়ীকে তাগাল্লোব নামের উটটি দিয়ে কুরাইশদের কাছে পাঠালেন। অকুতভয়ে খাররাশ তাদের কাছে গেলেন। আবু সুফিয়ান সামনেই বসাছিলো। সেখানে তার কাছে ছিলো ইকরামা, খালিদ, ওমর ইবনুল আসসহ বড় বড় সব নেতা। খাররাশ উট হতে নেমে উচ্চৈস্বরে বললেন—

ঃ হে কুরাইশবাসীরা ! আমি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছ হতে দূত হিসাবে তোমাদের কাছে এসেছি। আমরা লড়াই করার জন্য আসিনি। শুধু কা'বা তাওয়াফের উদ্দেশ্যেই আমাদের আগমন। আমরা কুরবানী করবো। আবার ফিরে যাবো। হজ্জ ও ওমরা করায় বাধা দেয়ার অধিকার কারো নেই। এটা আরবের পুরাতন প্রচলিত রীতি। তাই আমাদের প্রত্যাশা, ওমরা পালনে আমাদেরকে বাধা দিবেন না।

www.amarboi.org

ঃ যদি আমরা ওমরা করতে না দেই----- ।—ইকরামা বললো।

কথা শেষ করতে না দিয়েই খাররাশ বলে উঠলো—

ঃ আমরা লড়বো। তোমাদের সকলকে হত্যা করে খানায় কা'বা যিয়ারাতের সৌভাগ্য অর্জন করবো।

মক্কাবাসীর জন্য এটা ছিলো একটা অবমানকর কথা। এমন কথা আজ পর্যন্ত কেউ বলতে পারেনি তাদের মুখের সামনে। খাররাশের এত স্পষ্ট কথায় তারা হতভম্ব। হযরত খাররাশ একা শত্রুদের ঘরে বসেই বললেন একথা।

ইকরামা জ্বলে উঠে তেড়ে বললো—

ঃ আমাদেরকে ভয় দেখাতে এসেছো তুমি। স্মরণ রেখো তোমার জীবন এখন আমাদের হাতে।

ঃ ভুল বলছো তুমি। জীবন মৃত্যু আল্লাহর হাতে। তার হুকুম ছাড়া কিছুই করতে পারবে না।

মুশরিকরা আল্লাহর নাম শুনে তেলে বেগুনে জ্বলে উঠলো। তাদের কয়েকজন এ সময় দাঁড়ালো। তাগলুব নামের উটটিকে যবেহ্ করে ফেললো। তারপর হযরত খাররাশের দিকে দৌড়ালো।

হযরত খাররাশও কোষমুক্ত করলেন তরবারি। উত্তেজিত হয়ে বললেন—

ঃ কুকুরেরা ! দূতের উপর আক্রমণ করছো ? যদি তোমাদের কোনো মর্যাদাবোধ না থাকে আর যুদ্ধের ময়দানকে শাণিত করতে চাও তাহলে আসো। যুদ্ধ করো। মনে রাখবে আমি যে গোত্রের দূত তারা যদি শুনে আমার সাথে তোমাদের এ আচরণ, ঘূর্ণিঝড়ের মতো তোমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। তোমাদের শেষ করে দেবে।

হযরত খাররাশের এ ত্যাজদীপ্ত কথা শুনে তারা ভয় পেলো। এখানে ছিলো হোলাইসও। সে বললো—

ঃ হে কুরাইশ বাসী ! এটা বড় অন্যায় কথা। কোনো দূতকে কখনো কেউ হত্যা করে না। দূতের সাথে ঝগড়া করো না। সাহস থাকে তো বাইরে গিয়ে মুসলমানদের সাথে লড়াই করো।

ঃ ঠিক আছে। আমরা দূতকে হত্যা করবো না। তুমি ফেরত যাও। গিয়ে বলো, আমরা কোনো মুসলমানকে মক্কায় প্রবেশ করতে দেবো না।

ঃ হযরত খাররাশ খাপে তরবারি ঢুকিয়ে পায়ে হেঁটে হুজুরের কাছে পৌঁছে সব খবর শুনালেন। হুজুর আবার পরামর্শের জন্য সকলকে নিয়ে বসলেন। আবারো মক্কাবাসীদের কাছে লোক পাঠিয়ে তাদেরকে বুঝিয়ে বলার সিদ্ধান্ত হলো। কে যাবেন এ প্রশ্নে হযরত ওমরের নাম এলো। পরে সবদিক আলোচনা করে হযরত ওসমানকে শেষ চেষ্টা হিসাবে পাঠানো হলো।

www.amarboi.org

মক্কা প্রবেশের পথেই ওসমানের সাথে তার বংশের প্রভাবশালী নেতা আবান ইবনে সাঈদের দেখা। তাকে নিরাপত্তার দায়িত্বশীল বানিয়ে তিনি ইকরামার ঘরে গেলেন। মুসলমানদের ভয়ে মক্কার লোকেরা প্রায় সম্মিলিতভাবে থাকতো। এ সময়েও ইকরামার ঘরে বেশ কয়জন প্রভাবশালী নেতা উপস্থিত ছিলো।

হযরত ওসমান সকলকে উদ্দেশ করে বললেন—

ঃ হে মক্কাবাসী ! এটা হজ্জের সময়। যুদ্ধের নয়। আমরা মুসলমানরাও এ সময়ের মর্যাদা দেই যেমন তোমরা দিয়ে থাকো। আমরা তোমরা সকলেই হযরত ইবরাহীমের বংশধর। তিনিই খানায়ে কা'বা তৈরি করেছেন। আল্লাহর হুকুমে তিনিই এ কাবাকে গোটা সৃষ্টির তাওয়াফের কেন্দ্র বানিয়েছেন। সকল আরবীয় গোত্র নিরাপদে নির্বিঘ্নে স্বাধীনভাবে এর যিয়ারাত করে। আমাদেরও এটা অধিকার। আমরা ওমরা করবো। করবো কুরবানী। এতে তোমরা বাধ সেধো না।

ঃ তোমার কথা ঠিক। প্রত্যেকের হজ্জ করার অধিকার আছে। কিন্তু মুসলমানদেরকে হজ্জ করতে দেবো না। তবে তুমি করতে পারো।—বললো ইকরামা।

ঃ না আমি একা হজ্জ করবো না।—বললেন ওসমান।

ঃ আচ্ছা ঠিক আছে। তোমাকে এখন নজরবন্দী করে রাখা হলো। দ্বিতীয় হুকুম না আসা পর্যন্ত তুমি মক্কা হতে বেরুতে পারবে না। এর বিরোধিতা করলে তোমাকে হত্যা করা হবে।—বললো ইকরামা।

ইকরামার কথার খেলাপ কোনো কথা বলার কারো সাহস ছিলো না। ওসমানকে আটকিয়ে রাখা হলো। কয়েকদিনের মধ্যে হযরত ওসমান ফিরে না যাওয়াতে মুসলমানরা মনে করলো ওসমানকে শহীদ করে ফেলা হয়েছে।

হুজুর খুব ব্যথিত হলেন। তিনি বললেন—

ঃ যদি ওসমানকে শহীদ করে দেয়া হয় তাহলে প্রতিশোধ গ্রহণের আগে ফেরত যাবো না ইনশাআল্লাহ।

সেই সময় তিনি একটি গাছের নীচে ছিলেন। ওখানে বসেই বাইয়াত নেয়া শুরু করলেন তিনি। এ বাইয়াতই ইতিহাসের বিখ্যাত বাইয়াতুর রেদওয়ান। কুরআনে এ বাইয়াতের উল্লেখ আছে।

বাইয়াত চলার মুহূর্তে হযরত ওসমান এসে উপস্থিত। তাকে দেখে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সহ সকলে মহাখুশী। বাইয়াতে তিনিও অংশগ্রহণ করেন। ওসমান সবিস্তারে সব খবর শুনালেন হুজুরকে।

মুসলমানরা বুঝতে পারলো, মক্কার কাফেররা যুদ্ধ ছাড়া তাদেরকে মক্কায় প্রবেশ করতে দেবে না। তারা যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে লাগলেন। এ সময় একদিন

www.amarboi.org

বনু ছাকিফ বংশের সরদার ওরওয়া বিন মাসউদ হুজুরের কাছে এলো। সময়টা ছিলো জোহরের নামাযের। সকলে অযু করছেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অযু করছেন। চারিদিকে মুসলমানরা তাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে। হুজুরের অযুর পানি মাটিতে পড়তে তারা দিচ্ছে না। সব পানি গায়ে মেখে নিচ্ছেন। ওরওয়া দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তা দেখলো। অবস্থা দেখে সে স্তম্ভিত।

নামায শেষে হুজুর ওরওয়ার সাথে কথা বললেন। ওরওয়ার আগমনের কারণ জিজ্ঞেস করলে সে বললো—

ঃ হে মুহাম্মদ ! আপনি জাতিটাকে দু' ভাগে করে দিয়েছেন। যে লেখাপড়া যানে না, নবী হয় কিভাবে ? এ নিয়ে দেশে এত ঝগড়া-ফাসাদ।

ঃ তোমরা মানো বা না মানো আমি নবী। এতে কোনো সন্দেহ নেই। ফেতনার কথা বলছো। আমি কখনো তোমাদের সাথে ঝগড়া করতে যাইনি। তোমরা নিজেরা যুদ্ধ করার জন্য বদরে এসেছো। মদীনায় এসেছো। এখন আমি হজ্জ করতে এসেছি তোমরা হজ্জ করতে দেবে না। এখন বলো, ফেতনা আমি সৃষ্টি করেছি না তোমরা ?

ঃ আপনি আমাদের মাবুদদেরকে মন্দ বলেন।

ঃ আমি মূর্তিপূজা করতে নিষেধ করি। তোমরা তার ইবাদাত করো যে নিজে কিছুই করতে পারে না। তারই ইবাদাত করা উচিত যিনি সৃষ্টি করেন, পালন করেন, যার হাতে মান-সম্মান। আল্লাহর বিদ্রোহী বান্দাদেরকে তার সামনে মাথানত করতে বলা, কোনো ধর্মের মাবুদকে গালমন্দ দেয়া বলা যায় না।

ওরয়া বেশ হাত নেড়ে নেড়ে কথা বলছিলো। সাহাবাদের কাছে এটা খুব খারাপ লাগছিলো। এভাবে হাত নেড়ে সে আবার বললো—

ঃ আপনি মক্কা আক্রমণে এসেছেন কেনো ?

ঃ আমি মক্কা আক্রমণে আসিনি। যুদ্ধ আমার উদ্দেশ্য নয়। শুধু কাবা শরীফ যিয়ারাত করতে এসেছি। তুমি দেখছো না আমরা ইহরামের সাজে সজ্জিত। আমাদের সাথে কুরবানীর উট। উটের গলায় কুরবানীর চিহ্ন ঝুলছে। ওরওয়াহ ! আমাদের সাথে ঝগড়া-ফাসাদে লিপ্ত হয়ো না। আমাদের হজ্জ পালন করতে দাও।

আবার হাত নেড়ে কথা বলা শুরু করলো ওরওয়াহ। এবার হাত এতবেশী নাড়ালো যে, তার হাত হুজুরের দাঁড়িতে গিয়ে ছুইলো। মুগরিা বিন শু'বা তা সহ্য করতে পারলো না খাপ থেকে তরবারি বের করে সামনে এসে দাঁড়ালেন তিনি। ওরওয়া মুসলমানদের অনুভূতি বুঝে তা আর করলো না।

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওরওয়াকে আবার বললেন—

www.amarboi.org

ঃ তুমি তোমার জাতির কাছে ফিরে যাও। আমার উদ্দেশ্যের কথা তাদেরকে বলো। আমাকে শুধু ওমরা আদায় করতে দিতে বলো। যদি তারা অন্যায়ভাবে নিজের মতে অটল থাকে তাহলে বাধ্য হয়ে আমাকে লড়াই করতে হবে।

ওরওয়া চলে গেলো। আগামীকাল সে এ ব্যাপারে খবর দিবে বলে চলে গেলো। রাসূলকে তাঁর অনুসরণকারীরা কি রকম সম্মান করে তা দেখে সে হতবাক। এর বেশ প্রভাব তার উপর পড়েছে। মক্কায় পৌঁছে সে বললো—

ঃ হে মক্কাবাসীরা ! তোমরা জানো দুনিয়ায় আমি অনেক জায়গায় গিয়েছি। অনেক রাজা বাদশাহর দরবার দেখেছি। হিরাকলের রোমে প্রবেশ করেছি। কেসরায়ে ইরানে গিয়েছি। কোনো জাতি তাদের নেতাকে এমন ভালোবাসে তা মুহাম্মদ ছাড়া আর কাউকে আমি দেখিনি। প্রতি মুহূর্তে তার সাথীরা তার প্রতি লক্ষ্য রাখে। মুহাম্মদের সাথে একটু বেসামাল কথা বা ব্যবহার তার সাথীদের কাছে অসহ্য।

অবশেষে কুরাইশবাসী পরামর্শ সভা ডেকে ভেবে-চিন্তে সন্ধি করাই স্থির করলো। তাই তারা সুহাইল বিন ওমরকে সন্ধির আলাপ করার জন্য সকল ক্ষমতা দিয়ে পাঠালো। হুজুর তাকে দেখেই বললেন, এবার তারা সন্ধি করবে।

সুহাইল এসে সন্ধির প্রস্তাব করলো। সন্ধির কথা বলে সে কিছু শর্ত পেশ করলো। হুজুর বললেন, তুমি যদি সন্ধির জন্য এসে থাকো তাহলে তোমার সব শর্ত মঞ্জুর। হযরত ওমরের সাথে কিছু বাকবিতণ্ডার পর নতি স্বীকার করে অবশেষে হুজুরের নির্দেশ মতো সুহাইল সন্ধির জন্য কিছু শর্ত পেশ করলো ঃ

(১) মুসলমানরা এ বছর ওমরা না করে—মক্কায় প্রবেশ না করে মদীনায় ফেরত যাবে।

(২) আগামী বছর এসে ওমরা আদায় করবে। কিন্তু একখানা তরবারি ছাড়া সাথে আর কোনো অস্ত্রশস্ত্র আনতে পারবে না।

(৩) এ সন্ধির মেয়াদ হবে দু' বছর। এ সময় কেউ কারো সাথে জীবন ও সম্পদ নিয়ে কোনো ঝগড়ায় লিপ্ত হতে পারবে না।

(৪) আরবের সব জাতি ও গোষ্ঠী স্বাধীনভাবে যার সাথে থাকতে চাইবে থাকতে পারবে। কোনো পক্ষই ওরা যার সাথে যাবে তার সাথে যুদ্ধ বাধাতে পারবে না।

(৫) উভয় পক্ষই স্বাধীনভাবে তাদের মিত্র বানাতে পারবে। এতে কেউ বাধ সাধতে পারবে না।

(৬) কুরাইশদের কেউ অনুমতি ছাড়া মদীনায় গেলে তাকে ফেরত দিতে হবে। আর যদি কোনো মুসলমান মক্কায় চলে যায় তাহলে মক্কাবাসী তাকে ফেরত দিতে বাধ্য থাকবে না।

www.amarboi.org

সুহাইল বললো ব্যাস্ এই আমার শর্ত। যদি আপনি এতে রাজী থাকেন, তাহলে এ শর্তগুলো লিখিয়ে নিয়ে দস্তখত করে দু' দলের কাছে দু'খানা কপি সংরক্ষণ করার ব্যবস্থা করুন। হুজুর সব শর্ত মেনে নিলেন।

সন্ধির ছয় নম্বর শর্ত নিয়ে ওমর সহ কিছু মর্যাদাবান সাহাবা কিছু আপত্তি তুললেন। কিন্তু এতে আল্লাহর কোনো ইঙ্গিত ও কুদরত আছে ভেবে অবশেষে তারাও মেনে নেন।

হযরত আলী রাদিয়াল্লাহ আনহু সন্ধিপত্র লিখার জন্য হুজুরের নির্দেশে তৈরি হলেন ঃ

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম

আল্লাহর নামে শুরু করছি। যিনি মেহেরবান ও রহমকারী। আল্লাহর নাম এর কথা শুনে সুহাইল আপত্তি জানালো। বললো, আমরা তো আল্লাহ রহমান রাহীম মানি না। এটা কেটে দাও। মাবুদদের নামে লিখো। আল্লাহর রাসূল আলীকে বললেন, ঠিক আছে লিখো 'বিইসমিকা আল্লাহুম্মা।'

এরপর আলী লিখতে লাগলেন, এ চুক্তিপত্র মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর এখানেও সুহাইল আপত্তি জানালো। বললো, আমরা তো আপনাকে রাসূল মানি না। লিখুন, লিখুন মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ। হুজুর বললেন, আলী ! তা-ই লিখো। রাসূলুল্লাহ কাটতে আলী রাজী হলেন না। হুজুর নিজ হাতে তা কেটে দিয়ে মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ লিখে দিলেন।

এভাবে গোটা সন্ধিপত্র লেখা হলো। সুহাইল বললো এবার ঠিক আছে। এর আর একটি হুবহু কপি করো। আলী এর আর একটি নকল লেখা শুরু করলেন—এ সময় এক যুবক বেহাল বেকারার অবস্থায় হুজুরের সামনে এসে উপস্থিত হলো। এ হলো সুহাইলেরই পুত্র আবু জানদাল। হাতে পায়ে আঘাতের চিহ্ন। পায়ে তখনো বেড়ী। রক্ত বেয়ে পড়ছে তার শরীর থেকে। বুঝা যাচ্ছে সে, বড় মাযলুম। বন্দী করে রাখা হয়েছিলো তাকে। হুজুরকে দেখে সে বললো—

ঃ হে আল্লাহর রাসূল ! আমি মুসলমান হয়ে গেছি। আমার এ অপরাধে আমার জাতি, আত্মীয়-স্বজন, আমার বাপ আমার সাথে এ নিষ্ঠুর আচরণ করেছে। আমি আল্লাহর নাম নেই কেনো এজন্য কোড়া মেরেছে আমাকে। পায়ে লোহার বেড়ি লাগিয়েছে। তপ্ত রৌদ্রে দাঁড় করিয়ে রেখেছে কেনো ইসলাম আমি ছাড়ি না। হে নবী পাষাণ মানুষের হাত থেকে আমাকে রক্ষা করুন।

রাগতস্বরে সুহাইল বলে উঠলো—

ঃ কখনো নয়। হে আমার অজ্ঞ সন্তান ! তোমাকে আমার কাছেই থাকতে হবে। যতদিন না তুমি ইসলাম ত্যাগ করবে। অথবা তোমার জীবন পাখী পিঞ্জির থেকে উড়ে না যাবে।

www.amarboi.org

বেদনাবিদূর দৃষ্টিতে তাকিয়ে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন—

ঃ হে আবু জানদাল সন্দিপত্র লিখার কারণে আমি অসহায়। তোমাকে কোনো সাহায্য আমি করতে পারছি না। তুমি তোমার পিতার কাছে ----।

হুজুরের কথা শেষ করার আগেই হযরত ওমর বলে উঠলেন—

ঃ হুজুর সন্ধিপত্র এখনো সই হয়নি। আবু জানদালের অবস্থা বলছে, তার উপর নির্মম নিপীড়ন চালানো হচ্ছে। তার জীবন শেষ করে দেবার জন্য তাদের হাতে তাকে ছেড়ে দেবেন না।

এরি মধ্যে চুক্তিপত্র সম্পাদন হলো। দুই পক্ষের সই হলো। এরপর হুজুর আবু জানদালকে বললো—

ঃ হে আবু জানদাল ! ধৈর্যের সাথে নির্যাতন সহ্য করো। তোমাদের নবীর উপর কথা দিয়ে কথা না রাখার অভিযোগ আসুক এটা নিশ্চয়ই তোমরা পসন্দ করবে না।

সুহাইল তার ছেলে আবু জানদালকে সাথে নিয়ে মক্কার দিকে রওনা হলো। একটু দূরে যাবার পরই সুহাইল আবু জানদালকে নেজার অগ্রভাগ দিয়ে আঘাত করতে লাগলো। এ দৃশ্য দেখে মুসলমানরা হতভম্ব হয়ে গেলো।

উচ্চৈস্বরে আবু জানদাল বলতে লাগলো—

ঃ হে আল্লাহ ! তুমি আমার পরীক্ষা নিচ্ছো। আমি ধৈর্যধারণ করবো। তুমি ধৈর্যধারণকারীদের সাথে আছো। এসব কথা শুনে সুহাইল আবার নেজা দিয়ে আঘাত হানলো ছেলের গায়ে। আবু জানদাল বললো, তুমি আমাকে মেরে ফেলো। আমি আল্লাহর নাম ছাড়বো না।

আবু জানদালের উপর যুলুম দেখে মুসলমানদের চোখ দিয়ে অঝোরে পানি ঝরতে লাগলো।

সুহাইলের এ নির্যাতন হযরত ওমর আর সহ্য করতে পারলেন না। তিনি হুজুরকে বললেন—

ঃ হে আল্লাহর নবী ! আপনি বরহক নবী নন ?

ঃ নিশ্চয়ই আমি নবী।

ঃ আমরা কি মুসলমান নই ?

ঃ নিশ্চয়ই আমরা মুসলমান।

ঃ মক্কাবাসীরা কি মুশরিক নয় ?

ঃ নিশ্চয়ই তারা মুশরিক ও কাফের।

ঃ তাহলে আমরা কেনো দ্বীনের ব্যাপারে এত লাঞ্ছনা ভোগ করবো।

ঃ কারণ এটাই আল্লাহর ইচ্ছা।

হযরত ওমর এবার চুপ হয়ে গেলেন। শোকের দৃষ্টিতে আবু জানদালের দিকে তাকিয়ে থাকলেন। এখনো সুহাইল আবু জানদালকে নেজা দিয়ে আঘাত করে চলছে। আর আবু জানদাল কোন রকমে উঠছে পড়ছে আর পথ চলছে।

www.amarboi.org

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "হে আল্লাহ তুমিই আবু জানদালকে সাহায্য করো।"

আবু জানদাল দৃষ্টির বাইরে চলে গেলো। এ সময় ইহ্‌রাম খোলার নির্দেশ দিলেন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। উটগুলো কুরবানী করে দেয়া হলো। আরো একদিন হোদাইবিয়ায় থাকার পর মুসলমানগণ মদীনায় চলে এলেন।

৭৬

হোদাইবিয়ার সন্ধি মক্কাবাসীদের সাথে হয়ে গেলো। সন্ধিচুক্তির কিছুশর্ত বিশেষ করে ছয় নম্বর শর্ত মুসলমানরা মেনেই নিতে পারছিলেন না। বাহ্যদৃষ্টিতে ব্যাপারটি ছিলো তাই। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সন্ধিচুক্তিতে রাজী হয়েছেন, এতে নিশ্চয়ই আল্লাহর কোনো কুদরাত নিহিত থাকতে পারে—এ সম্ভাবনায় বড় বড় সাহাবীগণ মেনে নিলেন সন্ধি। পরের ঘটনাবলী প্রমাণ করেছে তাই। সন্ধির অন্তর্নিহিত রহস্যও আল্লাহর কুদরাতে ভরা। তাই ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহু সহ কেউ কেউ তখন সন্ধি শর্ত মানতে দ্বিধা করার কারণে পরে লজ্জিত হয়েছেন আল্লাহর কাছে মাফও চেয়েছেন। মদীনায় ফেরার পথে কুরআন নাযিল করে আল্লাহ তা স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন দিবালোকের মতো।

মদীনায় পৌঁছার পর সন্ধি তাও আবার দশসালা সন্ধি চুক্তির কথা শুনে মদীনার মুসলমান খুশী। কারণ, দেশে নিরাপত্তার পরিবেশ সৃষ্টি হলে দীনের দাওয়াতি কাজ করতে সুবিধা। কিন্তু এ অবস্থা বেশীদিন বিরাজ করতে পারলো না। ইতিমধ্যেই হুজুর খবর পেলেন, খায়বারের ইয়াহুদীরা মদীনা আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছে।

মদীনা হতে বহিষ্কৃত হয়ে ইয়াহুদী গোষ্ঠী বনি কুরাইজা ও বনি নাজির খায়বার গিয়ে বসতিস্থাপন করেছিলো। তাদের মনে মুসলমানদের বিরুদ্ধে দাউ দাউ করে জ্বলছিলো প্রতিশোধের আগুন। হোদাইবিয়ার সন্ধির কথা শুনে মক্কার কাফেরদের তরফ থেকে নিরাশ হয়ে গিয়েছে তারা। তাই নিজেরাই তারা সব ইয়াহুদীদেরকে একত্র করে মদীনার মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার প্রস্তুতি নিলো।

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এসব খবর শুনে নিজেও প্রস্তুতি গ্রহণ করতে লাগলেন। এখন তো শুধু ইয়াহুদীরাই বাকী। মক্কার সাথে চুক্তি তো একটা হয়েছে।

মদীনা হতে খায়বার ছিলো দু'শ মাইল দূরে। মদীনার মুনাফিকরা ছিলো ইয়াহুদীদের গোপন বন্ধু। এরা মদীনার মুসলমানদের সব খবরাখবর ইয়াহুদীদেরকে পৌঁছে দিতো।

www.amarboi.org

মুসলমানদের যুদ্ধ প্রস্তুতির সময় একদিন এক ব্যক্তি হুজুরের কাছে এলো। হুজুর তার প্রতি জিজ্ঞাসুনেত্রে তাকালে সে বললো—

ঃ হে আল্লাহর রাসূল ! আমি আবুল বসির। মক্কার লোক। মুসলমান হয়েছি। মক্কাবাসী আমার উপর অনেক নির্যাতন করেছে। অসহ্য হয়ে আমি বেরিয়ে এসেছি। হুজুর আশ্রয় দিন আমাকে নতুবা আমাকে মেরে ফেলবে তারা।

বিবর্ণ হয়ে গেলো হুজুরের চেহারা। তিনি বললেন—

ঃ আবুল বসির ! মক্কার সাথে আমার সন্ধিচুক্তি হয়েছে। চুক্তি অনুযায়ী তোমাকে আশ্রয় দেবার আমার কোনো উপায় নেই। আমি ওয়াদা ভঙ্গ করতে পারবো না।

ঠিক এ সময়ই দু'জন আরবীয় লোক এসে হাজীর। তারা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললো—

ঃ আমরা মক্কার লোক। এ আবুল বসির মক্কা হতে পালিয়ে এসেছে। তাকে নেবার জন্য আমরা এসেছি। চুক্তিপত্র অনুযায়ী তাকে আমাদের হাতে সপর্দ করুন।

একথা শুনে আবুল বসির বললো—

ঃ হে আল্লাহর রাসূল, আশ্রয়ের জন্য আমি আপনার কাছে এসেছি। হায়েনাদের কাছে আমাকে ফেরত দেবেন না।

ঃ যাও। আল্লাহ তোমাকে কোনো পথ বের করে দেবেন।—হুজুর বললেন।

হুজুর বেদনাবিধুর হয়ে পড়লেন। বললেন, আমার অন্য কোনো উপায় নেই। তুমি তাদের সাথে ফেরত যাও। যতক্ষণ তাদেরকে দেখা গেলো ততক্ষণ হুজুর আবুল বসিরের দিকে তাকিয়ে রইলেন। মক্কার পথে তারা তিনজন জুল হুলাইফা নামক স্থানে এসে পৌছলো। ক্ষণিকের জন্য এখানে থামলো তারা। বসির সাথীদেরকে বললো—

বন্ধুরা তোমরা তো জানো, মক্কাবাসী আমাকে দেশদ্রোহী হিসাবে চিহ্নিত করে মেরে ফেলবে। আমাকে কি মানবীয় সহানুভূতির কারণে তোমরা মুক্ত করে দিতে পারো না ?

ঃ কোনো মুসলমানকে সহানুভূতি করার প্রশ্নই উঠে না। পারলে তো আমরা সকল মুসলমানকে হত্যা করে ফেলি। শুনো তোমার প্রতিটা অঙ্গ এক একটি করে কেটে আলাদা করা হবে। তুমি দেখলে না–যার জন্য এতো করলে সে নিজ হাতে তোমাকে আমাদের হাতে উঠিয়ে দিয়ে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়েছে তোমাকে। এখনো সময় আছে ইসলাম ছেড়ে দাও।

ঃ এটা সম্ভব হবে না বন্ধুরা। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তো চুক্তির কারণে আমার জন্য কিছু করতে পারলেন না। ওয়াদা ভঙ্গ হবে এই কারণে। তা না হলে দেখতে ----।—বললো বসির।

www.amarboi.org

কথায় কথায় একটি নতুন তরবারির ধার পরীক্ষা করার জন্য মক্কার দু'জনের একজন আবুল বসিরের হাতে একটি তরবারি তুলে দিলো। বললো—

ঃ দেখো না কেমন নিখুঁত ধার।

তরবারি হাতে পেয়েই আবুল বসির মুহূর্তের মধ্যে তাকে দু' টুকরো করে ফেললো। সাথের লোকটি অবস্থা বেগতিক দেখে দৌড়ে মদীনার দিকে ছুটলো। আবুল বসিরও পেছনে পেছনে। মক্কার দূত মদীনায় হুজুরের কাছে গিয়ে খবর বলতে লাগলো। এ সময় আবুল বসিরও খোলা তরবারি হাতে পৌঁছলো ওখানে। বললো, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওয়াদা অনুযায়ী আপনি আমাকে তাদের হাতে তুলে দিয়েছিলেন। কিন্তু আমার আল্লাহ আমাকে তাদের হাত থেকে মুক্ত করে দিয়েছেন। একথা বলে আবুল বসির হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিদায় নিয়ে চলে গেলো। দ্বিতীয় দূতটি মক্কায় গিয়ে এসব ঘটনা তাদেরকে শুনালো।

খায়বারের যুদ্ধের জন্য হুজুরের প্রস্তুতি শেষ। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাবা বিন আরফাতাকে মদীনার গভর্নর নিয়োগ করে স্বয়ং নিজে এক হাজার পাঁচ শত মুজাহিদ নিয়ে খায়বারের দিকে রওনা হলেন। গোটা বাহিনীতে দু' শত ছিলো আরোহী। বেশ শান-শওকাতে চলছে তারা। প্রতি ক্ষণে ক্ষণে সংবাদ খায়বারে গিয়ে পৌঁছছে ইয়াহুদীদের কাছে।

খায়বারে ইয়াহুদীদের বেশ কয়েকটি দুর্গ ছিলো। যুদ্ধ প্রস্তুতি হিসাবে এসব দুর্গ তারা মেরামাত করে নিয়েছে। প্রস্তুত করে নিয়েছে এক বিশাল বাহিনী। প্রথমতো ইয়াহুদীরাই মদীনা আক্রমণ করতে চেয়েছিলো। পরে ইসলামী বাহিনী আসার খবর শুনে তারা খায়বারে যাত্রাবিরতি করে ওখানেই মুকাবিলা করার জন্য তৈরি হলো।

একদিন সূর্যাস্তের সময় ইয়াহুদীরা মুসলিম বাহিনীকে আসতে দেখলো। ইসলামী পতাকা পত পত করে উড়ছে। আর সামনের দিকে এগিয়ে আসছে। সূর্য ডুবে গেছে। মুসলিম বাহিনী আর সামনে এগুলো না। তাঁবু গাড়লো। ইয়াহুদীরা তাদের চোখে মুসলিম বাহিনীকে দ্বিগুণ দেখতে লাগলো।

পরের দিন দু' পক্ষই সারি বেঁধে তৈরি হলো যুদ্ধের জন্য। যুদ্ধের দামামা বেজে উঠলো ইয়াহুদী শিবিরে। তাদের দু'জন যুদ্ধবাজ বাহাদুর মারহাব ও ইয়াসের ঘোড়া দৌড়িয়ে ময়দানে নামলো। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আলী ও জোবাইর ইবনুল আওয়ামকে মুকাবিলায় যাবার নির্দেশ দিলেন। দু'জনেই পৌঁছলেন মাঠে। মারহাব আলীর সাথে এগিয়ে এলো। উভয় পক্ষে গরম গরম বীরদর্পের বাকবিতণ্ডা হলো। অতপর উভয়ে যুদ্ধে নিমগ্ন হলেন। তুমুল যুদ্ধ। দীর্ঘক্ষণ যুদ্ধের পর এক পর্যায়ে আলীর তরবারির আঘাতে

www.amarboi.org

মারহাবের তরবারি ভেঙ্গে গেলো। ভয়ে মারহাব কাঁপতে লাগলো। হযরত আলী তাকে সহজে হত্যা করে ফেলতে পারতেন। মারলেন না। বললেন, ভয় নেই নিরস্ত্র শত্রুকে মেরে ফেলা বাহাদুরী নয়। নতুন তরবারি হাতে নাও। মারহাব সুযোগ পেয়ে তরবারি হাতে নিলো। আবার শুরু হলো যুদ্ধ। ভীষণ যুদ্ধ। অবশেষে হযরত আলীর হাতে মারহাবের ভবলীলা সাঙ্গ হলো।

যে সময় হযরত আলী ও মারহাবের যুদ্ধ চলছিলো, সে সময় হযরত জাবের ইয়াসেরের সঙ্গে লড়ছেন। ইয়াসেরও অভিজ্ঞ ও বাহাদুর যোদ্ধা। উভয়ের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ চলছে। উভয় উভয়কে আক্রমণ ও পাল্টা আক্রমণ করছে তীব্রভাবে। অবশেষে জুবাইরের তরবারির আঘাতে ইয়াসের নিহত হয়ে মাটিতে পড়ে গেলো। খালি ঘোড়া দৌড়ে যেতে লাগলো। কিন্তু জুবাইর পেছন থেকে ঘোড়ার গেলাম ধরে টেনে এর উপর চেপে বসলো।

ইয়াহুদীদের দুই নেতা নিহত হবার পর বড় উত্তেজিত হয়ে পড়লো তারা। সকলে একত্রে মুসলিম বাহিনীর দিকে এবার অগ্রসর হতে লাগলো। তাদের উত্তর দক্ষিণ ও মধ্য বাহিনী এগুতে লাগলো সামনের দিকে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও তাকবীর ধ্বনী দিয়ে ব্যাপকভাবে হামলা করার নির্দেশ দিলেন। মুসলমান বাহিনীর ডানপাশে হযরত ওমর বামপাশে হযরত আবু বকর ও মধ্যভাগে হযরত সাআদ বিন মাআজ সর্ববায়ে সিপাহসালার ছিলেন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে। তিন সিপাহসালার তাদের বাহিনী সামনে অগ্রসর করিয়ে দিলেন। মুসলমানদের সর্বমোট সংখ্যা ছিলো এক হাজার পাঁচ শত। আর ইয়াহুদীদের সংখ্যা ছিলো দশ হাজারের কাছাকাছি। ইয়াহুদীরা ছিলো লৌহবর্ম পরে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত। মুসলমানরা তাদের তুলনায় ছিলো না কিছুই। তাই ইয়াহুদীরা ভেবেছিলো মুসলমানদেরকে অল্প সময়ের মধ্যে পিষিয়ে দেবে।

ইয়াহুদী বাহিনী প্রথমেই হযরত আলী ও জোবায়েরকে ঘিরে ধরলো। চারিদিক থেকেই তাদের উপর তরবারির আঘাত বর্ষিত হতে শুরু হলো। দুই মুসলিম সেনানী, শের দেলও ইয়াহুদীদের উপর পড়লো ঝাঁপিয়ে। উভয়ের উন্মোক্ত তরবারি চিক চিক করে উঠে ইয়াহুদীদেরকে টুকরো টুকরো করে চললো। ইয়াহুদীদেরও তখন ভীষণ জোশ। কিন্তু যে-ই আলী ও জোবাইরের সামনে পড়ছে দেখতে না দেখতে সে খতম। মৃত্যুর আশ্রয়ে ঢলে পড়ছে সে।

জাতীয় শ্লোগান, তরবারির ঝনঝনানী আহতদের কাতরানো ধ্বনী যুদ্ধের ময়দানে করেছিলো এক বিভিষিকার সৃষ্টি। ময়দানের যুদ্ধ শৃংখলা বাকী রইলো না। যে দিকে পারলো ঢুকে পড়লো। মুসলমান ও ইয়াহুদীরা একে অপরের ব্যূহ ভেদ করে একাকার হয়ে গেলো। ডান দিকে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বাম

www.amarboi.org

দিকে সিদ্দিকে আকবার বড় বাহাদুরের মতো লড়ে যাচ্ছেন। যে দিকে ফিরছেন শত্রু সৈন্য সাবাড় করে যাচ্ছেন। ময়দানে রক্ত বইছে নদীর স্রোতের মতো। মৃত সৈনিকদের হাতিয়ার পড়ে রয়েছে এলোমেলো হয়ে।

ইয়াহুদী বাহিনী আর ময়দানে টিকতে পারছে না। পিছু হটতে শুরু করলো তারা। এ দেখে মুসলিম বাহিনীর হিম্মতও আরো বেড়ে গেলা। মুসলিম বাহিনীর আক্রমণের চোটে তারা ঘাবড়ে গিয়ে দুর্গের দিকে পালাতে শুরু করলো। অবস্থা এমন দেখে হযরত আলী ও জুবাইর সহ সকলে পিছন থেকে দৌড়িয়ে দৌড়িয়ে হত্যা করছেন আর মাটিতে ফেলছেন লাশ। দুর্গের দরযার প্রস্থ ছিলো ছোট। আর ইয়াহুদী সংখ্যা ছিলো অনেক বেশী। কার আগে কে জীবন বাঁচিয়ে দুর্গে প্রবেশ করবে, সে নিয়ে চললো আর এক যুদ্ধ। কিছু লোক দুর্গের প্রাচীরের উপর দাঁড়িয়ে মুসলিম বাহিনীর প্রতি পাথর মারা শুরু করেছে। তাই তারা একটু দূরে দাঁড়িয়ে গেলো।

এ সুযোগে সমস্ত ইয়াহুদী বাহিনী গেট পার হয়ে দুর্গে প্রবেশ করে দরযা বন্ধ করে দিলো।

সন্ধ্যা হয়ে গেছে। তাই সাথে সাথেই মুসলমানরা দুর্গ অবরোধ করলেন না।

৭৭

খায়বারের ইয়াহুদীরা মুসলমানদের খুবই তুচ্ছজ্ঞান করেছিলো। দশ হাজারের বাহিনীর কাছে মুসলমানদের দেড় হাজার সৈন্য এ তেমন কি আর। ওদিকে অস্ত্রের সম্ভারও তাদের কম ছিলো না। কিন্তু যুদ্ধের ময়দানে নেমে তাদের চোখ খুলে গেলো। পরাজিত হলো শোচনীয়ভাবে। তাদের লাশের উপর দিয়ে দৌড়ে তারা দুর্গে আশ্রয় নিলো।

ইয়াহুদীদের দুর্গ ছিলো ছয়টি। এক নাজারা, দুই শক্‌ক, তিন কামুস, চার হলো নায়েম, পাঁচ ওয়াতিহ, ছয় সায়াব। এসব দুর্গ কাছাকাছি ছিলো। ছয় নম্বর দুর্গ সায়াব ছিলো মধ্যভাগে। এখান থেকে সব দুর্গে সাহায্য পৌঁছানো হতো। আর তিন নম্বর দুর্গ কামুস ছিলো খুবই মযবুত। এ দুর্গ দখল করা ছিলো খুবই কঠিন।

সারারাত মুসলমানরা নিশ্চিন্তে ঘুমিয়েছে। সকালে উঠে নাজারা নামক দুর্গের দিকে চললো তারা। এদেরকে আসতে দেখে ইয়াহুদীরা ভয়ে পালাতে শুরু করলো। কামুস নামক দুর্গে গিয়ে আশ্রয় নিলো। মুসলমানরা নাজারা দুর্গ দখল করে ফেললেন। দুর্গ মালপত্রে ভরা ছিলো। শরাবের ভাণ্ড ভর্তি ছিলো। হুজুর হুঁশিয়ার করে দিলেন, সাবধান কেউ শারাব স্পর্শ করবে না। মুসলমানদের জন্য তা হারাম হয়ে গেছে।

www.amarboi.org

যারা শরাব খাবে তাদেরকে আশি দুররা মারতে হবে। মুসলমানদের রসদের প্রয়োজন ছিলো। আল্লাহ তাদেরকে নাজারা থেকে অনেক রসদ যোগাড় করে দিলেন।

এবার তারা শক্‌ক দুর্গের দিকে আক্রমণ রচনা করলো। এর ইয়াহুদীরা দুর্গ হতে পালাতে শুরু করলো। উদ্ভ্রান্তের মতো তারা কামুস দুর্গে গিয়ে প্রবেশ করলো। এ দুটি দুর্গ বিনা যুদ্ধে দখল হয়ে গেলো। ইয়াহুদীরা দুর্গে অবস্থান নিয়ে মুকাবিলা করার সাহস হারিয়ে ফেললো।

তারা চেয়েছিলো মদীনার উপর হামলা করে মুসলমানদেরকে বহিষ্কৃত করতে। যেভাবে তারা বহিষ্কৃত হয়েছিলো ওখান থেকে। কিন্তু মুসলমানরা তাদের উপর হামলা করলে প্রথম হামলাই তারা কুপোকাত হয়ে গেলো। দুর্গের পর দুর্গ ছেড়ে দিয়ে তারা পালাচ্ছে। দুই দুর্গ দখল করে শক্‌ক নামক দুর্গে পৌছতে পৌছতে সন্ধ্যা নেমো এলো। তাই মুসলমানরা এখানে রাত যাপন করলো। দ্বিতীয় দিন ভোরে কামুস নামক দুর্গের দিকে রওনা দিলেন মুসলিম বাহিনী।

এ দুর্গটি বিজয় করা আগের দু'টি দুর্গ হতে ছিলো কঠিন। বাছাইকৃত ও পরীক্ষিত নেতারা ছিলো এতে। কেনানা বিন রবি ছিলো এর বড় নেতা। সে দুর্গের চারিদিকে প্রাচীরের উপর সেপাহী উঠিয়ে দিলো। দুর্গটি ছিলো খুবই মযবুত। মুসলমানরা এর অবস্থান ও মযবুতি দেখে বিস্মিত হলো। কিন্তু এদিন এর উপর কোনো আক্রমণ রচনা করলো না। সব দেখে আক্রমণের কৌশল চিন্তা করতে লাগলেন তারা।

হযরত সিদ্দিকে আকবার, ওমর, ওসমান, বেলাল, সায়াদ বিন মাআজ ঘোড়ায় আরোহণ করে দুর্গের চারদিকে ঘুরলেন। কিন্তু দুর্গের উপর আক্রমণ করার কোনো পথ দেখতে পেলেন না।

পরের দিন সশস্ত্র হয়ে মুসলিম বাহিনী ময়দানে নামলো। এগুতে শুরু করলো সামনে। বিপক্ষ দলের তরফ থেকে কোনো বাধা আসছে না। কারণ, দুর্বোধ্য ঠেকলো মুসলিম বাহিনীর কাছে। কিন্তু প্রাচীরের একেবারে কাছে পৌছে যাবার পর তীর ও পাথর নিক্ষেপ শুরু হলো অবিরাম গতিতে বৃষ্টির মতো মুসলিম বাহিনীর প্রতি। কিছু লোক আহত হলো। মুসলিম বাহিনী জানবাজী রেখে এগিয়ে যেতে থাকলেন। ঢাল দিয়ে পাথর ও তীর ফিরাতে চেষ্টা করছে। পতাকা ছিলো হযরত ওমরের হাতে। অবস্থা বেগতিক দেখে তার আবেগ বেড়ে গেলো। সামনে বাড়তে লাগলেন তিনি। তাকে বাড়তে দেখে মুজাহিদ বাহিনী আগে অগ্রসর হতে লাগলো। বৃষ্টির মতো ইহুদীরা বর্ষণ করে চলছে তীর ও পাথর। এখনো তারা তীর পাথর ফিরাতে ফিরাতে সামনে

www.amarboi.org

প্রাচীরের প্রায় কাছে পৌঁছে গেছে। মুসলিম বাহিনী এবার নেজা আর কোদাল দিয়ে প্রাচীর ভাঙ্গতে শুরু করলো। কিন্তু ভাঙ্গাটাও কোনো সহজ কাজ ছিলো না। এভাবে সন্ধ্যা হয়ে গেলো। ফিরে এলো তারা।

পরেরদিন সকালে আবু বকরের হাতে পতাকা দেয়া হলো। তিনি জানবাজ মুসলমানদের এক বাহিনী নিয়ে সম্মুখে অগ্রসর হলেন। আজও গোটা দিন কেটে গেলো। বিকাল বেলায় প্রাচীরের নীচে পৌঁছলো তারা। সদর দরযা ভাঙ্গার জন্য আজও চেষ্টা চললো। সফল হতে পারলো না। দিনের শেষে আজও মুসলমানরা ফিরে এলো তাঁবুতে। কিছু মুসলমান আজও হয়েছে আহত।

তৃতীয় দিন আবার মুসলমান সশস্ত্র হয়ে ময়দানে এলো। আজ ঝাণ্ডা হযরত ওসমানের হাতে। তিনি উৎসাহ-উদ্দীপনা নিয়ে আগে অগ্রসর হলেন। বিকালের সময় প্রাচীরের নীচে পৌঁছে গেলেন। তিনি ও তার সাথীরা প্রাচীর ভাঙ্গতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু শত চেষ্টার পর একটি পাথরও ভাঙ্গতে পারলেন না। নিরাশ হয়ে সন্ধ্যায় দুর্গে ফেরত এলেন এরাও।

এভাবে একের পর এক বেশ কয়েকজন নেতা দুর্গের উপর হামলা চালিয়ে দুর্গের কাছে পৌঁছে প্রাচীর আর দুর্গ ভাঙ্গার চেষ্টা করলো। কেউ সফল হলো না।

সর্বশেষ হুজুর এক রাতে ঘোষণা দিলেন—আগামীকাল এমন এক লোকের হাতে পতাকা দেবো যে আল্লাহর রহমতে খায়বারের বিখ্যাত দুর্গ কামুস ভেঙ্গে বিজয় লাভ করবে ইনশাআল্লাহ। সকলে পরের দিন সৌভাগ্যবান ব্যক্তির মুখ দেখার আশায় উদগ্রীব।

ভোরে নামায আদায় করার পর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বেরিয়ে এলেন। তিনি তখন আলী কোথায় জিজ্ঞেস করলেন। আলীকে খুঁজে আনা হলো। তিনি তখন চোখের রোগে ভুগছিলেন। হুজুর দোয়া করলেন। সুস্থ হয়ে গেলেন তিনি। যুদ্ধ প্রস্তুতির নির্দেশ দিয়ে আজ ইসলামের ঝাণ্ডা উঠিয়ে দিলেন আলীর হাতে। তিনি বললেন, "আলী ! আল্লাহর নাম নিয়ে সম্মুখে এগিয়ে যাও। কামুস দুর্গের দরযা ভেঙ্গে দূরে নিক্ষেপ করে ফেলে দাও।"

ইসলামের পতাকা হাতে নিয়ে হযরত আলী 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনী দিয়ে সামনে এগুলেন। দুর্গের কাছাকাছি পৌঁছে তিনি মুজাহিদদের উদ্দেশ্যে বললেন—"হে শাহাদাতের মৃত্যু কামনাকারীরা ! হে আল্লাহর সাথে মিলনের প্রত্যাশীরা ! ডর-ভয় ছাড়া সামনে বাড়তে থাকো। শহীদ হয়ে জান্নাতে প্রবেশের প্রত্যাশী আমরা। আর জান্নাতের দিকে তলোয়ারের ছায়ার নীচে দিয়ে অতিক্রম করে পথ চলতে হয়।"

হযরত আলীর এ সংক্ষিপ্ত ভাষণে মুসলিম বাহিনী আবেগে উদ্বেলিত হয়ে উঠলেন। দুর্গ হতে নিক্ষেপিত তীর আর পাথর উপেক্ষা করে তারা সামনে

www.amarboi.org

চলতে থাকলো। ইয়াহুদীরাও বর্ষণের কাজ চালিয়ে যেতেই থাকলো। দুর্গে পরিকল্পিতভাবে এমন শোরগোল হৈ-হাঙ্গামা শুরু করলো তারা যাতে কানের ফেটে যাবার উপক্রম। কিন্তু মুসলমানরা এদিকে কর্ণপাত করলেন না। এগিয়েই যেতে থাকলেন সামনে।

মুসলমানরা বরাবরই এগিয়ে চলছেন দেখে বিচলিত হয়ে উঠলো ইহুদীরা। মুসলমানদেরকে বাধা দেবার জন্য মরিয়া হয়ে তীর ও পাথর নিক্ষেপ করে বাধা দিতে থাকলো। সকলের আগে আগে শেরে খোদা আলী হাতে পতাকা উঠিয়ে শান-শওকতের সাথে বাহিনী নিয়ে আগে বাড়ছেন। এভাবে তিনি প্রাচীরের কাছে পৌছে গেলেন।

হযরত আলী ফটকের কাছে গেলেন। দরযার প্রতি লক্ষ্য করলেন। খুবই মযবুত ফটক। সকলকে ফটকের কাছ থেকে সরে যেতে বললেন। এবার তিনি ফটকের মোটা মোটা লৌহ শলাকা মুষ্টিবদ্ধ করে ধরলেন। হাঁটুর উপর ভর দিয়ে বসে তিনি এগুলোর মূল উপড়িয়ে অনেক দূরে ফেলে দিলেন। সকলে বিস্ময়ে বিস্ফারিত নেত্রে তাকিয়ে রয়েছে তাঁর দিকে। হযরত আলী জোরে ধ্বনী দিয়ে উঠলেন 'আল্লাহু আকবার'। সমস্ত প্রাচীর কেঁপে উঠলো।

দুর্গের মুখ খোলা মুসলমানরা ঢুকে গেলেন ভিতরে। ইয়াহুদীরা ছুটতে লাগলো প্রাচীর থেকে পেছনের দিকে। প্রাচীরের উপরের ইয়াহুদীরা গেলো নীচে নেমে। চললো তুমুল যুদ্ধ। তরবারির আঘাতে আঘাতে মুসলিম বাহিনী ইয়াহুদী গোষ্ঠীকে প্রায় শেষ করে ফেললো। আলী রাদিয়াল্লাহ আনহুর তরবারির চমকের ভয়ে পালাতে লাগলো তারা।

কিনানা বিন রবি হলো কামুস কিল্লার সরদার। সে ও তার অস্পরা সুন্দরী স্ত্রী সফিয়া গান গেয়ে গেয়ে উদ্দীপনা যুগিয়ে যাচ্ছিলো ইহুদী বাহিনীকে। কিন্তু ভাঙ্গা মন জোড়া লাগাতে পারলো না। অবশেষে কিনানা ও পরী বিবি সফিয়া ভেগে গেলো ময়দান থেকে। আত্মসমর্পণ করলো ইয়াহুদী জাতি।

ইয়াহুদীদের নারী পুরুষ, বাচ্চা সব গ্রেফতার করা হলো। এ সময় অনেকে গোপনে আপনজন নিয়ে কিল্লা হতে পালিয়ে গেলো। সরদার স্ত্রী সফিয়াও হলো গ্রেফতার।

পরেরদিন সায়াব জায়েম ও ওয়াতিহ দুর্গের ইয়াহুদীরা আত্মসমর্পণ করলো। তারা তাদের বাগান ও কৃষি খামারের অর্ধেক ফসলের বিনিময়ে সন্ধি প্রস্তাব করলো হুজুরের কাছে। হুজুর মনজুর করলেন তা। কামুস দুর্গের গনিমাতের মাল মুসলমানদের মধ্যে ভাগ হয়ে গেলো। কেনানার স্ত্রী সফিয়া দাহইয়া কলবীর ভাগে পড়ে। যেহেতু সফিয়া এক গায়ক হুয়াই বিন আখতাবের কন্যা তাই তাকে দাহইয়া কালবীকে দেয়া ঠিক হবে না। হুজুর সাল্লাল্লাহু

www.amarboi.org

আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঠিক মনে করে দাইয়াকে তার পসন্দ মতো অন্য দাসী দিয়ে সফিয়াকে ফিরিয়ে এনে স্বাধীন করে দেন। তাকে বলে দিলেন তুমি স্বাধীন। যেখানে খুশী যেতে পারো। সে বললো, হে আল্লাহর রাসূল ! আমাকে মুসলমান করুন। তিনি মুসলমান হলেন। তার ইচ্ছায় হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বিয়ে করেন। মদিনায় ফিরার পরদিন সকালে আল্লাহর রাসূল সফিয়ার চেহারায় একটি দাগ দেখতে পান। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কারণ জানতে চাইলে সফিয়া বলেন, হে আল্লাহর রাসূল ! আপনার খায়বারে যাবার দিন আমি স্বপ্নে দেখেছিলাম, আকাশ থেকে চাঁদ আমার কোলে এসে পড়েছে। আমার স্বামীর কাছে সকালে এ স্বপ্নের কথা বললে তিনি আমাকে কষে একটি চড় দিয়ে বললেন, "তুমি কি মদীনার বাদশাহকে পেতে চাও।" এটি সেই দাগ।

এ রাতেই সালাম বিন মুশফিক নামক ইয়াহুদী হুজুরের কাছে এলো। তাঁকে তিনি দাওয়াত দিলেন। হুজুর বাশার বিন আলবাররাকে নিয়ে তার ঘরে খেতে গেলেন। ইয়াহুদীদের মনে রাসূল সম্পর্কে ছিলো জাত শত্রুতা। তার অনিষ্ট করাই ছিলো এদের মূল উদ্দেশ্য। তাদের সম্পর্কে হুজুর অবহিত থাকার পরও শারাফাতের পরিচয় দিয়ে তিনি তার দাওয়াতে যান। হুজুরের উদ্দেশ্য ছিলো ওদের সাথে সম্পর্ক ভালো করে দীনের দাওয়াত দেয়া। সফিয়া তাঁকে ওখানে যেতে নিষেধ করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন দুনিয়ায় একটি ইয়াহুদী বেঁচে থাকা পর্যন্ত তারা আপনার বিরোধিতা করবে।

তিনি বাশারকে সাথে নিয়ে সালামের বাড়ীতে গেলেন। খাবার আনা হলো। হুজুর এক লুকমা খাবার মুখে দিয়ে বুঝে গেলেন। থুক্ মেরে খাবার তিনি মুখ থেকে ফেলে দিলেন। বাশারকে তিনি বললেন, খেয়ো না থুক মেরে ফেলে দাও। এর মধ্যে বিষ আছে। এর মধ্যে বাশার রাদিয়াল্লাহু আনহু খাবার গিলে ফেলেছেন। বাশার শহীদ হয়ে গেলেন।

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সালামের দিকে তাকালেন। ভয় পেয়ে গেলো সে। তার স্ত্রী জয়নাব করে থাকতে পারে এ কাজ।

হুজুর বললেন, "ডাকো তোমার স্ত্রী জয়নাব কে।"

জয়নাবকে হাজির করা হলো। স্বীকার করলো সে খাবারের মধ্যে বিষ মিশানো হয়েছিলো। বাশারের লাশ ও জয়নাবকে মুসলিম বাহিনীর তাঁবুতে নিয়ে আসা হলো। ইসলামী আইনানুযায়ী জয়নাবকে বাশার রাদিয়াল্লাহু আনহুর উত্তরাধীকারদের হাতে সপর্দ করা হলো। সে বুঝলো আইন অনুযায়ী তাকে হত্যা করা হবে। তখন সে আবেদন জানালো–আমাকে হত্যা করার আগে

www.amarboi.org

মুসলমান করে নাও। তাকে মুসলমান করা হলো। বাশার রাদিয়াল্লাহুর উত্তরাধীকাররা তাকে মুসলমান হবার পর হত্যা করলো না। জয়নাব মুসলমানদের এ ক্ষমায় হয়রান হয়ে গেলেন। অন্যান্য ইয়াহুদীরাও এ মহিলার প্রতি মুসলমানদের করুণা ও হৃদ্যতা দেখে মুগ্ধ হয়ে মুসলিম হয়ে গেলো।

৭৮

মুসলমানরা যখন খায়বারে সামরিক অভিযান চালাচ্ছিলেন, তখন গোটা আরব এ যুদ্ধের ফলাফলের দিকে তাকিয়েছিলো। খায়বারের ইয়াহুদীরা সম্পদশালী এবং সংখ্যায়ও ছিলো অনেক। তাদের দুর্গ ছিলো দুর্ভেদ্য ও মযুবত। যুদ্ধ সরঞ্জামও ছিলো যথেষ্ট। সেনাবাহিনীও ছিলো সুশিক্ষিত ও দক্ষ।

মদীনার মুনাফিক ও আরবের মুশকিরদের ধারণা ছিলো খায়বারে ইয়াহুদীরা মুসলমানদেরকে পরাস্ত করে দিবে। মদীনা ও মদীনার আশেপাশে যেসব দুর্গ তারা দখল করেছিলো তা পুনরুদ্ধার করবে। মুসলমানরা হয় আবার ইয়াহুদী ধর্মে ফিরে যাবে। অথবা ওদেরকে মদীনা হতে বহিষ্কার করে দেবে।

ঐ যুগে খবরাখবর আদান-প্রদানের ত্বরিত কোনো ব্যবস্থা ছিলো না। খায়বারের মুসলমানদের বিজয়ের খবরও দেরীতে পৌছলো। বিস্মিত হয়ে সকলে এ খবর শুনলো।

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খায়বার থেকে বেশী দূরে যাননি। মুসলমানদের একটি কাফেলা হাবশা হতে এসে উপস্থিত। মক্কা ও খায়বারের দিকে রওনা হবার আগে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওমর বিন উম্মিয়াকে একটি চিঠি দিয়ে হাবশার বাদশাহ নাজ্জাশীর কাছে পাঠিয়েছিলেন।

মক্কার মুশরিকদের অত্যাচারে যেসব মুসলমান হাবশা হিজরাত করতে বাধ্য হয়েছিলেন হুজুরের চিঠি পেয়ে নাজ্জাশী বাদশাহ ওমর বিন উম্মিয়ার সাথে সেসব মুসলমানকে ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছেন। এদের মধ্যে ছিলেন জাফর তাইয়ার বিন আবু তালিব, তার স্ত্রী আসমা সহ অনেকে। তাদেরকে পেয়ে হুজুর খুশীতে আপ্লুত। সমাচার আদান প্রদানের পর ওমর বিন উম্মিয়া একটি যুবককে হুজুরের সামনে হাজির করলেন। ছেলেটি হুজুরকে বিনয়ের সাথে সালাম দিলেন।

হুজুর জিজ্ঞেস করলেন, এ-কে ?

এ হলো হাবশার বাদশাহ আসহালের ছেলে আরহা। হুজুরের সাথে সাক্ষাত করতে এসেছেন। এর পিতা মুসলমান হয়ে গেছেন। আর তিনি হুজুরকে একখানা চিঠি লিখেছেন।

খুশী হলেন হুজুর। ছেলের জন্য দোয়া করলেন। আবু বকর সিদ্দিককে পড়তে দিলেন চিঠিখানা।

www.amarboi.org

"হাবশার বাদশাহ্ নাজ্জাশীর তরফ থেকে এ চিঠি প্রেরিত। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর রাসূল পাবেন এ চিঠি। হে আল্লাহর নবী ! আপনার উপর আল্লাহর রহমত ও সালামাত বর্ষিত হোক। আমি বিশ্বাস করি, আল্লাহ্ ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই। আর আপনি তাঁর রাসূল। আপনার পয়গাম আমার কাছে এসে পৌঁছেছে। হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম সম্পর্কে আপনি যা লিখেছেন এটাই ঠিক। এতে এক কণাও কমবেশী নেই। ঈসায়ী ধর্মাবলম্বীরা ভুলে ও ধোঁকায় আছে। তারা ঈসা আলাইহিস সালামকে খোদার বেটা বলছে। আমরাও আগে এই বিশ্বাস করতাম। ভুল ধারণা। আল্লাহ্ আমাদেরকে মাফ করুন। প্রকৃতপক্ষে ঈসা আলাইহি সালাম আল্লাহর বান্দা ও তার রাসূল।

আমি আপনার ফরমান অনুযায়ী ইসলাম গ্রহণ করেছি। আপনার চাচাতো ভাই হযরত জাফরের হাতে বাইয়াত গ্রহণ করেছি। আমার দুঃখ আমি মুসলমানদের খেদমত করতে পারিনি। হায় যদি আমি আরো আগে ইসলাম গ্রহণ করতাম। আমি আজীবন হুজুরের খাদেম হিসাবে কাজ করবো। আমার ভক্তি, শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার প্রতীক হিসাবে আমি আমার ছেলে আরহাকে আপনার কাছে পাঠালাম। হুজুর নির্দেশ দিলে আমিও দরবারে রিসালাতে চলে আসবো। আপনার উপর আমার হাজারো সালাম।"

এ ঘটনায় সকল মুসলমান আত্মহারা। শাহ্জাদা আরহাও মুসলমানদের আবেগ অনুভূতি ও নিখুঁত ভালোবাসা দেখে আনন্দিত। খায়বারের বিজয়ের পর অন্যান্য ইয়াহুদীরা শংকিত হয়ে পড়েছে। তাদের অবস্থানের উপর মুসলমানরা আক্রমণ করবে বলে তাদের আশংকা। তাই তারা নিজ থেকেই সন্ধির প্রস্তাব পেশ করলো।

খায়বারের কাছাকাছি একটি জায়গা। এর নাম ফিদাক। খুব উর্বর ভূমি। আঙ্গুর ও খেজুর সহ অন্যান্য ফল ফলারী প্রচুর উৎপন্ন হয় এখানে। এখানে ইয়াহুদীদের বাস। খায়বার থেকে ফিরে আসার সময় ফিদাকের কাছে পৌঁছলে ওখানকার ইয়াহুদীরা আত্মসমর্পণ করে হুজুরের কাছে নিবেদন করলো, আমাদের জীবন ও সম্পদ এবং পরিবার-পরিজনের জন্য আপনার কাছে নিরাপত্তা চাই। ধন-সম্পদ যা খুশী আমাদের থেকে আপনি তা-ই গ্রহণ করুন।

এ ফিদাকবাসীরা খায়বারের যুদ্ধে ইয়াহুদীদেরকে সাহায্য যুগিয়েছিলো। তাই তারা মুসলমানদের প্রতিশোধ আক্রমণের আশংকায় ছিলো। আর সে সময় কোনো দিক থেকে সাহায্য পাবার প্রত্যাশা তাদের ছিলো না। মুসলমানদের মুকাবিলা করারও কোনো শক্তি ছিলো না তাদের। তাই সন্ধি ছাড়া তাদের কোনো গত্যন্তর ছিলো না। সাধারণ মুসলমানরা এ সন্ধিতে একমত ছিলো

www.amarboi.org

না। কিন্তু হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাল সামান ইত্যাদির বিনিময়ে সন্ধির দরখাস্ত মঞ্জুর করলেন। তাদেরকে নিরাপত্তা দিয়ে দিলেন।

ফিদাক কোনো আক্রমণ বা যুদ্ধ ছাড়াই জয় হয়েছে। তাই এ সম্পদ আল্লাহর রাসূলের বলে গণ্য হয়েছিলো। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু ফিদাকের বাগানের আয় রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা দিতে শুরু করলেন। রাসূল ইন্তিকালের পর হযরত ফাতেমা, আলী রাদিয়াল্লাহু এ বাগানের আমদানী ভোগ করতেন।

ফিদাক হতে রওনা হয়ে মুসলিম বাহিনী ওয়াদিউল কোররায় পৌঁছলেন। এখানেও ইয়াহুদী বসতি ছিলো। এরা দুর্গ বন্ধ করে দিলে মুসলমানরা লড়াই করতে প্রস্তুত হয়ে গেলো। এখানেও যুদ্ধ হলো। কিন্তু এখানেও মুসলমানদের সাথে এঁটে উঠতে পারলো না তারা। দুপুরের আগে আগেই দুর্গ দখল হয়ে গেলো। ইয়াহুদীরা অবশেষে উৎপাদনের অর্ধেক ভাগ দিয়ে সন্ধির প্রস্তাব করলো। দুর্গ জয় করার পর আর সন্ধির প্রস্তাব হতে পারে না। তারপরও হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সন্ধিতে রাজী হয়ে গেলেন। দুর্গ ওদেরকে দিয়ে দেয়া হলো আবার।

ওয়াদিউল কোররা পার হয়ে মুসলিম বাহিনী এবার তায়মা নামক স্থানে এসে পৌছলেন। এখানেও ছিলো ইয়াহুদী বসতি। এখানে তারা ওয়াদিউল কোররার মতো শর্তে সন্ধি করে নিলো।

এরপর অত্যন্ত শান-শওকতের সাথে মুসলিম বাহিনী মদীনায় গিয়ে পৌছলেন। মুসলমানরা মহাখুশী। কিন্তু মুনাফিক ও মুশরিকরা দুঃখিত, মর্মাহত। তারা ভাবতেও পারেনি এমন শোচনীয় পরাজয় হবে ইয়াহুদীদের। বিশেষ করে এত গনিমাতের মাল মুসলমানরা পেলো, বেশ সচ্ছল হয়ে গেলো তারা। মুসলমানরা বেশ কয়টি দুর্গ দখল করেছেন। শত শত বর্গমাইল ফসলের জায়গা লাভ করেছেন তারা।

খায়বারের যুদ্ধ হতে রাসূলুল্লাহ ফিরেছেন মাত্র কয়েকদিন হলো। এ সময়ই হারিস তার সঙ্গী-সাথী সহ মদীনায় পৌছলেন। মসজিদে নববীর কাছেই হারিস অবস্থান নিলো। ইসলাম ও মুসলমানদের সম্বন্ধে খোঁজ খবর নিতে লাগলো। অনুসন্ধানে জানতে ও বুঝতে পারলো মুসলমানদের চেয়ে ভালো মানুষ, ইসলামের চেয়ে ভালো ধর্ম আর কোনোটা নেই। তাই হারিস সর্বশেষ হুজুরের কাছে উপস্থিত হলেন। তাদের উপর সংঘটিত সকল অতীতের ঘটনা সবিস্তারে হুজুরকে শুনালেন। সদলবলে হারিস হুজুরের হাতে ইসলাম গ্রহণ করলেন।

জামিলাকে জীবন্ত কবর দেয়া। তাকে কবর থেকে বের করা। সালমার সাথে তার দেখা হওয়া। জামিলার লালন পালনের দায়িত্ব নেয়া। বনি কাহতান

www.amarboi.org

বংশের নারীদের লুণ্ঠন করে নিয়ে যাওয়া। তাদের পিছু ধাওয়া করা। ওয়াদিউল মাউতের বালু ভূমিতে পৌঁছা—এসব অতীতের কাহিনী হারিস হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও অন্যান্য মুসলমানদেরকে করুণভাবে শুনালেন।

এসব করুণ কাহিনী শুনার পর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও মুসলমানদের সহানুভূতি হারিস ও তার দলবলের জন্য আরো বৃদ্ধি পেলো। এ সময় একদিন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামাযের পর সকল মুসল্লিদেরকে অনেক উপদেশ দিলেন। তিনি দুনিয়ার কিছু দিনের জীবনের কিসে লাভা লাভ, কিসে ব্যর্থতা এ ব্যাপারে দীর্ঘ বক্তব্য রাখলেন। ইবাদাত বন্দেগী বিশেষ করে নামাযের উপকারিতা, আল্লাহর হুকুম মানার ফলে পরকালীন জীবনের সফলতা জান্নাতুল ফেরদাউসের বর্ণনা দিলেন কুরআনের চিত্র এঁকে এঁকে। অপরপক্ষে আল্লাহর সাথে বেঈমানী, অবাধ্যতা, শিরকের কুফল, মূর্তিপূজার অসারতা, নির্দোষ কন্যা সন্তানকে জীবিত কবর দেয়া মর্মন্তুদ নিষ্ঠুরতা অমানবতার বর্ণনা হৃদয়গ্রাহীভাবে দিলেন। দিলেন বর্ণনা এর কুফলের দুনিয়ায় ও আখেরাতে। বর্ণনা দিলেন জাহান্নামের দগ্ধিভূত আযাবের। হারিস তার দলবল ও সকল সাহাবারা মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনছেন তার কথা।

তিনি আরো বলে চললেন, আমি শেষ নবী। আমার উপর অবতীর্ণ আল্লাহর কিতাব আল কুরআন শেষ কিতাব। অতএব আল্লাহর পরিকল্পনা অনুযায়ী দুনিয়া পরিচালনার জন্য আমি যে মডেল রেখে যাবো তা হবে দুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ মডেল। ইসলাম যে কল্যাণময় সমাজ সৃষ্টি করেছে এর চেয়ে ভালো সমাজ সৃষ্টির শুরু হতে শেষ পর্যন্ত আর কেউ বানাতে পারেনি। ভবিষ্যতেও আর কোনোদিন কেউ পারবে না।

অতএব তোমরা এ মডেলের সংরক্ষণ করবে। আর যদি শত শত বছর পর অন্যান্য নবীদের মতো এ দীনের ও এ রাষ্ট্রীয় মডেলের বিকৃতি ঘটে তা ঠিক করা ও আজকের মডেলের সমাজ ব্যবস্থার মতো সমাজ ব্যবস্থা কায়েম করা আমার উম্মতের সর্বশ্রেষ্ঠ দায়িত্ব। আজ যারা এখানে আছো, যারা এখানে নেই তাদের কাছে আমার এই পয়গাম পৌঁছে দিও। আস্‌সালামু আলাইকুম।

এ বক্তব্যের বড় প্রভাব পড়লো মুসলমানদের উপর। হুজুরের নির্দেশ অনুযায়ী সুন্দর জীবনযাপনের জন্য সকলে প্রত্যয়ী হয়ে উঠলো।

কিছুদিন পর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কায় হজ্জে যাবার জন্য সামর্থবান সকলকে প্রস্তুতি গ্রহণ করতে নির্দেশ দিলেন।

হোদাইবিয়ার সন্ধি অনুযায়ী আগামী বছর হজ্জ করার কথা ছিলো। তাই তিনি হজ্জের প্রস্তুতি নেবার নির্দেশ দিলেন।

www.amarboi.org

৭৯

হারিস ও তার সাথীরা সকলেই এখন মুসলমান। হারিস বনি কাহতান বংশের যেসব লোককে গ্রেফতার করে এনেছিলো তারাও ইসলাম গ্রহণ করে ফেলেছে। মুসলমান হবার পরই তারা হয়ে গেলো স্বাধীন। মুসলমান নাগরিকদের সকল অধিকার লাভ করলো তারা।

হারিস মক্কায় হজ্জে যাবার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতে লাগলো। জামিলা ও সালমা বাড়ী যাবার জন্য অস্থির হয়ে উঠলেও মক্কায় হজ্জ করতে যাবার জন্য প্রস্তুতি নিতে শুরু করলো।

জামিলা ও রোকাইয়া উভয়েই বিয়ের বয়সে পৌছে গেছে। তারা অনিন্দ সুন্দরীও বটে। বিয়ের প্রস্তাবও আসছে। কিন্তু সালমার মতামত ছাড়া বিয়ে দেয়া যায় না। ঠিক এ সময়ে হজ্জের জন্য হুজুর প্রস্তুতি গ্রহণের কথা বলায় তারাও হজ্জের জন্য প্রস্তুত হতে শুরু করলো।

সাত হিজরী সনের জুলকা'দা মাসের প্রথম দশকে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুই হাজার নারী-পুরুষ সহ মক্কায় রওনা হলেন। সালমা, রোকাইয়া ও জামিলা এদের সাথে এবার হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবু জর গিফারিকে মদীনার গভর্নর নিয়োগ করে এলেন।

কাফেলা রওনা হলো মক্কার পথে। কুরবানীর উটের দীর্ঘ সারি এগুচ্ছে সামনে। চলার পথে কাফেলাকে দেখে মুশরিক ও কাফেরদের উপর বেশ প্রভাব পড়লো। এদিকে খায়বারের যুদ্ধে জয়ী হবার খবর সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। মুসলিম জাতি একটি বিজয়ী জাতি হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেছে। মুসলমানদেরকে ভয় পেতে শুরু করেছে তারা। মক্কাবাসীরা মুসলমানদের কাফেলা দেখে হয়রান হয়ে গেলো।

গরীব জাতি মুসলমান। খায়বারের যুদ্ধ জয়ে তারা এখন বেশ সম্পদশালী। অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে হজ্জ করতে আসছে। এ অবস্থায় বিস্মিত না হয়ে উপায় কি ?

মক্কাবাসী মুসলমানদেরকে পরিপূর্ণভাবে অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত দেখে মাফরাজ বিন হাফজকে জিজ্ঞেস করার জন্য হুজুরের কাছে পাঠালো। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, ভয়ের কোনো কারণ নেই। হজ্জ করতে বাধাপ্রাপ্ত না হলে এ অস্ত্র কারো কোনো ক্ষতি করবে না। আমরা মুসলমান। মুসলমানরা কথা দিয়ে কথা ভঙ্গ করে না।

মক্কা প্রবেশ করার সাথে সাথেই মুসলমানরা 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনী দিয়ে উঠলেন। হাজারো কণ্ঠের গগন বিদারী শব্দে মক্কা কেঁপে উঠলো। এ শব্দে

www.amarboi.org

ভীতসন্ত্রস্থ হয়ে কেঁপে উঠলো কাফেররা। কুরবানীর উটগুলো ছিলো সবার আগে। এর পেছনে পেছনে সব মুসলমান। চার চার করে সারিবদ্ধ। ইহরাম বাঁধা। সিপাহী সুলভ ভঙ্গিতে পায়ে হেঁটে চলছেন। হুজুর মধ্যভাগে কাফেলার। চারপাশে তার নিবেদিত প্রাণ সাহাবাগণ। যাদের উপর এরা অমানুষিক নির্যাতন করেছে। শিয়াবে আবু তালেবে তিন বছর অবরুদ্ধ করে না খাইয়ে রেখেছে। তারা আজ বিজয়ীর বেশে মক্কায় প্রবেশ করছেন।

মুসলিম কাফেলা বায়তুল্লাহর কাছে পৌঁছেছে। হুজুর হুকুম দিলেন। ইহরামের কাপড়কে এক কাঁধ খালি করে অপর বোগলের নীচে দিয়ে টেনে গর্দানের উপর পেঁচিয়ে হেলে দুলে বাহাদুরের মতো দৌড়ে দৌড়ে কাবা শরীফের তাওয়াফ করো। কাফেররা হয়রান হয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে মুসলমানদের শৌর্যবীর্য।

হজ্জ সমাপনের পরে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বায়তুল্লাহর সামনের ময়দানে উট কুরবানী দিলেন। হজ্জের আগের দিন বনু খাজায়ার লোকেরা সন্ধির প্রস্তাব দিলো। তাদের একজন বললো—

ঃ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বনু বকরের তরফ থেকে আমাদের জন্য আশংকার কারণ আছে। আমরা যেহেতু আপনার সাথে শান্তি চুক্তি করেছি। তাই বনু বকর আমাদেরকে ধ্বংস করে দেবার চেষ্টা করবে।

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন—

ঃ আমি জানি, বনু বকর কুরাইশদের মিত্র। কুরাইশরা আমার সাথে দশ সালা শান্তি চুক্তি সম্পাদন করেছে। এ শান্তি চুক্তি অনুযায়ী যে গোত্র যার সাথে ইচ্ছা সন্ধি করবে এতে কারো কোনো আপত্তি থাকবে না। মিত্র গোত্রগুলোও দশ বছর পর্যন্ত এ চুক্তিতে আবদ্ধ থাকবে। কাজেই বনু বকর হতে আশংকার কোনো কারণ তোমাদের জন্য আপাতত নেই। এরপরও যদি তারা চুক্তি ভঙ্গ করে আর তাদের মিত্র কুরাইশরা এর কোনা শাস্তি বিধান না করে তাহলে সন্ধিচুক্তি ভঙ্গ হয়ে যাবে। আর তখন আমি অঙ্গীকার অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করবো।

বনু খাজায়া একথাটাই হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে শুনতে চেয়েছে। কারণ, তারা বনু বকরকে ভয় করছে। এখন তারা নিশ্চিত হলো।

এদিনই হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হেরেম শরীফে পৌঁছে বেলাল রাদিয়াল্লাহ আনহুকে মাগরিবের নামাযের আযান দিতে বললেন। আযানের ধ্বনী শুনে মুশরিকরা দৌঁড়িয়ে এলো প্রতিবাদ করতে। মূর্তির উপস্থিতিতে হারামে আযান তাদের কাছে অপমান মনে হলো। কিন্তু মুসলমানদের সংখ্যা ও একাগ্রতা দেখে ভয়ে পিছিয়ে গেলো।

www.amarboi.org

নামায শুরু হলো। নামায পড়াচ্ছেন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। মধুর কণ্ঠে তেলাওয়াত হচ্ছে নামাযে আল্লাহর কুরআন। খালিদ বিন ওয়ালিদ, ওমর ইবনুল আস তখনো ইসলাম গ্রহণ করেনি। আযান শুনে মুসলমানদেরকে উত্যক্ত করার মানসে এসেছিলো এখানে। হুজুরের তেলাওয়াত শুনে খামুশ। হুজুর পড়ছিলেন সূরা আর রাহমান—"সব ধ্বংস হয়ে যাবে। বাকী থাকবে শুধু তোমাদের পরওয়ারদিগার যিনি বড় মর্যাদাশালী ও করুণাশীল। অতএব তাঁর কোন্ নেয়ামাতকে তোমরা অস্বীকার করবে। যমিন ও আসমানের বাসিন্দারা দৈনিক তাঁর কাছেই তাদের কামনা-বাসনা পূরণের ঝাঞ্ঝা করে। অতএব তাঁর কোন্ নেয়ামাতকে তোমরা অস্বীকার করতে পারবে।"

ঃ ওমর। এত মধুর কালাম ! হুবলের শপথ ! এত মধুর বাক্য তো আর কোথাও কখনো শুনিনি। একথা তো কোনো মানুষের কথা হতে পারে না। —আশ্চর্য হয়ে বলে উঠলো খালিদ বিন ওয়ালিদ।

ওমরও এ সময় কালামে পাকের তেলাওয়াত শুনায় ছিলো মগ্ন। খালিদের কথায় তার ধ্যান ভাংলো। খালিদের কথার সমর্থনে স্বপ্ন ভঙ্গের মতো সেও বলে উঠলো—

ঃ সত্যিই তো। এত সুন্দর ও মন কাড়ানো কালাম তো আর শুনিনি। মুহাম্মাদ তো লেখাপড়া জানে না। সে তো এ ধরনের কথা বলতে পারে না। কোনো সন্দেহ নেই—একথা তার নয়। এটা আল্লাহরই কালাম।

ঃ চলো তাড়াতাড়ি চলে যাই এখান থেকে। এ কালাম আরো শুনলে আমরাই না আবার মুসলমান হয়ে যাই।—বললো খালিদ।

ঃ তা-ই। চলো তাড়াতাড়ি চলো। আর কিছুক্ষণ এখানে থাকলে সত্যিই আমরা মুসলমান হয়ে যাবো।---- কিইনা মিষ্টি কালাম ! কি-ই না এর ঝংকার। মনের গহীনে কি-ইনা ধ্বনী উঠে এর শব্দ পতনের। খালিদ ! আসলেই কি মূর্তি ছাড়া আর কোনো প্রতিপালক আছে ?—ওমর বললো।

ঃ আমি জানি না। তবে এতটুকু বলতে পারি, যে কালাম আমরা এতক্ষণ শুনলাম, তা কোনো মানুষের কালাম নয়।

দু'জনই তাড়াতাড়ি করে উঠলো। জোর কদমে হেঁটে চলে গেলো। নামায শেষে হুজুর পেছনের দিকে ফিরে বসলেন। এভাবে শর্ত অনুযায়ী তিনদিন তিনি সঙ্গী সাথীসহ এখানে থাকলেন। চতুর্থ দিন সুহাইল ও হুয়াইতিব নামক দুই ব্যক্তি কুরাইশদের তরফ থেকে হুজুরের কাছে এলো। বললো—

ঃ তিনদিন শেষ। এখন চুক্তি অনুযায়ী আপনাদেরকে মদীনা চলে যেতে হয়।

www.amarboi.org

ঃ আমরা শর্ত অনুযায়ী চলবো। স্মরণ করিয়ে দেবার কোনো প্রয়োজন নেই। হুজুর সকলকে প্রস্থানের জন্য তৈরি হতে বললেন।

মক্কা হতে বের হচ্ছেন হুজুর। এ সময় একটি সুন্দরী ছোট মেয়ে দৌড়ে এসে হুজুরকে বললো—

ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আমাকে আপনার সাথে নিয়ে চলুন। আমি আপনার চাচা আমীর হামযার কন্যা।

কথা শুনে হুজুরের চোখে পানি এসে গেলো। তিনি তাকে কোলে নিয়ে বুকের সাথে মিশিয়ে ধরলেন। অনেক আদর করলেন। এ সময়ে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহ আনহু, যায়েদ বিন হারিস, জাফর বিন তালিব সকলে নিজ নিজ অধিকারের দাবী জানিয়ে ছোট মণিটিকে লালন পালন করতে তাকে দেবার জন্য আবেদন জানালেন হুজুরের কাছে।

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জাফরের দাবীকে অগ্রাধিকার দিয়ে ছোট মণিকে লালন পালনের জন্য তার হাতে তুলে দিলেন। জাফর আনন্দচিত্তে চাচাতো বোনকে প্রতিপালনের জন্য নিজ হাতে তুলে নিলেন।

কাফেলা চললো সারিবদ্ধ হয়ে মদীনাপানে।

৮০

হজ্জ সমাপন শেষে মুসলমানরা চলে যাবার পর মক্কার মুশরিকরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো। খালিদ বিন ওয়ালিদ ও ওমর বিন আসের মন কিন্তু কোনো কাজে বসছে না। দু'জনই কুরাইশ নেতা। দু'জনই শিকার প্রিয় লোক। কিন্তু কুরআনের শুনা কিছু আয়াত তখনো তাদের মনে গুঞ্জরিত হচ্ছে। তাদের মন ইসলামের দিকে ঝুঁকে পড়ছে। ইসলামের আকর্ষণ টানছে তাদেরকে।

একদিন তারা দু'জনই হারাম শরীফে একত্রিত হলো। খালিদ ওমরকে বললো—

ঃ দেখো ওমর ! আমার মনকে কে জানি ইসলামের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। তুমি জানো ইসলামের সাথে আমার পিতার কি শত্রুতা ছিলো। আমি নিজে কত শত্রুতা করেছি। ওহোদের যুদ্ধে যেটুকু পরায়জ মুসলমানের হয়েছে, তা আমার কারণে। কিন্তু আমার মনটা এখন কেমন জানি হয়ে গেছে।

ঃ একই অবস্থা আমারও। আমার পিতা আসও তো বড় শত্রু ছিলো ইসলামের। তুমি কিছু বলো কিনা আমি এ অপেক্ষায় ছিলাম। আমার অতীত কীর্তি-কলাপের জন্য এখন লজ্জা হয়। নতুবা এতদিনে আমি মুসলমানই হয়ে যেতাম।—ওমর বিন আস বললো।

www.amarboi.org

চিন্তায় তারা বিভোর, একটি আওয়াজ কানে ভেসে এলো তাদের। লুকিয়ে লুকিয়ে কি পরামর্শ চলছে। নজর ফিরিয়ে তারা দেখলো ওসমান বিন তালহা মুচকি হেসে এগুচ্ছে পেছন থেকে। সেও মক্কার একজন নেতা। তাদের উভয়ের বন্ধু। ওসমানও তাদের আলাপে অংশ নিলো। তাদের মতামত শুনে সেও বলে উঠলো—

ঃ আমার মাথায়ও এ একই প্রশ্ন গিজ গিজ করছে। মুসলমানরাই সত্য। মূর্তি মাবুদ হতে পারে না। আল্লাহই প্রকৃত প্রতিপালক। ইসলামের সকল কাজ ও নিদর্শনাবলীই সুন্দর। যুক্তিসংগত। আমাদের কোনো কাজে যুক্তিবুদ্ধির লেশ মাত্র নেই।

ঃ তাহলে আমরা তিনজনেই চলো, মদীনায় গিয়ে মুসলমান হয়ে যাই।— খালিদ বললো।

খবর জানাজানি হয়ে গেলে মক্কাবাসী প্রবল বাধ সাধবে তাই অত্যন্ত সংগোপনে প্রস্তুতি নিয়ে এক শুভ প্রভাতে ঘোড়ায় চড়ে তিন বন্ধু মদীনায় রওনা হলেন।

সকালে খবর রটে গেলো। কাফেররা ঘুণাক্ষরেও আন্দাজ করেনি, তারা তিনজন মদীনায় চলে গেছে মুসলমান হবার জন্য। বরং শিকার প্রিয় মানুষ শিকারের সন্ধানে গেছে তারা—এটাই ভেবেছিলো তারা। কিন্তু মদীনা হতে তারা আর ফিরে আসছে না দেখে ভাবনায় পড়লো মক্কাবাসী। তাদের খোঁজের জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লো সকলে।

আগেই বলা হয়েছে, বনু খাজায়া মুসলমানদের সাথে ও বনু বকর মক্কার কাফেরদের সাথে শান্তিচুক্তি করে নিয়েছিলো। এ দু'টি গোত্র পরস্পর ছিলো বড় শত্রু ভাবাপন্ন। বনু খাজায়া ছিলো দুর্বল। শক্তিশালী ছিলো বনু বকর। বনু বকররা ছিলো খাজায়া গোত্রকে পিষে মারার পরিকল্পনায়। কিন্তু দুই গোত্র দুই পক্ষের সাথে চুক্তিতে আবদ্ধ হলে দুই গোত্রকেই দশ বছরের জন্য অপেক্ষা করার কথা ছিলো। কিন্তু অপরিনামদর্শি কিছু মানুষ শক্তিকেই সবকিছু মনে করলো।

বনু বকর মনে করলো শত শত মাইল দূর থেকে মদীনার মুসলমানরা বনু খাজায়ার আর কি সাহায্য করবে। তারা খাজায়াকে রক্ত চক্ষু দেখাতে লাগলো। খাজায়া সন্ধি চুক্তির কথা স্মরণ করিয়ে দিলেও বনু বকর এদিকে কর্ণপাত করেনি।

একদিন বনু খাজায়া গোত্রের ওয়াতিরা নামক মহল্লায় বনু বকরের কিছু সন্ত্রাসী লোক গিয়ে ওদের নারীদের উত্যক্ত করতে লাগলো। খাজায়ার লোকেরা ধৈর্যধারণ করলো। কোনো রকমে সময় অতিবাহিত করতে চাইলো। কিন্তু বনু বকর শক্তির দম্ভে যুদ্ধ বাঁধাতে উদ্যত। তাদের একজন বলেই ফেললো—

www.amarboi.org

ঃ তোমরা মুসসলমানদের বলে নাচছো। শুনে রাখো মুসলমানরা আমাদের কিছুই করতে পারবে না। মুহাম্মাদ হলো একজন পাগল মানুষ। (নাউযুবিল্লাহ)। আমরা তাকে ও তার সাথীদেরকে এক মুহূর্তে পিষে ফেলতে পারি।

খাজায়া গোত্রের একজন উত্তরে বললো—

ঃ এত বড়াই করো না। গোটা আরব এখন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ মানুষ হিসাবে মেনে নিয়েছে। মদীনাকে তারা ইসলামী রাষ্ট্র গঠন করে ফেলেছে। শত হাজার মাইল জুড়ে তাদের সুলতানাত কায়েম হয়ে গেছে। কাউকে খারাপ বলা মানবতার পরিচায়ক নয়।

বনু বকর মূলতঃ যুদ্ধ বাধাবার বাহানা খুঁজছে। এ কথা কাটাকাটির সুযোগে তারা আর কোনো কথা না বলেই তরবারি ধরলো। আর খাজায়ার লোকজন বেগতিক দেখে পালাতে শুরু করলো। ইতিমধ্যে তাদের বিশজন মানুষ নিহত হয়ে গেলো।

অগত্যা খাজায়ার লোকেরা সন্ধ্যায় গিয়ে বনু বকরের সরদার নওফলের কাছে অভিযোগ জানিয়ে সব ঘটনা খুলে বললো। নওফল আরো রাগ হলো। বললো—

ঃ খুব ভালো হয়েছে। মুসলমানদের সাথে চুক্তি করে তোমাদের অহংকার বেড়ে গেছে। এখন সাহায্যের জন্য মুসলমানদেরকে ডেকে আনো।

ঃ কিন্তু আপনারা তো কুরাইশদের মিত্র পক্ষ। কুরাইশদের সাথে মুসলমানদের দশ সালা চুক্তি আছে। আপনারা অঙ্গিকার ভঙ্গ করে যুদ্ধের আগুন জ্বেলে দেবেন না।—বনু খাজায়ার সরদার বললো।

নাওফল একথা শুনে হেসে ফেললো। বললো—

ঃ মূর্খের দলেরা ! এর দ্বারা যুদ্ধের আগুন জ্বলে উঠবে না। আমরা অঙ্গীকার করেছি যারা মুসলমানদের সাথে সন্ধি করবে তাদের সকলকে হত্যা করে ফেলবো। গণ্ড মূর্খরা ! তোমরা কুরাইশদেরকে ছেড়ে কেনো মুসলমানদের সাথে সন্ধি করেছো। এখন মজা বুঝো। তোমাদের গোত্রের একজন লোককেও জীবিত রাখা হবে না।

খাজায়ার লোকেরা নিরাশ বাড়ী ফিরে গেলো। তারা চলে যাবার পর নেতা নওফল সাফওয়ান বিন উম্মিয়া, ইকরামা বিন আবু জেহেল, হুবল বিন ওমর প্রমুখকে ডেকে আনলো। সব ঘটনা তাদেরকে শুনালো। বললো—

ঃ এটাই সুযোগ। আজ রাতেই খাজায়াকে পিষে ফেলতে হবে। এতে যারা মুসলমানদের সাথে অঙ্গীকার করেছে তারা ভীত হয়ে পড়বে। আমাদের দিকে ঝুঁকে পড়বে তারা। আমাদের শক্তি তখন বেড়ে যাবে।

সাফওয়ান সব কথা শুনে বললো—

www.amarboi.org

ঃ ভালো বুদ্ধি। আগে একথা বললে না কেনো।

ঃ সব কাজেরও একটা উপযুক্ত সময় আছে। সেই সময় এখন।—বললো নওফল।

ঃ তুমি সৈন্য বাহিনী মোতায়েন করো। রাতেই আক্রমণ চালাও বনু খাজায়ার উপর।

প্রস্তুত হয়ে গেলো বনু বকর। রাতে রাতেই পৌঁছে গেলো খাজায়ার ওয়াতির নামক মহল্লায়। খাজায়া সুখ নিদ্রায় বিভোর। মুহূর্তেই পিনপতন নীরবতা ভঙ্গ করে যুদ্ধের দামামা বেজে উঠলো। কিছু বুঝে উঠার আগেই নির্দয়ভাবে নিহত হতে লাগলো খাজায়ার লোকেরা বনু বকর ও কুরাইশদের সম্মিলিত আক্রমণে। নারী-পুরুষ-শিশু-বৃদ্ধ নির্বিবাদে যারাই সামনে পড়ছে নির্মমভাবে হত্যা করে চলছে। দিশেহারা হয়ে খাজায়ার লোকেরা দৌড়িয়ে হারাম শরীফে গিয়ে আশ্রয় নিলো। নিয়ম ছিলো আরবে—কেউ হারাম শরীফে আশ্রয় নিলে তাকে হত্যা করা হতো না। খাজায়ার ব্যাপারে এ নিয়মও মানা হলো না। হারাম শরীফেও তাদেরকে হত্যা করা শুরু হলো। মুসলমানদের সাথে খাজায়া গোত্র কেনো সন্ধি করলো—এটাই ছিলো মক্কাবাসীর রাগ। তারা জানতো মদীনা হতে মুসলমানরা এত দূরত্ব অতিক্রম করে খাজায়াকে সাহায্য করতে আসতে পারবে না। তাই এতবড় নির্দয় যুলুম চালানো হলো খাজায়ার উপর।

বুদাইল বিন ওয়ারাকা ছিলো খাজায়া বংশের নেতা। মক্কার কাফের ও বনু বকরের লোকেরা তার ঘরে ঢুকে যখন লুট-তরাজ করছিলো, আবেগের তাড়নায় সে উচ্চস্বরে চীৎকার দিয়ে বলছিলো—

ঃ হে মদীনার বাদশাহ ! আল্লাহর নবী ! আমাদের আর্তনাদ শুনুন। আমাদের উপর নির্মম যুলুম করা হচ্ছে। আপনার সাথে আমরা সন্ধি করেছি—এটা আমাদের অপরাধ। আমাদের ফরিয়াদ আমাদেরকে এ যালিমদের হাত থেকে রক্ষা করুন।

ঠিক এ সময়েই অদৃশ্য ভয়াল এক শব্দ হলো। লাব্বাইকা ! লাব্বাইকা !! হে বনু খাজায়া। সকলেই কথার আওয়াজগুলো শুনলো। হয়রান হয়ে গেলো তারা। মক্কার কাফেররাও শুনলো এ শব্দগুলো। ভীতি ছেয়ে গেলো তাদের উপর। লুট তরাজ বন্ধ করে দিলো তারা। পরেরদিন ভোরে বনু খাজায়ার গোত্রের কান্নাকাটি ও আহাজারীর শব্দ ও লুট-তরাজের দৃশ্য দেখে দেখে উদিত হলো সূর্য। স্বজনহারা মানুষ বিলাপ করে করে কাঁদছে। বুদাইল বিন ওয়ারাকা ও ওমর বিন সালেম এ বিষাদের খবর মুহাম্মদকে শুনাবার জন্য মদীনা রওনা হলো।

www.amarboi.org

৮১

হজ্জ সমাপন শেষে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সকল সঙ্গী-সাথীসহ মদীনায় ফিরে এসেছেন। মুসলমানদের সবচেয়ে বড় শত্রু ছিলো মক্কার কাফেররা আর ইয়াহুদী জাতি। ইয়াহুদীরা এখন বশ্যতা স্বীকার করেছে। মক্কার সাথে সন্ধিচুক্তি হয়েছে। তাই এখন বড় কোনো শত্রুর তরফ থেকে তেমন কোনো আশংকা মুসলমানদের নেই। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভাবলেন কিছুদিন নিশ্চিন্তে নির্ঝঞ্ঝাটে থাকা যাবে।

মক্কার সাথে চুক্তি সম্পাদনের কিছুদিনের মধ্যে খালিদ বিন ওয়ালিদ, ওমর ইবনুল আস, ওসমান বিন তালহা, মদীনায় এসে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন। মুসলমানরা ভীষণ খুশী। খালিদ দুই সঙ্গীসহ এখনো আছেন মদীনায়ই।

এ সময় একদিন রাতে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিবি মাইমুনার ঘরে তাহাজ্জুদের নামাযের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। হঠাৎ বনু খাজায়ার নেতার আহ্বানের আওয়াজ শুনতে পেলেন। স্বতঃস্ফূর্তভাবেই তিনি 'লাব্বাইকা! হে বনু খাজায়া' বলে জবাব দিলেন। হযরত মাইমুনা আহ্বানের আওয়াজ শুনেননি। তাই 'লাব্বাইকা' জবাব শুনে কারণ জিজ্ঞেস করলেন তাঁকে। তিনি কুরাইশদের সন্ধিচুক্তি লংঘন ও বনু খাজায়ার উপর তাদের হামলার কথা তাঁকে বলে শুনালেন। তারা আর্তচীৎকার করে হুজুরকে এ খবর জানিয়ে সাহায্য চেয়েছেন তাঁর কাছে। তাদের আহ্বান তিনি শুনতে পেয়ে 'লাব্বাইকা' উচ্চারণ করে জবাব দিয়েছেন।

কয়েক দিনের মধ্যেই খাজায়ার প্রেরিত দূত বুদাইল ও ওমর মদীনায় গিয়ে পৌঁছলেন। তাদের কাছে বনু বকর ও কুরাইশদের বর্বরতা ও নিষ্ঠুরতার বর্ণনা শুনলেন হুজুর। বললেন, হে বনু খাজায়া ! নিশ্চিন্ত থাকো। এর প্রতিশোধ কড়ায় গণ্ডায় গ্রহণ করা হবে। জেনে রাখো ইতিমধ্যেই আবু সুফিয়ান চুক্তি নবায়ণের প্রস্তাব নিয়ে মক্কা হতে রওনা হয়েছে। কিন্তু সে নিরাশ ফিরে যাবে। ইসলাম দুনিয়ায় শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য এসেছে। মুসলমানরা অসহায় ও দুর্বলের মদদগার। দুনিয়াকে যুলুম ও অত্যাচারের অভিশাপ থেকে মুক্তি দেয়া হবে। মক্কা বিজয়ের জন্য রওনা হবার হুকুম আসা পর্যন্ত তোমরা অপেক্ষা করো।

বুদাইল ও ওমর হুজুরের সান্ত্বনাদায়ক কথায় খুশী হলেন। মেহমান হিসেবে এখানে মুসলমানদের ব্যবহারিক জীবন তামাদ্দুন তাহযীব দেখে বিস্মিত হয়ে গেলো তারা। অনাড়ম্বর জীবনযাপনের দৃশ্য তাদেরকে মুগ্ধ করে ফেললো। পরস্পর পরস্পরে মধুর ভ্রাতৃত্ব সম্পর্ক কি মযবুত।

www.amarboi.org

কিছুদিন পর আবু সুফিয়ান মদীনায় এলো। কুরাইশদের সাথে করা চুক্তি নতুন করে করার প্রস্তাব দিলো। সে বললো—

ঃ হে মুহাম্মদ ! কুরাইশের কিছু অপরিণামদর্শি মাথা গরম যুবক চুক্তিভঙ্গ করে ফেলেছে। গোটা মক্কা তাদের এ অসংযত আচরণে মর্মাহত। আমার জাতি ক্ষমা চেয়ে আপনার কাছে আমাকে পাঠিয়েছে চুক্তি বহাল করার জন্য। আমি এ সন্ধির মেয়াদ দশ বছরেরও বেশী বৃদ্ধি করতে চাই।

মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চুপ রইলেন। তাঁকে খামুশ দেখে আবু সুফিয়ান আবার বলতে শুরু করলো—

ঃ হে মুহাম্মদ ! সন্ধি ভঙ্গ শুধু কুরাইশরা করেনি। বরং ঝগড়ার সূত্রপাত হয়েছে বনু খাজায়া হতে। তারপরও আমরা সন্ধি নবায়ণ করতে চাই। সন্ধি না হলে আরবে যুদ্ধের আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠবে। বিঘ্নিত হবে শান্তি ও নিরাপত্তা। মুসলমানদের শক্তি যদিও কিছু বৃদ্ধি হয়েছে কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, তারা এখনো কুরাইশদের মুকাবিলা করতে পারে। কাজেই আবার সন্ধি করে ফেলাই উত্তম।

ঃ আবু সুফিয়ান ! বনু খাজায়া মুসলমানদের সাথে সন্ধি সূত্রে আবদ্ধ হয়েছে—এটাই হলো তাদের সাথে তোমাদের শত্রুতার মূল কারণ। আর এজন্যই তোমরা তাদেরকে পিষে মেরেছো। আমরা চাই প্রতিশোধ অবশ্যই নেবো। যদি এ আগুন জ্বালাতে না চাও তবে বনু খাজায়াকেও রাযী করো। —বললেন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

আবু সুফিযান এতে রাজী হলো না। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সন্ধিতে হলেন না সম্মত। আবু সুফিয়ান সুপারিশ ধরলেন হযরত ওমর, আবু বকরকে, ওসমান, আলীকে। তারাও রাসূলের মতো একই উত্তর দিলেন।

আবু সুফিয়ান চলে গেলো মক্কায়। এদিকে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সকলকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করার জন্য নির্দেশ দিলেন। মদীনা ও মদীনার আশেপাশের মুসলমানেরা পূর্ণ উদ্যমে যুদ্ধের জন্য যথাসাধ্য প্রস্তুতি নিচ্ছে।

এ সময়ে একদিন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মসজিদে নববীতে বসে আছেন। বড় বড় সাহাবারাও ওখানে। হঠাৎ মাথা উঠিয়ে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ

"এ মাত্র আমার উপর অহী হলো। একজন মহিলা মক্কার দিকে রওনা হয়ে কোবা পর্যন্ত পৌছেছে। কুরাইশদের নামে লিখিত তার কাছে একটি চিঠি আছে। তাকে গ্রেফতার করে নিয়ে আসো।"

সাথে সাথে হযরত আলী ও জুবাইর ঘোড়ায় আরোহণ করে কোবার দিকে ছুটলেন। উটে চড়ে মহিলা যাচ্ছে। তাঁরা তাকে ধরে ফেললেন। হযরত আলী

www.amarboi.org

গর্জে উঠে বললেন, তোমার কাছে একটি চিঠি আছে। তা আমাদের হাতে দিয়ে দাও। প্রথমত সে তার কাছে কোনো চিঠি আছে বলে স্বীকার করলো না। কিন্তু আলীর ধমকে ভয় পেয়ে চিঠি দিয়ে দিলো তাদের হাতে। মহিলা সহ তারা তিনজন মদীনায় ফিরে এলো। হুজুরের কাছে পেশ করা হলো চিঠি।

চিঠিটি ছিলো হাতিব বিন আবু বালতার লিখা মক্কার নেতাদের উদ্দেশ্যে। ভরা সম্মেলনে চিঠিটা পড়ে শুনালেন। চিঠিটা হলো ঃ "হে ওয়াদা ভঙ্গকারী মক্কাবাসী। তোমাদের ধ্বংসের সময় এসে গেছে। মুসলিম বাহিনী তোমাদেরকে সমূলে উৎপাটন করার জন্য আসছে। সম্ভাব্য সকল উপায়ে তোমাদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করো।"

হাতিবকে ডেকে আনা হলো। তার এ হীন জঘন্য কাজের জন্য সে খুবই লজ্জিত হলো। চিঠি লেখার কারণ হিসাবে হুজুরকে বললেন, "হে আল্লাহর রাসূল ! আমার পরিবার-পরিজন সব এখনো মক্কায়। আমার আপনজন কেউ ওখানে নেই। এ নিষ্ঠুর মক্কাবাসীরা আমার পরিজনের যেনো অনিষ্ট না করে, তাদের সহানুভূতি পাবার মানসে আমি এ কাজ করেছি।"

হযরত ওমর ভীষণ রেগে গিয়ে তরবারি বের করে তাকে মেরে ফেলতে উদ্যত হলেন। হুজুর তাকে বারণ করলেন। বললেন—

ঃ ওমর ! হাতিব বদরের যোদ্ধা সাহাবী। মুনাফিকও নয়। গাদ্দারও নয়। পরিবার-পরিজনের স্নেহ-মায়া মমতায় দুর্বল হয়ে এ কাজ করেছে। এ অপরাধ ক্ষমার যোগ্য।

হুজুর তাকে ক্ষমা করে দিলেন। মহিলাটিকেও তিনি ক্ষমা করে দিলেন।

৮ হিজরী ১লা রমযান মক্কাভিযানে রওনা হবার ঘোষণা দিয়ে দিলেন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

৮২

আবু সুফিয়ান ব্যর্থ হয়ে ফিরে যাবার পর মক্কাবাসী ও বনু বকর বুঝে গিয়েছিলো মুসলমানরা তাদের মিত্র বনু খাজায়ার উপর অত্যাচার ও শর্ত ভঙ্গের প্রতিশোধ নিতে হামলা চালাবে। তারাও আরবের সকল গোত্র ও শক্তি একত্র করতে লেগে গেলো।

মদীনার মুসলমানদের কোনো ঘোষণা তারা না পেলেও দিনরাত আক্রমণ হবার আশংকায় ভীত থাকতো। এমন দিন ছিলো, মুশরিক কাফেররা মুসলমানদের ভয়ের কারণ ছিলো। এদিন পাল্টিয়ে এখন তারা নিজেরাই মুসলমানদের ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত থাকে।

www.amarboi.org

মুসলমানদের গতিবিধি লক্ষ্য রাখার জন্য মদীনায় গোয়েন্দা পাঠাবার পরও প্রতিদিন কুরাইশ নেতারা মুসলিম বাহিনী এদিকে আসছে কিনা দেখার জন্য মক্কা হতে বেরিয়ে গিয়ে দেখতো।

একদিন রাতে আবু সুফিয়ান ও হাকিম ইবনে খাররাম দু'জনে খোঁজ-খবর নেবার জন্য মক্কার রাস্তা অতিক্রম করছে। হারামের কাছে গিয়ে তারা লোকজনকে ফিস ফিস করে কথা বলতে দেখলো। কাছাকাছি এসে আবু সুফিয়ান তারা গোপনে কি কথাবার্তা বলছে জিজ্ঞেস করলো।

ঃ এমাত্র মাররাজ্জাহরান হয়ে আসছিলাম। দেখলাম ওখানে এক বিরাট বাহিনী অবস্থান নিয়ে আছে। মনে হচ্ছে বনু খাজায়া তার মিত্র বাহিনীকে একত্রিত করে আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছে। এ নিয়েই আমরা আলাপ করছি।— বললো একজন।

ঃ বনু খাজায়া তো এত বড় বাহিনী একত্র করতে পারার কথা নয়। মুসলমানরাতো আবার আক্রমণ করতে এসে পড়েনি !—বললো আবু সুফিয়ান।

ঃ অসম্ভব তো নয়। আমি তো খবর দিতে চলে এসেছি। আমার তখন খেয়াল হলে খোঁজ-খবর নিয়েই আসতাম।—বললো লোকটি।

ঃ আচ্ছা, ইকরামা, সাফওয়ান ও সুহাইলকে তুমি খবরটা দিয়ে এসো। আমি আর হাকিম খোঁজটা নিতে পারি কিনা দেখি।—বললো আবু সুফিয়ান।

লোকটি তাদের খবর দেবার জন্য চলে গেলো। আবু সুফিয়ান ও হাকিম ওখান থেকেই মক্কার বাইরে মাররাজ্জাহরানের দিকে ঘোড়া চালিয়ে রওনা হলো। চাঁদনী রাত। চমৎকার জোৎস্না। ঠাণ্ডা বাতাসের মন মাতানো প্রবাহ কেটে উভয়ে তারা দ্রুতগতিতে ঘোড়া চালিয়ে চলছে সামনে।

মাররাজ্জাহরান মক্কা হতে পাঁচ মাইল দূরে। এক ঘন্টা ঘোড়া চালিয়ে তারা প্রায় ওখানে পৌছে গেলো। দূর থেকে অনেক আলো দেখা গেলো। এ আলোতে তাঁবু ও লোকজনকে দেখতে পেলো তারা।

ঃ সত্যিই তো বেশ বিরাট বাহিনী। শুরু তো দেখা যায় শেষ সীমা তো দেখাই যাচ্ছে না।—হাকিমকে বললো আবু সুফিয়ান।

ঃ নিশ্চয়ই এ বাহিনী মদীনার মুসলমানদের। বনু খাজায়া এত লোক সংগ্রহ করতে পারে না। তাড়াতাড়ি চলো। প্রতিরোধ করার জন্য শক্তি সঞ্চয় করতে হবে। নিতে হবে প্রস্তুতি।—বললো হাকিম।

ঃ থামো ! আগে জেনে নেই কার বাহিনী এরা, সংখ্যা কত। আমাদের গোয়েন্দারাই বা গেলো কোথায় ?—বললো আবু সুফিয়ান।

ঃ ওরা কি মুসলমানদের সাথেই মিশে গেছে কিনা কে জানে ? এ বাহিনী মুসলমানের হোক, বনু খাজায়ার হোক মক্কাবাসীকে এবার পিষে মারবে।— বললো হাকিম।

www.amarboi.org

ঃ বনু খাজায়ার উপর আমাদের আক্রমণ হানা ঠিক হয়নি। এখন তো মনে হচ্ছে মক্কার পতন নিকটবর্তী। এতবড় বাহিনী গোটা আরব বিজয়ের জন্য যথেষ্ট।

হাকিম কিছু বলতে যাচ্ছিলো—এমন সময় আওয়াজ ভেসে এলো—আবু সুফিয়ান ! তারা উভয়ে হকচকিয়ে উঠলো। ওদিকে তাকালো তারা। ডানদিক থেকে বালুর পাহাড়ের ঢাল বেয়ে একটি খচ্চর আরোহীকে এদিকে আসছে দেখতে পেলো। কাছে এলে দেখলো—আব্বাস। খুশী হলো তারা। বললো—

ঃ তুমি কোথায় যাচ্ছো ? মদীনায় রওনা দিয়েছিলে ?

ঃ হা রওনা দিয়েছিলাম। রাস্তা হতে ফেরত আসতে হলো। আবু সুফিয়ান! তোমাকে খোঁজার জন্য বের হয়েছিলাম। শুনো ! বিপদ অত্যাসন্ন। অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। পথ এখন দু'টো। হয় মুসলমান হয়ে যাবে। মর্যাদার জীবনযাপন করবে। না হয় কাফেরই থাকবে। গোলাম হয়ে জীবন কাটাবে।

ঃ আব্বাস ! আমাকে প্রথমে বলো এ এতবড় বাহিনী কার ?

ঃ দীন দুনিয়ার বাদশাহ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাহিনী এবং তিনিই এর সিপাহসালার।

আবু সুফিয়ান ও হাকিম উভয়ই কম্পিত হয়ে উঠলো। ব্যাপারটা তাদের ধারণার বাইরে। এতদূর হতে এত বড় বাহিনী এত তাড়াতাড়ি পৌঁছে গেলো এ যেনো কল্পনাতীত।

ঃ আবু সুফিয়ান! সময় নেই। গোপনে আমি তোমাকে খবর দেবার জন্য এসেছি। মুসলমান হয়ে যাবার মধ্যেই এখন নিরাপত্তা ও কল্যাণ নিহিত।—বললো আব্বাস।

ঃ আমি তৈরী। কিন্তু মুহাম্মদ কি আমাকে ক্ষমা করবেন ?

ঃ তাকে এখনো চিনোনি। ইসলাম গ্রহণ করলে তো তাঁর কাছে কারো কোনো অপরাধ থাকে না।

ঃ তুমি তোমার নিরাপত্তায় আমাকে তাঁর কাছে নিয়ে যেতে পারবে ?

ঃ হাঁ নিয়ে যেতে পারবো।

ঃ হাকিম ! তুমি মক্কায় ফিরে যাও। মুসলিম বাহিনীর আগমনের খবর তাদেরকে দাও। আর তাদেরকে বলো, মুসলমান হওয়া ছাড়া আর কোনো গতি নেই। এতেই মঙ্গল।

হাকিম চলে গেলো। আবু সুফিয়ান আব্বাসের সাথে হুজুরের কাছে চলেছে। গোটা বাহিনীর চারিদিকে ওমরের নেতৃত্বে নিরাপত্তা বাহিনী নিয়োজিত। বাহিনীর কাছে পৌছতেই এক বিরাট আওয়াজ কে ? ওমরের

www.amarboi.org

কণ্ঠস্বরে আবু সুফিয়ান ঠক ঠক করে কাঁপতে লাগলো। লম্বা কদমে দ্রুত হেঁটে কাছে পৌছলো ওমর।

এ সময় আব্বাস বলে উঠলো—

ঃ ওমর ! আবু সুফিয়ান এখন আমার আশ্রয়ে।

আব্বাসের আশংকা হচ্ছিলো—ওমর এখনই নাকি দু' টুকরা করে ফেলে আবু সুফিয়ানকে।

ঃ কিন্তু তুমি আল্লাহর দুশমনকে আশ্রয় দিলে কেনো ?—বললো ওমর।

একথা বলে তিনি কিছুক্ষণ চুপ থাকলেন। তারপর বললেন, আচ্ছা ঠিক আছে। চলো হুজুরের কাছে চলো।

তারা তিনজন বাহিনীর মাঝ দিয়ে হুজুরের কাছে পৌছলেন। আবু সুফিয়ান মাথা ঝুঁকে হুজুরকে সালাম দিলো। এ প্রথম, কুফর ইসলামের সামনে মাথানত করলো। একজন নিকৃষ্টতম শত্রু হুজুরের সামনে মাথানত করে এসে দাঁড়ালো।

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুচকী হেসে বললেন—

ঃ কি আবু সুফিয়ান। কি জন্য এসেছো ?

ঃ ইসলাম গ্রহণ করে মুসলমান হবার জন্য।—লজ্জাবনত মাথায় বললো আবু সুফিয়ান।

ঃ তুমি আল্লাহকে ভয় করে ইসলাম গ্রহণ করতে এসেছো। না মুসলিম বাহিনী দেখে ভীত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করতে এসেছো ? আমি তোমাকে এক রাতের সময় দিলাম। তুমি নিশ্চিন্তে আব্বাসের কাছে থাকো আর চিন্তা করো। তুমি ইসলাম গ্রহণ না করলেও তোমাকে হত্যা করা হবে না। বরং মুক্ত করে দেয়া হবে। যেখানে চাও, যেতে পারবে। আর যদি মুসলমান হতে চাও, মুসলমান করে নেয়া হবে। তুমি মুসলমানদের ভাই হয়ে যাবে।—বললেন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

ঃ আপনার মর্জি।—বললো আবু সুফিয়ান।

আব্বাসের সাথে চলে গেলো আবু সুফিয়ান তার তাঁবুতে। আব্বাস যথাসাধ্য তার মেহমানদারী করলেন। আবু সুফিয়ান চোখ বন্ধ করে চিন্তা করতে থাকলো—

বাপ-দাদার ধর্ম ছেড়ে দিয়ে ইসলাম গ্রহণ করবে কি করবে না। সে ভাবতে লাগলো ইসলাম যদি ভালোই না হবে, এ মূর্তিপূজারী মুসলমান হয়ে যাবে কেনো ? মক্কা মদীনার সব বড় বড় সরদার, নেতা, পণ্ডিত প্রায় সকলেই মুসলমান হয়ে গেলো। এ ওমর ! আজ সারা রাত জেগে মুসলিম বাহিনীর নিরাপত্তার পাহারাদারী করছে। অথচ সে মুহাম্মদকে হত্যা করতে গিয়ে ইসলাম গ্রহণ করে ফিরে এসেছে।

www.amarboi.org

ইসলাম কি ? শুধু এক আল্লাহতে বিশ্বাসস্থাপন। মূর্তিপূজা বন্ধ করা ? মুহাম্মদকে আল্লাহর রাসূল মানা ? সব খারাপ কাজ ছেড়ে দেয়া। এটাতো ভালো ছাড়া খারাপ কাজ নয়। পথভ্রষ্টতার পর্দা আমার চোখ থেকে আমি সরাতে পারিনি। বিরোধিতা করেছি মুসলমান ও ইসলামের। আর নয়। মুসলমান হয়ে যেতে হবে। সিদ্ধান্ত নিয়ে চোখ মুদলো আবু সুফিয়ান।

ভোরে আযানের সুরের মুর্ছনায় ঘুম ভাঙ্গলো আবু সুফিয়ানের। দেখলো মুসলমানদের ফযরের নামাযের বিরাট জামায়াত। এতবড় জামায়াতের দৃশ্য তার কাছে এই প্রথম। সকলে সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সকলের সামনে এসে দাঁড়ালেন। কি খোদা ভীতি ! একাগ্রতা। কোনো কথা নেই। উচ্চবাচ্য নেই। এক ধ্যান, এক মন। কি নিয়ম-শৃঙ্খলা নিয়মানুবর্তিতা। অভিভূত হয়ে পড়লো আবু সুফিয়ান।

নামায শেষ। আবু সুফিয়ান এলো আব্বাসের কাছে। বললো আমাকে নিয়ে চলো মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে। আমি মুসলমান হবো। আব্বাসের সাথে আবু সুফিয়ান হুজুরের কাছে এলো। হাত বাড়িয়ে দিলো। বললো, হে আল্লাহর রাসূল ! আমার ভুল ভেঙ্গেছে। সত্যের সন্ধান পেয়েছি আমি। আমাকে মুসলমান করে নিন। হুজুর তাকে মুসলমান করে নিলেন। মুসলমানরা মহা খুশী।

যে আবু সুফিয়ান মুসলমানদের বিরুদ্ধে বদরের যুদ্ধে নেতৃত্ব দিয়েছে। নেতৃত্ব দিয়েছে ওহোদে। মক্কা বাহিনীর ছিলো প্রধান সেনাপতি, সে আজ মুসলমান। ইসলামের পতাকাবাহীদের সারিতে সাধারণ সৈনিক। আল্লাহর কুদরাত বুঝতে পারে কার শক্তি।

মুসলিম বাহিনী মক্কাভিমুখে চলছে। মক্কায় প্রতিরোধের তেমন কোনো চেষ্টা নেই। হুজুর ঘোষণা করলেন, আমার প্রবেশের সময় যে খানায়ে কাবায় আশ্রয় নেবে, সে নিরাপদ। যে আবু সুফিয়ানের ঘরে আশ্রয় নেবে সে নিরাপদ। যে নিজের ঘরে দরযা বন্ধ করে বসে থাকবে, সে নিরাপদ। যে ব্যক্তি অস্ত্রশস্ত্র ছাড়া রাস্তায় থাকবে সে নিরাপদ। আবু সুফিয়ানকে বিশেষ মর্যাদা দেয়া হয়েছে। এজন্য আজ তিনিও খুশী।

আবু সুফিয়ানের ঘরে যারা আশ্রয় নেবে তারা নিরাপদ এ ঘোষণা দেবার জন্য আবু সুফিয়ান ঘোড়া চালিয়ে আগে রওনা হলো। ঘাঁটি পার না হতেই মুসলিম বাহিনী বাঁধভাঙ্গা নদীর স্রোতের মতো মক্কার দিকে ছুটছে। একটি বড় টিলার উপর চড়ে আবু সুফিয়ান এ দৃশ্য অবলোকন করতে লাগলো। আজ আর তার মনে কোনো ক্ষোভ নেই।

www.amarboi.org

আট আটজন সৈনিক করে এক এক সারিতে। সকলের আগে খালিদ বিন ওয়ালিদ ইসলামী পতাকা উড়িয়ে গৌরবের সাথে পাঁচ শত সৈনিকের একটি বাহিনী নিয়ে চলছেন। এর পেছনে পেছনে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহ্ আনহু। তিনিও পাঁচ শত মুজাহিদের বাহিনী নিয়ে এগুচ্ছেন। তার পেছনে আলী তার পরে সাআদ বিন মাআজ। তারপর হযরত আব্বাস পাঁচ শতজনের বাহিনীকে সাথে নিয়ে চলছেন। প্রত্যেক বাহিনীর সেনাপতির হাতেই পতাকা পত্ পত্ করে উড়ছে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সকলের মধ্যে। ঠিক তার বরাবরই বিলালে হাবশী। তার হাতে একটি বড় পতাকা। ঘোড়ায় আরোহণ করে চলছেন তিনি। হুজুরের পেছনে যায়েদ বিন হারেস, আবু জানদাল, আবু ওবায়দা বিন জাররাহ্ সহ অন্যান্য মুহাজির ও আনসারগণ স্ব স্ব বাহিনী নিয়ে চলছেন।

আবু সুফিয়ান ইসলামী বাহিনী মার্চ করার দৃশ্য দেখে অবাক। তিনি কায়সার ও কেসরার শানদার বাহিনী দেখেছেন আরবের শৈর্যবীর্যপূর্ণ বাহিনী দেখেছেন। নিজেও একজন বড় যোদ্ধা ও সেনাপতি। নিজের বাহিনী মার্চ করতে বহুবার তিনি দেখেছেন। কিন্তু রাসূলের নেতৃত্বে মক্কা বিজয়ের পথে মার্চ করা এ বাহিনীর মতো দৃশ্য জীবনে কোথাও দেখেননি।

এদের গুণাবলী দেখে আবু সুফিয়ান বললেন—এরা মক্কা বিজয় করবে। দখল করবে গোটা আরব। এভাবে হুজুরের খন্দকের যুদ্ধের ভবিষ্যদ্বাণী পারস্য, শাম ও ইয়েমেনের চাবি তার হাতে আসবে—একথাও বাস্তবে পরিণত হবে।

আবু সুফিয়ান নীচে নেমে একটি পায়ে চলা পথ ধরে তাড়াতাড়ি মক্কা পৌঁছে গেলো। মক্কাবাসী ছিলো বড় উদ্বিগ্ন ও চিন্তিত। আবু সুফিয়ানকে দেখে প্রকৃত খবর জানার জন্য তার কাছে দৌড়ে এলো তারা। তাদের জিজ্ঞাসার জবাবে হাকিম বলে দিলো অসংখ্য সৈন্য সামন্ত নিয়ে মুসলমানরা প্রবেশ করছে মক্কায়। প্রথম আক্রমণেই মক্কা জয় করে নেবে তারা। প্রতিরোধ করার অর্থ হবে কাঁকড়ির মতো টুকরো টুকরো হয়ে যাওয়া। মুসলমানদের আনুগত্য স্বীকার করাই হলো সবচেয়ে বড় কল্যাণ।

কিন্তু একথা কারো কারো ভালো লাগলো না। তারা আবু সুফিয়ান ও হাকিমকে সন্দেহ করলো। ইচ্ছা প্রকাশ করলো যুদ্ধ চালিয়ে যাবার। একথা শুনে আবু সুফিয়ান বলে উঠলো—

ঃ তোমরা তোমাদের পরিবার-পরিজন সকলেই নিহত হবে। ইসলামী বাহিনীর এ স্রোত রোখা তোমাদের সাধ্যের অনেক বাইরে।

ঃ আমাদের ভাগ্য পরীক্ষার জন্য আমরা প্রস্তুত। আমাদের শক্তিশালী বাহিনী মুসলমানদের পিষে ফেলার জন্য যথেষ্ট। ইকরামা, সাফওয়ান, সুহাইল প্রমুখ নেতৃত্ব দিবে যুদ্ধের।—এক ব্যক্তি বলে উঠলো।

www.amarboi.org

আবু সুফিয়ান চোখ উঠিয়ে দেখলো মুশরিক বাহিনী প্রতিরোধে যাচ্ছে। তিনি বললেন—

ঃ বড় ভুল করা হচ্ছে। এ জাতি ধ্বংস হয়ে যাবে। কুরাইশ হবে নির্মূল।

ঃ তুমি চিন্তা করো না। নিজ চোখে দেখবে মুসলমানদের পরিণতি।—বললো এক সাধারণ আরব।

ঃ মুসলিম বাহিনীর সীপাহসালারে আজম মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি ঘোষণা দিয়েছেন। তা কি শুনেছো ? তিনি বলেছেন, "যে খানায়ে কাবায় আশ্রয় নেবে সে নিরাপদ। যে নিজের ঘরের দরযা বন্ধ করে ভিতরে বসে থাকবে সে নিরাপদ। যে ব্যক্তি আমার ঘরে আশ্রয় নেবে সেও থাকবে নিরাপদ। আর যে বিনা অস্ত্রে রাস্তায় থাকবে সেও হবে নিরাপদ।"

কিছু লোক হেসে উঠে বললো—

ঃ তুমি নিশ্চিন্ত থাকো। নিরাপত্তা চাইবার আমাদের কোনো প্রয়োজন হবে না।

তারপরও ঘোষণা মক্কাবাসীকে শুনিয়ে দিলো আবু সুফিয়ান।

মক্কা বাহিনী ইকরামা, সাফওয়ান ও সুহাইলের নেতৃত্বে মক্কা হতে বের হয়ে জাদীয়া নামক স্থানে পৌঁছে মুসলমানদের মুকাবিলা করার জন্য সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়ালো।

সামনে দেখলো মুসলিম বাহিনী আসছে। হযরত খালিদ পতাকা হাতে বাহাদুরের আবেগে উদ্বেল হয়ে হেলে দুলে আসছে।

খালিদ তাদের খুবই পরিচিত। এ পর্যন্ত মুশরিকদের পক্ষ হয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিশটি যুদ্ধে লড়েছে। মুশরিকরা পথ বন্ধ করে রেখেছে দেখে নিজের বাহিনীকে সারিবদ্ধ করে নিলো। খালিদ তিনবার 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনী দিয়ে বীরের মতো হামলা করে দিলেন। সিংহের মত গর্জন করে ঝাঁপিয়ে পড়লেন মুশরিকদের উপর।

মুশরিক বাহিনী সকল আবেগ উত্তেজনা দিয়ে যুদ্ধ করছে মুসলমানদের পরাজিত করার জন্য। কিন্তু তাদের এ আক্রমণ মুসলমানদের শৌর্যবীর্যের সামনে কিছু অর্বাচীনের বর্শার খেলা বলেই মনে হলো।

মুসলিম বাহিনীর বীরদের সামনে ওদের প্রতিরোধ খড়কুটার মতো উড়ে গেলো। হযরত ওমর, আলী, খালিদসহ সকল সিপাহসালারগণ ইকরামা সাফওয়ানদেরকে দাঁড়াবার সুযোগ দেননি। মুশরিক বাহিনী পালিয়ে যেতে বাধ্য হলো।

মুসলিম বাহিনী মক্কার দিকে রওনা হলো। অত্যন্ত জাঁকজমকের সাথে মক্কায় গিয়ে পৌঁছলো তারা। প্রবেশ করার পূর্বে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সকলকে থামালেন এবং বললেন—

www.amarboi.org

তেমন কোনো জরুরী প্রয়োজন দেখা না দিলে কোনো রক্ত যেনো অনাহুত না ঝরে। মক্কায় প্রবেশ করার পর দেখা গেলো, রাস্তা-ঘাট খালি। মানুষ তো দূরের কোনো পশু পাখিরও নাম গন্ধ নেই। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে মক্কা হতে রাতের অন্ধকারে এক কাপড়ে বের হয়ে গিয়েছিলেন সেই মক্কায় আজ তিনি বীরদর্পে বাহাদুরীর বেশে বুক ফুলিয়ে জীবন উৎসর্গী সঙ্গী-সাথীদেরকে নিয়ে প্রবেশ করলেন। বাধা দেবার মতো কোনো প্রাণী নেই।

সওয়ারীর উপর আরোহণ করে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাতবার খানায়ে কাবা তাওয়াফ করলেন। সকল মক্কাবাসীকে আবারও নিরাত্তার ঘোষণা দিলেন। এ ঘোষণার কথা শুনে সকলে ঘর থেকে বেরুলো। লজ্জাবনত হয়ে এসে দাঁড়ালো মুসলিম বাহিনীর সামনে।

ওসমান বিন তালহা থেকে চাবি চেয়ে নিলেন বায়তুল্লাহ শরীফের। কাবা শরীফ খুললেন। তখনো কাবার চারপাশে সীসা দিয়ে তৈরি মূর্তিগুলো সংরক্ষিত ছিলো। হুজুর তার হাতের লাঠি দিয়ে মূর্তিগুলোর দিকে ইংগিত করে বললেন, "সত্য এসেছে। বাতিল হয়েছে উৎখাত। আর বাতিল উৎখাত হবারই যোগ্য।" একথা বলার পর যে মূর্তির দিকেই ইঙ্গিত করছেন তা-ই চীৎ হয়ে পড়ে চুরমার হতে লাগলো। একে একে এভাবে সব মূর্তি ভেঙ্গে চুরে গেলো। সাহাবাগণ সহ বাইতুল্লাহকে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পাক-সাফ করলেন। এরপর দু' রাকায়াত নামায পড়লেন।

এরপর হুজুর বাহিরে অপেক্ষমান হাজারো মানুষের উদ্দেশে ঐতিহাসিক বক্তব্য পেশ করলেন। তিনি বললেন ঃ

"হে কুরাইশবাসী ! আমি তোমাদেরকে বলেছিলাম—আল্লাহ এক, মূর্তিরা আল্লাহ নয়। কন্যা হত্যা খুবই গর্হিত কাজ। জ্বিনা ব্যভিচার, মদ-জুয়া, সহ সকল নিন্দিত কাজ ছেড়ে দাও। তোমরা আমার কথা শুননি। অনেক কষ্ট দিয়েছো আমাকে। আমার সঙ্গী-সাথীদের উপর বিপদের পাহাড় চড়িয়ে দিয়েছো। তাদের অনেকে শাহাদাতের মৃত্যুবরণ করেছে। অন্যরা হিজরাত করেছে। তোমরা মনে করেছিলে আল্লাহ বলতে কেউ নেই। আর আল্লাহ আমাকে কোনো সাহায্য করবেন না।

এখন দেখো আল্লাহ আমাকে সাহায্য করেছেন। তিনি তার অঙ্গিকার পালন করেছেন। সকল গোত্র পরাজিত হয়ে পালিয়েছে। মক্কা হতে কুফরী ও শিরক বিদূরিত হয়েছে। লাঞ্ছিত ও বঞ্চিত হয়েছে এরা। শত শত বছরের পর আজ খানায়ে কাবা মূর্তি মুক্ত হয়েছে। খানায়ে কাবাতে রক্ত ঝরানো আর যাবে না। এরপর তিনি বললেন ঃ

www.amarboi.org

এটা বায়তুল হারাম। এ জায়গার সম্মান প্রদর্শন অপরিহার্য। এখানে সবুজ শ্যামল গাছের একটি পাতাও কাটা যাবে না। হে মক্কাবাসী ! আজ এক ও লা শারীক আল্লাহ মুসলমানদের মাধ্যমে জাহেলিয়াতের সকল রেওয়াজ রসমকে পদদলিত করে দিয়েছেন। শুধু কাবার মর্যাদা আর হাজীদের জমজমের পানি পান করানোর রীতি অবশিষ্ট থাকবে। এ রীতি অবশিষ্ট থাকবে কিয়ামাত পর্যন্ত। হে কুরাইশবাসী ! আজ আইয়ামে জাহেলিয়াতের অহংকার ও বংশীয় গৌরবেরও অবসান ঘটলো। এখন থেকে সেই বেশী শরীফ ও ভদ্র যে বেশী আল্লাহ্ ভীরু হবে।

স্মরণ রাখবে। সকল মানুষের সৃষ্টি আদম আলাইহিস সালাম থেকে। আর আদমের সৃষ্টি মাটি হতে। অতএব মাটির পুতুল নিয়ে অহংকার ও গৌরব করা মানায় না।

হে কুরাইশ বাসী ! তোমরা কি জানো—আমি আজ তোমাদের সাথে কি ব্যবহার করবো।

একথা শুনে কুরাইশবাসী আতংকিত হয়ে উঠলো। ভীতির চোখে হুজুরের দিকে তাকিয়ে রইলো সকলে। তারা বললো—

ঃ আপনি মর্যাদাবান ও দয়ালু। কল্যাণ ছাড়া আর কিছু আমরা আপনার কাছ থেকে আশা করতে পারি না।

ঃ শুনো ! আজ আমি তোমাদেরকে ঐ কথাই শুনাবো। যা শুনিয়েছিলেন হযরত ইউসুফ আলাইহি সালাম তাঁর ভাইদেরকে। তোমাদের উপর কোনো প্রতিশোধ গ্রহণ করবো না। তোমরা সকলে আজ মুক্ত।

কৃতজ্ঞতার দৃষ্টিতে সকল কুরাইশবাসী তার দিকে চেয়ে রয়েছেন। তাদের পাওনা অপ্রত্যাশিত। ঘর-বাড়ী হারা মুসলমানরা তাদের নিজ নিজ বাড়ীতে গিয়ে উঠলেন।

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের বাড়ীতে উঠলেন না। তাঁবুতেই থেকে গেলেন তিনি। কিছুদিন পর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হারিস, সালমা, জামিলা ও রোকাইয়াকে সহ তাদের সকল সঙ্গী-সাথীদেরকে মক্কায় নিয়ে এলেন।

মক্কায় আসার পর সালমা নিজের বাড়ীতে গেলো। তখন তার স্বামী বেঁচে ছিলো না। কিছুদিনের মধ্যেই জামিলা ও রোকাইয়ার ভালো ঘরে ও ভালো বরে বিয়ে হয়ে গেলো। সুখে শান্তিতে বসবাস করতে লাগলো তারা।

এভাবে একা এক ব্যক্তি এমন একটি বিপ্লব ঘটিয়ে দিলেন যা বিশ্ববাসী কোনোদিন দেখেনি।

www.amarboi.org

"শত শত বছর ধরে চলে আসা মূর্তিপূজার অবসান ঘটলো। শুরু হলো আল্লাহর বন্দেগী।"

সমস্ত আরব স্বেচ্ছায় মুসলমান হলো। বাকী থাকলো না মক্কায়, আর একটি কাফেরও। ধ্বংস হয়ে গেলো মূর্তিপূজার সব বেদী। সব মূর্তি ভেঙ্গেচুরে ফেলে দেয়া হলো কাবার বাইরে। শত শত বছরের মূর্তিপূজার ঘর খানায়ে কাবাকে করা হলো মূর্তি মুক্ত ও পবিত্র। আলোকিত হয়ে উঠলো গোটা আরব। দূর হলো জাহেলিয়াত। অন্ধকারে ডুবে থেকে "যে পরশমণির ছোঁয়ায় সোনা হলো তারা" তিনিই হলেন আখেরী নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

সমাপ্ত

www.amarboi.org

পরশমণি

এ. বি. এম. এ. খালেক মজুমদার